INDEX

Date

The 4th June, 1975. **Page**

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

2nd June, 1975.

The House met in the Assembly Chamber, Agartala, at 12-00 Noon on Monday the 2nd June, 1975.

PRESENT

Shri Manindra Lal Bhowmik. Speaker in the Chair, the Chief Minister, 6 Ministers, 2 Ministers of state, 1 (one) Deputy Speaker, Dy. Minister and 26 Members.

QUESTION AND ANSWER

Mr. Speaker :— To-day, in the List of Business are the following Question to be answered by the Ministers concerned. Starred Question of Sri Chandra Shekhar Datta.

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :— মাননীয় স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চন নং ২৬১ (ইণ্ডাষ্ট্রি ডিপার্টমেন্ট)

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং ২৬১।

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে বগাফা চিনির কল হঠাৎ বন্ধ করিয়া দেওয়ায় কৃষকের বহু আঁখ চিনির কলে দেওয়ার জন্য কাটা অবস্থায় বিনষ্ট হইয়াছে ?

২) সত্য হইলে হঠাৎ চিনির কল বন্ধ হওয়ার কারণ কি ?

উত্তর

১) গত বৎসর চিনির কারখানা বন্ধ করিয়া দেওয়াতে বহু আঁখ চিনির কলে দেওয়ার জন্য কাটা অবস্থায় বিনষ্ট হইয়াছে ইহা ঠিক নয়। গত মরশুমের জন্য কারখানা বন্ধ করিয়া দেওয়ার আগে মাত্র একটি গ্রামের কয়েক জন কৃষকের আঁখ কাটা অবস্থায় কারখানায় ব্যবহৃত হতে পারে নাই। পরিবহনের অসুবিধার জন্য এই আঁখ কারখানায় ব্যবহৃত হইতে পারে নাই।

২) চিনির কারখানা গত ১৮ই জানুয়ারী গত মরশুমের জন্য বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। কারখানা যখন বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় তখন আঁখে চিনির পরিমাণ খুবই কমিয়া গিয়াছিল। এই অবস্থায় এই মানের আঁখের দ্বারা চিনি তৈয়ারী বা কারিগরী অর্থনৈতিক দিক থেকে ব্যবহার করা সমোচীন ছিল না।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে কোন মাস থেকে কোন মাস পর্য্যন্ত বগাফার এই চিনির কলটা চলেছিল ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এইটা গত জানুয়ারী মাসে বন্ধ হয়ে যায়। আর এইটা সাধারণতঃ আরম্ভ হওয়ার কথা ছিল অক্টোবরে। কারণ সিজন হলো অক্টোবর থেকে সেখানে এইটা আরম্ভ হয়েছে ডিসেম্বর থেকে।

শ্রীতাপস দে :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে এই চিনির কলে মোট কতটুকু চিনি উৎপাদিত হয়েছিল ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সময়ের মধ্যে যতটুকু সম্ভব হয়েছে আমাদের কাছে যে রিপোর্ট এসেছে তাতে দেখা যায় যে ৯ টনের মত হয়েছে।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে এই চিনির কলে আঁখ না দেওয়ার ফলেই এইটা বন্ধ হয়ে গেছে ? সরকারের কাছে এমন কোন আবেদন কি আছে যে কৃষকরা বলেছিল যে আমাদের আঁখ কাটা অবস্থায় পড়ে আছে, আমাদের আঁখ নিয়ে যাও ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই প্রশ্নের জবাব আমি আগেই দিয়েছি যে একটা গ্রামের কয়েকজন কৃষকের সেই অবস্থা হয়েছিল।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলতে পারেন কি, যে চিনি হয়েছে তার দাম কত পড়েছে ? প্রডাকশন কসট কত ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এমনি সাধারণত: চিনির দাম আরও কমে যাবে। যেহেতু প্রথমাবস্থায় আরম্ভ হয়েছে সেইজন্য তার কস্টিং টস্টিং সমস্তটা মিলিয়ে এইটা পড়েছে প্রায় ১১ টাকা কে. জি.।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— আচ্ছা, এই চিনি ডিসপোস অব হয়েছে কত করে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— আমরা ৪ টাকা সাড়ে চার টাকা করে বিক্রী করেছি।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— এই দরে কি সব বিক্রী করা হয়েছে ? এবং বিক্রী করা হলে এই যে কতশো গুণ ঘাটতি, ভর্তুকী দেওয়া হলো, এই রকম ভর্তুকী দিয়ে যে পুরণ করা হলো সেইটা কোন বাজেট থেকে দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই পরের মরশুমে কমে যাবে এবং আশা করা যাচ্ছে যে এই কসটিং অনেক কমে যাবে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— কথা হচ্ছে ১১ টাকা করিয়া যদি চিনির দাম পড়ে থাকে এইটাতো একটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার। কারণ প্রডাকশন কসট যদি ১১ টাকা হয় তাহলে এই চিনি কেউ খাবে ? ৬/৭ টাকা করিয়াও কেউ চিনি খায় না। অন্যান্য রাজ্যে, উত্তর প্রদেশে অনেক চিনির কল আছে সেখানে তো এই রকম হয় না।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই প্রথম এইখানে একটা চিনির কল স্থাপন করা হয়েছে এবং তার এ্যাষ্টাবলিশমেন্ট কষ্ট, ওখানকার যারা ওয়ার্কার তাদের সমস্তটা মিলিয়ে এবং পরিবহন ব্যবস্থা অন্যখানে যে রকম থাকে এইখানে সেইটা নেই। এইখানে মোটর

গাড়ী দিয়ে আনতে হয়, অন্যখানে গরুর গাড়ী দিয়ে আসে। অন্যখানে ট্রেনের ব্যবস্থা আছে। কাজেই এইখানে কষ্টিংটা একটু বেশী পড়েছে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— এই যে ভর্ত্তুকীটা দিলেন এইটা কোন দপ্তরের টাকা থেকে, এইটা কোন হেড থেকে দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ভর্ত্তুকীর কথাটা এখানে আমরা বলতে পারছি না। তার কারণ হলো এই কষ্টিংটা আরও কমে যাবে এবং আশা করা যায় যে কেরিং কষ্টাও আরও কমে যাবে এবং সেইভাবে অ্যারেঞ্জমেন্টটা করা হচ্ছে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলবেন কি যে ১১ টাকা যেখানে প্রডাকশন কষ্ট হয়েছে আর বিক্রী যখন সাড়ে চার টাকা হয়েছে তাহলে এইটাতো ভর্ত্তুকী দিতে হয়েছে ? আগামীতে আপনারা কি করবেন সেইটা আমরা জিজ্ঞাসা করছি না।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, টোটেল কষ্টটা আমি বলেছি এবং সেইটা আমি বলেছি যে সমস্ত অ্যাষ্টাবলিশমেণ্ট খরচটা নিয়ে এইটা পড়েছে।

শ্রীতাপস দে :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কি বলবেন যে সেইটাতে কত ঘণ্টা কাজ করা হয়েছিল ? সুগার মিলে কত ঘণ্টা করে কাজ হয়েছিল ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এইটাতে কোন কোন সময় ১২ ঘণ্টা কাজ করেছে বেশীর ভাগ সময় কোন সময় পাওয়ারের অভাবে কম হয়েছে, ৪ ঘণ্টা হয়েছে, এমনিতে টোটেল যা হওয়ার কথা ছিল সেইটা হয় নি। কাজেই কষ্টিংটা এই দিক থেকেও একটু বেশী হয়েছে।

শ্রীতাপস দে :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে সুগার মিলে মোট কত কুইনটেল আঁখ মারানো হয়েছে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের এই প্রথম চিনির কল এবং এইখানে আঁখের যা প্রডাকশন আছে সেই আঁখ দিয়ে যতটুকু আমাদের এইটার কেপাসিটি আছে সেই সম্পূর্ণ কেপাসিটি আমরা গ্রহণ করতে পারি নি।

শ্রীতাপস দে :— আমার প্রশ্ন হচ্ছে স্যার, যে কত কুইনটেল আঁখ সুগার মিল মারিয়েছে ? এইটা ছিল আমার প্রশ্ন স্যার।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্ক আমার কাছে এখন তথ্য নাই।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে ফার্টিলাইজার হওয়া ছাড়া রাব অবস্থায় এই চিনির কলে কত পরিমাণ জিনিস পড়ে আছে এখন ? চিনি হয় নাই, ফার্টিলাইজারও হয় নাই, রাব হয়ে আছে এই রকম কতটা রাব ট্যাংকে পড়ে আছে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই ফিগার আমার কাছে নেই তবে যে প্রশ্ন আগে করা হয়েছিল তাতে দেখা যায় যে ৩.৬ মেট্রিক টন।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— নয় মেট্রিক টন চিনি যে উৎপাদন হোল সেটা কিভাবে বিক্রি করা হয়েছে।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোন কোন সময় ওপন মার্কেটে বিক্রি করা হয়েছে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— এই যে ৪·৫০ পঃ দাম ঠিক হোল এটা কি আপনারা ঠিক করে দিয়েছেন না নিলাম করেছেন, কিভাবে বিক্রি হয়েছে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এটা বাজার দরের উপর নির্ভর করে। বাজার দর তখন চড়া ছিল এবং সেই কারণে এটা বাজারে ওপেন মার্কেটে বিক্রি করা হয়েছে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— কোন এজেনসির মাধ্যমে বিক্রি করেছেন, চিনির কলওয়ালারা বাজারে বাজারে এসে দোকান খুলে ছিলেন, না কি এজেনসি দিয়ে বিক্রি করা হয়েছে।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোথাও কোথাও এজেন্সি মারফতে, কোথাও কোথাও কোওপারেটিভের মারফতে।

শ্রীতাপস দে :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, ইহা কি সত্য যে এখনো কিছু সুগার জুইস টিল ফরম না হওয়া সত্ত্বেও এখানে পড়ে আছে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্কে আমার কাছে এখন কোন তথ্য নেই।

শ্রীতাপস দে :— মাননীয় মন্ত্রী বাহাদুর জানাবেন কি যে এখন ওগুলো কি অবস্থায় আছে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা যদি চিনি হওয়ার উপযুক্ত হয় তাহলে প্রশ্নটা বিবেচনা করে দেখা যেতে পারে।

শ্রীতাপস দে :— তাহলে এটা স্যার, চিনি হওয়ার যোগ্যতা হারিয়েছে ? এই যে জুইটা নষ্ট হলো, কি ভাবে নষ্ট হলো, সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় দেখবেন কি না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যতদূর জানা আছে আমার চিনির কলের ব্যাপারে জুইটা নষ্ট হয়নি। চিনির আকারে নেই হয়তো অন্য আকারে আছে।

শ্রীতাপস দে :— আমাদের মুখ্যমন্ত্রী যে জবাবটা দিলেন, আমি সেই জবাবের একটা ক্লেরিফিকেশন চাইছি স্যার—

মিঃ স্পীকার :—সাপ্লীমেন্টারী তো করা হয়েছে

শ্রীতাপস দে :— আমার সাপ্লীমেন্টারীর যে জবাবটা দেওয়া হয়েছে ওটার একটা ক্লেরিফিকেশন চাইছিলাম স্যার। উনি বলেছেন অন্য আকারে, অন্য আকারটা কি সেটা ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্কে আমি আগেই বলেছি যে আমার কাছে ডিটেলস তথ্য নেই, তবে জুস হিসাবে নেই ওখানে, এটা অন্য আকারের হিসাবে থাকতে পারে। এটার নানা রকম ফরম আছে, সেই সব ফরমে থাকতে পারে।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :— মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি যে কাজটা করতে পারে নাই এই কারণে, যে কোম্পানী থেকে মেসিনট আনা হয়েছিল সেই কোম্পানির টাকা ঠিক মতো দিতে পারে নি বলেই কোম্পানীর একজন লোক এই মেসিনের একটা পার্টস নিয়ে চলে গেছে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্কে এখনই কিছু বলা যাচ্ছে না, কারণ এ তথ্য আমার কাছে নেই। আর মেসিন চালু হলে বোঝা যাবে যে কোন পার্টস খোয়া যায় নি।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এষ্টাবিলিশমেন্ট খরচ এবং লেবার খরচ-এর পর দেখা গেছে যে ১ কে, জি, চিনি ১০০ টাকা পড়ে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জান বেন কি টোটাল মেসিন এবং এ াব্লিশমেন্টের জন্য কত টাকা খরচ হয়েছে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমার যতদূর মনে পড়ে, তাতে আমি বলতে পারি ১৬ লক্ষ থেকে ১৭ লক্ষ টাকা।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি প্রত্যেকটা লেবারের দৈনিক হিসাবে কত টাকা দেওয়া হত ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যেখানে নানা ধরনের লেবার আছে, স্কিল্‌ড লেবার আছে, আন-স্কিল্‌ড লেবার আছে, বিভিন্ন ধরণের লেবার আছে, উনি কোনটি মিন করেছেন আমি জানি না।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে গ্রাম থেকে আঁখ বিনষ্টের জন্য সরকারের কাছে যে আবেদন করা হয়েছিল এবং সেই গ্রামের কৃষকদের যে আর্থিক ক্ষতি হয়েছিল সেই ক্ষতি পূরণের কোন ব্যবস্থা করা হয়েছে কি না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমাদের যতটুকু জানা আছে আঁখ নষ্ট হয়নি, সেটা গুড় আকারে গ্রাম বাসীরা আবার ব্যবহার করতে পেরেছে।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :—আমার একটা স্পেসিফিক আবেদন আছে স্যার। আখ কেটে লক্ষীছড়া রাস্তার উপর ট্রাইবেলরা ফেলে রেখেছিল, বার বার লেখা সত্বেও সে আখ আনা হয়নি এবং সেগুলো না আনার জন্য তারা যে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে তার টাকা দেওয়া হবে কি না ? আমাকে একবার বলেছিলেন যে টাকা দেওয়া হবে।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই আখটা যদি অন্য কাজে ব্যবহার না হয়ে থাকে তাহলে প্রশ্নটা বিবেচনা করে দেখা যেতে পারে।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীরাধারমণ নাথ, কোশ্চেন নং—৩৭৭।

Shri Radharaman Nath —Question No. 377.

Shri Krishnadash Bhattacherjee :— মাননীয় স্পীকার স্যার কোয়েশ্চন নং ৩৭৭,

১) ধর্মনগর বাজারের উন্নতিকল্পে বর্তমান আর্থিক বছরের জন্য (১৯৭৪-৭৫ সন) সরকার হইতে কোন টাকা মঞ্জুর হইয়াছে কি, এবং (২) যদি হইয়া থাকে তাহলে কত টাকা এবং কবে পর্য্যন্ত এ বাজার উন্নয়নের কাজ আরম্ভ হইবে ?

উত্তর

১) না,

২) প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীরাধারমণ নাথ :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, ওই বাজারের উন্নয়নের জন্য টাকা খরচ হোক এর প্রয়োজনীয়তাটা কি সরকার মনে করেন না?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ধর্ম্মনগর বাজার উন্নয়নের জন্য ৯২,৫০০ টাকার একটা স্কীম আছে। সেই স্কীমে মৎস্য বিক্রী করার জন্য পাঁকা বেড় নির্মাণ নর্দমা নির্ম্মাণ, জমি উন্নয়ন, রাস্তাগুলিতে ইলেকট্রিফিকেশনের ব্যবস্থা আছে। এই স্কীমে উন্নয়নের কাজ ১৯৭০-৭১ সাল হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এই স্কীমের মাটি ভরাট ও পাঁকা ড্রেন নির্ম্মাণের কার্য্য শেষ হয়েছে। নিম্ন লিখিত বাকী কাজগুলো এখনও শেষ হয়নি—লেট্রিন, প্রস্রাবাগার, ইলেকট্রিফিকেশন। এই কাজগুলি বর্ত্তমান আর্থিক বছরে শেষ হবে বলে আশা করা যায়।

শ্রীবিনয়ভূষণ ব্যানার্জী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই ধর্ম্মনগর বাজার উন্নয়নের ফ্লাড কনট্রোলের জন্য বাজেটে ইতিমধ্যে সেংশন ছিল কয়েক লক্ষ টাকা—৩ লক্ষ টাকা হবে আমার মনে হয়। একটা বাঁধ দেওয়া হয়েছে আর একটা মাছ বাজার করা হয়েছে। বাকি উন্নয়ন মূলক কাজের জন্য বাজেটে যে প্রভিশান রাখা হয়েছিল, সে টাকা খরচ হয়নি এবং এ বছর বাজেটে কোন টাকা রাখা হোল না তার কারণ কি?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তিন লক্ষ টাকার কোন স্কীম ধর্ম্মনগরের জন্য হয় নি, আর যেটা ছিল সেটা ৯২,৫০০ টাকার স্কীম ছিল এবং সেটার দ্বারা অনেক কাজ করা হয়েছে এবং গত বছর টাকা সর্ট পড়ায় বাকী কাজগুলো হয়নি। এ বছর প্রত্যেকটা ডিষ্ট্রীক্টের জন্য দেড় লক্ষ টাকা করে বরাদ্দ করা হয়েছে এবং তার থেকে বাকী কাজগুলো সম্পন্ন করা হবে।

শ্রীবিনয় ভূষণ ব্যানার্জী :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার,—আমি এই কথাই জানতে চেয়েছি যে এর পূর্ব্বে আমি বলেছি ৩ লক্ষ টাকার স্কীম করে তার মধ্যে ৯২,৫০০ টাকা খরচ হয়েছে মাছ বাজারের জন্য। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে ৯২,০০০ টাকা খরচ হয়েছে, বাকী কাজ যেটুকু রয়েছে সে টাকাটাও কাজের জন্য। কি কি স্কীম সরকার নিয়েছিলেন এবং টোটাল এষ্টিমেট যা করা হয়েছিল তা কি ফ্লাড কন্ট্রোলের জন্য? টোটাল এষ্টিমেট তখন ছিল ৩ লক্ষ কত টাকা—আমার যতটুকু মনে পড়ে এবং সেখানে ৯২ হাজার ৫০০ টাকা দেওয়া হয়েছিল কেবল মাত্র মাছ বাজারের জন্য যেহেতু মাছ বাজারে এগুলো ওঠা সম্ভব হচ্ছিল না এবং একটা সাইড পরিস্কার করে সেখানে মাছ বাজারের কন্‌ষ্ট্রাকশান শেষ করা হয়েছে। কাজেই ধর্ম্মনগর বাজার উন্নয়নের যে পরিকল্পনা ছিল সেই পরিকল্পনার আংশিক কাজ হয়েছে বাকী অংশের কাজ হয়নি। এখানে মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে বাজার উন্নয়নের জন্য কোন টাকা সেনশান ছিল না, এ বছর নেই, কিন্তু পূর্ব্বেই ছিল। কাজেই আমার প্রশ্ন এই বাজার উন্নয়নের প্রয়োজন বোধে

সরকার যে বাজেট প্রভিশান রেখেছিলেন, সেখানে এবার কেন রাখা হোল না? আরও যে কথা বলেছেন ডিস্ট্রীক্টের জন্য দেড় লক্ষ টাকা করে রাখা আছে। একটি ডিস্ট্রীক্ট এর মধ্যে বহু বাজার আছে—কাজেই মাননীয় মন্ত্রীর এখানে যে তথ্য আছে তা পরিপূর্ণ তথ্য নয়, এই জন্য আমি বলবো যে ডিস্ট্রীক্টের যে দেড় লক্ষ টাকার কথা বলেছেন—না স্যার, একটা সম্পূর্ণ বাজার উন্নয়নের প্রশ্ন যেখানে—

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ৩ লক্ষ টাকার কোন স্যাংশান হয় নাই। ১১,৫০০ টাকার স্কীম স্যাংশান হয়েছে।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে এই যে ধর্মনগর বাজার উন্নয়নের যে পরিকল্পনা সেখানে টোটেল এষ্টিমেট কত ছিল ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— যে স্কীম নেওয়া হয়েছে সেটা ১১,৫০০ টাকা।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :— আমার প্রশ্ন ছিল কত টাকার এষ্টিমেট ছিল। টোটেল এষ্টিমেট ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— তার জন্য আলাদা প্রশ্ন করা দরকার।

মিঃ স্পীকার :— ধর্মনগর বাজারের জন্য টোটেল এষ্টিমেট কত ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— আমার রেকর্ডে যে তথ্য আছে সেখানে ১১,৫০০ টাকা স্যাংশান করা হয়েছিল ধর্মনগর বাজারের উন্নয়নের জন্য। আলাদা কোন কিছু জানতে চাইলে আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীবিনয় ভূষণ ব্যানার্জী :—এর মধ্যে কি কি কাজ ছিল, এটা কি সামগ্রীক বাজার অথবা পার্ট ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই বছরের যে আইটেমগুলি ছিল, বাজারের মৎস্য বিক্রেতাদের জন্য পাকা শেড নির্মাণ করার, জমি উন্নয়ন এবং ইলেকৃট্রিফিকেশান ইত্যাদির প্রভিশান ছিল।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :— যে কয়টার উল্লেখ করেছেন বাজার উন্নয়ন, ড্রেন সয়েলিং ইত্যাদি, কি ইলেকৃট্রিফিকেশানসহ ছিল ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— হ্যাঁ, ১১,৫০০ টাকা।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি এই এষ্টিমেটের সঙ্গে একটা রিংওয়েলও ছিল ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— থাকতে পারে।

ডাঃ বিনোদ বিহারী দাস :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি সেই বাজারে কি লোকজন যায় ? বাজার চলে কি ? যদি তাই চলে তাহলে প্রথম কাজটা ছিল যেটা সেটা হল প্রস্রাবাগার কিংবা লেট্রিন তৈরী করা। সেগুলি না করে অন্যদিকে করার কারণটা কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মেডিকেল প্র্যাকটিশনারের কাজ একটা আর একজনের কাজ হয় অন্যটা। সেই দৃষ্টিতেই তিনি বলেছেন।

স্যার, মেডিকেল প্র্যাকটিশনার হিসাবে প্রশ্নটা রাখি নি। সদস্য হিসাবে তুলেছি। কাজেই যখন সেখানে লোক জমায়েত হবে, সেখানে প্রচুর লোক জমায়েত হয়, সেটা না দেখে তিনি মেডিকেল প্রাকৃটিশনার হিসাবে দেখেছেন। সেটা করতে পারে নি সে কথা বলুন।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন দিক থেকে প্রায়রিটি থাকে। কেউ বা বলেন নর্দমা আগে হোক, কেউ বলেন রাস্তাটা আগে হোক, মাটি ভরাট হোক, বাজারে যেতে হবে তো। সুতরাং প্রায়রিটি হিসাবে দেওয়া হয়েছে এবং অ্যাকর্ডিং টু ফিনান্সিয়াল অ্যাবিলিটি করা হয়েছে এবং প্রস্রাবাগারও হবে।

ডাঃ বিনোদ বিহারী দাস :— কবে পর্য্যন্ত করতে পারেন সেটা বলতে পারেন কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— এই আর্থিক বৎসরেই ধরা হবে।

শ্রীবিনয় ভূষণ ব্যানার্জী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ধর্মনগর সামগ্রিক বাজার উন্নয়নের জন্য যে কাজ হয়েছে তাতে কি সামগ্রিক বাজার উন্নয়ন হয়েছে মনে করেন ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— আমি তো বলেছি সামগ্রিক বাজার উন্নয়ন হয় নাই।

শ্রীবিনয় ভূষণ ব্যানার্জী :— অন্যগুলির জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বিশেষ করে চেষ্টা করবেন কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে কাজ হয়েছে তাতে যদি না হয় তাহলে অ্যাকর্ডিং টু অ্যাভেলবিলিটি অব ফাণ্ডস সেটা দেখব।

শ্রীবিনয়ভূষণ ব্যানার্জী :— অ্যাভেলিবিলিটি অব ফাণ্ড এটা সত্যি কথা। কিন্তু সমগ্র ত্রিপুরাতে যদি এইভাবে কাজ করা হয় তাহলে কি হবে ? তাই আমি অনুরোধ করি এটাকে আগে শেষ করুন এবং ড্রেনের কাজ না হওয়ার দরুণ স্যানিটেশান এবং বাজার সবটা কাজ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আর যাদের জন্য বাজার, মানে কৃষকদের জন্য, আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব পরিপূর্ণ স্কীমটা ষ্টার্ট করুন যাতে সাধারণে সুযোগ পায় বাজার করার। কাজেই আমি অনুরোধ করব সেইদিকে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আশ্বাস দিতে পারেন কি না ?

(নো রিপ্লাই)

শ্রীচন্দ্র শেখর দত্ত :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন যে, এই যে ধর্মনগর বাজার উন্নয়নের জন্য টাকা ধার করা হয়েছে সেটা কি রেভিনিউ হেড থেকে না অন্য কোন হেড থেকে ধরা হয়েছে এবং সেই হেডের নাম কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— এটা রেভেনিউ হেডে 'ইমপ্রুভমেন্ট অব মার্কেট'। এটা ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটকে ডিষ্ট্রীবিউট করে দেওয়া হয়।

শ্রীচন্দ্র শেখর দত্ত :— এই বাজারটা উন্নয়নের জন্য কোন মাষ্টার প্ল্যান নেওয়া হয়েছিল কিনা এবং নিয়ে থাকলে কি কি প্ল্যান নেওয়া হয়েছিল ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— পাকা শেড নির্ম্মাণ, রাস্তা প্রস্তুত, ইলেক্ট্রিফিকেশান ইত্যাদি ব্যবস্থা আছে। এই স্কীম অনুযায়ী পাকা ড্রেন নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীতাপস দে।

শ্রীতাপস দে :— ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৯২।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— (মিনিষ্টার-ইন-চার্জ অব দি রেভিনিউ ডিপার্টমেন্ট)
ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৯২, স্যার।

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরা রাজ্যে মোট গৃহহীনের সংখ্যা কতজন ভাড়াটিয়া বাড়ীতে এবং মোট কতজন নিজস্ব বাড়ীতে থাকে (শতকরা হিসাব সহ) ?

উত্তর

১) ১৯৭০ ইং সনের ভারত সরকারের সেন্‌সাস মতে ত্রিপুরা রাজ্যে মোট গৃহহীনের সংখ্যা ৩৫৭ জন। ভাড়াটিয়া বাড়ীতে থাকেন ৩২,০৫৭টি পরিবার. আর নিজস্ব বাড়ীতে থাকেন ২,৩৫,২৪৫টি পরিবার। মোট জনসংখ্যার শতকরা ১২ জন ভাড়াটিয়া এবং শতকরা ৮৮ জন নিজস্ব বাড়ীতে থাকেন।

শ্রীতাপস দে :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যা বল্লেন ৩৫৭ জন গৃহহীন, এটা কি ১৯৭০ না ১৯৭১ ইং সনের সেন্‌সাস বলবেন কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— এটা ১৯৭০ ইং সনের সেন্‌সাস।

শ্রীতাপস দে :— স্যার, ১৯৭০ ইং সনে ত সেন্‌সাস হওয়ার কথা নয়। ১৯৬১ সনে সেন্‌সাস হয়ে গিয়েছে এবং প্রতি ১০ বছর অন্তর সেন্‌সাস হলে ১৯৭১ সনে আবার হওয়ার কথা। তবু বলছি যে এটাকে ১৯৭০ ইং সনের ধরে নিলেও মাত্র ৩৫৭ জন গৃহহীন ত্রিপুরা রাজ্যে আছে, এটা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য। গৃহহীনের সংখ্যা এর চাইতে অনেক বেশী কারণ আমি জানি যে আমার কনষ্টিটিউয়েন্সীতে ৩০০ উপর গৃহহীন আছে। কাজেই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, গৃহহীনের সংখ্যাটা কি বলবেন কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— গৃহহীনের সংখ্যা হল যারা নাকি ফুটপাতে ঘুমায় এবং গাছতলায় ভেগার।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী :— স্যার. গাছতলাও থাকে, এই রকম আছে নাকি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়. এটা করার নিয়ম হচ্ছে কোন পার্টিকুলার ডে-তে কতজন রাস্তাঘাটে বা পার্কে থাকে তা ধরে। কারণ ভেগারের সংখ্যা তার তার চাতে অনেক বেশী। কারণ জেনারেলী ভেগারেরা কোন দোকানের বারিন্দায় অথবা কারো বাড়ীর বারিন্দায় থাকে। এটার বেসিসে মোট ৩৫৭ জন গৃহহীন আছে।

ডাঃ বিনোদ বিহারী দাস :— স্যার, মন্ত্রী মহাশয় যারা ত্রিপুরা রাজ্যে গৃহহীনের সংখ্যা বলেছেন মাত্র ৩৫৭ জন। কিন্তু একমাত্র আগরতলা শহরে কতজন গৃহহীন আছে মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি ?

মিঃ স্পীকার :— দীস সুড বি এ সেপারেট কোয়েশ্চান।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী :— স্যার, উনি যে কথাটা বললেন, আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না। ধরুন আমার বাড়ী আছে কিন্তু ঐ ১৯৭০ সালের পার্টিকুলার ডে-তে আমি আগরতলায় আসছিলাম, রাস্তায় আমার রাত্রি হয়ে গিয়েছে, তখন যদি আমাকে ধরা হয় যে আমি গৃহহীন হয়ে গিয়েছি, আবার মাননীয় মন্ত্রীও সেদিন দিল্লীতে যাচ্ছিলেন, তাহলে তাকেও বলতে হবে যে তিনি গৃহহীন, এই রকম ভাবে কি লোকদের গৃহহীনের মধ্যে হয়েছে ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— স্যার, তখন যার দেখা হয়েছে, তাকে বলা হয়েছে যে তোমার কোন বাড়-ঘর আছে কিনা, সে বলেছে যে আমার কোন বাড়ী-ঘর নাই, আমি কোন দোকানের বারিন্দায় ঘুমাই অথবা রাস্তায় ঘুমাই। অর্থাৎ আমার কোন বাড়ী বা ঘর নাই, এই বেসিসে ধরা হয়েছে। এখন গৃহহীন বলতে আমি বলেছি যে ভাড়াটিয়া আছে ৩২,০৫৭টি, কিন্তু এরা ঠিক গৃহহীনদের সংখ্যায় আসে না। আবার অনেক আছে খাস জমিতে ঘর-বাড়ী করে আছে, তারাও গৃহহীনের সংখ্যায় পড়ে না।

শ্রীতাপস দে :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই যে ভাড়াটিয়া বাড়ীতে ৩২,০৫৭টি পরিবার আছে, তাদের নিজস্ব বাড়ী করে দেওয়ার সরকারী কোন পরিকল্পনা আছে কি না ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— এই রকম কোন পরিকল্পনা সরকারের নাই।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— গৃহহীনদের জমি দেওয়া হয়, গৃহহীনদের বাড়ীঘর তৈরী করবার জন্য টাকাও দেওয়া হয় পার্টিকুলারলী যারা সিডিউলড কাষ্ট/সিডিউলড ট্রাইবস, তাদেরকে কি ভাবে দেওয়া হয় ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— যারা ট্রাইবেল জুমিয়া বা ল্যাণ্ডলেস এগ্রিকালচারিষ্টস বিশেষ করে যারা গ্রামে রয়েছে, তাদের জন্য একটা স্কীম আছে। সেটা হচ্ছে তাদের নিজস্ব জায়গা যাতে হয়, সেজন্য জায়গা এলট করা হয় আর নগদে কিছুটা সাহায্যও দেওয়া হয় যাতে তারা নিজেরা নিজেদের বাড়ী ঘর করতে পারে। আবার যারা আদার দ্যান সিডিউলড কাষ্ট অথবা সিডিউলড ট্রাইব যাদের নিজস্ব ঘর বাড়ী নাই, তাদের নিজস্ব বাড়ী ঘর করার জন্য ১০ গণ্ডা করে জমি এবং নগদ ১৫০ টাকা করে দেওয়া। আবার অন্য যারা এগ্রিকালচারিষ্টস, অথচ নিজেদের জায়গা নাই, তাদের মধ্যে কিছু কিছুকে ১৯১০ টাকার স্কীমে জায়গা দেওয়া হয়।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— স্যার, আমি বলেছি গৃহহীনকে বাড়ী করার জন্য টাকা দেওয়া হয়। আর আপনি এখানে যেটা বললেন গৃহহীনের সংখ্যা হচ্ছে ৩৫৭ জন। তাহলে আমি কি জিজ্ঞাস করতে পারি যে ১৯৭০ সাল থেকে ১৯৭৫ সাল পর্য্যন্ত এই রকম গৃহহীনের কতজনকে বাড়ী ঘর করার জন্য টাকা দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— স্যার, দীস সুড বি এ সেপারেট কোয়েশ্চান।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— স্যার, এটা কি করে সেপারেট হতে পারে ? উনি যে সংখ্যা দিয়েছেন তাতে আমি নিজেও গৃহহীন হয়ে যেতে পারি, উনিও হয়ে যেতে পারেন। কিন্তু আমরা দেখছি যে গভর্ণমেন্ট তার দপ্তর থেকে ১৫০/৩০০ টাকা করে দিচ্ছেন। কাদেরকে টাকা দেন, যাদের বাড়ী আছে তাদেরকে, না যাদের বাড়ী নাই তাদেরকে ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— যাদের নিজস্ব বাড়ী নাই তাদেরকে দেওয়া হয়।

শ্রীতাপস দে :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ১৯৭০ সালের সেন্সাসে যে ৩৫৭ জন গৃহহীন ছিল, তাদের গৃহ দেওয়ার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— এই যে ৩৫৭ জন ধরা হয়েছে, তারা মোবাইল। অর্থাৎ এদের নাম্বারটা ঠিক থাকে না, যাযাবরের মত তারা এখানে সেখানে ঘুরে বেড়ায়। কাজেই ঠিক নাম্বারটা ধরা ডিফিকালট।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— তাহলে দেখছি আপনি সত্য কথা বলেন নি। স্যার, উনি এখন বলছেন যে ওদের সংখ্যাটা বের করা খুব মুসকিল। যে ৩৫৭ জন ধরা হয়েছে, তারা যাযাবরের মত এখানে সেখানে ঘুরছে, তারা কে কোথায় আছে, সেটা বের করা সম্ভব নয়। তাহলে সেন্সাসটা কি করে হল ? এবং ভারত সরকারের যে রিপোর্টের কথা বললেন, সেটাও ঠিক নয়।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— এটা ঠিক কারণ তারা পার্টিকুলার ডেতে এই সবের ষ্টেটীষ্টিস্ নেয়। তারা আজকে যেখানে গিয়ে ঐ লোকগুলিকে দেখল, কালকে হয়তো সেখানে গিয়ে তাদেরকে নাও পাওয়া যেতে পারে। তাই বলছিলাম যে তাদের ফিগারটা কালেক্ট করা খুব ডিফিকালট, স্যার।

শ্রীবুলু কুকী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন এই যে ৩৫৭ জন গৃহহীন, তার মধ্যে কতজন সিডিউলড ট্রাইবস ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— এটার সিডিউলড ট্রাইবস বলে কোন সেন্সাস হয় নি। জেনারেলী যারা নিজস্ব বাড়ীতে থাকে না বা কোন ভাড়াটিয়া বাড়ীতেও থাকে না ফুটপাথে থাকে বা অন্য জায়গাতে থাকে, তাদের কথাই এখানে বলা হয়েছে তাদের সিডিউলড ট্রাইবস বা সিডিউলড কাস্ট বলে কোন সেন্সাস হয় নি।

শ্রীতাপস দে :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে স্বাধীনতার রজত জয়ন্তি উপলক্ষে সরকার গৃহহীনকে গৃহদান এবং ভূমিহীনকে ভূমি দান এই রকম একটা পরিকল্পনা নিয়েছিলেন এবং ঐ পরিকল্পনা অনুযায়ী সরকার মোট কতজন গৃহহানকে গৃহ দেওয়া হয়েছে ?

মিঃ স্পীকার :— অনারেবল মেম্বার, ইট ইজ নট দি সেম কোয়েশ্চান।

শ্রীতাপস দে :— স্যার, উনি বলেছেন যে গৃহহীনদের কোন পজিটিভ ফিগার উনার কাছে নাই। কিন্তু স্বাধীনতার রজত জয়ন্তিতে সরকার একটা পরিকল্পনা দিয়েছিলেন যে ল্যাণ্ড টু ল্যাণ্ডলেস, হোম টু হোমলেস। কাজেই কতজন হোমলেসকে হোম দেওয়া হয়েছে, এখানে আমি সেটাই জানতে চাইছি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— স্যার, এটা এই প্রশ্নের সংগে জড়িত নয়। কারণ স্বাধীনতা রজত জয়ন্তি উপলক্ষে যে স্কীম নেওয়া হয়েছিল তার সংগে এটার কোন সম্পর্ক নাই।

শ্রীতাপস দে :— স্যার, যে স্কীমটা ছিল, সেটা হচ্ছে হোম টু হোম লেস, আর এখানে গৃহহীন মানে হোমলেস। কতজন হোমলেসকে হোম দিয়েছেন তার উত্তরে তিনি বললেন যে এটা নাকি তার সংগে জড়িত নয়। কিন্তু আমি বুঝতে পারলাম না যে গৃহহীনদের যে সমস্যা রয়েছে, সেটার সমাধানের জন্য সরকার থেকে প্লেনে নেওয়া হয়েছে গৃহহীনদের গৃহ দেওয়া এবং ভূমিহীনদের ভূমি দেওয়ার, তাতে ভূমি দেওয়ার কাজটা শুরু হয়েছে, কিন্তু গৃহ দেওয়ার কাজটা শুরু হয়েছে কিনা সেটা আমি শুনি নি। তাই আমার প্রশ্নটা হচ্ছে গৃহহীনকে কতটা গৃহ দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা অন্য জিনিষ। যেমন কোন গ্রামে কোন লোকের ঘর নাই, খাস জমি দখল করে বসে আছে বা অন্য কারো জোতের জায়গাতে ঘর করে বসে আছে, এই রকম লোকের নিজস্ব বাড়ী যাতে হয় স্বাধীনতার রজত জয়ন্তি উপলক্ষে তাদের জন্য একটা স্কীম নেওয়া হয়েছে। কাজেই উনি যে প্রশ্নটা করেছে, তার সংগে এটা জড়িত নয়। তবে তিনি যদি এরজন্য সেপারেট কোয়েশ্চান করেন, তাহলে তার জন্য প্রয়োজনীয় ইনফরমেশান এনে আমি তার জবাব দিতে পারব।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :— স্যার, মাননীয় মন্ত্রী এখানে যে হোমলেসের ডেফিনেশান দিয়েছেন, তাতে যারা খাস জমিতে অথবা ফরেষ্ট রিজার্ভের ভিতর বাড়ী ঘর করে আছে, তারা কি হোমলেস না তারা হোম ওয়ানটেড ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— স্যার, এই সজ্ঞা অনুসারে তাদেরকে হোমলেস বলা যায় না, কারণ তাদের নিজস্ব বাড়ী ঘর আছে যদিও তাদের বাড়ীর নিজস্ব জায়গা নাই।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :— তারা যদি হোমলেস না হয়ে থাকে, তাহলে হোমলেসকে হোম দেওয়ার যে স্কীম, সেই স্কীম অনুযায়ী তাদের কি ভাবে হোম দেওয়া হবে জানাবেন কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— তাদেরকে বাড়ীর জায়গা দেওয়ার যে স্কীম, সেই স্কীম আমদের আছে এবং তাদের প্রত্যেককে ১০ গণ্ডা করে হাউস ল্যাণ্ড দেওয়া হয়।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— বাড়ী, এই যে ভাড়াটিয়ারা আছেন ওদেরকে বাড়ীর জায়গা দেওয়ার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ? শহরে কিনা গ্রামে, না শুধু রোরেল এরিয়াতে বাড়ীর জায়গা দেওয়ার পরিকল্পনা সরকারের আছে ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা এই টাউন থেকে ৮ কিলোমিটার দূরে আমরা ওদেরকে জায়গা দেই যদি জায়গা অ্যাভেইল হয় তাহলে তাদের নিজস্ব বাড়ীর জন্য দশ গণ্ডা করে জায়গা দেওয়া হয়

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি যে বিভিন্ন রাজ্যে ওয়ার্কিং জার্ণালিষ্টদেরকে বাড়ীর জায়গা দেওয়া হয় ? এই রাজ্যে সেই পরিকল্পনা আছে কি না ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— আই ডিমাণ্ড নোটিশ স্যার।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীসুনীল দত্ত।

শ্রীসুনীল দত্ত :— মাননীয় স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চন নং ৪০৮ (পুলিশ ডিপার্টমেন্ট)।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং ৪০৮।

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে ইদানিং কর্তব্যরত ট্রাফিক কন্‌ষ্টবলেরা তাদের নম্বর ব্যাজ পোষাকের সহিত রাখেন না এবং

২) সত্য হইলে ইহার কারণ কি ?

উত্তর

১) না, ইহা সত্য নহে, পরন্তু এইরূপ অভিযোগ পাওয়া প্রকাশ পায় না।

২) প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীসুনীল দত্ত :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে ব্যাজটা কনষ্টেবলদের পোষাকের উপর থাকে এইটা পার্ট অব দি ইউনিফর্ম কি না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন এইটা ঠিকই। যদি এই রকম কোথাও দৃষ্ট হয় তাহলে সেই ব্যাপারে ডিসিপ্লিনারী অ্যাকশন নেওয়া হতে পারে।

শ্রীসুনীলচন্দ্র দত্ত :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমি নিজে আগরতলা শহরে, বিভিন্ন ট্রাফিক পয়েন্টে নম্বরটা পুলিশের পোষাকে দেখিনি কারণ কর্তব্যরত পুলিশকে সর্বাবস্থায় নাম্বারটা থাকবেই। না থাকাটা অপরাধ। কাজেই মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যে উত্তর দিলেন যে কোন নালিশ যদি পাওয়া যায় অ্যাকশন নেওয়া হবে। আমি নিজে যেটা প্রত্যক্ষ করেছি এই আগরতলা শহরে এই নাম্বারটা ছিল না। অবশ্য ইদানিং আমি লক্ষ্য করেছি ঐ নাম্বার ব্যাজটা আছে। কাজেই সর্ব্বাবস্থায় যাতে নাম্বারটা থাকে তাদের পোষাকের সহিত সেই দিকে নজর দেওয়ার জন্য আমি বলেছি।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— স্যার, আমি দেখেছি রাস্তায় ট্রাফিক পয়েন্টে হোমগার্ডরা হাত দেখায়। মাননীয় সদস্য বোধ হয় ভুল করেছেন এই হোমগার্ডদেরকে দেখে।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্কে যদি কোন ট্রাফিক পুলিশের নাম্বার না থাকে, এইটা চেক করে দেখা যেতে পারে কোন জায়গায়। আর হোমগার্ড কোন কোন সময় ট্রেনিং দেওয়ার জন্য হোমগার্ড ব্যাবহার করা হয় তার ফ্রন্টে পুলিশ রেখে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে অনেক সময় দেখা যায় বাজারে হাটে পোষাক পরলেও ব্যাজ নাম্বারটা থাকে না। কাজেই এই রকম চলাফেরা বন্ধ করার জন্য চেষ্টা করবেন কি না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এইটা সাধারণত: ডিউটির সময়ই মিন করে থাকে।

মি: স্পীকার :— শ্রীতাপস দে।

শ্রীতাপস দে :— কোয়েশ্চন নম্বার ৩৯৩।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— কোয়েশ্চন নম্বার ৩৯৩।

প্রশ্ন

১। ১৯৭২ সাল হইতে এ পর্যন্ত স্টেট রিলিফে উদয়পুর মহকুমায় মোট কতটি পুকুর খনন করা হয়েছে ?

২) বর্তমানে পুকুরগুলি ব্যবহারযোগ্য কি না ?

উত্তর

১) ১১টির খনন কার্য্য সমাপ্ত ও ২০টির খনন কার্য্য অসমাপ্ত।

২) ৮টি ব্যবহারযোগ্য।

শ্রীতাপস দে :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই বলেছেন যে ১১টির খনন কার্য্য শেষ হয়েছে এবং ২০টির এখনও হয়নি। এবং ১১টির খনন কার্য্য শেষ হয়েছে তার মধ্যে ৮টি ব্যবহারযোগ্য কেন আর বাকী ৩টির অবস্থা কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ৩টা কি জন্য ব্যবহার-এর অযোগ্য সেই তথ্য আমার কাছে নেই—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীতাপস দে :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি ২০টার খনন কার্য শেষ না হওয়ার কারণ কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই ২০টা পুকুর শেষ করার আগেই বর্ষা আরম্ভ হয়ে যাওয়ায় শেষ হয় নাই।

শ্রীতাপস দে :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি এই ২০টা পুকুরের প্রতিটা পুকুরের জন্য যে এষ্টিমেট করা হয়েছিল সেই টাকাটা খরচা করা সত্ত্বেও পুকুরগুলি শেষ করা হয় নাই ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীতাপস দে :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই তদন্ত করে দেখবেন কি না ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি তদন্ত করে দেখব

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি এই যে পুকুরগুলি খনন করা হয়েছে এই পুকুরগুলি কার দখলে আছে ?

মি: স্পীকার :— মালিক কে ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এইগুলি পঞ্চায়েতের অধীনে থাকার কথা।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই এই পুকুরগুলি যে খনন করা হয়েছে এইগুলি কি খাস ভূমিতে না কারও জোত ভূমির উপর করা হয়েছে ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীবিনয় ভূষণ ব্যানার্জী :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই এই পুকুরগুলি কি উদ্দেশ্য লক্ষ্য রেখে কাটা হয়েছিল ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিভিন্ন উদ্দেশ্যে নিয়ে করা হয়েছে। কোন কোন গুলি পানীয় জলের জন্য কোন কোনটি পাট ভিজাবার জন্য, কোনটি জলসেচের জন্য—নানা উদ্দেশ্য নিয়ে করা হয়েছে।

শ্রীবিনয় ভূষণ ব্যানার্জী :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই পুকুরের জল পানীয় জল হিসাবে ব্যবহার করার জন্য সরকার কি পুকুর খনন করেন ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— এটা বিভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে করা হয়েছে।

শ্রীবিনয় ভূষণ ব্যানার্জী :— মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন পানীয় জলের জন্য পুকুর কাটা হয়েছে। পানীয় জলের জন্য সরকার কি জনসাধারণের জন্য পুকুর কেটে দেন ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পানীয় জলের জন্য সাধারণত কুয়া খনন করা হয় তবে জরুরী প্রয়োজনে করতে বাধা নেই।

শ্রীবিনয় ভূষণ ব্যানার্জী :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই এই পুকুরগুলি খনন করতে মোট কত টাকা খরচা হয়েছে ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই পুকুরগুলি খনন করতে মোট টাঃ ১,২৭,৩৪৫'৭৫ পয়সা খরচা হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীনরেশ রায়।

শ্রীনরেশ চন্দ্র রায় :— কোয়েশ্চান নাম্বার ৪১৮।

শ্রীহংসধ্বজ দেওয়ান :— কোয়েশ্চান নাম্বার ৪১৮।

প্রশ্ন

১ বাধারঘাট তহশীলের অধীনে মিশন হসপিটাল হইতে বেলতলী রাস্তার সংগে সংযোগকারী রাস্তাটি সংস্কার করা হইয়াছে কি না ?

২। না হইয়া থাকিলে তাহার কারণ কি ?

উত্তর

১। প্রশ্নে উল্লিখিত রাস্তাটির সংস্কার কার্য্য এখনও হয় নাই।

২। অর্থ বরাদ্দের স্বল্পতার জন্য বিগত আর্থিক বৎসরে কাজটি সুরু করা সম্ভব হয় নাই।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই গত বছর অর্থের অভাবে এই রাস্তাটি সংস্কার করা হয় নাই বর্ত্তমান বছরে এই রাস্তাটির সংস্কার করা হবে কি না ?

শ্রীহংসধ্বজ দেওয়ান : – মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রস্তাব আছে।

শ্রীতাপস দে :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই এটা কোন পরিকল্পনা বর্ষের বরাদ্দ ধরা হয়েছিল ?

শ্রীহংসধ্বজ দেওয়ান :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এটা নন-প্ল্যানের টাকা।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীতাপস দে।

শ্রীতাপস দে :— কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৩২।

শ্রীতড়িতমোহন দাসগুপ্ত :— কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৩২।

প্রশ্ন

1. Whether the Factories of the Tea Gardens are regularly inspected by the Factory Inspector ?

2. If so, Nos. of Factories which have been declared condemned under the Factories Act ?

3. Whether it is a fact that the Factory of Khowai Tea Estate is in dilapidated condition and the floor of the same is the breeding place of bacteria ?

4. If so, the step taken thereof ?

উত্তর

১। চা বাগানের কারখানা (ফ্যাক্টরী) পরিদর্শক কর্তৃক যথা সম্ভব পরিদর্শিত হয়।

২। কোন কারখানাকে বাতিলকরনের বিধি আইনে নাই।

৩। খোয়াই চা বাগানের কারখানার অবস্থা সামগ্রিক ভাবে সন্তোষ জনক নহে।

৪। ত্রুটিগুলি অনতিবিলম্বে অপসারনের জন্য সংশ্লিষ্ট মালিককে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীতাপস দে :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই ত্রিপুরাতে মোট কতটা টি গার্ডেনের ফ্যাক্টরী আছে এবং সেজন্য কতজন ফ্যাক্টরী ইন্সপেক্টার আছেন।

শ্রীতড়িত মোহন দাসগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ২৫টা—তার জন্য বর্তমানে একজন ফ্যাক্টরী ইন্সপেক্টার আছে। এবং সেই ইন্সপেক্টারও গত ৪. ৪. '৭৫ ইং তারিখে তিনি আর একটা ভাল চাকরী পেয়ে তিনি এখান থেকে চলে গিয়েছেন। তাই নাও ইন্সপেক্টার নেই।

শ্রীতাপস দে :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই এখন ইন্সপেক্টার নেই বলছেন তাহলে তার সেই কাজ কে দেখছেন ?

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ট্রেটউটরিলী কেউ দেখছে না তবে কামালঘাট ফ্যাক্টরী ইনসপেক্টারের দেখার কথা। অফিশিয়েলী তার রিপোর্টে আনুসংগিক এ্যাকশান অফিস থেকে নেওয়ার ব্যবস্থা আছে—চীফ লেবার অফিসার নিচ্ছেন।

শ্রীতাপস দে :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই বলতে পারেন কি গত ২ মাস ফ্যাক্টরী পরিদর্শন হয় নাই এই কথা সত্যি কি না?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় সাধারনত: নিয়ম হচ্ছে বছরে এক বার ইনসপেক্শান করতে হয়—গত ফিনানশীয়াল ইয়ারে তিনি ১১টা বাগান দেখেছেন।

শ্রীবিনয় ভূষণ ব্যানার্জী :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই ফ্যাক্টরী ইনসপেকটার যারা তাদের উপর কি নির্দেশ আছে—তারা কি করবে কোন দিকে লক্ষ্য রাখবে?

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ফ্যাক্টরী ইনসপেটারের কর্ত্তব্য হচ্ছে—তার সেনিটেশান, তার সেফটি এইগুলি দেখা।

শ্রীতাপস দে :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই খোয়াই ফ্যাক্টরী সম্পর্কে যেটি সেটিসফেক্টারী নয় বলেছেন সেই ব্যাপারে কি একশান নেবেন?

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে সংশোধন করার জন্য যদি সংশোধন না হয় তাহলে আইনানুগ ভাবে দেখা যাবে কি করা যায়।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই যদি একসিডেন্ট হয় তাহলে কি হবে— খোয়াই বাগানের ফ্যাক্টরী ভাল নয় তাতে ইনসপেকটার বলেছেন সেটিসফেক্টারী নয় তার এই এই সব করা দরকার এবং তিনি আশংকা প্রকাশ করেছেন একসিডেন্ট হতে পারে।

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় একসিডেন্টের আংশকা তিনি করেননি। যেগুলি মিনমাম রাখা দরকার সেগুলি তার কাছে নেই।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই তিনি কি হাইজেনিক পয়েন্টে রিপোর্ট করেছেন না কি একসিডেন্ট হতে পারে এই পয়েন্টে করেছেন?

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় তিনি সাধারণত: ভেন্টিলেশন আছে কি না তার ড্রিংকিং ওয়াটার ফেসিলিটিজ আছে কি না তার মেসিনারী ঠিক আছে কি না —ফ্যাক্টরীতে এই জিনিষগুলি দেখেন।

শ্রীতাপস দে :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই বলবেন কি এই নোটিশ করে সার্ভ হয়েছিল?

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় তারিখটা আমার কাছে এখন নেই।

মিঃ স্পীকার :— কোয়েশ্চান আওয়ার ইজ ওভার...

শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস :— স্যার আমার একটা কথা আছে। আপনি আমাদের সেক্রেটারী সম্পর্কে বিগত দিনে বলেছিলেন—

Mr. Speaker :— Please take your seat.

শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস :— আমি বলেনি স্যার, আমার কথাটা শুনুন।

Mr. Speaker :— Please listen to me first. I am drawing the attention of the Hon'ble Members to the rules or the House, When the Speaker raises to Speak. it is heard by the Hon'ble Members. Secretary's presence in the House is obligatory. So he will remain in the House, he will stay in the House, hc will continue to stay in the Housr.

শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস :— এ কথা আমি বলছি না স্যার, আমি বলছিলাম—

Mr. Speaker :— I have given my ruling.

শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস :— আমি রুলিং এর কথা বলছি না স্যার। আমি বলছিলাম যে, আপনি বলেছিলেন যে সেক্রেটারী আর আসবেন না, এই রকম একটা কথা বলেছিলেন কি না? আমি এটা আপনার রুলিং অনুযায়ী জিজ্ঞাসা করছি না। এটা আপনি বলেছিলেন কি না সেটা স্যার।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— আপনি যা বলেছিলেন আমাদের, আপনি তার থেকে সরে যাচ্ছেন, এই জন্য আমরা দুঃখিত।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনাদের সংগে আমার চেম্বারে কি কথা হয়েছিল সে কথা এই হাউসের আলোচনার বিষয় হতে পারে না।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— সেই জন্যই বলছি আমরা দুঃখিত, কারণ আপনি আপনার কথা থেকে সরে গেছেন। আপনি যা বলেছিলেন তার থেকে সরে গেছেন, কি বলেছিলেন তা আমি বলছি না। আমরা খুব দুঃখিত।

মিঃ স্পীকার :— আমিও খুব দুঃখিত যে আপনাদের সংগে আমার চেম্বারে যে প্রাইভেট টক্ হয়েছিল সেই কথা আপনারা তুলছেন।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— স্যার আমার কথা শুনুন, কি কথা হয়েছিল সে কথা বলছি না, আপনি যা বলেছিলেন তা থেকে সরে গেছেন বলেই আমরা দুঃখিত। আর কিছু আমি বলবো না। সেদিন আমি বিধানসভা থেকে যাচ্ছিলাম, আমি হাউস থেকে বাইরে গেলাম তখন দেখলাম একটা মস্ত বড় পুলিশ গাড়ী এসেছে। সেই মস্ত বড় ট্রাকে এই হাউসের কিছু লোক গিয়ে উঠেছে। দে আর পুলিশ পারসনস্ স্যার। তারা আপনার এখানে পাহারা দিচ্ছে তারাই আপনার ওয়াচ এ্যাণ্ড ওয়ার্ড। এই হাউসে আপনি আমাদের আশ্বাস দিয়েছিলেন যে ওয়াচ এ্যাণ্ড ওয়ার্ডের ব্যাচ থাকবে। আমরা জানতে চাই ওয়াচ এ্যাণ্ড ওয়ার্ডের ব্যাচ এখনও কেন হলো না, কেন আমাদের হাউসে আই, বি, থাকবে? থাকতে পারে না। যেটা আপনার দৃষ্টিতে এনেছিলাম যে ওয়াচ এ্যাণ্ড ওয়ার্ডের ব্যাচ যদি না থাকে—আমরা চাই আগামী কালকের মধ্যে তার ব্যবস্থা করবেন।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য ব্যাচ-এর জন্য অর্ডার দেওয়া হয়েছে এবং তৈয়ারী হলে ব্যাচ দেওয়া হবে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— আপনার ব্যাচ না থাকে, কাগজ-এর ব্যাচ দিন, কাগজ দিয়ে লিখে দিন সেক্রেটারীর সই দিয়ে যে এরা ওয়াচ এ্যাণ্ড ওয়ার্ডের লোক।

মিঃ স্পীকার :— কাগজে লিখে দেওয়া যায় কি, কিসে লিখে দেওয়া যায় সেটা আমরা চিন্তা করবো। কাগজে ব্যাচ লেখা যায় না।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— হাউসের মধ্যে আই, বি'র লোকেরা ওয়াচ এ্যাণ্ড ওয়ার্ডের নাম না দিয়ে থাকবে, তা হতে পারে না

Mr. Speaker :— That is not the fact. Those who are attending House, they are original staff, they have been appointed by us.

Shri Kalipada Banerjee :— Yes, they are some staff, but there are many others from I.B. I am telling you, please inquire into it. You hear me.

Mr. Speaker :— I shall look into the matter.

Shri Bulu Kuki :— স্যার, আমার একটা নোটিশ ছিল।

Mr. Speaker :— Hon'ble Members, On 30th May, 1975 Shri Bulu Kuki, MLA has given a notice of a question of breach of privilege aginst Shri Ajoy Singha, District Magistrate, West Tripura alleging that in his letter of intimation regarding arrest of Shri Abhiram Deb Barma & Shri Pakhi Tripura, MLAs as read out by the Speaker in the House, the District Magistrate has mentioned Malarmath as the place of arrest of the aforesid members, .but actually they were arrested from MALs Hostel. I find no primafacie in the case in view of the fact that the MAL's Hostel is located in Malarmath area and no action can be taken against District Magistrate, West Tripura, for mentioning Malarmath as the palce of arrest. I. therefore, rule out the notice.

শ্রীবুলু কুকী :— স্যার মেলার মাঠ একটা এরিয়া যেখানে বাড়ী আছে, ঘর আছে, দোকান আছে—

মিঃ স্পীকার :— প্লিস টেক ইউর সিট।

শ্রীবুলু কুকী :— অনেক অফিস আছে। চায়ের দোকান থেকে এরেষ্ট করা হয়েছে তাদের স্যার, না রাস্তা থেকে এরেষ্ট করা হয়েছে, কোন জায়গা থেকে এরেষ্ট করা হয়েছে? আমরা জানি যে মেলারমাঠ একটা বিরাট এলাকা সেখানে বাড়ী আছে, অফিস আছে, দোকান আছে, ওয়ার্ক শপ আছে, সব কিছুই আছে। যে কনসান' অথরিটি এরেস্ট করেছেন, পুলিশ মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য তাঁদের বিরুদ্ধে কেস সাজাবার জন্যই এই এম, এল, এ হোষ্টেলটা উল্লেখ করেন নি। আমার মনে হয় এটা হাউসকে মিসলিড করা হয়েছে, এটা সম্পর্কে আলোচনা হওয়া দরকার, এটা প্রিভিলেজ কমিটিতে যাওয়া দরকার।

মিঃ স্পীকার :— আপনি বসুন—I have received Calling Attention Notice from Shri Gopinath Tripura on the subject of—বিগত ২২শে মে, ১৯৭৫ তারিখে কৈলাসহর মহকুমার ছামনু ব্লক অন্তর্গত খালছড়া বাজার বৈরী মিজোদল কর্তৃক লুটপাট

সম্পর্কে। I have given consent to the Motion of Shri Gopinath Tripura. Now, I would request the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department to make a statement to-day, if possible. If the Hon'ble Minister is not in a position to make a statement to day he will kindly give me a date when the Calling Attention notice will be shown on the order paper for a statement.

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এর ষ্টেটমেন্ট দেব আগামী বুধবার, ৪ঠা জুন, ১৯৭৫।

Mr. Speaker :— Hon'ble Minister will make statement on Wednesday next i. e. on 4th June, 1975.

I have received another Calling notice from Shri Tapas Dey on the subject of—গত ২৯শে মে রাধাকিশোরনগর ২নং ফেয়ার প্রাইস সপে চুরি করে রেশনের মাল বিক্রি করা সম্পর্কে। I have given consent to the motion of Shri Tapas Dey. Now I would request the Hon'ble Minister-in-charge of the Food Department. to make a statement to-day, if possible. If the Hon'ble Minister is not in a position to make a statement to day he may kindly give me a date when the calling attention notice will be shown on the order paper for a statement.

Shri Tarit Mohan Dasgupta :— আমি ৪ঠা জুন জবাব দেব স্যার।

Mr. Speakar :— Hon'ble Minister will make statement on 4th June, 1975. Next business before the House is consideration and passing of the Tripura Appropriation Bill 1975, (Tripura Bill No. 3 of 1975). I would request the Hon'ble Chief Minister to mave his motion for consideration of the Bill.

Shri Sukhomoy Sengupta :— Mr. Speaker Sir, I beg to move that the Tripura Appropriation Bill, 1975 (Tripura Bill No. 3 of 1975) be taken into consideration.

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই অ্যাপ্রোপ্রিয়েশান বিলের সমর্থনে আমি কয়েকটি বক্তব্য রাখব। বিশেষ করে এডুকেশান সম্পর্কে। এডুকেশান মিনিষ্টার বলছেন আমি তাঁর বক্তৃতায় যা শুনেছি, তাতে বলেছেন মধ্য শিক্ষা পর্ষদ আগামী বছর থেকে ত্রিপুরায় চালু হবে, তার মানে ৭৬ সনে। আর আমরা এষ্টীমেট কমিটি যখন একজামিন করেছিলাম—তখন আমাদের বলা হয়েছিল দি বোর্ড অব সেকেণ্ডারী এডুকেশান কামিং ইন দি নেকস্‌ট ইয়ার, নেকস্‌ট একাডেমিক ইয়ার। এটা ছিল ৭৪ সন যখন আমরা এই ডিপার্টমেন্টটা একজামিন করি, তখন স্বাভাবিকভাবে আমরা আশা করেছিলাম '৭৫ এর জানুয়ারীতে এটা সুরু হবে, কিন্তু মিনিষ্টার বলছেন, না, এখন আমরা আনছি না, আমরা পশ্চিমবংগের সংগে থাকব। কিন্তু তাতে কি হল, আমাদের ছেলেমেয়েরা যারা পরীক্ষা দিচ্ছে, পশ্চিম বংগ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ গভর্ণমেন্টকে পর্যন্ত ওরা জিজ্ঞাসা করে না, তারা বলেছে আমাদের ছেলেমেয়েদের যে পরীক্ষা

নেয়, তাই দয়া করে এবং বোর্ডের জন্য কিছু কিছু টাকাও আমরা খরচ করেছি, কিছু কিছু অফিসারও আমরা রাখি। তবুও এই ডিপার্টমেন্ট যখন বলছে ৭৫ সনে সুরু হবে, মন্ত্রী বলছেন যে ৭৬ সনে সুরু হবে। আদৌ সুরু হবে কিনা, কারণ আমাদের ছেলেমেয়েদের অ্যাডমিট কার্ড টাইমলী আসছে না, তাদের পরীক্ষার খাতা চলে যায় দোকানে, দুই বৎসর ধরে রেজাল্ট আসছে না, তবুও আমরা তাদের সংগে থাকব। ওয়েষ্ট বেঙ্গল এডুকেশান বোর্ডের যে কেলঙ্কারী সেটা আমরা জানি। তবুও তাদের সংগে থাকব। তাহলে আমরা আইন করলাম কেন? তার কোন সার্থকতা আমরা দেখছি না। ডিরেক্টার যিনি বলেছিলেন যে যারা মেম্বার তারা রিপোর্ট করেছেন সেখানে দেখছি ৭৫ এ সুরু হওয়ার কথা। কিন্তু কেন দেরী হচ্ছে? দেরী হচ্ছে এই কারণে যে, অ্যাসেম্বলীর মেম্বাররা বোর্ডে যাবেন, কিভাবে তাঁরা দেখবেন এবং কিছু স্কুল দেখবেন, কিভাবে আসবেন, সেটা নিয়ে রুলস তৈরী করছেন এবং কেবিনেট সেটা বিবেচনা করছেন। আমরা চাই যাতে তাড়াতাড়ি জিনিষটার ফয়সলা হয়। আরও আমরা উল্লেখ করেছি ১৬০টা হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল আছে এবং সেটাও তাড়াতাড়ি করা উচিত। এখন থেকে সুরু হচ্ছে দশ ক্লাস। আমরা চেয়েছিলাম ত্রিপুরার বোর্ডও এটা করবেন। সেই সম্বন্ধে পলিসি কি তা আমরা জানতে চাই। স্যার, আমাদের এডুকেশনের বিস্তৃতি হয়েছে, ১৬০টা হাই এবং হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল হয়েছে। ১৬০টা হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুল করা হয়েছে। সেই তুলনাতে ষ্ট্যাণ্ডার্ড শিক্ষক আমরা রাখতে পারি না এবং তার ফলে ঠিকমত পড়াশুনা স্কুলে হয় না এবং কেন হয় না এবং কতটুকু হয়, তার জন্য ইভালুয়েশান মানে সার্ভে করা উচিত। কোথায় আমাদের গাফিলতি আছে তা যদি আমরা কিছু বের করতে না পারি এবং কিভাবে এইগুলি দূর করতে পারা যায় তা যদি বের করতে না পারি তাহলে আমরা সাক্সেসফুল হব না দেখ গেছে এক বছরে আমরা ১২টা স্কুল খুলছি, তাহলে তাদের বাজেট প্রভিশান রাখারও প্রয়োজনীয়তা আছে। বাজেটে যদি ৫টা স্কুলের প্রভিশান থাকে সেখানে যদি ১৫টা স্কুল খুলে, অবশ্য আমরা দাবী করি বলেই হয়, তবুও অনেক জায়গার দাবী রয়ে যায়, সেখানে যাতে সাব-ডিভিশানওয়াইজ হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে। করা যায়, করা যায় না, তা নয়। আগরতলা শহরে সব স্কুল হবে, হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল এত বেশী শিক্ষক সেই তুলনায় মফঃস্বলের স্কুলগুলিতে স্টেপ মাদারলী অ্যাটিচিউড নেওয়া হয়েছে। এই স্টেপ মাদারলী মনোভাব যাতে না হয় তার জন্য আমার বক্তব্য রাখছি। স্কুল পড়াশুনা হয় না, ডিগ্রেডেশান হচ্ছে আমাদের সমস্ত শিক্ষা ব্যবস্থার। সেদিন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছিলেন যে মদের আড্ডা হয়, আরও অন্যান্য জিনিষ হয়। আমি আশ্চর্য হয়ে গেছি, এইগুলির প্রতিকার নেই। আমি হায়দ্রাবাদে দেখেছি, সেখানে কি সুন্দর পড়াশুনা হচ্ছে, একটা শব্দ নাই। ছেলেমেয়েরা বেরিয়ে আসছে, ঢুকছে, কোন হৈ চৈ হচ্ছে না। কিন্তু আমাদের এখানে ডিগ্রে-ডেশান হচ্ছে। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়েরা বলছেন স্কুলগুলি রাজনীতির আড্ডাখানা হচ্ছে। সেটা কারা করছে? যদি আমরা করি, যদি মন্ত্রী মহাশয়েরা করেন, যদি অপোজিশান পার্টি করেন তাহলে এটা বন্ধ করা উচিত। যদি মন্ত্রীরা বা আমরা রুলিং পার্টির মেম্বাররা যারা আছি তারা করে থাকি তাহলে ওঁদেরও আমরা বলতে পারি আমরা করব না। যদি তাঁরা

ক'রে তাহলে ওঁদের বিরুদ্ধে মিসা দিতে পারেন। কিন্তু তা না করে কোন কোন স্কুলে মদের আড্ডাখানা হচ্ছে, জুয়া খেলা হচ্ছে। এইসব জিনিষগুলি বন্ধ করা হচ্ছে না কেন? আমরা যদি চাই তাহলে কেন হবে না? মন্ত্রী মহাশয়েরা বলছেন না কেন? পারতে হবে যদি আমাদের দেশের ভবিষ্যতের উপকার করতে চাই। ছেলেরা মদ খাচ্ছে, মাষ্টার মহাশয়েরা মদ খাচ্ছেন, আমার বাড়ীতে যদি মদের আড্ডা বসে তাহলে আমি বন্ধ করতে পারি না, আমাদের স্কুলের মধ্যে আড্ডা বসছে তা আমরা বন্ধ করতে পারি না? বন্ধ করতে পারি, কিন্তু করি না। বা সেখানে যদি জুয়াখেলা হয়, তাকি আমি বন্ধ করতে পারি না? বন্ধ করতে পারি, কিন্তু আমরা সেটা করি না। তারপর স্কুলের সংগে বর্ডিং, প্রত্যেক স্কুলের সংগে একটা করে বর্ডিং থাকা উচিত। তাতে ৩/৪ মাইল এরিয়ার মধ্যে আবার যে নুতন করে আর একটা হাই স্কুল খোলার দাবী আসে, সেই দাবী সম্পর্কে অন্ততঃ মন্ত্রী বলতে পারবেন, ডিপার্টমেন্ট বলতে পারবেন এবং আমিও বলতে পারব যে এই যে বর্ডিং হাউস আছে, তোমরা সেখানে এসে থাক। বর্ডিং হাউসের নিয়ম আছে সে শুধু সিডিউল্ড কাষ্ট অথবা সিডিউল ট্রাইব ছেলেদের জন্যই নয়, বাকী রে থার্টি পার্সেন্ট একোমডেশান তা অন্যান্য ছেলেরাও নিতে পারবে, কিন্তু তাদেরকে টাকা দেওয়া হবে না। তবে বর্ডিং হাউসগুলিতে একোমডেশান অনেক কম থাকে। কাজেই প্রত্যেক স্কুলের সংগে একটা করে বর্ডিং হাউস, অন্তত: ৫০টি সীট যাতে থাকে, সেদিকে নজর দেওয়া দরকার। আর একটা হচ্ছে টিচার্স প্রবলেম, আমার এরিয়াতে কি হয়েছে, স্যার; দেখুন, ৩১-৩-৭৪ এর যে হিসাব তাতে ডিপার্টমেন্ট বলছেন ৪,৯৮২ জন শিক্ষক আছেন, আর তার প্রপোর্শান সম্পর্কে বলেছেন ১:৪১, কিন্তু আসলে সেটা ১:৪০ হবে, আমার রিপোর্টিং এও ভুল থাকতে পারে। সেই ১:৪০ কোথায় হবে? আমার সাব-ডিভিশনের কি অবস্থা? ২১৯ জন টিচার্স আছেন ১:৭০ হিসাবে, অমরপুরে আছেন ১৮ জন আর আগরতলা শহরে আছেন ১,৮০০ এর মধ্যে। তারপরেও আবার কি হচ্ছে, না সবাই বদলী হয়ে চলে আসছেন। আমার সেখানে যারা যাচ্ছেন, তারা দুই দিন পর নানাভাবে দরবার করে চলে আসছেন, অনেক সদস্য অবশ্য বলেছেন যে এর মধ্যে দুর্নীতি আছে, আমি জানি না এর মধ্যে দুর্নীতি আছে কিনা? তবে আমি এটা বুঝি যে যাদের বাড়ী আগরতলাতে, তারা স্বাভাবিকভাবে আগরতলার কাছাকাছি থাকতে চান। এর মধ্যে আমি কোন দুর্নীতি দেখছি না। কাজেই কারো যদি বদলী হয়ে আসবার ইচ্ছে থাকে, তাহলে মন্ত্রীর বা ডিপার্টমেন্টের উচিত হবে সেই সে অঞ্চল থেকে যে সমস্ত শিক্ষক আমরা নিয়ে আসছি, তার কারণ কি বা তার যুক্তি কোথায়, সেটা আগে বের করা। আর আমি বাড়ীতে আসতে চাইলে যদি আমাকে নিয়ে আসা হয় এবং তা যদি অত্যন্ত ব্যাপকভাবে হয় এবং তার ফলস্বরূপ যদি কোন স্কুলে দুই তিনজন শিক্ষক থাকে, যেমন ধরুন হরিচরণ বাবুর এলাকার একটা ঘটনার কথা আমি বলি, সেটার একটা সাঙ্খ্যাত্তিক চিত্র, বনকুল সিনিয়র বেসিক স্কুলে, তাতে একজন শিক্ষক আছেন। আমি সেখানে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে সেখানে ছাত্র কত? সে আমাকে বুঝিয়ে বললো যে ছাত্ররা কি করে আসবে, আর ছাত্রই বা থাকবে কেন? বললেন মাষ্টার নাই সারা বছরে যদিও বা একজন শিক্ষক থাকেন, আমি আমার ছেলে বা মেয়েকে সেখানে পাঠাব কেন। আমি সবাইকে বলে দিয়েছি যে অন্য জায়গায়

নিয়ে যাও। সত্যি কথা। এখন মন্ত্রী মশাই যদি বলেন যে একজন শিক্ষক জাষ্টিফাই করে না, কারণ সেখানে ৪০ জন ছাত্র নাই। কিন্তু এই যে অবস্থাটা হল তার কারণ কি। তার কারণ বের করে সেই সেই অঞ্চলে যাতে উপযুক্ত সংখ্যক শিক্ষক থাকে, তার ব্যবস্থা যেন উনারা করেন। চিত্র আছে, যদি এই প্রবলেমকে সমাধান করার জন্য, তারা ইচ্ছা করলে সেটা করতে পারেন, কিন্তু আমি জানি না তারা সেটা করবেন কিনা। যদি করেন, তাহলে আমার অঞ্চলে যে সব বেকার ছেলে-মেয়ে আছে, তাদেরকে চাকুরী দিন। কেন আপনি এক জায়গাতে চাকুরীটা একুমুলেট করছেন? চাকুরী দিবেন এখানকার ছেলেদের, আবার তাদেরকে এখানেই রাখবেন, দুই দিনের জন্য ঐখানে নিয়ে তাদেরকে আবার ট্রেন্সফার করে আনবেন, তার জন্য তারা টি, এ, ডি, এ, পাবে, এই রকম ভাগ্যবান অনেক ছেলে আছে, তা আমি জানি। কাজেই আমাকে যাতে এই কথা বুঝতে না হয় যে আমাদের অঞ্চলের মানুষের কাছে আমাদের ডিসক্রেডিট দেওয়ার ইচ্ছা যদি কিছু থাকে, আমি জানি না এই ধরণের ইচ্ছা থাকা বোধহয় উচিত হবে না, আর যদি থাকেও তারজন্য সতর্ক থাকতে হবে, কারণ ঐ রকম ইচ্ছার কাছে আমরা মাথা নোয়াব না। তারপর আসছি হেলথ ডিপার্টমেন্টের ব্যাপারে, সেই মনু বনকুল ডাক্তারখানায় একজন কম্পাউণ্ডার, এও হরিচরণ বাবুর এলাকা। একজন ত সেদিন এসে আমাকে বলে গেলেন বাজারে যে ঘরটা ছিল, সেখানে প্রথমে ডাক্তারখানা খোলা হয়েছিল, সেটা ভেঙ্গে গিয়েছে। তারজন্য একটা টিলার উপর অনেকখানি জায়গা রাখা হয়েছে, এক সময় মাননীয় মন্ত্রী মশাই বলেছিলেন যে পুরানো যে সব ডিসপেনসারী আছে, পার্টিকুলারলী ট্রাইবেল এরিয়াতে, সেগুলিকে আমরা আপগ্রেড করে দেব। অথচ সেই জায়গাতে ঘর তৈরী করা হচ্ছে না, এখন ঘর তৈরী করতে যে সময়টা লাগবে, এখন ত ডাক্তারখানা প্রায় সময়ই বন্ধ থাকে, কারণ সেখানে ঔষধপত্র যায় না, সেই কম্পাউণ্ডার বা কিভাবে ডাক্তারখানা চালাবেন। সেখানে একটা নুতন বাজার হয়েছে, তারা বলেছে যে আমরা একটা ঘর দেব সেখানে এবং ঐ ডিসপেনসারীকে সেখানে সিফট করে দেওয়া হয়, যে জায়গার কথা বলা হচ্ছে, সেটা একটা ট্রাইবেল এরিয়া, কাজেই এসব কথা বিবেচনা করে যাতে সেখানে সেই ঘরে ডিসপেনসারীটা ট্রেন্সফার করে তাড়াতাড়ি কনষ্ট্রাকশান এর কাজ শুরু করেন। আমি, স্যার, প্রায় শেষ দিকে চলে এলাম, আমি আর বেশী কিছু বলছি না। তবে পুলিশ সম্পর্কে দুই একটি কথা বলছি। আমরা পুলিশ এর কথা বললেই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দুঃখ করে বলেন যে এভাবে যদি বলা হয়, তাহলে পার্টি ডিসিপ্লিন নষ্ট হয়, বিশেষ করে নিরাপদ বাবুর নাম বললেই এই কথা উনি বলেন। কিন্তু ঐ যে মিজো হামলা হয়ে গেল যেটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, আমি সেদিন খবরের কাগজে পড়েছি যে মিজো হামলা হয়েছে, এই খবরটা তিনি কিন্তু আমাদেরকে বলেন নি। এই হাউস চলাকালে তিনি যখন পুলিশ বাজেটের উপর বক্তৃতা দিচ্ছিলেন, তখন তার জবাবী ভাষণে এটা বলা উচিত ছিল। এটা স্যার, মন্ত্রীর দায়িত্ব, এটা ত আমাদের দায়িত্ব নয়। তারপরেও আমাদের কলিং এটেনশান নোটিশ এনে আমাদেরকে সেই দায়িত্ব পালন করতে হবে, এটা গণতন্ত্রে একটা দুঃখের কথা। সেখানে যদি মিজো হামলা হয় এবং ২০ তারিখে মিজো-হামলা হয়েছিল, আগে তার খবর পাওয়া যায় নি কারণ তারা তখন সি, পি, এম মেম্বার-

দের বা সমীর বাবু অথবা আমাদেরকে মিসাতে গ্রেপ্তার করার জন্য ঐ ইনটেলিজেন্সটাকে ব্যবহার করেছিল। কিন্তু এই মিজো হামলার খবর যদি আগে পাওয়া যেত অন্ততঃ ছামচড়া বাজার মিজো হামলা হয়ে যে লুঠপাট হয়ে গেল, সেটা হয়তো বন্ধ করা যেত। তাই আমরা আগেও লক্ষ্য করেছি যে এই পুলিশের ব্যাপারে বা মিজো হামলায় ব্যাপারে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বহুবার আমাদেরকে আশ্বাস দিয়েছেন যখন নাকি গোবিন্দ বাড়ী এরিয়াতে মিজো আক্রমন হয়েছিল, তখনও আমাদের একটা কলিং এটেনশানের মারফতে মাননীয় মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হয়েছিল। হয়তো বলবেন যে ল এ্যাণ্ড অর্ডারের ব্যাপারটা গোপন বিষয়, এগুলি জেনে গেলে অনেক কিছু ক্ষতি হতে পারে, কিন্তু সেখানে লুঠপাট হয়ে যাচ্ছে, মানুষের জীবন বিপন্ন হয়ে যাচ্ছে, পুলিশের ইন্টিলিজেন্স সেই খবর পাচ্ছে না। অথচ আমরা এত বেশী পুলিশী নির্ভর হয়ে যাচ্ছি, এত বেশী ইন্টিলিজেন্স নির্ভর হয়ে যাচ্ছি যে সেখানে বিভিন্ন রকম সোর্স থাকা সত্বেও ইন্টিলিজেন্স কোন খবরই সংগ্রহ করতে পারছে না। একটা বাজারের উপর হামলা হয়ে গেল, তাছাড়া গত বছরেও ৩/৪ বার মিজো হামলা হয়েছে, মিজোরা এসে আমাদের এখানকার নাগরিকদের জীবন বিপন্ন করছে, বাংলাদেশ থেকে ডাকাত এসে আমাদের এখানকার নাগরিকদের জীবন বিপন্ন করছে, অথচ আমরা কোন সংবাদই সংগ্রহ করতে পারছি না এবং সংবাদ এলে পরেও আমরা তার কোন সুরাহা করতে পারছি না, আর কেস যখন হবে তখনও আমরা তার কোন সুরাহা করতে পারব না. এর পরেও বলছি যে আমরা বহাল তবিয়তে আছি, আমরা আছি, থাকছি, থাকব। অফিসারদের সম্পর্কে এখানে বলতে গেলেই অনেক মন্ত্রী বলছেন যে অফিসারেরা এখানে এসে ডিপেণ্ড করতে পারবে না, কাজেই তাদের সম্পর্কে এখানে কিছু বলা যায় না। কিন্তু আমি বলি ডিপেণ্ড ত করবেন আপনারা? আপনারা বলবেন যে নিরাপদ বাবুর কোন দোষ নাই, তাকে এভাবে এভাবে এ্যাক্সটেনশান দেওয়া উচিত, এই কথা ত আপনারা বলবেন, চীফ মিনিষ্টার বলবেন বা যে মন্ত্রীর গায়ে লেগেছে, তারা বলবেন। এসব কথা আমরা পার্টিতে বলব কেন? এই সব কথা আমি এই হাউসে বলব, আমার অধিকারের কথা, আমি এখানে এই হাউসে বলব। এটা আমরা গভর্ণমেন্টের পলিসি, আমার কংগ্রেসের পলিসি যে একটা পার্টিকুলার লোককে যদি আমি বেশী সুযোগ সুবিধা দিতে চাই, ঐ ভদ্রলোক রিটায়ার করেছেন, পেন্শান পাবেন তারপরও যদি তাকে আমি এ্যাক্সটেনশানের পর এ্যাক্সটেনশান দেই, তাহলে নীচের তলার যে সব অফিসার আছে তারা প্রমোশন পাবে না, এবং শুধু এই একটা লোকের জন্য একটা ডিপার্টমেন্টের ভিতর যে বিক্ষোভ থাকবে এবং এটা অচল হয়ে পরেছে। ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো যে খবর সংগ্রহ করবে তাদের কোন ক্ষমতাই নেই। আমি বলে দিয়েছি কেউ আমাকে বুঝাতে পারবে না যে এই দপ্তরের কাজকর্ম খুব ভালভাবে চলছে। এটা আমার বদ্ধমূল ধারণা হয়েছে কারণ বার বার আমি বলেছি বার বার আমাকে বুঝাতে চেষ্টা করেছেন। এই ভদ্রলোক অপরিহার্য্য কেন আমরা যতবার বলি এই ভদ্রলোক অপরিহার্য্য নয় এই ভদ্রলোক না থাকলে প্রশাসন রাজ্যে অচল হতে পারে না ত্রিপুরা গভর্ণমেন্টের পুলিশ দপ্তর অচল হতে পারে না। যদি অচল হয় তাহলে অচলই হয়ে যাওয়া উচিত। এই একজন ভদ্রলোকের জন্য একটা দপ্তর অচল হয়ে যাবে উনি একজন ভাগ্যবান লোক হবেন যিনি আমাদের

পিছনে পিছনে ঘুরে লোক লাগিয়ে বার বার ওদের কাছে রিপোর্ট সাবমিট করবেন তারা খুশী হবেন কিন্তু আমরা তাতে খুশী হতে পারি না। আমরা চাই যে এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি যেন না হয়। মন্ত্রী মশাই এই আশ্বাস আমাদের দিতে পারবেন এই নিরাপদ বাবুর নেতৃত্বে এই পুলিশ দপ্তরএর আর কোথাও কিছু হবে না! তা তো আমরা দেখি না। —আমরা দেখিনা ল এণ্ড অর্ডার কিভাবে বিপন্ন হয়ে পরেছে .আগরতলা সহরে কিভাবে গ্রামে গ্রামে ল এণ্ড অর্ডারের নামে কি হচ্ছে কি চলছে। সমস্ত কথা সমস্ত তথ্য আমি এখানে রাখতে চাই না আমরা এই সমস্ত বহুবার বলেছি— যে আমরা গাইড লাইন সম্পর্কে আমরা এই করতে চাই এবং এই গাইড লাইনই গভর্ণমেন্টের গাইড লাইন হওয়া উচিত যে রিটায়ার্ড অফিসার মাষ্ট বি রিটায়ার্ড নো এক্সটেনশান নো রিএমপ্লয়মেন্ট। কারণ এতে করে দক্ষ প্রশাসন হয় না হতে পারে না। এবং মাননীয় মন্ত্রী এটা জেনে রাখবেন আমি আমি একজন সদস্য হিসাবে আমার অধিকার আছে আমার রাজ্যের কোন কোন খারাপ কর্ম্মচারী সম্পর্কে বলার কোন কোন ভাল কর্ম্মচারীকে প্রশংসা করার অধিকার আমার আছে। সেই অধিকার আমি রাস্তায় বলব না সেই অধিকার আমি পাবলিক মিটিংয়ে বলব না সেই অধিকার আমি বলব এই বিধান সভায় এটা আমার রাইট। আপনার রাইট আছে ডিফেণ্ড দিয়ে বলুন যে এরা ইণ্ডিপেন্সিবল অমুক অমুক অফিসার যদি না থাকে তাহলে প্রশাসন অচল হয়ে যাবে—আমি বিশ্বাস করি না। আমার আর একটা কথা হচ্ছে রেভিনিউ ডিপার্টমেন্ট সম্পর্কে—আমার কাছে আগরতলার কাছাকাছি কিছু লোক এসেছিল জহর ব্রীজ পেরিয়ে রাস্তার বাঁ দিকে কিছু ল্যাণ্ড একোয়ার করা হয়েছে। এবং ৯ নম্বার নোটিশও ওরা পেয়েছে। কিন্তু তাদের টাকা পায়নি ওখানে তাদের ঘর বাড়ী ভেঙ্গে গিয়েছে। সেখানে আবার ঘর তুলতে যখন গিয়েছে তখন বাধা দেওয়া হয়েছে যে তোমরা ঘর তুলতে পারবে না তোমাদের জায়গা একোয়ার হয়েছে। তারা খুব গরীব মানুষ তারা আমার কাছে এসেছিল তারা অশোক বাবুর কনষ্টিটিউয়েনসীর লোক বোধ হয়। ওরা আমাকে বলেছেন যে যাতে তারা তাড়াতাড়ি টাকাটা পান। কারণ বিকল্প জায়গা সংগ্রহ করার জন্য বায়নাপত্র করেছেন কিন্তু তাদের সেই টাকাও মারা যাওয়ার পথে গিয়েছে। আমি আশা করব মাননীয় মন্ত্রী তাদের টাকাগুলি তাড়াতাড়ি দেওয়ার জন্য নির্দ্দেশ দেবেন। আর একটা কথা হচ্ছে টেষ্ট রিলিফ সম্পর্কে—টেষ্ট রিলিফএর জন্য যদি কিছু টাকা পয়সার ব্যবস্থা না করা হয় তাহলে ওখানকার ক্ষুধার্ত্ত মানুষ কান্নাকাটি করবে আবার পুলিশ লাঠি চার্জ্জ করবে এবং আমার গায়েও পরে যেতে পারে তা যেন না হয়।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আমার মনে হচ্ছে ইউ আর গোয়িং বিয়ণ্ড দি. পয়েন্ট……

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— নো নো স্যার, এটা গাইড লাইন আমার অঞ্চলের মানুষ না খেয়ে থাকবে টেষ্ট রিলিফ না দিলে চলবে না।

মিঃ স্পীকার :— পুলিশের লাঠি চার্জ্জ…

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— যদি হয় আমার এলাকায় হয়েছে স্যার। ওরা কাজ চাইতে গিয়েছিল খাওয়া চাইতে গিয়েছিল তাতে লাঠি চার্জ্জ হয়েছে। আবার হতে পারে কাজ বন্ধ

হয়েছে টাকা যখন নাই এস, ডি, ও, কি করে চালাবে। স্বাচারেলী ওরা আবার আসবে এলে স্বাভাবিক ভাবে এস, ডি, ও, তাদের লাঠি চার্জ্জ করবেই এবং আমি যখন বাড়ীতে যাব তখন আমার গায়ের উপরও পরতে পারে। আমার উপর পরলে খুব ক্ষোভের কারণ হবে। আর একটা কথা তড়িত বাবু বলেছেন—আমি জানি না উনি সেই কথা বলেছেন কিনা। কারণ পত্রিকাতে যা বেড়িয়েছে এটা অবাস্তব জিনিষ। সেটা হচ্ছে বর্তমানে রাজ্যে ১৭,২৯,৯৩১টা রেশন কার্ড দিয়েছে। রেশন কার্ড যদি এত থাকে আমাদের এখানে ষ্ট্যাটুয়ারী রেশনিং এরিয়া উনি কোথায় এত পেলেন এত জনসংখ্যাও এখানে নাই। আবার তিনি পরে বলেছেন কতগুলি অঞ্চল আছে সেই সব অঞ্চল রেশন কার্ড দিয়ে কাভার হয় নাই আমি ছিলাম তখন সেই সব অঞ্চলে রেশন কার্ড দিতে হবে। তাহলে ত্রিপুরার জনসংখ্যা কত আমাকে বুঝতে হবে। সাধারণত: ফেমিলী বেসিসে কার্ড হয় ফেমিলী বেসিসে যদি কার্ড হয় (ইন্টারাপশান) আপনি বলবেন আপনি পরে বলবেন—সেজন্য উনি কি বলেছেন আমরা বুঝতে চাই। আমাদের দরকার কত সেটা উনারা বলছেন না। খাদ্য দপ্তরের যেটা হওয়া উচিত এবং আমরা যেটা বুঝি আমার প্রয়োজন কত আমার উৎপাদন কত হয় রাজ্যে আমরা কত লোককে রেশন দেব কত লোককে সংবৎসর রেশন দিতে হয় কত লোককে একটা ফিক্সড পিরিয়ডে রেশন দিতে হয় সেটার পরিসংখ্যান থাকা উচিত। যদি না থাকে তাহলে আমাদের অন্ধকারে হাতরাতে হবে। যখন চালের জন্য আমরা এফ. সি. আই.কে বলব তখন গভর্ণমেন্টকে বলব না। আবার দেখা গেল একটা পকেটে সেখানে খাবার নেই তখন গভর্ণমেন্টের নানাভাবে চিন্তা হচ্ছে। এই যে আমাদের পলিসি—প্রোগ্রাম এবং প্ল্যান না থাকার জন্য—আমার কত রিকোয়ারমেন্ট কত লোককে রেশন দেব সেই পরিকল্পনা যখন থাকে না তখনই আমাদের অন্ধকারে হাতরাতে হয়। সুতরাং আমি আশা করব আগামীতে যখন বাজেট রচনা করবেন সংগে সংগে কতটা প্রয়োজন কতটা এখানে উৎপন্ন হচ্ছে তা একটা ফেগ রিপোর্টের উপর যেন না থাকে। বাংলাদেশে চলে গিয়েছে আসামে চলে গিয়েছে—কোথায় গিয়েছে কত গিয়েছে সেটাও খুঁজে বের করতে হবে। তখনই আমরা বাংলাদেশ এবং আসামের নাম করতে পারি। নইলে এই যে বলাটা সেটাও আনসায়েন্টিফিক বলা—কারণ আমরা জানি না বাংলাদেশে গিয়েছে কি না। একটা কেসও ধরতে পারিনি কোথাও। যাই হউক আমি আর বেশী সময় নেব না। এই বলে এপ্রোপ্রিয়েশান বিলকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীমধুসূদন দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি জায়গা একোয়ার সম্পর্কেই একটা কথা বলছি। আমার এলাকার কিছু লোকের জায়গা একোয়ার করা হয়েছিল এবং তারা ৯ নং নোটিশও পেয়েছিল। তবে গভর্ণমেন্ট থেকে টাকা দিচ্ছে না এটা ঠিক নয়। তারা আমার সংগে দেখা করেছিল এবং তারা আমাকে বলেছে যে যাতে তাদের সব জায়গা যাতে না পরে। আমি এই ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রীর সংগে দেখা করেছিলাম এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাকে বলেছেন যাতে সব জায়গা না পরে এটা তিনি দেখবেন তবে এটা একটু সময় লাগবে। কাজেই গভর্ণমেন্ট ইচ্ছা করে টাকাটা আটকিয়ে রাখছে এটা ঠিক নয়।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনি কনসিডারেশান অব মোশানের উপর বলছেন ?

শ্রীমধুসূদন দাস :— না স্যার, আমি শুধু তালীবাবু যে কথা বলেছেন তার উপর বলছি।

মিঃ স্পীকার :— আপনি কনসিডারেশান অব মোশানের উপর বলুন।

শ্রীমধুসূদন দাস :— স্যার, আমার সেন্টার সম্পর্কে বলেছেন আমার একটা দায়িত্ব আছে—তারা ডেপুটেশান দিয়েছিল তারা বলেছে যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের নামে সহরের কাছে জায়গা এলটমেন্ট না হচ্ছে ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা জায়গা ছাড়ব না। মুখ্যমন্ত্রীর সংগে দেখা করেছিল এবং মুখ্যমন্ত্রী যাতে এক্যুইজিশান না হয় সেই ব্যবস্থাও করেছিলেন। কাজেই টাকাটা পাচ্ছে না এটা ঠিক নয় টাকা নিতে তারা নারাজ।

মিঃ স্পীকার :— এটা মাননীয় মন্ত্রী উত্তর দেবেন—শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস। মাননীয় সদস্য আমি আগে থেকে বলে রাখছি আপনাদের বক্তব্য বিজনেসের উপর রাখবেন এবং অনুগ্রহ করে ৫ মিনিটের মধ্যে শেষ করবেন।

শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের আজকের যে এপ্রোপ্রিয়েশান বিল আমি সেই বিলকে সমর্থন করে সংক্ষেপে আমার ২/১টা কথা বলছি—সমস্যাটা হল—চুণ খাইয়া গলা পুড়লে দই দেখলে ভয় করে—স্যার, প্র্যাকটিক্যালী জিরো আওয়ারের আমি কোন অভিযোগ করছিলাম না। আমি সিম্পলী একটা কথা জিজ্ঞাসা করছিলাম। আপনি রুলিং দিয়ে দিয়েছেন আমি সিম্পলী একটা কথা জিজ্ঞাস করতে চেয়েছিলাম যাক আমি সেই সম্পর্কে বলছি না। তবু আমি উপমাটা টেনে আনছি এই জন্য আমি জানি না মাননীয়া সমাজ কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বলেছেন—আমি বাঁশিতে কি বাজাইলাম আর উনি কি গাইলেন আর উনার বাঁশিতে কি বাজল আমি বুঝি নাই। আমি বলেছিলাম উনার কনষ্টিটিউয়েন্সীর যে চাকুরীগুলি দিয়েছিলেন তারা উনার আত্মীয়া এটা আমি বলিনি। আমি বলেছিলাম তার কনষ্টিটিউয়েন্সীর লোক—তবে উনি বলেছেন উনার কোন আত্মীয়া নয়। এবং উনার কথাটা ছিল আত্মীয়া না হলেও দুস্থ লোককেই দেওয়া হয়েছে। সেটা স্বীকার করি এবং এটা আমাদের গভর্ণমেন্টের পলিসি এবং সেই পলিসি মতই হয়েছে সেটা স্বীকার করি। কিন্তু দুঃস্থ লোক কি ত্রিপুরা রাজ্যে আর কোথাও ছিল না শুধু কি উনার ওখানেই ছিল স্যার ? কাজে কাজেই এমন একটা অবস্থা হয়েছে যে ভাল কথা বললেও বলে যে আমাদের গালি দেওয়া হচ্ছে—কাজেই এই সমস্ত আলোচনা আর করছি না। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে বলব যে বেশ কিছুদিন আগে প্রায় দুই বছর হল এই পি. ডাবলিও. ডি.র ফর্ম ইলিভেন-এর কাজ দুই বছর ছিল না। এবার সেই ফর্ম ইলিভেন-এর কাজ চালু হয়েছে। পি. ডাবলিও. ডি.র ওয়ার্ক অবশ্য চালু হয়েছে খরা পরিস্থিতি বিবেচনা করে এটা তারা করেছেন। ফর্ম ১১ খুব একটা উৎসাহব্যাঞ্জক আমি মনে করি না। কারণ এটা নিগোশিয়েশান ওয়ার্ক এবং এর মধ্যে অফিস আদালতে বা সেই অফিস গুলিতে যারা দরকার করতে পারেন তারাই এটাকে মন্থন করতে পারেন। এই ঘটনা বেশ কিছু আমার কাছে আছে।

আমি ডিটেইলসে যাচ্ছি না স্যার। তবে আমি অনুরোধ করবো যে অন্ততঃ পক্ষে এই কর্ম এলিভেনের কাজ যাতে অতিরিক্তভাবে না করানো হয়। কারণ এতে সরকারী টাকার যথেষ্ট অপচয় হয় এবং যার ফলে নানা ধরণের দুর্নীতীর আশ্রয় হয়। কাজেই সেইটা যাতে না হয় সেই জন্য মাননীয় মন্ত্রীকে আমি অনুরোধ করছি। আমি আরেকটি অনুরোধ রাখবো যে গাইডলাইন সমাজতন্ত্রের যে গাইডলাইন, যে গাইডলাইনে রাস্তা হয়, বিল্ডিং করা হয়, সেইগুলি যাতে অন্ততপক্ষে সেই গ্রামভিত্তিক না হোক অন্ততপক্ষে একটা কন্সটিটিউয়েন্সিতে দুই চারটে ছিটেফুটে যাতে পরে এই রকম কাজ যেন উনারা করেন। তাহলে অন্ততপক্ষে কংগ্রেসটা বেঁচে থাকবে স্যার। আরেকটা কথা বলছি যে শিক্ষা দপ্তর সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যা বলেছেন সেইটার সংগে আমি এক মত যে শিক্ষাকে যদি সত্যিকারের শিক্ষার মান বা শিক্ষার মর্যাদা দিয়ে উপরে তুলতে হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে সরকারের যে দায়িত্ব আছে, আমাদেরও দায়িত্ব এবং জনসাধারণের দায়িত্ব আছে, এইটা আমি স্বীকার করি এবং এইটা একমাত্র পথ এইটা আমি স্বীকার করি। আমি জানি স্যার, অনেকগুলি স্কুল আছে যে সমস্ত স্কুলে মাষ্টার মহাশয়রা বিশেষ করে হেডমাষ্টার তারা স্কুলে যান না এবং মাসের শেষে ধর্মনগরে স্কুল ইন্সপেক্টারের বাড়ীতে সই করে আসেন। কাজেই এই ধরণের কিছু অবস্থা শিক্ষা দপ্তরে রয়ে গেছে। কিন্তু শিক্ষা দপ্তরে যে সমস্ত ত্রুটিবিচ্যুতি সরকারের আছে সেইগুলি যদি সংশোধন না করা হয় তাহলে শিক্ষার মান আরও নীচে নেমে যাবে। কাজেই আমি আরেকটা কথা বলছি যে, একটা দাবী রাখছি ত্রিপুরা রাজ্যে যে হাই বা হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুল মিলিয়ে যে ৮০টা স্কুল আছে সেইগুলিকে না কি আপগ্রেডেশন করে, সবগুলি নয় তার মধ্যে একটা অনুপাতে করা হবে এবং তাই আমি অনুরোধ রাখছি অন্তত পক্ষে আমার কন্সটিটিউয়েন্সি দুই একটা যাতে হয় সেই দিকে যেন মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী দৃষ্টি দেন। এই বলে এই এপ্রোপ্রিয়েশন বিলকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই এপ্রোপ্রিয়েশন বিলটাকে সমর্থন করে আমি এর উপর কিছু বক্তব্য রাখছি। আমি বলছি স্যার, জেনারেল অ্যাডমিনিসেট্রশনের কথা। সেইটা হচ্ছে স্যার, আমরা দেখছি স্যার এখন নূতন নূতন করে যারা আই, এ, এস পাশ করে আসছে তাদেরকে বেশী গুরুত্বপূর্ণ পোষ্টে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। মাননীয় সদস্য অনন্তহরি জমাতিয়া উনার প্রশ্নের উত্তরে মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে সাবডিভিশনের এস, ডি, ও হিসাবে কোন আই, এ, এস কে দেওয়া হয় না। কিন্তু আই, এ, এস অফিসারকে অ্যাস ট্রেনিং হিসাবে পাঠানো হয়েছে। এত বড় একটা দায়িত্বপূর্ণ পোষ্টে স্যার সেখানে নুতন পাশ করা আই, এ, এস, তাদেরকে চট করে সেই পোষ্টে দেওয়া সম্ভব নয়। কাজেই এই যে সিষ্টেম হয়ে আছে স্যার, সেইটাকে আমরা বদলাতে পারবো না স্যার। একজন নুতন এল, এস, বি পাশ করে আসে তাহলে সে প্রথমেই বড় উকিল হতে পারে না স্যার। সেখানে কিছুদিন তাকে শিখতে হবে স্যার। তেমনিভাবে নুতন যারা আই, এস, পাশ করে এসেছে তাদেরকে অ্যাডিশনের

পোষ্টে যাতে, অ্যাডিশনেল এস, ডি, ওর পোষ্টে অ্যাস ট্রেনিং হিসাবে যাতে দেওয়া হয় সেই ব্যবস্থা যেন করা হয় স্যার। তা না হলে অ্যাডমিনিষ্ট্রেশন ভেংগে পড়বে। আমি একটা অভিযোগ করেছি স্যার যারা নূতন পাশ করে এসেছে যারা ট্রেনিং হিসাবে গেছে সাবডিভিশনেল দায়িত্ব নীয়ে তারা জনসাধারণের সংগে ঠিক নিজেকে খাপ খাইয়ে চলতে পারছেন যার ফলে স্যার, নীচের লেভেলে দুর্নিতীর বাসা হয়েছে ঘুষ খাওয়ার একটা প্রবণতা দেখা দিয়েছে। কাজেই তাদেরকে যাতে একটা অ্যাডিশনেল পোষ্টে দেওয়া হয় সেই ব্যবস্থা যেন করা হয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট সম্পর্কে আমি দুই চারটা কথা বলছি। গত বৎসর ট্রাইবেলদেরকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে বিলোনীয়াতে। কিন্তু আমি যতটুকু জানি একজন ট্রাইবেলও পুনর্বাসন পায় নি স্যার। তাছাড়া ট্রাইবেল এলাকাতে আমরা ট্রাইবেলদের জন্য যে ফিডিং সেন্টার করেছি সেইটাতে ট্রাইবেলরা কতটুকু উপকার পাচ্ছে আমার সন্দেহ আছে। সেখানে ট্রাইবেলরা পাচ্ছে না স্যার। আমি অনেক চিঠি দিয়েছি ডিপার্টমেন্টকে যে এখানে বেশ অভাব চলছে যাতে সেখানে ফিডিং সেন্টার করা হয়। যদি ট্রাইবেলদেরই উপকার না হয় স্যার, তাহলে ট্রাইবেলের নামে এই টাকা বরাদ্দ করে লাভ কি? মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি ওয়টার সাপ্লাই সম্পর্কে বলেছি, আমরা বিলোনীয়া থেকে ধান দেবো আর ওয়াটার সাপ্লাই হবে এই আগরতলায়। আগরতলায় হোক কিন্তু আমাদের এখানে পানীয় জলের জন্য টিউবওয়েল বা অন্য ব্যবস্থা করা হোক এই দাবী আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় সরকারের কাছে রাখছি স্যার। আরেকটা পাবলিসিটি ডিপার্টমেন্ট সেখানে দেখা যায় ২০ লক্ষ টাকা রাখা হয়েছে। পাবলিসিটি ডিপার্টমেন্ট থেকে স্যার, বিভিন্ন সাবডিভিশনের ঘর ভাড়া করে রাখা হয়েছে। অথচ সেখানে সিনেমা বন্ধ, রেডিও বন্ধ, পত্রিকা সব কিছু বন্ধ থাকে। অথচ এখানে দেখছি পাবলিসিটির জন্য বিরাট দালান করা হচ্ছে। আমি আরেকটা দাবী করবো স্যার, যে আই, এস, প্রত্যেক আই এসকে একটা করে গাড়ী দেওয়ার জন্য। সময় সময় তারা স্কুলগুলি পরিদর্শণ করতে পারে না ঠিক মত। অন্যদিকে ছাত্রদের কোথায় অভাগ অভিযোগ আছে, তাদের মনে কোথায় অসন্তোষ সেটা দেখবার সুযোগ ইন্সপেক্টার পাচ্ছেন না। সেজন্য আমি বলছি স্যার, ইন্সপেক্টার অব স্কুলস্কে একটা গাড়ী দেওয়ার কথা মন্ত্রী মহাশয় স্বীকার করেছেন। এই বছর যাতে সেটা হয়ে যায় তার জন্য আমি অনুরোধ করব। বিলোনীয়া থেকে আমার কাছে একটা অভিযোগ এসেছে, স্যার, কোন কোন শিক্ষক নূতনভাবে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে নাম রেজিষ্ট্রি করার একটা সুযোগ হয়ে গেছে এবং তারা নূতনভাবে ইন্টার ভিউ পাচ্ছে। আমি শুনেছি স্যার, কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক আছে, উদয়পুরে আছে, বিলোনীয়াতেও আছে, বাইরেও আছে। কিন্তু শিক্ষক নূতনভাবে নাম রেজিষ্ট্রি করে ইন্টারভিউ দিচ্ছে।

মিঃ স্পীকার :— পারে সেটা।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :— পারে, আমি না করছি না। কিন্তু ন্যায় অন্যায় যাচ্ছে করছে কিনা সেটা দেখতে হবে। কাজেই সেই দিকে বক্তব্য রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্দ্ধণ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অ্যাপ্রোপ্রিয়েশান বিলকে সমর্থন জানাচ্ছি এবং বক্তব্য রাখছি। আমি প্রথম এডুকেশান ডিপার্টমেন্টের উপর কয়েকটা বক্তব্য রাখছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কিছুদিন আগে দিল্লী থেকে একটা চিঠি এসেছে উনার ডিপার্টমেন্ট একটা ট্রেনিং এর ব্যাপারে। এটা হল 'প্রপাগেশান অব ইণ্ডিয়ান কালচার ইন স্কুলস্ অ্যাণ্ড কলেজেস্ ফর সিক্রফটস অ্যাণ্ড রেকর্ড প্রায়িং। এবং সেই চিঠিতে লেখা ছিল যে ডিপার্টমেন্ট হায়ার সেকেণ্ডারি স্কুল থেকে যারা এই ব্যাপারে অভিজ্ঞ তাদের নাম পাঠানোর জন্য, কলেজ থেকেও। তাদের এক মাসের একটা কোর্সে দিল্লীতে ট্রেনিং দেওয়া হবে। তার বিষয়বস্তু হল স্যার, ইণ্ডিয়ান কালচার থ্রু টেপ রেকর্ডার এবং থ্রু সিনেমা, এইগুলি ট্রেনিং দেওয়া হবে আমাদের ছাত্রছাত্রীদের। আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি স্যার, আমাদের তুলসীবতি গার্লস্ হাইস্কুল থেকে পান্না চক্রবর্তী বলে একজন এম, এস, সি, শিক্ষিকা একটা অ্যাপ্লিকেশান দেয়। কিন্তু তারটা ফর সাম আন-নোন রিজন বাতিল হয়ে যায়। তারপর আর একটা চিন্ময় রায় বলে, উনি ডাবল এম, এ, ফ্রম গোয়ালিয়র ইউনির্ভাসিটি রিগার্ডিং ইণ্ডিয়ান কালচার অ্যাণ্ড ফাইন আর্টস গোয়ালিয়র ইউনির্ভাসিটি এবং শান্তি নিকেতন থেকে। কিন্তু দেখা গেল স্যার, থ্রু প্রপার চ্যানেল পিটিশানটা পাঠায়। অথচ দেখা গেল মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাকে বলেছিলেন সেজন্য এডুকেশান মিনিষ্ট্রারকে সামনে রেখে আমি বলছি যে নেপোটিজমের কোন ডেফিনিট চার্জ দিতে পারলে উনি ফাইল দেখবেন। আজকে ফাইল উনাকে দেখাবার জন্য বলছি। অথচ দেখা গেল যখন লোক পাঠানোর সময় হল তখন মধুছন্দা সুর বলে জনৈকা শিক্ষিকাকে পাঠানো হল এবং রিকুইজিট কোয়ালিফিকেশন অ্যাট অল ছিল না। কাজেই আমি আশা করব মাননীয় এডুকেশান মিনিষ্টার এই ব্যাপারে আমাদের প্রকৃত তথ্য এই হাউসে জানাবেন। কারণ আমাদের বাজেট পাশ করার যে প্রিন্সিপল আপনি বলেছেন সেই প্রিন্সিপলে এটা নাই যে আমরা নেপোজিটমকে প্রশ্রয় দেব। আমি বই দেখেই বলছি স্যার, আমাদের প্রিন্সিপল এটা নয়। কাজেই আমি ডেফিনিট হয়ে আপনার মাধ্যমে মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রীকে অনুরোধ করছি, তিনি যেন এই ব্যাপারে আমাদের জানান। কারণ এটা সাংঘাতিক ব্যাপার। যে শিক্ষিকার রিকুইজিট কোয়ালিফিকেশান নাই অথচ খুঁটির জোরে চলে গেলেন এবং যিনি থ্রু প্রপার চ্যানেলে পিটিশান করলেন না, তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হল। ডিপার্টমেন্টে অন্য যারা আছে তাদের ডিঙিয়ে, উনাদের হাতে পিটিশান গেল না, ডিরেক্টারের হাত দিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হল। এটা কি স্বজন পোষণ নয়? মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তারপর আমি আর একটা অনুরোধ আপনার মাধ্যমে শিক্ষা মন্ত্রীকে করতে চাই, সেটা হল ষ্টেডিয়াম নিয়ে। ষ্টেডিয়ামের জন্য গত বছর টাকা ধরা ছিল। এই বছরও টাকা ধরা হয়েছে। আমরা আশা করেছিলাম যে ষ্টেডিয়াম হয়ে যাবে এবং আমরা দেখতে পেলাম হয় নি। অথচ যদিও ল্যাণ্ড এ্যাকুইজিশনের সমস্ত নোটিফিকেশান কমপ্লিট করে, সাইট সিলেকশান কমিটি করে, যেটা জুট মিলে হয় নি, এই ক্ষেত্রে সাইট সিলেকশান কমিটি হয়েছিল, তারা জায়গা পছন্দ করল, গভর্ণমেন্ট পাবলিক এক্সচেকারের টাকা খরচ করে নোটিফিকেশান করা হয়, অফিসাররা, মন্ত্রীরা গেলেন, জায়গা পছন্দ করল, অথচ এক অদৃশ্য অঙ্গুলি সংকেতে

সেটা আজকে প্রায় লুপ্ত হওয়ার মুখে। আমি জানি না সেই জায়গায় এই ষ্টেডিয়াম হবে কি না। জায়গা নিয়ে আমি ব্যাক্তিগতভাবে ইন্টারেষ্টেড নই। ষ্টেডিয়াম যে জায়গাতেই হোক আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করব যেন ষ্টেডিয়ামের কাজ তাড়াতাড়ি হয় এবং কেন ষ্টেডিয়াম হল না সেটা আমি বলতে চাই না। সেই ব্যাপারে আশা করি মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সেটা তদন্তের বন্দোবস্ত করবেন।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তারপর পি, ডবলিউ, ডি, একটা রাস্তা করবে। তার নাম হল হাতিবাড়ী মুর্দাবাড়ী রোড। ল্যাণ্ড অ্যাকুইজিশন সেখানে হল। আমাদের সরকার ৭,০০০ টাকা করে প্রিলিমিনারী ষ্টেজে এই জায়গা নির্দ্ধারণ করেছিলেন। তারপর মাননীয় আদালত থেকে সেই জায়গার দাম হল ২০,০০০ টাকা কি আঠার হাজার টাকা এই রকম হবে। তখন গভর্ণমেন্টের তরফ থেকে গভর্ণমেন্ট এডভোকেট গিয়ে এবং আমাদের এল, আর, ল' ডিপার্ট-মেন্ট, উনারা অপিনিয়ন দিলেন এ্যাপীল ফাইল করা উচিত। এ্যাপিল লাই করবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমরা দেখতে পেলাম কি ? যখন নাইনটি ডেজের মধ্যে, টাইম হল নাইনটি ডেজ। ফাইল পাঠানো হল, আমি করাপশানের একটা নিদর্শন দিচ্ছি। ইচ্ছা করলে ফাইল আনতে পারেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী। তখন ল্যাণ্ড অ্যাকুইজিশান ডিপার্টমেন্টে ১৬টা কেস হয়েছিল, অ্যানালজাস কেস। ল্যাণ্ড অ্যাকুইকিশান ডিপার্টমেন্টের অফিসাররা পার্টিকুলার একটা কেসের সার্টিফায়েড কফি নিলেন। বাকী ১৫টা কেসের সার্টিফায়েড কফি নেওয়া সঙ্গত মনে করলেন না, যদিও ল' ডিপার্টমেন্ট অপিনিয়ন দিলেন, গভর্ণমেন্ট অ্যাডভোকেট অপিনিয়ন দিলেন যে এটাকে অ্যাপীল করা উচিত। কিন্তু ল্যাণ্ড অ্যাকুইজিশান ডিপার্ট-মেন্টের অফিসাররা একটা কেসের জন্য ১৫টা কেস ছেড়ে দেওয়া হল। সেই ১৫টা কেসে যারা বর্ত্তমান প্রশাসনে দালালীতে নিযুক্ত সেই লোকদের নাম আছে, আমি এখানে বলতে চাই না। সেই দালালদের খুশী করার জন্য তাদের সার্টিফায়েড কপি নেওয়া হয় নি। পরবর্ত্তীকালে দেখা গেল যে আমাদের গভর্ণমেন্ট অ্যাডভোকেট নিজে অ্যাফিডেবিট তৈরী করে কনটিনিউয়েশান অব দি টাইম যে বার হয়ে গেছে তার জন্য নিজে অ্যাফিডেবিট করে দিলেন। তখন দেখতে পেলাম একটা চিঠি গেল গভর্ণমেন্ট এ্যাডভোকেটের কাছে, তাতে লেখা সি, এম, ডিজ়ায়াস টু সি দি ফাইল। সেই ফাইল গভর্ণমেন্ট অ্যাডভোকেটের কাছ থেকে নিয়ে আসা হল। এখন আমার অফিসারের নাম বলতে হয়, বরুয়া সাহেব।

মিঃ স্পীকার :— প্লীজ ডোন্ট মেনশান দি নেম।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মণ :— স্যার, ইট ইজ দি কনভেনশান। আমি দেখছি তিন বৎসর যাবত।

মিঃ স্পীকার :— দিস কনভেনশান হাজ বীন ব্রোকেন।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মণ :— আজ পর্য্যন্ত মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেই ফাইল গভর্ণ-মেন্ট এ্যাডভোকেটের কাছে যায় নি। এটা কি করাপশান নয় ? গভর্ণমেন্ট অ্যাডভোকেটের কাছ থেকে বরুয়া সাহেব ফাইল নিয়ে এলেন। টাইম লিমিট হল নাইনটি ডেজ। এই গভর্ণ-

মেন্টকে অপদার্থ বলব না পদার্থ গভর্ণমেন্ট বলব ? ৯০ দিনের মধ্যে যে সরকার আদালতে অ্যাপীল করতে পারল না তাকে আমি কি বলব ? আমি সেই ডিপার্টমেন্টের মন্ত্রী এবং এখন রেভিনিউতে কিছু বলব. কৃষ্ণদাস বাবু এখানে নেই।

Mr. Speaker :— The House stands adjourned till 2-30 P. M. The Hon'ble Member speaking will have the floor.

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমাকে আরও ১৫/১৬ মিনিট টাইম দিতে হবে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি হাতীপাড়া মুন্দাপাড়ায় এসেছিলাম, তারপর রিসেস হয়ে যায়। সেই জায়গা সম্বন্ধে আমি বলেছিলাম, এখন প্রশ্ন হল আমরা হাউসে যারা প্রশাসন পরিচালনা করেন তাদের মুখ থেকে আমরা জানতে পারি যে এই প্রশাসনে স্বজন পোষণের দুর্নীতি নাই। স্যার, আমি আগেও অনেকবার উদাহরণ দিয়েছি, কিন্তু কোনটার কোন সদুত্তর পাই নি। শুধু শুনেছি ঠিক নয়, ফাইল দেখাব। আজকে স্বজনপোষণের ক্ষেত্রে আমি মধুচন্দা সুরের ফাইল দাবী করেছিলাম, জানি না মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী শৈলেশ বাবু এটা এই হাউসে দেখাবেন কি না। দ্বিতীয়তঃ আমি হাতীপাড়া মুন্দাপাড়ায় এসেছি, এটা অত্যন্ত সাংঘাতিক ব্যাপার, মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, কারণ ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকার প্রশ্ন সেখানে। আমার প্রশ্ন হল এনালজিয়াস ১৬টি কেস, তার মধ্যে কেন ল্যাণ্ড একুইজিশান ডিপার্টমেন্ট একটা সার্টিফাইড কপি দিলেন। যেখানে ওরা জানতেন যে ল' ডিপার্টমেন্ট থেকে ক্লিয়ারেন্স দেওয়া হয়েছে ১৬টি কেস করার জন্য ১৬টি সার্টিফাইড কপি লাগবে। কেন ৬ মাস আগে সেইসব ফাইল গভর্ণমেন্ট এডভোকেটর কাছ থেকে তলব করে উনার কাছে রাখেন ? এটা কি দুর্নীতি নয়, এটা কি স্বজন পোষণের নিদর্শন নয় ? মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এর পরেও আমরা শুনেছি জুট মিল সম্বন্ধে এই হাউসে দাড়িয়ে বলা হয়েছে যে জুট মিলের সাইট সিলেকশান কমিটির ওপিনিয়ন নেওয়া হয়েছে। আমি প্রশ্ন করেছিলাম ল্যাণ্ড একুইজিশান এর আগে না পরে এবং আমি প্রশ্ন করেছিলাম তাতে চীফ সেক্রেটারীর ওপিনিয়ন এবং ফিনান্স সেক্রেটারীর ওপিনিয়ন ছিল কি না, আমি তার কোন সদুত্তর পাই নি যার জন্য আমাকে ঐ ফাইলের রিলেটিভ পোর্শান পড়ে শুনাতে হচ্ছে। কারণ প্রকৃত তথ্য এই হাউসে দেওয়া হয় নি, অসত্য তথ্য এই হাউসে দেওয়া হয়েছে। তাই আমি ফিনান্স ডিপার্টমেন্টের একটা নোট পড়ে দেখাচ্ছি, কারণ সেখানে আছে "However. I may mention some points in connection with this particular ease which came across in discharge of my official functions. A proposal came for financial concurrence of Rs. 1,19,000. 87 paise for payment as compensation to the A. N. Mukharjee for setting up of a Jute Mill. As I noticed mans new private constructions coming up just adjacent to the Foundation STONE Piller. I wanted some clarification about the acquisition of the area., I also wanted to see whether the Advisory Committee had approved the site. It has been admitted now by the Industries Department that no formal recommendation of that committee was obtained. এখানে আমরা শুনেছি যে রিকমেণ্ডেশান সাইট সিলেকশান কমিটির কাছ থেকে নেওয়া হয়েছে। But the Industries have not

clarified various other points which were necessary for concurrence in the Finance Department of such a substantial amount.

Now it appears that the money has been wrongly awarded and that Shri A. N. Mukherjee against whom this money was awarded, many not be entitled to get the same.

Finance Department was concerned to be satisfied only with observance of formalities in regard to grant of award money. Selection of site also. I also find that Finance Department's correct observations have not found place in the memorandum. What I feel, it was not necessary to place this matter before the Cabinet at this stage without clarifying the points early as raised by the Finance Department.

As regards Consultancy Service, divergent views and opinion have been expressed by different members. Finance Department's observations have been communicated to OSD (Project) vide letter dated the 16th April'74 and note dated the 12/4/74 to the Development Commissioner (for recalling of tenders and examination by the technical members). কিন্তু দুর্ভাগ্যের ব্যাপার যে কোন প্লেন দেওয়া হয়নি। এ্যাডভাইসরী কমিটি এই পৃথিবীর মধ্যে বিখ্যাত হতে পারে, সেই প্রশ্ন নয়, প্রশ্নটা হচ্ছে পাবলিক এ্যাক্সচেকারের টাকা নিয়ে জড়িত এবং টেণ্ডার করলে অথবা কোটেশান কল করলে হয়তো প্রাইসটা অনেক নীচে নেমে আসত। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তারপর আমি দিচ্ছি এস. কে. দাশ পুরকায়স্থ ডেটেড ২-৪-৭৪ ইং ফিনান্স অফিসার, উনি তার note No. 4 of the Industries Department is with reference to Note No. 3-তে বলেছেন—"The department has admitted that no formal recommendation of the Site Selection Committee was obtaind. The department may now state the authority or the authorities by whom the selection of the site has been finally approved from the Government's side. They may also please to state the circumstances under which it was not possible to obtain necessary approval of the Committee specially constituted for the purpose. The matter may be referred to the Committee now for approval". এটা কোট করে এই ল্যাণ্ড একুইজিশানের পর সাইট সিলেকশান কমিটির কাছে পাঠানো হয়েছিল টু চুজ দি ল্যাণ্ড, কোথায় বিল্ডিং কনষ্ট্রাকশান হবে আর কোথায় ইণ্ডাষ্ট্রি হবে। টেণ্ডার নাম্বার ৫-এ আছে ওনারশিপ অব দি ল্যাণ্ড সম্পর্কে—অথচ এই সরকার তাকে লক্ষ লক্ষ টাকা তার নামে এওয়ার্ড করে দিয়েছেন। দেইনি বললে চলবে না কি কারণে দেওয়া হয়নি কি কারণে দিতে বাধ্য করা হয়নি তাও আমার জানা। এওয়ার্ড করার অর্থই হল দেওয়া। অথচ এই সরকার অমরেন্দ্র মুখার্জীকে যিনি বনমালীপুরের বাসিন্দা উনার নামে এই টাকা এওয়ার্ড করেছিলেন। প্যারা

ফাইলে বলা হয়েছে "It appears that the land in question belongs to Tea Estate which is not functioning. It has, therefore, to be seen whether any compensation is actually and rightly payable under the relevant Land Reforms or Land Acquisition Act". আমি সবটা পড়ছি না কতটুকু জায়গা পড়ছি। তারপর স্যার, সেদিন আপনি ছিলেন না। হাউসে আমি চীফ সেক্রেটারীর অবজার্ভেশান দিয়েছিলাম—না বলা হয়েছে। চীফ সেক্রেটারী, ডি, পি, সিংগল—ডেটেড ২-৪-৭৪ উনার নোট হল "Could Secy. (Rev) and Commissioner kindly see minutes No. 3 containing the observations of the F. M. May I know the basis of the award and othe details. D. C. may also please ensure and place on record minutes of all the meetins as stated on Note 4(p/4) ante. My attention may also be drawn to the basis on which directions to Rev. Secy. were issued vide page 6/c. Verbal directions alone cannot form the basis of sueh an acquisition. Selection of site is one of the most important part of the project and I regret to place on the record that not much attention has been paid to this. At least this what appears to me as I see the case on the file". This is a portion. আমাদের ডেভেলাপমেন্ট কমিশনার উনি রেভিনিউ কমিশনার, উনার নোট হল—"In so far as Revenue Department is coneerned, the land under the Rajlaxmi Tea Estate, originally a Dhar Taluk in Kayemi Taluk No. 169 is vasted with the Government after enforcement of the TLR & LR Act, 1960. Under section 136(1)(t) the Administrator might allow certain areas to be retained for the purpose of Tea Garden based on the recommendations of the Committee constitute under Rule 211 of the TLR & LR Rules, 1961". স্যার কয়েক লাইন পরে—

"2. In tnis particular instance no orders of retention could be passed by the Chief Commissioner"—তারপর আছে pending formal orders under 135 (1)(f) of the TLR & LR Act, 1960, the ex-intermediary continued to be in possession of the entire area of the Tea Garden. Under section 137(5) the Collector is barred from taking over possession of any land which is retainable.

3. Acquisition proceedings were taken under Land Acquisition Act, so no decision has yet been taken on the area to be retained by the ex-intermediary. The award made in the process of land acquisition cannot by itself confer any right or title of land to any party. But the compensation would be payable only to the rightful owner. Incidentally the award has been made by the Land Acquisition Collector after observing all formalities

including site inspection under proper proceedings. This is the possition—এই যে ফাইল নোট দিলাম আমি। আমি সাপ্লিমেন্টারী করেছিলাম গত পরশু দিন আমাদের তাপসবাবু ওরিজিনেল কোয়েশ্চানের উপর আমি সাপ্লিমেন্টারী এনেছিলাম। বাজেট ডিসকাশনে আমি বলেছিলাম কোন উত্তর পাইনি। ফাইল দেখাতে পারব এই শুনেছি। ফাইল হাউসে আসেনি। ফাইল আসুক সবগুলি নোট ফাইলে আছে। এইগুলি কি করাপশানের প্রত্যক্ষ নিদর্শন নয়? কাগজ দিয়ে বলছি কাগজ দিয়ে আমাকে রিবাফ করা হউক আমি মাথা পেতে নেব। আজকে একট ইণ্ডাষ্ট্রি হতে যাচ্ছে জায়গা চুজ করা হয়েছে শ্রদ্ধেয় মন্ত্রী কৃষ্ণদাস বাবুর একসেস ল্যাণ্ড ১ নম্বর প্রেফারেন্সে ছিল থাকা সত্বেও যেটা বিনা পয়সায় পাওয়া যেত সেখানে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে যার জমি নয় তার নামে এওয়ার্ড করা হয়েছে যে লোক বনমালী-পুরের বাসিন্দা। সেটা কি করাপশান নয়? আংগুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হবে কার পকেটে কত টাকা নিয়েছেন? মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই ব্যাপারে আমি আর বেশী কিছু বলতে চাই না। তারপর একটা ব্যাপার আমি হাউসে আনছি আমি আশা করি রেভিনিও মিনিষ্টার কৃষ্ণদাস বাবু উনার কাছ থেকে উত্তর পাব। যদিও এই ব্যাপারে উনি দায়ী নয় তথাপি আমি এই প্রশ্ন হাউসে তুলতে বাধ্য হচ্ছি। কারণ এখানে বলা হয় হাউসে দাঁড়িয়ে—কৃষ্ণদাস বাবু নয়—এখানে উনি কি বলেন, কংগ্রেসের লিডার আমি হাউসের লিডার আমি কংগ্রেসের একটা ফোরাম আছে ডিসেন্সী আছে ডেকোরাম আছে সেখানে না বলে এখানে কেন বলা হয়। আমি বলেছি কৃষ্ণদাস বাবুর সামনে আমি বলেছি সুনীল বাবুর সামনে প্রফুল্ল বাবুদের সামনে—যে প্রশ্নে আমি এসেছি কোন সদুত্তর পাইনি উনার কাছ থেকে। তাই বাধ্য হয়ে উনার কীর্ত্তি আমাকে হাউসে আনতে হয়েছে। কারণ কেন আজকে আমার পার্টির এই অবস্থা কেন পার্টি এই জায়গায় গিয়েছে আজকে কে তার জন্য দায়ী? রেসপনসিবিলিটি এবং লাইবেলিটি ফিক্স আপ করার জন্য এনেছি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আমি এবং আপনি এই হাউসে যারা আছি—আজকে একজন বাদে সবাই কংগ্রেস সদস্য। আপনি জানেন কংগ্রেস আমরা করি কংগ্রেসের বিধায়ক আমরা.........

মিঃ ডেঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য এটা.....

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মণ :— আমার নিজস্ব ব্যাপার এটা আমাকে সময় দিতেই হবে স্যার।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :— আপনি এপ্রোপ্রিয়েশান বিলের সম্পর্কে বলুন।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মণ :—স্যার এপ্রোপ্রিয়েশান বিলের উপর আমি রেভিনিও সম্পর্কে বলছি এবং আমি কাউল নিয়ে আসি এপ্রোপ্রিয়েশান বিলের উপর ডিসকাসন করছি আমাকে যদি বের করতে পারেন করুন—আজকে রেভিনিও ডিপার্টমেন্ট আমি আনছি—রেভিনিও ডিপার্টমেন্টের উপর আমি প্রশ্ন আনছি—এই হাউসে দাঁড়িয়ে বলা হয় যে কংগ্রেস বিধায়করা পার্টি ডিসিপ্লিন পার্টি ডেকোরাম মানে না ইত্যাদি বলা হয়। আমি যদি বলি একজন বাদে কংগ্রেসের সমস্ত বিধায়করা পার্টি ডিসিপ্লিন মানে তারা পার্টির ডেকোরাম মানে তারা পার্টির ১০ দফা কার্য্যসূচীতে তারা বিশ্বাস করে। আমি দেখিয়ে দেব যে কার বিশ্বাস নেই। মাননীয়

উপাধ্যক্ষ মহোদয় আপনি আমরা সবাই কংগ্রেস দলের বিধায়ক প্রথমত এবং স্বাভাবিক কথা যদি কোন বিধায়ক কোন অন্যায় করে তার বিরুদ্ধে দল নেতা যিনি লিডার যিনি তার যে কোন শাস্তি বিধানের ক্ষমতা তার আছে এবং তার শাস্তি আমরা মাথা পেতে নেব। তার অর্থ এই নয় আমার কংগ্রেস কনষ্টিটিউশান এলাও করে না কংগ্রেস সার্কুলারে আছে কোন বিধায়কের বিরুদ্ধে কোন একশান নিতে হলে সেই ফাইল পার্টি লিডারের সই থাকবে। দুঃখের বিষয় আমার পিছনে কতিপয়—দোষ দেই না তাদের—অফিসারকে লেলিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাদের দোষ দেই না তাদের চাকরী রাখতে হবে। চাকরীর জন্য তারা করছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আপনি জানেন আমার একটা জায়গা আছে আর, এম, এস, চৌমুহনীতে। গত ২৮ ডিসেম্বর '৭১ সাল—যখন আমি ওনার কথায় উঠতাম বসতাম তখন উনি আমার বাড়ীতে হাত দেন নি। তারপর যখন বিশালগড়ে গণ্ডগোল হল আমি যখন গত অক্টোবর নভেম্বর দিল্লীতে গেলাম এই প্রশাসনের দুর্নীতি এবং স্বজন পোষণ জানাবার জন্য তখনই উনি আমার বিরুদ্ধে ফাইল ষ্টার্ট করলেন পশ্চিম ত্রিপুরার ডিষ্ট্রীক্ট মেজিষ্ট্রেটকে দিয়ে। ওনার বিরুদ্ধে কোন ক্ষোভ কোন আক্রোষ নেই উনি করতে বাধ্য সেটা—আমার বাড়ী নাকি দেবোত্তর। এখানে আমি বলছি হাউসে একটা কমিটি করা হউক—মুখ্যমন্ত্রী কিংবা রেভিনিও মিনিষ্টার দাঁড়িয়ে উত্তর দিন যদি আমার বাড়ী দেবোত্তর এই কথা বলতে পারেন আমি এই হাউসে বাড়ী ছেড়ে দিয়ে চলে যাব। উনি কি করেছেন দেখুন এই বাড়ী আমি কিনার পর '৭৩ সালে ওনার সঙ্গে আমি তখন। তিনি আমাকে হাউসিং লোন দিলেন। হাউস লোন কমিটির সদস্য সুনীল বাবু চেয়ারম্যান যতীন বাবু ওনারা আছেন আমি হাউস লোনের এপ্লিকেশান করেছি। তখন ওনাদের সামনে—যে কাগজে কমলজিৎ বাবু একস-এম. এল. এ. উনি গেলেন পত্রিকায় উঠালেন এই বাড়ী দেবোত্তর। সুনীল বাবু যতীন বাবু ওনারা ছিলেন সেই কমিটিতে। ওনারা বললেন ইনকোয়ারী করা হউক। ডি. এম.কে দিয়ে ইনকোয়ারী করালেন এই সদর এস, ডি, ও কে দিয়ে ইনকোয়ারী করালেন রিপোর্ট দিলেন ফাইল নম্বার No. 6207/SPR/32/16-85/73 dated 6th September, 1973 দিলেন এস, ডি, ও, সদর আবার সার্কেল ইনস্পেক্টার করান হল—ওনার রেফারেন্স No. 6050/SDR/16-85/73 dated 29. 8. '73 সেখানে লিখছেন যে land is not দেবোত্তর। সেই রিপোর্ট গ্রহণ করেন সুনীল বাবু, যতীন বাবু ওনারা কমিটিতে, সেটা হচ্ছে হাউস কমিটি। তারপর আমি যখন জুট মিলের এই সমস্ত করাপশান, নেপটিজম, এ কথাগুলি নিয়ে দিল্লীতে গেলাম, আমাকে ওখানে, এই হাউসের সদস্য রাধিকাবাবুর সামনে চ্যালেঞ্জ করা হল আমাকে শিখিয়ে দেবেন, এই পার্টির লীডার যিনি তিনি, ল' এণ্ড অর্ডারের প্রশ্ন এনে তিনি আমাকে চ্যালেঞ্জ করলেন, আমি তাঁর চ্যালেঞ্জ একসেপ্ট করলাম। আমার বিরুদ্ধে কেস দেওয়া হল, আমি ডি, এম,র সামনে এপীয়ার হলাম এবং এপীয়ার হয়ে বললাম, সুনীল বাবু, যতীন বাবু, মনসুর আলী সাহেব, আপনারা আমার সাক্ষী, আমাকে বিচার করার ক্ষমতা আপনাদের নেই। অথচ ডি, এম, শুনলেন না, তিনি আমার বিচার করবেন তখন আমি মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এটার বিরুদ্ধে টি. এল. আর. এ্যাক্টের ৮৪ ধারায় ট্রান্সফার পিটিশান ফাইল করলাম রেভিনিউ কমিশনারের কাছে। দেখুন তার রেভিনিউ

কমিশনারের বাস্তবা, কি রকম প্রশাসন চালান, কি তাঁদের যোগ্যতা, তাঁরা কিরকম করাপটেড। এখানে ডেট পড়ল ১৭।৪।৭৫ ইং, ট্রান্সফার পিটিশানের উপর হিয়ারিং হবে, আমি গেলাম রেভিনিউ কমিশনারের কাছে, উনি একটা চিঠি লিখে আমার জন্য ফেলে গেলেন। চিঠিতে লিখলেন :—

Mr. K. D. Menon,
Revenue Commissioner.
17. 4. 75

(Revenue Commissioner, Tripura has passed the following order on 17. 4. 75 on the above case.)

'I could not take up the case as I was away on tour to Delhi then to Sabroom etc. in connection with draught situation."

একই দিনে তিনি দিল্লীতে গেলেন, একই দিনে তিনি সাবরুম গেলেন, এই হচ্ছে প্রশাসন তাঁর হাতে সই করা কাগজ আমাকে ১৭।৪।৭৫ তারিখে চিঠি লিখলেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, তার পাঁচদিন আগে আমি পিটিশান দিলাম আমার ল' ইয়ার যিনি তিনি মিসা কেসের ব্যাপারে গৌহাটী গেছেন, আমাকে এডজোর্ন দাও, কোন উত্তর নেই, আমার কেস এক তরফা ষ্টাডি হয়ে গেল, হীয়ারিং হয়ে গেল আমাকে জানান হল না, আমি আগরতলা অথচ আমাকে জানান হল না, এক তরফা আমার পিটিশান ডিসমিস করা হল। ডি, এম, আমাকে নোটিশ দিলেন যে তাঁর কাছে আমাকে কেস করতে হবে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, শুধু তাই নয়। বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল এ্যাক্ট ত্রিপুরাতে প্রযোজ্য, তাতে আছে ১২৪ (বি) ধারায় যে, কোন দেবোত্তর জমিতে কোন ট্যাক্স লাগেনা। আমি সেটা পড়ে শুনাচ্ছি স্যার।—

124(b)—"On any holding which is used exclusively as a place of worship to which the public have the right of free access without payment or as a motuary or which is duly registered as a public burial or burning ground under this Act." Restrictions on the imposition of the Tax অন হোল্ডিংস, ১২৪(বি)—এখানে বলা হয়েছে যে এই সমস্ত ক্ষেত্রে ট্যাক্স দিতে হয় না। আমার সম্পত্তি দেবোত্তর কিন্তু এই সরকার আমার কাছ থেকে ল্যাণ্ড রেভিনিউ নিয়েছেন। আজকে থেকে ২০ দিন আগে পাঁচ বছরের ল্যাণ্ড রেভিনিউ নিয়েছেন ১৮.৮৪ পয়সা, আমার নিষ্কর জমির উপর আমি ট্যাক্স দিয়েছি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমার সম্পত্তি, আমি এখনও বলছি, এই সরকারের যদি ক্ষমতা থাকে, আমি তাঁকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি এবং হাউসে দাঁড়িয়ে, যতীন বাবু আছেন, সুনীল বাবু আছেন, কোন জায়গায় যদি অসত্য তথ্য থেকে থাকে, উনারা বলুন, আমি কংগ্রেস থেকে সরে দাঁড়াব। আমার দ্বারা কংগ্রেসের আদর্শ ক্ষয় হউক আমি চাই না, যদি অসত্য তথ্য প্রমাণিত হয় তাহলে আমি সরে দাঁড়াব, কিন্তু আমি চ্যালেঞ্জ দিচ্ছি ওনাকে যে উনি এই এ্যাসেম্বলীর সদস্য নিয়ে এনকোয়েরী করুন, আমি কোথাও অসত্য তথ্য পরিবেশন করেছি কিনা ? মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ওনারা একটা উইল এনেছেন কিন্তু সেই উইল

প্রভাইড হয়নি, প্রভাইভ ছাড়া একটা কাগজ নিয়ে এসেছেন এবং সেই কাগজ আণ্ডার সেক্রেটারী থেকে এনে আমার বিরুদ্ধে কেস করেছেন। ৪০ বছর আগের কাগজ, কাগজ প্রুভ করার লোক নেই, এভিডেন্স কি করে দেব, কাগজ প্রভাইডই হয় নাই, সেটা হাইকোর্টে কি করে প্রডিউস করা যায়, মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আপনি একজন ল' ইয়ার, হিসাবে সেটা জানেন, কাজেই এই প্রশাসন ঐ করাপশান নেই, এই প্রশাসনে নেপটিজম নেই, এই সব কি আমাকে মানতে হবে? তাঁর ভিণ্ডিকটিভনেস নিয়ে, তাঁর দুর্নীতি নিয়ে, তাঁর স্বজন-পোষণ নিয়ে কথা বলা যাবেন যেহেতু কংগ্রেস করি। কংগ্রেস করা কি অন্যায়? কংগ্রেসে জোচ্চুরী করব, বাটপারি হবে আমরা বলতে পারব না? আমার কংগ্রেসের আদর্শ আদর্শতো সে কথা বলে না। আমাদের কনষ্টিটিউশানের আর্টিক্যাল ১৪-তে আমাকে রাইট অব স্পীচ দিয়েছে, সেটা বলার অধিকার আমার আছে। ওঁর যদি ক্ষমতা থাকে আমাকে আমার বাড়ী থেকে উচ্ছেদ করুন, আমি চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি। কত বড় ক্ষমতা তাঁর আমি দেখতে চাই। যে কোন সদস্য নিয়ে একটা তদন্ত কমিটি করা হউক—একবার পচানবাবুর নির্দেশে তদন্ত হয়েছিল কিনা? আমি তখন হাউসে ছিলাম না। স্বপদার্থতার একটা সীমা থাকা উচিত, অযোগ্যতার একটা সীমা থাকা উচিত। এই বলে আমি এ্যাপ্রপ্রিয়েশান বিলকে আন্তরিক সমর্থন জানিয়ে বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনি যে কাগজগুলির কথা এখানে উল্লেখ করেছেন, সেগুলি টেবিলে লে করুন এবং প্রতিটি সীটে আপনি সই করে দিন।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মণ :— কে রিসিভ করবে স্যার?

মিঃ ডিপুটি স্পীকার :— হাউস রিসিভ করবে।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মণ :— আমি কপি করে রেখে দিচ্ছি স্যার।

মিঃ ডিপুটি স্পীকার :— শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র দাস। আপনি ৫ মিনিটের মধ্যে শেষ করুন।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত:— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আমি গত দিনের বক্তৃতায় যে ষ্টেটমেন্ট স্যার করেছিলাম, যেটা লোকসংখ্যা বলেছিলাম সেটা ভুল হয়েছিল সেটা লোক-সংখ্যা নয়, সেটা কার্ডের সংখ্যা অর্থাৎ ১৭ লক্ষ ২৯ হাজার ৯২৯ জন রেশন কার্ডের অন্তর্ভুক্ত আছে, এটা লোকসংখ্যা নয়।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন বিলের সমর্থনে আমাকে পাঁচ মিনিটে বক্তব্য শেষ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। আমি চেষ্টা করব। অ্যাপ্রোপ্রিয়েশান কথাটা শুনতে ভাল, কিন্তু আজকে যে সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে বা যে আশা নিয়ে আমরা অ্যাপ্রোপ্রিয়েশান বিলকে সমর্থন করছি, কিন্তু গত কয়েক বছরের অভিজ্ঞতায় আমরা দেখেছি এবং বুঝে নিয়েছি যে অ্যাপ্রোপ্রিয়েশানের নামে মিস্-অ্যাপ্রোপ্রিয়েশান কম হয় নি। সুতরাং আজকে যে মিস-অ্যাপ্রোপ্রিয়েশান হচ্ছে এইগুলি যদি বন্ধ করা না যায় তাহলে বাইরে গিয়ে সব ভাল ভাল কথা যা বলা হয় সেসব ব্যর্থ হয়ে যেতে বাধ্য। প্রসঙ্গত কোয়েশ্চান

আওয়ারে যে চিনি কলের কথা উঠেছিল সেই প্রসঙ্গে আমি বলতে চাই যে এই চিনির কল যাদের মাথায় এসেছিল যে চিনির কল এখানে তৈরী করলে শত শত এমপ্লয়মেন্টের ব্যবস্থা হবে এবং ত্রিপুরার চিনির অভাব মিটে যাবে, কম টাকায় চিনি পাবে, এই পরিকল্পনা করে চিনির কল হয়েছে এবং ১৭ লক্ষ টাকা খরচ হয়ে গেছে। আমার মনে হয় এই ইণ্ডাষ্ট্রি ডিপার্টমেন্ট থেকে আমলা কর্মচারী যারা গাড়ী চড়েছে এই সমস্ত খরচ ধরা হয়নি। ধরলে ১৭ লক্ষ টাকার বেশী হয়ে যাবে। আজকে এই চিনির কলের যারা কর্মচারী, যাদের আজকে কাজ নেই তারা বসে বসে বেতন পাবে। আমরা এই কথা জানতে পারি নি এই চিনির কল আবার কবে সুরু হবে। ছয় মাস, এক বৎসর বসে থাকা অবস্থার পরে মেন্টেনেনস ইত্যাদি পরে দেখা যাবে কয়েক লক্ষ টাকা পরে গেছে। সুতরাং চিনির দরকার আরও বেড়ে যাবে কোন্ মস্তিস্ক থেকে এটা বেরিয়েছে জানি না। আমরা দেখছি লক্ষ লক্ষ টাকার গুড় বাইরে থেকে আসে। এখানে ত্রিপুরা রাজ্যে আখের প্রডাকশান খুব কম, সেই কম প্রডাকশান দিয়ে চিনির কল চালানোর মত কি রকম একটা উর্বর মস্তিস্ক সেটা আমি ভেবে পাই না। যে সন্তানের জন্মের তিন মাসের পর পক্ষ প্রাপ্তি তারা কি করে এটা চিন্তা করেছিল আমি জানি না। যেখানে ধান হয়, পাট হয় সেখানে আখ তারা করে না। আখের চাষ করতে হলে টিলা জমির দরকার। সেখানে ইরিগেশান নাই। আজকে মার্জিনাল ফার্মাস, সাব মার্জিনাল ফার্মাস দুই লক্ষ ফ্যামিলি হবে। আমরা আগেই বলেছি যে সেটেলমেন্টের অকর্মন্যতার ফলে যারা ত্রিপুরা রাজ্যে আজকে ভূমিহীন হিসাবে হোক স্মল ফার্মার হিসাবে হোক মার্জিনাল ফার্মার হিসাবে হোক তারা ব্যাঙ্ক থেকে লোন পাচ্ছে না যেহেতু তারা সেটেলমেন্ট পাচ্ছে না। আমি জিজ্ঞাসা করি টিলা জমিতে আখের উৎপাদনের সুষ্ঠু পরিকল্পনা না হওয়ায় এটা একটা মিস-অ্যাপ্রোপ্রিয়েশানের সামিল; তিন মাস যেখানে একটা মিল চলতে পারে না সেখানে এটা করার কি জাষ্টিফিকেশান আছে? তাছাড়া গভর্ণমেন্টের কোথায় কি গাফিলতি আছে আমি জানি না। এখানে একটা ফ্রুট ক্যানিং সেন্টার ছিল, যেখানে আমরা গর্ব করে বলি ত্রিপুরা পাইন অ্যাপল প্রডাকশান সারা ভারতবর্ষের সেরা সেই অবস্থায় আমরা ফ্যাক্টরীটা রাখতে পারলাম না। আমরা দেখেছি একটা ম্যাচ ফ্যাক্টরী নষ্ট হয়ে গেল। কোথায় এই ছোট ছোট ফ্যাক্টরীগুলির কি বিচ্যুতি সেটা আমরা খুঁজে দেখতে পারি নি। আমরা লক্ষ লক্ষ টাকা লোন দিয়েছি কিন্তু আমরা এটা দেখিনি যে এই ইণ্ডাষ্ট্রীগুলির জন্য লোন দিতে পারব কিনা এবং যদি কোন প্রাইভেট সেক্টার আরম্ভ করতে হয় তাহলে গভর্ণমেনট লেভেলে আমরা ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছি। সুতরাং আমি মনে করি একটা ইণ্ডাষ্ট্রি করতে হলে অর্থ খরচ করতে হবে সেটা পলিসি নয়। পলিসি হওয়া উচিত অর্থ খরচটা যেন লোকের কল্যাণে লাগে। মিনিষ্টার বলেছেন ৮৬৭টি কো-অপারেটিভ সোসাইটি আছে ত্রিপুরা রাজ্যে। গত ১৫।২০ বছরে এই কো-অপারেটিভগুলি সুরু হয়েছিল। কিন্তু যদি জিজ্ঞাসা করি কয়টা চালু আছে তাহলে তার যা উত্তর আসবে সেটা লজ্জাস্কর ব্যাপার। গ্রামীণ, অর্থনীতিকে শক্ত করা, তাদের খাওয়া পরার ব্যবস্থা করা, যেখানে পুঁজিবাদী সমাজ, গরীব সমাজের উপর শোষণ এর যাঁতাকল চাপিয়ে দিয়ে রেখেছে। তা থেকে তাদের রক্ষা করার জন্য আমরা যেখানে পরিকল্পনা নিয়েছি, যেখানে সংবিধানে বড় বড় পরিকল্পনার কথা রয়েছে যেখানে বড় বড় পরিকল্পনার কথা রয়েছে. আজকে দেখেছি কিছু সরকারী অব্যবস্থার ফলে কত-

গুলি ঘুষখোরের দল এসে সেই কো-অপারেটিভগুলি কুক্ষিগত করে রাখল, সরকারের ঋণ নিয়ে ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা করল না। ফলে রিসকনস্টিটিউট হয়ে গেল। অর্থাৎ যেটা গেল সেটা তো গেলই, তার জন্য অন্যান্য সোসাইটিগুলি যাতে শেষ হয়ে যায় সেই ব্যবস্থা আমরা করে রেখেছি। সুতরাং এখন ১০।০টা কো-অপারেটিভ সোসাইটি আছে কিনা সন্দেহ। আজকে হয়ত একটা সোসাইটি যেহেতু লিকুইডিশনে যায় নি সেজন্য আর একটা হবে না। একটা ফিসারমেন সোসাইটি গ্রো করতে পারছে না, অজুহাত দিচ্ছে আরও একটা আছে। সেগুলি আর হচ্ছে না। সুতরাং আজকে আইনের একটা ফাকড়া তুলে গ্রামের মানুষের জন্য কুম্ভীরাশ্রু ফেলছে। আমরা যতই গালভরা বক্তৃতা দিই না কেন তারা এই কো-অপারেটিভ না থাকার ফলে কৃষি ঋণ পাচ্ছে না। ফলে তারা কৃষি ঋণ থেকে বঞ্চিত। তারাও একদিন স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিল। পুঁজিবাদের সংগে লড়াই করে পারে না বলে তারা আরও ল্যাণ্ডলেস হয়ে যাচ্ছে। আজকে গরীব থেকে আরও গরীব হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সেই কো-অপারেটিভ আলাদীনের প্রদীপ যেমন চাইলেই হয়ে যায় সেইরকমভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং আমাদের সমস্ত কিছু নেগেটিভ। এটা সাধারণ মানুষের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার সামিল। তারা খাওয়ার অভাব, পরার অভাব, নানারকম অভাবে ভুগবে এবং তারা পুরুষানুক্রমে ল্যাণ্ডলেস থেকে যাবে এর কোন অর্থ আমি খুঁজে পাই না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই প্রসঙ্গে বেকার সমস্যার কথাটা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

আজকে বেকার সমস্যার কথা বলতে গিয়ে একটা পলিসির কথা বলা হচ্ছে। আজকে বেকারের চাকুরীর পলিসিটা কি আমি জানি না। ১৯৭২ সনের জুন মাসে বা জুলাই মাসে বোধ হয় একটা গণ ইন্টারভিউ নেওয়া হয়েছিল আর আজকে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে ছেলেরা যাচ্ছে, বেকাররা, বলে যে না এখানে লোক নেওয়া হবে না। তারপর এম. এল. এ. কাছে যাচ্ছে, আমি জানি না। মন্ত্রীদের কাছে যাচ্ছে বলে যে আমি জানি না। তারপর অফিসারের কাছে যাচ্ছে তাও জানে না। এর মধ্যে অ্যাপয়েনটমেন্ট পাচ্ছে কারা? আমি জানি যেটা দুর্ভাগ্যের সংগে বলতে হবে, এর মধ্যে দুই একজন লোক আছে যারা চাকুরীর অ্যাস্যুরেন্স দিচ্ছে। আমি দুর্ভাগ্যের সংগে বলছি যে এর মধ্যে একজন আছেন সোম বাবু। তিন বছর আগে যাদের হয়েছিল, সেই সময় অনেকেই ইন্টারভিউ দিতে পারে নাই। যার ফলে তারা আজকে এ্যাম্-প্লয়মেনট থেকে কোন ইন্টারভিউর কার্ড পাচ্ছে না, চাকুরী পাচ্ছে না। তাছাড়া তিন বছর আগে যারা নাকি স্কীমে চাকুরী পেয়েছিল আজকে এদের কাছ থেকে বহু প্রতিনিধির কাছে সরকারের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে এবং সরকারের কাছ থেকেও এই অ্যাস্যুরেন্স দেওয়া হয়েছিল যে যারা স্কীমে ৬ মাস চাকুরী করেছে তাদেরকে আমরা পূর্ণবহাল করে তারপর নুতন অ্যাপয়েনটমেন্ট দেওয়া হবে। তাদের মধ্যে একটা বিরাট অংশ বছরের পর বছর ঘুরছে তারা আজকেও অ্যাপয়েনটমেন্ট পায় নি। তারা রিট্রেঞ্চমেন্ট হয়ে বসে আছে। অথচ ফাঁকে ফাঁকে দেখা যায় যে নুতন নুতন লোকের যারা মাস ইন্টারভিউ দেয় নি, যারা গণ ইন্টারভিউ দেয় নি তাদের মধ্যে থেকে চাকুরী হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং এর চাইতে দুর্ভাগ্যে বিষয়, সমাজতন্ত্র বিরোধী, জনস্বার্থ বিরোধী আর কি কাজ হতে পারে? এইটা আলোচ্য বিষয় যে আমরা

সকলে একটা স্কীমে চাকুরী করেছি, সেম কোয়ালিফিকেশন, অথচ এর মধ্যে থেকে একটা লোক রেগুলার অ্যাপয়েনটেন্ন পাচ্ছে এবং অন্যদিকে আরেকটা লোককে হয়তো বা গার্ডের চাকুরী দেওয়া হচ্ছে নয়তো বা পিওন, হাইয়ার সেকেণ্ডারী পাশ। একজন এম. এল. এ আমার কাছে অভিযোগ করেছে যে একটা গ্রেজুয়েট ছেলেকে নাইট গার্ডের চাকুরী দেওয়া হয়েছে। কাজেই চাকুরীর নিয়োগের ক্ষেত্রে কোন নীতি নাই, কোন পলিসি নাই, কোন সুষ্ট ব্যবস্থা নেই। আজকে যা খুশী তাই করা হচ্ছে। এর চাইতে সরকারের ক্ষমতার অপব্যবহার আর কি হতে পারে? এইটা আমি কারও কাছ থেকে শুনে বলছি না, আমি এলাকায় এলাকায় গেছি, কিভাবে সোমবাবু চাকুরী অ্যাস্যুরেন্স দিচ্ছেন এইটা শুনলে লজ্জায় মাথা হেট হয়ে যায়। ঠিক এই ধরণের নিষ্ঠুর নির্মম জঘন্যভাবে চাকুরী দেওয়া হচ্ছে। গরীব লোকদেরকে অ্যাকসপলয়েড করা হচ্ছে। চাকুরীর বিনিময়ে। আমি জানি কিছু কিছু প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে চাকুরী দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে সরকারের একটা নীতি থাকতে হবে। যে পেল না সে যাতে বুঝতে পারে যে সরকার যে নীতি নিয়েছে, সেই নীতি মানুষের নীতি, সেই নীতিতে যারা গ্রেজুয়েট তারা চাকুরীর উপযুক্ত বলে তারা চাকুরী পেয়েছে, আমি পাই নি, পরবর্ত্তী সময়ে পাব। একটা আশা থাকে। কিন্তু যেখানে কোন নীতি নেই, যেখানে পকেটে করে অ্যাপয়েনটমেন্ট নিয়ে যাচ্ছে, এবং অ্যাস্যুরেন্স দিচ্ছে যে তুমি যদি এই কাজ কর তাহলে তোমাকে আমি অ্যাপয়েনটমেনট দেবো। এই ধরণের যে জঘন্য কাজ, আমাদের ক্ষমতার যে মিস ইউজ, এইটা থেকেই প্রমাণিত হয়। আমার সময় নাই বলে আমি আর বেশী কিছু বলছি না। আমি আশা করবো যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সেইদিকে লক্ষ্য রাখবেন। আর আমি যা বলেছি তার যদি চ্যালেনজ হয় আমি সেইটা মাননীয় মন্ত্রীকে সংগে নিয়ে দেখাতে পারি।

মি: স্পীকার:— শ্রীমতি লক্ষ্মী নাগ।

শ্রীমতী লক্ষ্মী নাগ:— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের হাউসের সামনে যে এপ্রোপ্রিয়েশন বিল এসেছে তাকে আমি সমর্থন করে এডুকেশনের উপর আমি কিছু বলছি। বর্ত্তমানে আমরা যা দেখতে পাই শিক্ষা ক্ষেত্রে ছাত্র ও শিক্ষকদের সম্পর্ক। আমরা আগের দিনের শিক্ষকদের সাথে বর্ত্তমানের শিক্ষকদের তুলনা করলে আমরা দেখতে পাই রাত দিন তফাত। আগে একটা ছাত্র তার শিক্ষক মহাশয়কে একটা রাস্তায় দেখলে ঘুরে অন্য রাস্তা দিয়ে সে চলে যেতো। কিন্তু বর্ত্তমানে দেখা যায় শিক্ষক ও ছাত্র এবং ছাত্রি ও অধ্যাপিকা সে যাহাই হোক তাদের কোন মান কোন স্ট্যাণ্ডার্ড নেই। আজকে স্কুলে কলেজে প্রত্যেকটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দলাদলি, রাজনীতি এবং নোংরামী এবং মাননীয় সদস্যের রক্তব্য থেকেও বুঝতে পারলাম যে মদের আড্ডা, জুয়ার আড্ডা তাও চলছে। কিন্তু আমার বক্তব্য যে এডুকেশনের চাকুরীর ক্ষেত্রে যে একটা সীমা এদের একটা ষ্ট্যাণ্ডার্ড থাকা উচিত। আমার মতে যে শিক্ষার দ্বারা, যে জ্ঞানের দ্বারা আমাদের দেশের ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা যারা ভবিষ্যতে বড় হবে যারা আমাদের জাতীর মেরুদণ্ড হবে সমাজের উন্নতি করবে আজকে সেই শিক্ষার মান কোথায়? আজকে আমরা দেখছি সেই শিক্ষার মান অনেক নীচে চলে গেছে। আজকে শিক্ষা ক্ষেত্রে নকল পদ্ধতি চলছে। আজকে এর পেছনে আমি বলবো

এই প্রশাসনই দায়ী। আগে স্কুলে শিক্ষক নিযুক্ত করা হতো যোগ্যতার ভিত্তিতে দক্ষতার ভিত্তিতে। কিন্তু বর্তমানে তা যাচাই করা হয় না। যার জন্য শিক্ষার মান এত নীচে চলে গেছে। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করবো যে যে সব স্কুলে, কলেজে এবং যে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই সব ধরণের শিক্ষকরা আছেন তাদেরকে অন্য ডিপার্টমেন্টে দয়া করে নিয়ে আসুন। সেখানে তাদেরকে চাকুরী দেন। এবং আমাদের এখানে যে সব কোয়ালিফাইড ছেলে আছে, বেকার আছে তাদেরকে নিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্থান দিন। আমি জানি অনেক কোয়ালিফাইড ছেলে এবং মেয়ে আছে যারা চাকুরী পাচ্ছে না। এইটাও দেখা যায় এই সব ছেলেকে তারা যখন চাকুরীর জন্য যায় তাদেরকে একটা গার্ডের চাকুরী বা পিওনের চাকুরীতে নিযুক্ত করা হয়, তাদের শিক্ষার কোন মর্যাদা দেওয়া হয় না। এইটা অত্যন্ত দুঃখের কথা। কারণ অনেক কষ্ট করে আমাদের মা-বাবা পড়ান, বাইরে পড়ান। আজকে দেখা যায় একটা মেট্রিক পাশ ছেলের সংগে একটা গ্রেজুয়েট ছেলের তুলনা হয়। কারণ ঐ বি, এ পাশ ছেলেটা হয় তো নকল করে পাশ করেছে। তার জন্য আমি বলবো আমাদের যে শিক্ষক সমাজ আছেন তারাই দায়ী। কারণ ছাত্রদের মধ্যে আজকে যে উশৃঙ্খলা দেখা যায় তার জন্য ছাত্ররা দায়ী নয়। তার জন্য দায়ী সমস্ত ক্লাশ, তার জন্য দায়ী আমাদের প্রশাসন, আমলা, অভিভাবক। কারণ আগে যখন আমরা দেখতাম একটা ছাত্র অন্যায় করলে মাষ্টার মহাশয় শাস্তি দিতেন তখন ঐ ছাত্রটির অভিভাবক এসে এই মাষ্টার মহাশয়কে আরও উৎসাহ দিতেন আরও শাস্তি দেওয়ার কথা বলতেন। কিন্তু আজকে ঠিক তার উল্টোটা চলছে। আজকে মাষ্টার মহাশয়রা ছাত্রদেরকে শাসন করতে পারেন না কারণ অভিভাবকরা এসে ধমক দেন। তাই আমি অনুরোধ রাখবো যে অন্তত: শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে একটু নজর দেন। স্কুল বণ্টনের কি নিয়ম আমি জানি না। তবু দেখতে পাই যেখানে স্কুল আছে সেখানে স্কুল দেওয়া হয় আবার যেখানে স্কুল নাই, যেখানে একটা জুনিয়র বেসিক স্কুল দরকার, যেখানে একটা হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের দরকার সেই জায়গাতে সেই এলাকার অনেক অনুনয় বিনয় করে একটা স্কুল পায় না। আমি বুঝতে পারি না এর দোষটা কোথায়? না আমরা বলতে পারি না, না বুঝাতে কোথাও ত্রুটি হয়েছে, আমি জানি না। আমার এলাকার মধ্যে একটা হাই স্কুলের জন্য আমি অনেক বার বলেছি সেইটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, বোধ হয় অস্বীকার করবেন না। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সেইটা আমাদের ভাগ্যে জুটে নি। ছাত্রদের ষ্টাইপেণ্ডের ব্যাপারে, যে সব ছেলেরা ষ্টাইপেণ্ড নিয়ে বাইরে কোথাও পড়ে কেউ ডাক্তারী পড়ে, কেউ ইঞ্জিনীয়ারিং পড়ে কিন্তু সেই ষ্টাইপেণ্ডে আজকে চলে না। কারণ দ্রব্য মূল্য ইতিমধ্যে অনেক বেড়ে গেছে যে কারণে অভিভাবকরাও তাদের ছেলেমেয়েদেরকে নিজের টাকা দিয়ে বাইরে পড়াতে পারেন না। তাই আমি অনুরোধ রাখব যে ষ্টাইপেণ্ড তাদের যে বৃত্তি সেটার হার যেন বাড়িয়ে দেওয়া হয়। এবং এখন আমি সমাজ কল্যাণ দপ্তর সম্পর্কে ২/১টা কথা বলছি এই জন্য যে আমাদের সরকার নাকি নৈশ ক্লাশ চালু করেছিলেন। অবশ্য নৈশ ক্লাশ কাগজে কলমে আছে। আমার এখানেও আছে কাগজে কলমে কিন্তু আমি চেলেঞ্জ করে বলতে পারি ত্রিপুরা রাজ্যে ক'টা স্কুলে নৈশ ক্লাশ ঠিক মত হয় এই ব্যাপারে আমার সন্দেহ আছে। আমি আশা করব মাননীয় মন্ত্রী এই

সম্পর্কে বিস্তৃত উত্তর দেবেন। কিন্তু আমি এইটুকু আশা করি না যার যার এলাকায় বি, ডি, ও, বা অন্যান্য অফিসাররা সেই সব নোট লিখে দেবেন আর সেটা নিয়ে এসে এই হাউসে পাঠ করবেন সেটা আমি আশা করি না। আমি আশা করব মন্ত্রী মহোদয় নিজ দায়িত্বে নিয়ে আমাদের জানাবেন এবং আমরা সত্যি কথাই উনার কাছ থেকে শুনতে চাই। এবং এই বছর আমাদের মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী অবশ্য পালন করেছেন আন্তর্জাতিক মহিলা বর্ষ হিসাবে—খুব ঢাক ঢোল পিটান হয়েছে এবং মিছিলও হয়েছে সেই সব অফিসারদের ওয়াইফও আছেন এবং পণ প্রথা চলবে না চলবে না বলেছেন। আগেতো বাঁচতে হবে খেতে হবে পরতে হবে তারপরতো বিয়ে। না কি জন্ম হওয়ার পরেই বিয়ে? একটা মেয়ের জন্ম হওয়ার তিন মাসে পরেই বিয়ের কথা উঠে যে পণ প্রথা বন্ধ করতে হবে ইন্টারাপশান—হাততালি) সেটাতো ২০ বছর পরে? আগে একটা মেয়েকে লেখা পড়া শিখিয়ে, জমা কাপড় পরিয়ে তারপর ২০ বছর পর বিয়ের কথা তার গার্জেন চিন্তা করবেন। সে কি কথা? আন্তর্জাতিক মহিলা বর্ষে আমরা সবাই বলে বেড়াচ্ছি বোনেরা মায়েরা তোমাদের আর কোন চিন্তা নেই, তোমাদের মেয়েদের বিয়ে দিতে আর কোন অসুবিধা হবে না, এখন থেকে ছেলেরা আর কোন পণ নেবে না! কি সব্বনেশে কথা! অথচ আমাদের মেয়েরা দুই বেলা ভাত খেয়ে স্কুলে যাবে—গ্রামে গ্রামে মেয়েরা যে স্কুলে যাবে তাদের খাওয়ার ব্যবস্থা কোথায় তারা স্কুলে যাবে তাদের খাওয়ার ব্যবস্থা কোথায় তারা যে স্কুলে যবে তাদের জন্য সেই রাস্তা ঘাট কোথায় সেটা আগে দেখতে হবে। আমি জানি না যে মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণেও আন্তর্জাতিক মহিলা বর্ষ সম্পর্কে কোন ডেফিনিট কিছু আছে কি না আমি জানি না. আমাদের ত্রিপুরার মেয়েরা মিছিলে এসেছেন অবশ্য আমাকে আমাদের মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী মহিলা বলে স্বীকার করেন না। কারণ আন্তর্জাতিক মহলা বর্ষের একটা কমিটি হয়েছে সেই কমিটিতে আমাকে রাখলেনতো নাই এবং আমাকে জানানও নাই। সুতরাং আমার মনে হয় আমি যে একটা মেয়ে সেটা উনি ভুলে গিয়েছেন। তাই আমি অনুরোধ করব আন্তর্জাতিক মহিলা বর্ষে মেয়েদের সম্পর্কে এবং নারীজাতি সম্পর্কে বিশেষ করে দুঃস্থ মহিলাদের সম্পর্কে নূতন করে চিন্তা করতে হবে কি করে তাদের আমরা খাইয়ে পরিয়ে তাদের আমারা আমাদের সমকক্ষ করে তুলতে পারি সেজন্য চিন্তা করা উচিত। এগ্রিকালচার সম্পর্কে বলতে গেলে বলতে হয় যে এগ্রিকালচারে আজকে প্রচুর টাকা খরচা হয়েছে এতে কোন সন্দেহ নেই ঐ ব্যাপারে আমার এলাকা সম্পর্কে ২/১টা কথা বলছি—আমার এলাকায় যারা কৃষির উপর নির্ভরশীল তাদের কারও কারও জমি আছে নিজস্ব আবার কেউ কেউ পরের জমি বর্গা নিয়ে চাষ করেন। অথচ তাদের প্রত্যেকেরই একই অবস্থা তাদের টাকা পয়সা নেই। কিন্তু কোপারেটিভ মিনিষ্টার হয়ত বলবেন যে ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে তারা কৃষির উন্নতি করতে পারেন। কিন্তু আমি বলব যে লোন তারা পাচ্ছে না এবং লোনের জন্য যে সব আইনের বাধা আছে সেগুলি পূরণ করে তারা নিতে পারছে না। আমার এলাকায় ২টা কোপারেটিভের সংস্থা আছে সেখানে তারা আজকে ৩ বছর যাবত লোন পায় না। তারা মন্ত্রীর কাছে অনেক বার দরবার করেছেন একবার আমি নিজেও গিয়েছিলাম। কিন্তু তারা লোন পায়নি। আবার কোন কোন সোসাইটি হয়ত লোন পেল—যেমন আউস ধানের জন্য লোন

চাইল আর লোন পেল যখন তার আউস ধান উঠে গেল। ফলে যে লোন তারা পেল সেই লোন দিয়ে তারা কৃষির উন্নতি করতে পারল না। সেই লোনের টাকা দিয়ে তারা মাছ, মাংস খেল বা অন্যান্য ভাবে ব্যয় করল। অথচ তারা যে সরকারের কাছে ঋণ পেল সেই ঋণের টাকা তাদের পরিশোধ করতে হবে এবং সেজন্য তাদের অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হবে ঋণ পরিশোধ করার জন্য। এই যে একটা অবস্থা সেজন্য আমি বলব যে সময় মত যাতে কৃষকদের ঋণ দিতে পারেন সেই ব্যবস্থা করতে নইলে সেটা তুলে দিতে তাহলে কৃষকেরা জানতে পারবে যে আমরা আর লোন পাব না এবং আমাদের সমস্যা আমাদের নিজেদেরই মীমাংসা করতে হবে। আর একটা বিষয় হল কৃষির জন্য জলসেচের ব্যবস্থা। আমি জানি গত খরার সময় কিছু ডিপ টিউব ওয়েল বসান হয়েছিল এবং আমার এখানেও ওটা বসান হয়েছিল কিন্তু এর পিছনে যে কি কারসাজি আমি বুঝি না। কোম্পানী থেকে লোক যায় ডিপ টিউব ওয়েল একটু বসিয়েই বলেন যে এখানে জল নেই হবে না আমরা এক্সপার্টও নই জল উঠবে কি না তাও ঠিক ঠিক বুঝি না। কিন্তু এখানে ঠিক ঠিক জল পাওয়া যাবে কি না সেটা দেখার জন্য সরকারের কোন লোক দেবেন কি না কোন ইনকোয়ারী করা হবে কি না? রাধানগর আমার একটা এলাকা সেটা ট্রাইবেল এলাকা সেখানে জলের জন্য হাহাকার সেখানে জল নেই। সেখানে একটা ডিপ টিউব ওয়েল বসান হয়েছিল একটুখানি বসিয়েই বলল যে হবে না জল নেই। সেজন্যই আমি বলছি যে আমার এলাকায় জল যদি না পাওয়া যায় তাহলে একটা ব্যবস্থা করতে হবে তাদের জন্য। এবং সেটা শুধু আমার এলাকাই নয় ত্রিপুরার প্রায় জায়গায়ই ডিপ টিউব ওয়েলের এই অবস্থা হয়েছে। সেংশান দেওয়া হয়েছিল ঠিকই কিন্তু আমাদের কপালে ডিপ টিউব ওয়েলের জল উঠে নাই। এই রকম একই অবস্থা ওভার ফ্লোরব্যাপারে—এই ব্যাপারে আমার কাছে কিছু কম্প্লেন এসেছে...

মিঃ ডেঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্যা, আপনার সময় শেষ হয়ে গিয়েছে।

শ্রীমতি লক্ষ্মীনাগ :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আর ৫ মিনিট। এবং পি, ডাবলিও ডি র কি নীতি আমি বুঝি না। এখানে গ্রামের রাস্তা এবং সহরের রাস্তার ব্যাপারে কোন নীতি আছে কি না আমি জানি না। কারণ আমরা দেখতে পাই যে সহরের মধ্যে অফিসাররা না খেয়ে দেয়ে সব রাস্তা কি ভাবে হবে—ওটা দেখলে মনে হয় যেন তারা পারলে নিজেরাই হাত দিয়ে এই সব করে দেবেন। যাতে প্রমোশানটা তাড়াতাড়ি হয়। আমরাতো আর প্রমোশান দিতে পারব না আমরা কিছুই দিতে পারব না যেন আমাদেরটা করলে ডিমোশান হবে। আমার মনে হয় সেজন্য আমাদের এলাকায় নজর দেন না। বিশেষ করে আমি যে এলাকা থেকে এসেছি সেই এলাকা একটা নিছক গ্রাম সেখানে রাস্তা ঘাটের কোন সুযোগ সুবিধা নেই সেখানে কোন সার্ভিস বাসের ব্যবস্থা নেই—ত্রিপুরা সরকার সেই ব্যবস্থা করেন নাই। সেই ব্যবস্থা রাস্তাঘাটের ব্যবস্থা যাতে আশু হয় সেজন্য আমি অনুরোধ রাখব। বড়পাথারা থেকে কাকড়াবন যে রাস্তাটা সেটা খুব দরকারী এবং বর্ষাকালে সেই এলাকার গ্রামবাসীদের খুবই খারাপ অবস্থা হয়। তাদের কৃষিজাত জিনিষ পত্র সমস্ত রাস্তাঘাটের অভাবে মাথায় করে বড়পাথারা বাজারে আনতে হয়। অথচ এই বর্ষাকালে সেই সব জায়গায় কোন কোন জায়গায় গলা জল হয়ে যায়। সেই অবস্থায় তাদের নৌকা দিয়ে যাতায়াত করতে হয়।

এবং নৌকাও সব সময় পাওয়া যায় না। তাই আমি পি, ডাবলিও, ডি, মন্ত্রীকে অনুরোধ করব প্রথম তিন বছরতো আপনি সহরের দিকে মন দিলেন আর বাকী ২ বছর গ্রামের দিকে নজর দেবেন। এবং গ্রামের দিকে নজর দিয়ে তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করবেন। আর নজর দেওয়ার অর্থ এই নয় যে কিছু লেবার পাঠালাম আর একটা টেণ্ডার কল করলাম এবং ১০ বছর ২০ বছর পড়ে রইল কাজ আর হল না—আমি আশা করব যে কাজও হবে। লেবার এণ্ড এম্প্লয়মেন্ট সম্পর্কে বলছি— আজকে যে গ্যাড়াকলের কথা শুনছি যে এম্প্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ থেকে নাম পাঠান হয় না। আমাদের তিনটা ডিষ্ট্রিক্টে তিনটা এম্প্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ অফিস হয়েছে অথচ সেই ডিষ্ট্রিক্ট এম্প্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ অফিস থেকে নাম পাঠান হয় না—এর পেছনে কি গ্যারাকল আছে বুঝতে পারছি না। বেকাররা এসে বলেন যে আমার নাম পাই না। সাত বছর যাবত আমরা বেকার এ কয় বছরের মধ্যে আমরা একটা ইন্টারভিউ পর্য্যন্ত পাইনি। তবে যতটুকু আমি জানতে পেরেছি, মন্ত্রীদের নাকি এ্যাপ্রুভেল লাগে নাম পাঠাতে। আমি বলব যদি তাই হয়, তাহলে এ্যাম্পলয়মেন্ট এক্সচেঞ্জগুলি উঠিয়ে দিলেই হয়। তাহলে উনারা বেছে বেছে নাম পাঠাবেন, ইন্টারভিউতে ডাকবেন। শুধু শুধু এক্সচেঞ্জে তাদের নাম রেখে, তাদের হয়রানি করা, তাদের উদয়পুর থেকে আসা যাওয়ার গাড়ীভাড়া লাগছে, তারপর তাদের হোটেলে থাকার খরচ আছে, অথচ তাদের দশ বছরে কোন চাকুরী হবে না, মাসে মাসে তাদের কার্ড করাতে কতগুলি টাকা গচ্ছা যাবে এটা ঠিক নয়। কাজেই লেবার এম্প্লয়মেন্টে এখন যা রীতিনীতি আছে, তা পরিবর্ত্তন করে সুস্থ এবং সুন্দর ভাবে করে বেকাররা যাতে চাকুরী পায় তার কথা চিন্তা করতে মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব।

আর হেল্‌থ সম্পর্কে বলতে গেলে আমাকে বলতে হয় যে একিমপুরে একটা ডিসপেন্সারী ছিল, আমি ইলেকটেড হয়ে অবশ্য সেটা দেখিনি, কিন্তু গ্রামের এবং সেই এলাকাবাসীদের মুখ থেকে শুনেছি যে সেখানে একটা ডিসপেন্সারী ছিল, কি একটা গণ্ডগোলের জন্য সেটা উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমি জানি কাগজে পত্রে একিমপুরের জন্য ডিসপেন্সারী আছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রীর কাছে বিভিন্ন সময়ে আমি আবেদন করেছি সেটা চালু করার জন্য বিশেষ করে মহিলাদের কথা চিন্তা করে সেটা করা দরকার। কারণ তাদের পক্ষে নেহালনগর আসা খুবই অসুবিধা, কাজেই আমি অনুরোধ রাখব স্বাস্থ্য মন্ত্রীর কাছে এইদিকে বিচার বিবেচনা করে এই বছর যাতে সেখানে ঔষধ এবং ঘরের ব্যবস্থা করেন। এই বলে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ ডিপুটি স্পীকার :— শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে এ্যাপ্রপ্রিয়েশান বিলের উপর যে আলোচনা হয়েছে, আলোচনা প্রধানতঃ শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়েই হয়েছে। প্রথমতঃ মাননীয় সদস্য কালিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কিছু প্রশ্ন করেছেন। প্রথম প্রশ্নটা উনি বলেছেন যে বোর্ড অব সেকেণ্ডারী এডুকেশান ত্রিপুরাতে খোলার কথা। আমি বিগত দিনের আমার বক্তৃতায় যেকথা বলেছি, সেকথাটা কালিবাবুর বক্তৃতার সংগে কিছুটা মিল আছে। আমি বলেছিলাম বোর্ড অব সেকেণ্ডারী এডুকেশান ষ্টার্ট করার জন্য আমাদের আগ্রহ যথেষ্ট, কিন্তু

আইনবিভাগের কাছে নির্বাচন সংক্রান্ত রুলসের কিছুটা আভাস থাকায় আমরা এখনও সেটা ষ্টার্ট করতে পারিনি, আমরা আশা করছি অতি সত্বর এটা ষ্টার্ট করব যাতে আগামী বছর এটা কাজ করতে পারে। আমরা যে কথা সেদিন বলেছি, আমার সেকথার সংগে কালিবাবু—উনার যে ইচ্ছা এবং এষ্টিমেট কমিটিতে তিনি যা বলেছেন, তার মধ্যে অমিল আছে বলে আমি মনে করিনা। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, কিছু কিছু সমাজ বিরোধীদের আড্ডা কোন কোন স্কুল প্রাঙ্গণে হয়ে থাকে, সেটা আমি গত দিনে বলেছি। তার সংগে উনার কথার একটু অমিল হয়েছে, সেটা হচ্ছে উনার বক্তৃতায় আমি যেটুকু বুঝতে পেরেছি, উনি হয়তো ধরে নিয়েছেন যে কিছু কিছু শিক্ষক মদ খাওয়া এবং অন্যান্য ব্যাভিচারে লিপ্ত আছেন, কিন্তু আমি সেকথা বলিনি, রেকর্ডে একথা প্রমাণ হয় না। আমি বলেছিলাম—

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী :— আমি শিক্ষকদের কথা বলিনি, আমি স্কুল বাড়ীকে ইউজ করা হয়েছে বলেছি।

শ্রীশৈলেস চন্দ্র সোম :— আমি যতটুকু বুঝতে পেরেছি, স্কুল বাড়ীতে সে আড্ডা রয়েছে এবং এই ব্যাপারে সমস্ত শ্রেণীর নাগরিকের সতর্কতা থাকা প্রয়োজন এবং এটা যাতে রোধ করা যায়, তার চেষ্টা করা উচিত। আমি যেকথা বলছি, আশা করি উনি আমার সংগে একমত হবেন। উনি আমার সংগে একমত হয়েছেন যে কোন কোন স্কুলে এবং কলেজগুলিতে রাজনৈতিক দলগুলি ইউটিলাইজ করে এবং ছাত্রদের মধ্যে একটা বিশৃঙ্খলা এবং একাডেমিক লাইফের মধ্যে একটা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার চেষ্টা করছেন, এইগুলি দূর করার জন্য সমস্ত শ্রেণীর নাগরিক এবং সমস্ত জনপ্রতিনিধিরা মিলে এই সম্পর্কে যেন সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করেন, এই বলে আমি এই প্রস্তাবকে সমর্থন করছি। শিক্ষক অপ্রচুর কোন কোন জায়গায়, আমি বিগত দিনে বলেছি, আমি উল্লেখও করেছি এবং এই সংগে সংগে যেকথা বলেছি, তার বক্তব্যের সংগে সেই সম্পর্কে খুব বেশী একটা অমিল হয়নি যে শিক্ষক সদরের মধ্যে কিছু বেশী রয়েছে এবং তার কারণও আমি বলেছি, তাও খুব বেশী সংখ্যক আছে তা নয়, এবং যা আছে, তাদের মফঃস্বল পাঠানোর জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মোটামুটি উনার বক্তব্য এই ছিল। মাননীয় সদস্য সমীরবাবু শিক্ষা সম্পর্কে দুই একটা প্রশ্ন করছেন, একটা বলেছেন যে মধুছন্দা সুরকে দিল্লীতে পাঠিয়ে ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে এবং স্বজন পোষণ করা হয়েছে—মধুছন্দা সুরকে দিল্লী পাঠানোর ব্যাপারে যদি নেপটিজমের প্রশ্ন এসে থাকে, তাহলে সর্বপ্রথমে দেখতে হয় মধুছন্দা সুরের সংগে আমার আত্মীয়তা আছে কি না? আমার চতুর্দশ সম্পর্কে ভাই, বোন, ভাগিনী, নাতি, পতি ইত্যাদি কিন্তু মধুছন্দা সুরের সংগে আমার কোন আত্মীয়তা নেই। শিক্ষা বিভাগের মন্ত্রী হিসেবে আমি বলতে পারি যে মধুছন্দা সুরের নির্বাচনের মধ্যে কোন নেপটিজম শিক্ষা বিভাগ থেকে হয়নি। আর যদি বন মন্ত্রীর আত্মীয় হয়ে থাকেন, তাহলে একথা বলব, ত্রিপুরার মন্ত্রী যাঁরা রয়েছেন, ত্রিপুরার বিধায়ক যাঁরা রয়েছেন, তাঁরাতো ত্রিপুরারই মানুষ। তাহলে এই ছোট্ট জায়গা ত্রিপুরার মধ্যে তাঁদের আত্মীয়স্বজন অনেকেই এই ত্রিপুরার প্রশাসনের মধ্যে কর্মরত থাকবেন, কোন কারণে যদি তারা কোন সুযোগ পেয়ে যায়, তার জন্য আত্মীয়স্বজনপোষণ বা নেপটিজমের প্রশ্ন আসা ঠিক নয়। ২য় প্রশ্ন তিনি ষ্টেডিয়াম

সম্পর্কে বলেছেন যে ত্রিপুরায় ষ্টেডিয়াম তৈরী হউক, এটা শিক্ষা বিভাগেরও একান্ত আগ্রহ এবং ইচ্ছা, সেইজন্য স্থান নির্ব্বাচনও মোটামুটিভাবে করা হয়েছিল, ইভেন ল্যাণ্ড একুইজিশান প্রসেসও হয়েছিল যেকথা সমীরবাবু বলেছেন, এটা সত্য এবং এটা এখন বিচার বিবেচনার মধ্যে রয়েছে। এই জায়গাটার মধ্যে কোন কমপ্লিকেশান আছে কি না বা মালিকানা সম্পর্কে কোন অসুবিধা আছে কি না এবং বর্ত্তমান ল্যাণ্ড রেভিনিউ এবং ল্যাণ্ড রিফর্ম বিলএ সিডিউল্ড ট্রাইবসদের যে ল্যাণ্ড আছে সেগুলো অধিগ্রহণ সংক্রান্ত কোন অসুবিধা আছে কি না সেগুলো একটু খোঁজ নিয়ে দেখার দরকার রয়েছে। সুতরাং স্টেডিয়ামের কাজ ত্বরান্বিত করা হোক এবং সম্ভাব্য হলে হোক তাতে সরকারের কোন অনাগ্রহ নেই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য প্রফুল্ল বাবু এ সম্পর্কে বলেছেন এবং চাকরী বাকরীর বক্তব্যটা যে দুঃখের সংগে বলেছেন ; এই সম্পর্কে আমার বলতে হচ্ছে যে আজকে চাকরী বাকরী নিয়ে নানা ধরণের কথা ও বিভিন্ন প্রসঙ্গের অবতারণা করা হচ্ছে। কোথাও কোথাও এইগুলিতে যখন সোজাসোজি ভাবে যাওয়া গেছে তখন দেখা গেছে যে এটি যেভাবে আলোচনা হওয়ার ঠিক সেইভাবে আলোচনা হয়নি। এমন কথাও বলা হয়েছে যে আমার পকেট থেকেও নাকি চাকরী দেওয়া হয় অথবা আমার কাজ যে করবে তারই চাকরি হবে, এবং তিনি সর্বশেষে বলেছেন এই সম্পর্কে যদি কোন প্রমাণের প্রয়োজন হয় উনি এ ব্যাপারে আলোকপাত করবেন। আমি সানন্দে তাঁকে নিয়ে আলোচনা করবো তিনি যে কথা বলেছেন সেই কথা নিয়ে এবং আমি দেখব। কারণ যে ধরণের প্রস্তাব যে ধরণের কথা এসেছে, অবশ্য তিনি সুন্দর ভাবে বলেছেন, কিন্তু এসেম্বলীতে এটা অত্যন্ত দুঃখজনক এবং দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার নিঃসন্দেহে। চাকরি বাকরির ক্ষেত্রে রীতিনীতি ও অন্যান্য যে সব কথাবার্তা বলা হয়েছে তাতে আক্রমণের লক্ষ্যস্থলের চিত্র তুলে ধরেছেন এবং লক্ষ্যস্থল ঠিক করেই কথাবার্তাগুলো বলা হয়েছে। তবু সংশয়, সন্দেহ যদি কোথাও থাকে আমি বলবো তিনি বন্ধুর মত কাজ করেছেন,। এই সংশয়, সন্দেহের ব্যাপারে আমি উনার সঙ্গে যোগাযোগ করবো। এই হাউসে কে কি কাজ করেছে এবং কে কি চাকরি পেয়েছে স্কীমে সেটাও আমি ওনার সংগে দেখবার চেষ্টা করবো। মাননীয়া সদস্যা লক্ষ্মী নাগ শিক্ষা সম্পর্কে অনেক সুন্দর সুন্দর কথা বলেছেন। সর্বশেষে উনি দুঃখের সঙ্গে একটা কথা বলেছেন, যে শিক্ষা বিভাগ শিক্ষার উন্নয়নের যে কি পলিসি নিয়ে কাজ করেছেন সেটা আমি জানিনা। অনুরূপ পলিসির পরেও যদি কিছু ঘাটতি থাকে সেটা করবেন। এই সম্পর্কে আমি বলতে চাই যে স্কুলের আপ গ্রেড করার জন্য কতগুলি ক্রাইটেরিয়াকে মেনে নেওয়া হয় এবং সেগুলো যদি পূরণ হয় হয় তাহলে তখন স্কুল আপ গ্রেড করা হয় এবং তাতে বিশেষ দুর্গম অঞ্চলগুলোর কথা ভাবা হয়। এতে কারও কোন ক্রটি বিচ্যুতি, অনুরোধ, মিনতি বা অবহেলা করার প্রশ্ন নেই। সুতরাং শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে আজকে এই এপ্রোপ্রিয়েশান বিলে যে আলোচনা হয়েছে তাতে দেখা যায় শিক্ষা সম্পর্কেই বেশী আলোচনা হয়েছে এই সভায়, আমি এতে খুশী হয়েছি। ত্রিপুরায় শিক্ষা বিস্তারে সম্বন্ধে শিক্ষা বিস্তারের কোথায় কোথায় অন্তরায় ঘটেছে কোথায় কোথায় ক্রটি বিচ্যুতি ঘটেছে, মাননীয় সদস্যরা এই সম্পর্কে আগ্রহী হয়েছেন সেইজন্য আমি খুশি হয়েছি এবং তাদের ধন্যবাদ জানিয়ে এবং এপ্রোপ্রিয়েশান বিলকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আই উড কল অন রেভিনিউ মিনিষ্টার শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এপ্রোপ্রিয়েশান বিলের উপর মাননীয় সদস্যরা যে আলোচনা করেছেন তার সম্বন্ধে আমি দু' একটা কথা বলবো যে রেভিনিউ সম্বন্ধে আমরা কতটুকু অগ্রসর হয়েছি। মাননীয় সদস্য শ্রীকালীবাবু যেটি বলেছেন, হাওড়া নদীর দক্ষিণ দিকে এভিকশান করা হয়েছে। হাওড়া নদীর দক্ষিণ দিকে যে সমস্ত জায়গা ক্লিয়ার করা হয়েছে তাদেরকে কোন এভিকশান করা হয়নি। সুতরাং তাদেরকে যখন এভিকশান করা হবে তখন হয়তো কম্পেনসেশান বা ল্যাণ্ড কিছু দেওয়া হবে। আইনানুগ যে ব্যবস্থা হয় সেই ব্যবস্থাই করা হবে। তাদেরকে এখনও এভিকশান করা হয়নি এটা আমি হাউসে জানাচ্ছি। আর একটি বিষয় মাননীয় সদস্য বলেছেন সাবরুমে যে টেষ্ট রিলিফের কাজ চলছিল সেটা টাকার অভাবে প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু আমরা সে রকম কোন ইন্টিমেশান পাইনি। কারণ ডি, এম,কে সরকার থেকে যে ফাণ্ড দেওয়া হয় সেই ফাণ্ড ডি, এম,রা এস, ডি. ও. এবং বি. ডি. ও.দের দেন। কিন্তু ডি. এম. এর কাছ থেকে আমরা ফাণ্ড ফুরিয়ে গেছে সে রকম কোন খবর পাইনি। আর সাবরুমে যদি ফাণ্ড ফুরিয়ে থাকে তাহলে ডি. এম.এর কাছে নিশ্চয়ই টাকা চেয়েছেন, ডি. এম.এর হাতে যদি টাকা থাকে তাহলে নিশ্চয়ই দেবেন। আর ডি. এম.কে জানানো হয়েছে যে আপনার কাছে টাকা থাকতেই আমাদের কাছে চাইবেন তখন টাকা প্রেস করা হবে। এদিক দিয়ে কোন অসুবিধা হবে না। টাকার জন্য কাজ বন্ধ আছে কিনা এ বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে, হয়তো বৃষ্টির জন্য দু' এক দিনের জন্য বন্ধ থাকতে পারে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত মহাশয় আই, এ, এস, অফিসারকে এস, ডি, ও হিসাবে তাঁকে গুরুত্বপূর্ণ পদে দেওয়া হয়েছে তার জন্য তিনি বলেছেন একজন ডিভিশনাল এস, ডি. ও দেওয়া হোক। আমার মনে হয় যারা এখানে এসেছেন তাঁরা লালবাহাদুর ট্রেনিং কলেজে শিক্ষা প্রাপ্ত হন, এক বছর আবার ডি, এম অফিসের সংগে এটাচ থাকেন বা কোন কোন অফিসে এটাচ থেকে তাঁরা কিছু শেখেন, তারপর তাদেরকে এস, ডি, ও হিসাবে দেওয়া হয়। সুতরাং তাদেরকে অল্প অবস্থায় পোষ্টিং করা হয়েছে এটা ঠিক নয়। কাজের কিছুটা ট্রেনিং তাদের দেওয়া হয় তারপর এস, ডি, ও হিসাবে দেওয়া হয়। তাঁরা কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন, তাঁরা কাজ করতে পারেন। তাঁরা কাজ করতে পারেন না এ রকম কোন অভিযোগ আমাদের কাছে নেই।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আর একটি বিষয়ে বলেছেন আমাদের মাননীয় সদস্য শ্রীসমীর বাবু তাঁর বাড়ীতে দেবত্ত সম্পত্তি বলে একটি মামলা হয়েছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় এ বিষয়ে আমি খুব বেশী জানি না তবে আমার বক্তব্য হোল যদি এ বিষয়ে কোন মামলা হয়ে থাকে তাহলে সেটা একটা জুডিসিয়াল প্রোসেসে আছে এবং তাঁর কাছে যদি প্রমাণ থাকে যে এটা দেবত্ব নয় তাহলে তার সংকিত হবার কোন কারণ নেই। কারণ জুডিসিয়াল পয়েন্টে বিভিন্ন ষ্টেজ আছে, তিনি বিভিন্ন প্রোসেসে প্রতিকার করতে পারবেন। আজকে ডি, এম, এর এখানে রায় সেকশান ১১(৩) তে এ, ডি, এম হেয়্যারিং দেন। তারপর তাঁর রিভ্রেস এর বহু

পথ খোলা রয়েছে এবং তিনি সে বিষয়ে রিড্রেস পেতে পারবেন, এই বিষয়ে সংকিত হবার কোন কারণ নেই। আর সরকার বাদি মামলা যে কোন লোকের বিরুদ্ধে হতে পারে, সে সাধারণ লোক হোক, মন্ত্রী হোক আর এম, এল, এ হোক। কারণ জায়গা জমি যার আছে তার তার মামলা হওয়া স্বাভাবিক। এর জন্য চক্রান্ত বা কোন উদ্দেশ্য আরোপ করা ঠিক নয়। আমি এই কথাই বলবো যে মাননীয় সদস্যের জুডিসিয়ালের দিক দিয়ে যথেষ্ট পথ খোলা রয়েছে এবং তিনি যাতে এ বিষয়ে সংকিত না হন সেই অনুরোধই আমি করবো।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মণ :— আমি বিচার পাবেন না এ কথা বলিনি স্যার। আমি বলেছি মাননীয় ডি, এম, আমার মামলার সাক্ষী হয়ে উনি বিচারক হয়েছেন। দিজ হজ মাই মেটিরিয়াল উইটনেস। ওনাকে বিচারক করা হয়েছে। আমি সংকিত হয়নি স্যার।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য সমীর বাবু কেসটি ট্রান্সফার করার জন্য রেভিনিউ কমিশনারের কাছে প্রেয়ার করে ছিলেন কিন্তু রেভিনিউ কমিশনারের কাছে কয়েকটি কেসই দেওয়া হয়েছিল আমরা যতদূর ইনফরমেশান পেয়েছি হেয়ারিং জন্য। তিনি সেই হেয়ারিং এ এপিয়ার হন নি ১৩.৩.৭৫ তারিখে একটা হেয়ারিং দেওয়া হয়েছিল কিন্তু উনি টাইম এর জন্য প্রে করেছিলেন। এ্যাড-জোর্ণ চেয়েছিলেন।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মণ :— আমি এপিয়ার হইনি, এটা ঠিক নয় স্যার। উনি অসত্য তথ্য দিচ্ছেন।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় উনি কয়েকবার এডজোর্ণই প্রে করেছেন এবং ১৩.৩.৭৫ এ হেয়ারিং এর জন্য ডেট ফিকস্ড হয়েছিল সিনস্ পিটিশান ফাইলড বাই শ্রীসমীর বর্ম্মণ প্রেড ফর এডজোর্ণমেন্ট, ফিকস্ড ডেট অন ৮.৪.৭৫ এ্যাট ১১-৩০ এ, এম। ৮.৪.৭৫ এ যে ডেট টি ফিকস্ড করা হয়েছিল সেইটিও তিনি নিতে পারেন নি। উনি যেটা বললেন, ২৭ তারিখের অর্ডার—রেভিনিউ কমিশনার টুরে থাকাতে ৮.৪.৭৫ এর কেসটি সেটি টেক আপ করতে পারেন নি। তারই অর্ডার দিচ্ছেন ১৭.৪.৭৫ এ। 'I could not take up the cases as I was away on tour to Delhi and Subroom in connection with the drought situation. These cases will be taken up on 24-4-75 & 22-4-75 at 11-30 A. M. and inform the party accordingly to appear without fail.' সুতরাং সেটা এই ৮ তারিখে ছিল, সেই ৮ তারিখে তিনি আগরতলা থাকতে পারেন নি তার জন্য তিনি ১৭ তারিখে ফিরে এসে লিখেছেন—আই কেন নট টেক আপ দি কেস, কিন্তু সেই আর একটি ডেট ফিকস্ড করে দিয়েছিলেন রেভিনিউ কমিশনার ২২-৪-৭৫। তিনি আবার সময়ের জন্য প্রেয়ার করেছেন, কি এপিয়ার হন নি সেটা ঠিক আমি বলতে পারছি না। ডিসিশান একস্পার্ট দিয়েছেন, রিজেকটিং দা ট্রান্সফার অব পিটিশান। সুতরাং ১৭ তারিখে যে অর্ডারটি দেওয়া হয়েছে সেটা ভুল দেওয়া হয়নি বা সেটাতে রেভিনিউ কমিশনারের অপদার্থতার পরিচয় দেওয়া হয়নি। আর একটি বিষয় মাননীয় সদস্য বলেছেন হাতি মুন্দাপাড়া রাস্তা সম্বন্ধে। এই বিষয়ে আমার জানা নাই তবে অনুসন্ধান করে দেখব কারণ ফাইলটি আমি এখনও দেখিনি। আমার রেভিনিউ ডিপার্টমেন্ট সম্বন্ধে আর কিছু বলা হয়নি সুতরাং এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীমতী বাসনা চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার মহোদয়, এইখানে মাননীয় সদস্য তার বক্তৃতায় বলেছেন যে আমার কনষ্টীটিউয়েন্সীতে ২৫ জনের মধ্যে প্রায় সবাইকেই চাকুরী দেওয়া হয়েছে, কয়েকজন ছাড়া। কিন্তু এই মাত্র আমি খবর এনেছি যে ১৯৭৩-৭৪ইং সনে ৭৫ জনকে সমগ্র ত্রিপুরায় গ্রামলক্ষ্মী হিসাবে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়েছিল। তারপর এই পর্য্যন্ত আর একজনকেও অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয় নি নতুন করে। সেই ৭৫ জনের মধ্যে ওয়েষ্ট ডিষ্ট্রীক্টে ৩৩ জন, নর্থ ডিষ্ট্রিক্টে ২৪ জন এবং সাউথ ডিষ্ট্রীক্টে ১৮ জন এইভাবে ভাগ করে। কারণ ওয়েষ্ট ডিষ্ট্রীক্টের মধ্যে নতুন স্কুল হয়েছে এবং লোকসংখ্যাও বেশী এই জন্য এইটা এইভাবে ভাগ করা হয়েছিল এবং আমার কনষ্টীটিউয়েন্সীতে মাত্র একটা স্কুল ছিল এবং ১৯৭২-৭৩ সনে

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, পয়েন্ট অব অর্ডার হচ্ছে এই যে আমরা যারা বক্তব্য রেখেছি এইখানে এপ্রোপ্রিয়েশন বিলের উপর, পলিসি ম্যাটার, পলিসি বলে দেওয়া হচ্ছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলছেন যে পার্সোনেল অ্যাক্সপ্লেনেশন, পার্সোনেল অ্যাক্সপ্লেনেশন তো এখানে আসে না।

শ্রীমতী বাসনা চক্রবর্তী :— না, পার্সোনেল অ্যাটাকের কথা বলা হয়েছে মাননীয় স্পীকার স্যার, যদি হাউসে কেউ পার্সোনেল অ্যাটাক করে হাউসকে মিসলীড করে তাহলে আমাকে তার যুক্তি দিয়ে সেইটা কাটাতে হবে। সেইজন্য আমি আমার বক্তব্য রাখছি। সেই জন্য আমি দুঃখিত যে আমার এখানে ২৫জনকে চাকুরী দেওয়া হয়েছে সেইটা সত্য তথ্য নয়। আমার মনে হয় সেইটা অসত্য তথ্য এখানে পরিবেশন করা হয়েছে। কাজেই মাননীয় সদস্য যেন ভালভাবে খোজখবর নেন। এখানে আরেকটা কথা বলা হয়েছে কো-অপারেটীভ সম্পর্কে। সেটা উনি বলেছেন যে এত পঁচা গন্ধ বেড়িয়েছে যে আশে পাশে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে। এই কথাটা খুবই সত্য। যদি কোন জিনিস পঁচে যায় সেইটা বহুদিন আগে থেকে পঁচে। আমার মনে হয় তারা যে সময় মন্ত্রী ছিলেন সেই সময় থেকে পঁচতে সুরু করেছে এবং আমরা তিন বৎসর ধরে সেই ময়লা পরিস্কার করে আসছি এবং ময়লা পরিষ্কার করতে গেলে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পরে যেই তুলছি সেই গন্ধ বেড়িয়ে পড়ছে। কাজেই পরিষ্কার করে যখন আমরা সেইগুলিকে ঠিক করবো তখন আমার মনে হয় মাননীয় সদস্য দেখবেন যে সেখান থেকে ঠিক ঠিক গন্ধ বেরিয়ে আসছে। কাজেই আমি বিশেষ কিছু বলছি না। কো-অপারেটিভ সোসাইটীজ এমন একটা ফাংশন, সেইটাকে যদি সত্যি সত্যিই রিভাইটেলাইজেশন করা যায় তাহলে সেইগুলি যেগুলি না কি এখন ঠিক ঠিক মত কাজ করছে না সেইগুলিকে কাজ করানো যাবে এবং তার-ফলে দেশের একটা সত্য বড় সমস্যা দূর হবে, এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এই বিষয়ে আমি মাননীয় সদস্যের সংগে একমত এবং আমি আশা রাখবো যে এই ব্যাপারে তার সক্রিয় সহ-যোগিতা পাব এবং অদূর ভবিষ্যতে সুন্দর ত্রিপুরা গড়তে সর্বাংগীন সহযোগিতা সকল সদস্যের কাছ থেকেই পাব। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— অনারেব্যল মিনিষ্টার শ্রীমনোরঞ্জন নাথ।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এপ্রোপ্রিয়েশন বিলের উপর আলোচনা করতে গিয়ে মাননীয় সদস্য কালীবাবু তিনি বলেছেন মনু ও বংকুল ডিসপেনসারীর কথা

এবং তার রিপেয়ারের কথা তিনি বলেছেন। সেই সম্পর্কে আমি বলতে চাই যে মনু এবং বংকুলে যে ডিসপেনসারী আছে তার বিলডিংটার কিছুটা ডেমেজ হয়েছে। সেই জন্য হেলথ ডিপার্টমেন্ট পি, ডবলিউ ডিপার্টমেন্টকে এষ্টিমেট করার জন্য বলেছে। পি, ডবলিউ ডিপার্টমেন্ট রিসেন্টলি ১-৪-৭৫ ইং তারিখে সেই এ্যাষ্টীমেন্ট পাঠিয়েছে। মাননীয় সদস্য যে কথা বলেছেন যে মনু বংকুল ডিসপেনসারী এখন যে জায়গাতে আছে সেইটাকে সরিয়ে অন্য জায়গায় নিতে হবে। সুতরাং এইটা তদন্তের দরকার এবং সাইটটা ঠিক আছে কি না দেখা দরকার এবং এইটা অন্যত্র নিতে হলে লোকের কোন আপত্তি আছে কি না সেইটাও দেখা দরকার। সুতরাং সেই দিক থেকে মনু বংকুল ডিসপেনসারীর দিকে হেলথ ডিপার্টমেন্টের লক্ষ্য নেই সেই কথা ঠিক নয়। কারণ যদি লক্ষ্য না থাকতো তাহলে এ্যাষ্টীমেট করার কোন প্রশ্ন ছিলনা। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য সমীরবাবু বলেছেন একটা ল্যাণ্ড অ্যাকুইজিশন কেজের উপর, হাতিপাড়া এবং মুজাপাড়া একটা ল্যাণ্ড অ্যাকুইজিশনের কথা বলেছেন, তিনি এল, এ. ডিপার্টমেন্টকে উল্লেখ করে বলেছেন। সুতরাং আমাকে এই কথাটা বলতে হয় যে তিনি যে ষ্ট্যাটমেন্ট করেছেন সেই ষ্ট্যাটমেন্ট ঠিক নয়। তিনি বলেছেন যে চীফ মিনিষ্টার না কি ফাইল আটকিয়ে রেখেছেন মোকদ্দমা করতে দেন নি এবং আবার তিনি বলেছেন যে একটা পিটিশন দিতে হয় সেইটা দেওয়া হয় নি। সুতরাং পিটিশন দিতে হয় কেজ ফাইল করার পর। কাজেই তার কথার মধ্যে কোন যুক্তি নেই এবং তিনি কনট্রাডকটরি ষ্ট্যাটমেন্ট করেছেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ১৬টা কেজের অ্যানালাইসিস করা হয় এবং জাজমেন্ট হয় অ্যাডিশনেল ডিষ্ট্রিক্ট জাজ কোর্টে।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ :— পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, উনি ঠিক তথ্য দেননি হাউসে। উনি যেটা বলেছেন আমি এই কথা বলি নি স্যার। কথার ভিতরে উনারা যান না স্যার, এইটাই মন্ত্রীদের দোষ।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ, মহোদয়, উনার ষ্ট্যাটমেন্টে আছে যে পিটিশন দেওয়া হয়েছে এবং আবার বলেছেন যে চীফ মিনিষ্টার ফাইল আটকিয়ে রেখেছেন, তিনি কোর্টে কেজ ফাইল করতে দেন নি, এই কথাইতো কন্ট্রাক্টারি। কেজ ফাইল করার? পিটিশনটা দিতে হয়।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ :— আমি বলেছি যে পিটিশন দিয়েছে এবং উনি যেটা বলেন নি যে গভার্ণমেন্ট এডভোকেট এভিডেবিট ফাইল করে দিয়েছে এবং তারপর ফাইল আনা হয়েছে এডভোকেটের কাছ থেকে এই কথা বলেছি স্যার, এবং আমি আমার বক্তব্যে ষ্ট্রিক্ট করছি এবং উনি এখানে অসত্য তথ্য পরিবেশন করছেন স্যার।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কেজের উপর জাজমেন্ট দেওয়া দেওয়ার পরে গভার্ণমেন্ট চিন্তা করেন, গভার্ণমেন এডভোকেট বা এল, এ, ডিপার্টমেন্ট এই আপীল করার জন্য তারা মন্তব্য করেন এবং এই ভাবে কেজ ফাইল করা হয়েছে এবং এইটা যদি টাইম বার হয়ে থাকে তাহলে কমপেনসেশন দেওয়া হয়েছে কিন্তু এইখানে বলা হয়েছে

যে চীফ মিনিষ্টার যে কোন সময় যে কোন ফাইল আনতে পারেন। সুতরাং তিনি চীফ মিনিষ্টার সম্পর্কে আলোচনা করতে হবে তাই আলোচনা করেছেন এই বলে এপ্রোপ্রিয়েশন বিলকে সাপোর্ট করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডিপুটি স্পীকার :— অনারেবল্ল চীফ মিনিষ্টার।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এপ্রোপ্রিয়েশন বিলের উপর যে আলোচনা, পলিসি ম্যাটার নিয়ে আলোচনা তাতে অনেক প্রশ্ন এসে গেছে। অনেকগুলি এর মধ্যে যেগুলি পলিসি ম্যাটার নয় তাও এসেছে। অনেকগুলি ব্যক্তিগত প্রশ্নও এসেছে। যাহাই হোক মাননীয় সদস্যরা এখানে যারা বক্তব্য রেখেছেন তার মধ্যে অনেকেই এফিসিয়েন্ট সদস্য রয়েছেন এবং তারা নানা দিক দিয়ে এফিসিয়েন্ট এবং যতটা আমার এখানে ল-ম্যান হিসাবে মনে হয়েছে আমরা যদি একটা কোর্টে গিয়ে দাঁড়াই তাহলে যেভাবে বক্তব্য এক পক্ষের উকিল রাখে সেই ভাবে আমরা বক্তব্যটা অনেকটা জোড়ালো ভাষায় যেভাবে বুঝাতে হয় হাকিমকে সেইভাবে বক্তব্য রেখেছেন। হয়তো তিনি এডভোকেট বলেই বোধ হয় এবং মাননীয় সদস্য হাউসের কাছে যেখানে বক্তব্য রেখেছেন সেখানে তিনি মাননীয় সদস্য হিসাবেই রেখেছেন। কাজেই এইখানে আমি প্রসিডিউটর এবং ডিফেন্সকে আমি সেইটা বুঝতে পারছি না। প্রসিকিউশন হলে আমি কতটুকু ডিফেন্স করতে পারবো না কারণ সেই জ্ঞান আমার নেই। তবে সত্য যেটা আছে সেই সত্যটুকু বলতে পারি। তাবে উকিলাতি বা এডভোকেসির ব্যাপারে ফাকে পরে যাবো কি না, আমি জানি না। তবু বলছি সত্য কথা, যেহেতু বলা দরকার সেই জন্যই বলছি।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অনেক কাগজপত্র তিনি পেশ করেছেন এবং লেও করেছেন বোধহয় এবং তা যদি ফাইলের সংগে মিলিয়ে দেখা যায় তাহলে দেখা যাবে যে তার মধ্যে একটা পর্শনের কিছুটা কাগজ তিনি উদ্ধার করেছেন, যেভাবেই হোক তার কাছে এসেছে এবং তার মধ্যে কতটুকু ঠিক আছে না আছে আমি বলতে পারছি না। তবে মাননীয় সদস্য যখন উধৃত করেছেন বিশেষ করে জুট মিলের জায়গা সম্পর্কে, সেই সম্পর্কে যেসব কথা বলেছেন, ফিনান্স সেক্রেটারী, ফিনান্স ডিপার্টমেণ্ট এবং তারপর চীফ সেক্রেটারী এবং চীফ সেক্রেটারীর যে নোট উনি বলেছেন, আমি শুনলাম, তাতেও ফিনান্স ডিপার্টমেণ্টের বক্তব্য থেকে কোনখানে যদি কোন ডিপার্টমেণ্টের কোন অপিনিয়ন থাকে তবে সেটা আমার জানা নেই। একটা পেপারে অপিনিয়ন চাওয়া হয়েছে ফিনান্স ডিপার্টমেণ্টের কাছে আর্থিক দিকটা সম্পর্কে। সেখানে হয়ত তাদের যেটা এক্তিয়াভুক্ত নয় তাতেও অপিনিয়ন দিয়েছেন হয়ত এবং তারপরের ঘটনা আমি বলতে পারি, যেহেতু আমি সেটা জানি এবং মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এদের সংগে আমি বসেছি এবং ফিনান্স মিনিষ্টার, ফিনান্স সেক্রেটারী, চীফ সেক্রেটারী সবাই উপস্থিত ছিলেন এবং কেবিনেট মিটিং হয়েছে এবং সবটা জিনিষ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার করে সাইট সিলেকশান হয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কিছু কাগজপত্র দেখানো ছাড়া আর কিছু এতে আছে বলে আমার মনে হয় না। আমি আগে যে বলেছিলাম এখনও তাই বলছি যে যে

এক্সপার্টরা দেখে যে জায়গা সিলেক্ট করেছেন সেই জায়গা অ্যাকোয়ার করার কথা হয়েছিল, তবে অ্যাকোয়ার করতে গিয়ে আমরা সবটা একোয়ার করতে পারি নি, যদিও প্রয়োজন ছিল সবটা অ্যাকোয়ার করার। কিন্তু যেহেতু মালিকের রিটেনশানের অধিকার মালিকের কাছে, কাজেই সেই রিটেনশানের পাওয়ারটা রেখে আমরা অ্যাকোয়ার করব না সবটাই অ্যাকোয়ার করব সেটা আমরা এখনও ঠিক করতে পারি নাই। তার আগেও ও. এন. জি. সি. কিছুটা জায়গা অ্যাকোয়ার করে নিয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এর মধ্যে কোন কারচুপি নাই, এবং যেহেতু একটা ইণ্ডাস্ট্রীয়াল বেলট হয়ে যাচ্ছে, জুট মিলের জন্য যতটুকু জায়গা নেওয়া হয়েছে, কিছুটা জায়গায় শেড হবে, বিল্ডিং হবে এবং এখন যেটা নেওয়া হয়েছে সেটা সামান্য অংশ মাত্র এবং টাকা সম্পর্কে যে মালিকের কথা হয়েছে, আমাদের মাথা ব্যথা মালিকদের নিয়ে নয়, এটা বনমালীপুর নয়, তারা বনমালীপুরের কথা টেনেছেন, অপোজিশনের লীডারও বলেছেন এবং যদি কোনক্রমে পাওয়ারটা অপোজিশনের লীডারের হাতে যায় তাহলেও সেটা বনমালীপুরে হবে। কাজেই আমার সৌভাগ্য বনমালীপুরের নামটা তাদের মুখে অক্ষয় হয়ে বেঁচে থাক, আমি সেটা চাই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার বক্তব্য হল, এর মধ্যে কোন কারচুপি নাই, টাকা পয়সার লেনদেনের কথা উঠে না, যেহেতু যদি কোন মালিকের এর মধ্যে কোন আপত্তি থাকে, আর কারো জায়গা এর মধ্যে থাকে সেই টাকা দেওয়া হবে অ্যাকুইজিশানের পরে। যতটুকু করা হয়েছে, তাও কোর্টের কাছ থেকেই সে পাবে, কোর্ট কর্তৃক মালিকানা সাব্যস্থ হলে তারপর স্থির হবে। দেবোত্তর সম্পত্তি সম্পর্কে যে কমপল্যাণ্ট উঠেছে রেভেনিউ মিনিষ্টার কিছু বলেছেন এই সম্পর্কে। আমি আরও কতটুকু বলতে পারি, যেটা মাননীয় সদস্যের কাছ থেকে বেফাস বেরিয়ে গেছে, যে ৪০ বছর আগেকার একটা দলিল দেখিয়ে এটাকে দেবোত্তর সম্পত্তি করে রাখার কোন মানে হয় না। সেই কাগজটা যদি এখানে প্লেস করতেন, যদি তিনি পড়ে শোনাতেন তাহলে হাউস হয়ত এটা সম্পর্কে একটা সুস্থ চিন্তা করে নিতে পারতেন, তাহলে এটা দেবোত্তর কিনা, কিংবা দেবোত্তর নয়, যার কাছ থেকে মাননীয় সদস্য সমীর বাবু কিনেছেন সেই জায়গাটা ওরা বিক্রি করতে পারে কিনা, সেটা বিচার বিবেচনা করতে হবে, এই কথা কৃষ্ণদাস বাবু বলেছেন। এর মধ্যে আমাদের কোন এক্তিয়ারের প্রশ্ন উঠে না। এটা দেবোত্তর কি দেবোত্তর না তারও বিচার শেষ পর্যন্ত কোর্টে ঠিক হবে। কিংবা যদি দেবোত্তর হয়ে থাকে তাহলে কিভাবে এটা বিক্রি হল, যদি কোন কাগজপত্র উল্লেখ থাকত তাহলে হয়ত তার মধ্যে থেকে কিছু ইংগিত আমরা পেয়ে যেতে পারতাম, হয়ত হাউস সেই ইংগিতটা পেয়ে যেতে পারতেন যে এই দেবোত্তর প্রশ্নটা উঠল কেন। ট্যাক্স নেওয়া হয়েছে কি না নেওয়া হয়েছে, লোন কতটা নেওয়া হয়েছে, কিসের ভিত্তিতে নেওয়া হয়েছে, কতটুকু এনকোয়ারী করা হয়েছে, তখনকার সময়ে সেই ৪০ বছর আগে কাগজ দেখানো হয়েছে কি না হয়েছে, কাগজপত্র পাওয়া গিয়েছে কিনা আমি জানি না। কিন্তু যখন ইনডিভিডুয়াল মালিক পাওয়া গিয়াছে, অন্যায়ভাবে হোক, ন্যায়ভাবে হোক তার কাছ থেকে ট্যাক্স নেওয়াটা অপরাধ নয়। কিন্তু যদি এটা দেবোত্তর হয়ে থাকে তাহলে এই ট্যাক্স নিলেও যে কয়দিন উপভোগ করবেন, তার ট্যাক্স নিতে পারে, কিন্তু এটা দেবোত্তর হলেও তার মালিকানার জন্য ট্যাক্স নিতে হবে।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মণ :— পয়েণ্ট অব অর্ডার স্যার। আমি আশা করব, সরকারের আইন মন্ত্রী আছেন, তিনি সেটা ক্লীয়ার করবেন।

মিঃ স্পীকার :— কোন্ ইস্যুর উপর বলুন ?

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মণ :— উনি বলেছেন আমি একটা বেফাস কথা বলে ফেলেছি উইলের ব্যাপারে। কাজেই এটা ল' এর ব্যাপার, যে ব্যক্তি আইন সম্বন্ধে কিছুই জানেন না, আমি উনাকে অজ্ঞ বলছি না, উনি অফিসারদের নোটের উপর কথা বলে হাউসকে মিস্-গাইড করেন, যা উচিত নয়। বেফাস নয়, আমি সম্পূর্ণ সচেতনভাবে উইলের এক্জিষ্টেন্স স্বীকার করেছি। উনি হয়ত জানেন না উনার এল. আর. ওকে আগে স্যাংশান দেয় নি। উনি হয়ত জানেন না গভর্ণমেন্ট অ্যাডভোকেট এটাতে কন্কারেনস দেন নি। উনি অনেক কিছুই জানেন না।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি শুধু এই কথাই বলেছি যে ঐ প্রোপোর্শানটা যদি উনি এখানে পড়ে শুনাতেন, তাহলে আমাদের এ্যাডভোকেট জেনারেল কি বলেছেন, আর আমাদের জুডিসিয়াল সেক্রেটারী কি বলেছেন প্রশ্নটা উঠত না, হাউস ঠিক কথাটা জানতে পারতেন, এটাই আমার বক্তব্য ছিল। আমি আইনগত কোন প্রশ্ন তুলছি না, কারণ আইনগত প্রশ্ন যেটা উঠবে, সেটার কোর্টে বিচার হবে। এখন যে প্রশ্ন নিয়ে ওর মাথা-ব্যথা হচ্ছে, সেটা বোধ হয় ওর সম্পত্তি হচ্ছে যার কাছ থেকেই কিনে থাকুক এবং তিনি বিক্রি করার অধিকারী কিনা যে প্রশ্নে জাজমেন্ট হবে, সেটা কোর্টের বিচারে যা হয় হবে, এই সম্পর্কে আমি কোন কিছু বলতে চাই না, আইনের প্রশ্ন যেখানে আছে, সেটা কোর্ট পর্য্যন্ত যাবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কাজেই ওর সংকিত হওয়ার কোন প্রশ্ন নাই কিম্বা তার এতখানি হওয়ার কোন প্রশ্ন নাই। আইনের প্রশ্ন যখন সেটা আইনে গিয়ে ঠিক হবে এবং আইনে যে রায় হবে, সেটা গভর্ণমেণ্টকেও মানতে হবে। এছাড়া আইনের আর কোন ম্যার প্যাঁচ আছে কিনা, আমি জানি না, হয়তো মাননীয় সদস্য জানতে পারেন। আমি জানি না রায়ের পরেও সেটার কি হবে, না হবে আমি বলতে চাই না বা অন্য কোন পথ আছে কিনা। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই দুইটি পয়েন্টের উপর বক্তব্য বিশেষভাবে রাখা হয়েছে যেটা ব্যক্তিগত-ভাবে আমার উপর রিফ্লেক্শান আনা হয়েছে বলে আমি এই কথাগুলি বলছি। আমি মাননীয় সদস্যদের উপর কোন রিফ্লেক্শান আনতে চাই না। তবে আমি বলেছিলাম এইটার সম্পর্কে আরও সময় দেওয়ার জন্য এবং অনেক সময় দেওয়া হয়েছে কিন্তু মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে কথা রেভেনিয়্যু মিনিষ্টার বলেছেন যে সময় অনেক পাওয়া সত্বেও কাগজ-পত্র পেশ করতে পারে নি অথবা ইচ্ছা করেই করেন নি। যা হউক তার বুদ্ধি অনুযায়ী, নিজের বিবেচনা অনুযায়ী উনি সেদিন সেটা করেন নি যার ফলে আমাদের অফিসারদের হয়তো বেকায়দায় ফেলতে চেয়েছেন এবং সংগে সংগে এ্যাসেম্বলীতে দাঁড়িয়ে একটা কারেক্টার এসোসিয়েশান এর প্রশ্ন এনেছেন—

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মণ :— পয়েণ্ট অব অর্ডার, স্যার। আপনি শুনেছেন স্যার, আমি

কারেক্টার এসেসিয়েশান কার উপর করলাম। আমার পয়েন্ট অব অর্ডার, স্যার, আমাকে এ্যালাউ করুন।

মিঃ স্পীকার :— ইউ সুড নট ডাইরেক্ট দি চেয়ার টু লেসন টু ইউ।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ :— স্যার, আপনি ত শুনেছেন, আমি কারো কারেক্টার এসেসিয়েশান করিনি। আমি বলেছি যে লোক আমার সাক্ষী, তার কাছে বিচার হচ্ছে, স্যার উনি কি বলছেন, স্যার? আমি বলেছি যে আমার মেটিরিয়েলস উইথনেস, সে আমার জাজ হয়ে গিয়েছে, স্যার এ্যাণ্ড দাস ইজ দি এ্যাডমিনিষ্ট্রেশান।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্কে আমি যতটুকু জানি যে যিনি তার মেটিরিয়েলস উইথ-নেস, এই কথাটা উনি যে দিন বললেন, সে দিনই ট্রেন্সফার করে দিলেন, তিনি সে দিন ট্রেন্সফার করে দিলেন রেভেনিয়ু কমিশনারের কাছে আর রেভেনিয়ু কমিশনার যে উত্তর দিয়েছেন, সেটাও উনি মাননীয় রেভেনিয়ু মিনিষ্টারের কাছ থেকে পেয়ে গিয়েছেন, এটা এই হাউসের সামনেই রাখা হয়েছে এবং তিনি তার বিচার করেন নি যেহেতু ঐ রকম একটা এ্যাপলিকেশান দায়ের হয়েছে এবং তিনি হয়তো পার্টি হয়ে যাবেন কিম্বা মেটেরিয়েলস উইথ-নেস হিসাবে যখন আসবেন, তখন এটা ট্রেন্সফার করা হয়েছে। কাজেই কোথায় গলদ হল, কেন এই অফিসারেরা দায়ী হবে, আমি সেটা বুঝতে পারছি না। মাননীয় অধ্যক্ষ তারপরেও যদি কোন বক্তব্য থাকে, তাহলে ত কোর্টের দরজা খোলা আছে, আইনের দরজা খোলা আছে, আইন তার বিচার করবে, আইনেই তার সমস্ত কিছু ঠিক করতে পারে। কাজেই এই দিক দিয়ে আমি আর কোন প্রশ্ন তুলতে চাই না, দেবত্ব সম্পত্তি কিনা, কে কার কাছ থেকে কিনেছেন, সেই সম্পর্কেও আমি কোন প্রশ্ন তুলতে চাই না, তিনি বিক্রি করার অধিকারী কিনা, তাও আমি জানি না এবং সেটেলমেন্টে কি অবস্থায় কি করে হয়েছে, তাও আমি জানি না, তথাপি আমার মনে হয় এটার মধ্যে কোথাও কিছু গলদ রয়েছে এবং সেই গলদের কথাটা তিনি হয়তো এখন বলতে চান না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যা হউক, কোর্টের বিচারে যা হবে, যা রায় হবে, তাই হবে, সেজন্য এ্যাসেম্বলীতে এনে এ্যান্ড সম্পর্কে ব্যক্তিগতভাবে কোন অফিসার কিম্বা কোন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে ইন্টিগ্রিটির কোন প্রশ্ন তোলা হয়, তাহলে এটার সম্পর্কে আমি একথাটুকু বলতে চাই যে প্রত্যেকেই প্রত্যেকের নিজেদের দিকে তাকানো দরকার যাতে করে থুথু ফেলবার আগে উপর দিকে না ছিটকায়, এটা নিজেদের চিন্তা করাটা ভাল। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই বলে আমি আমার এপ্রপ্রিয়েশান বিলকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

Mr. Speaker :— Hon'ble member Shri Samir Ranjan Barman, you are requested to ley the following papers after authenticatian i. e after putting your signature on each sheet of the papers (1) Note of the Finance Officer, (2) Notice of the Finance Secretary, (3) Note of the Finance Minister, (4) Note of the Chief Secretary, (5) Letters from Shri K. D. Menon and Court's order regarding the land revenue.

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মণ :— আমি একটু পরেই দিচ্ছি, স্যার।

Mr. Speaker :— Discussion on the Appropriation Bill is over. No w question before the House is the motion moved by the Chief Minister that "The Tripura Appropriation Bill, 1975 (Tripura Bill No. 3 of 1975)" be taken into consideration, was put to voice vote and carried.

(The Bill is cosidered)

Mr. Speaker :— Cl_2 do stand part of the Bill was put to voice vote and carried.

Cl_3 do stand part of the Bill, was put to voice vote and carried.

The Schedule do stand part of the Bill, was put to voice vote and carried.

Cl_1 do stand part of the Bill, was put to voice vote and carried.

The Title do stand part of the Bill, was put to voice vote and carried.

Now, I would request the Chief Minister to move his motion for passing of the Appropriation Bill.

Shri Sukhamoy Sengupta :— Mr. Speaker, Sir, I beg to move that "The Tripura Appropriation Bill, 1975 (Tripura Bill No. 3 of 1975) as settled in the Assembly be passed.

Mr. Speaker :— Now, the question before the House is the motion moved by the Chief Minister tnat "The Tripura Appropriation Bill, 1975 (Tripura Bill No. 3 of 1975) as settled in the Assembly be passed, was put to voice vote and passed.

(The Bill is passed)

Mr. Speaker :— Hon'ble members, I have received a notice from Smt. Laxmi Nag, M.L.A., for presentation of a petition the House today. Now, I would call on Smt. Laxmi Nag to present the petition signed by Shri H. Bhattacherjee and others of Kailashahar sub-division, North Tripura regarding amendment of Tripura land Revenue & Land Reforms (3rd Amendment) Act, 1975 to the House.

Smt. Laxmi Nag :— Mr. Speaker Sir, I beg to present to the House the Petition signed bp Shri H. Bhattaeherjee and others of Kailashahar Sub-Division, North Tripura, regarding amendment of the Tripura Loan Revenue & Loan Reforms (3rd Amondment) Act, 1975.

Mr. Speaker :— The petition stands referred to the Committee on petitions.

CONSIDERATION OF THE TRIPURA TOWN & COUNTRY PLANNING BILL, 1975 (TRIPURA BILL NO. 1 of 1975)

Mr. Speaker :— Next item of the Business is consideration of the Tripura Town & Country Planning Bill, 1975 (Tripura Bill No. 1 of 1975). Now I would request the Chief Minister to move his motion for consideration of the Bill.

Shri Sukhamoy Sen Gupta :— Mr. Speaker Sir, I beg to move that the Tripura Town & Country Planning Bill, 1975 (Tripura Bill No. 1 of 1975) be taken into consideration.

Mr. Speaker :— There is an amendment. Now I would call on Shri Sunil Ch. Dutta to move his amendment to the consideration motion.

Shri Sunil Ch. Dutta :— Mr. Speaker Sir, I beg to move the following motion—that the Tripura Town & Country Planning Bill, 1975 (Tripura Bill No. 1 of 1975) may be referred to the Select Committee and the Committee be constituted with the following Members :— (1) Shri Hangshadhwaja Dewan, Dy. Minister (2) Shri Ajit Ranjan Ghose M.L.A. (3) Shri Radharaman Nath, M.L.A. (4) Shri Bichitra Mohan Saha, M.L.A. (5) Maulana Abdul Latif, M.L.A. (6) Shri Ashok Kr. Bhattacharjee, M.L.A. (7) Shri Mangchabai Mag, M.L.A. (8) Shri Binode Behari Das, M.L.A. (9) Shri Jitendra Lal Das, M.L.A. (10) Shri Nripendra Chakraborty, M.L.A. (11) Shri Abhiram Deb Barma. MLA.

Mr. Speaker :— Now I am putting the motion to vote. That the Tripura Town & Country Planning Bill, 1975 (Tripura Bill No. 1 of 1975) may be referred to the Select Committee and the Committee be constituted with the following members (1) Shri Hangshadhwaja Dewan, Deputy Minister (2) Shri Ajit Ranjan Ghose, M.L.A. (3) Shri Radharaman Nath, M.L.A. (4) Shri Bichitra Mohan Saha, M.L.A. (5) Maulana Abdul Latif, M.L.A. (6) Shri Ashok Kr. Bhattacharjee M L.A, (7) Shri Mangchabai Mag, M.L,A. (8) Shri Binode Behari Das, M.L.A. (9) Shri Jitendra Lal Das, M.L.A, (10) Shri Nripendra Chakraborty, M.L.A. (11) Shri Abhiram Deb Barma, M.L.A.

(It was put to voice vote and passed)

Next business of the House is consideration of the Tripura Building (Lease & Rent Control) Bill, 1974 as reported by the Select Committee. I would, request the Minister-in-charge of the Revenue Department to move his motion for consideration of the Bill as reported by the Select Committee.

Shri Krishnadas Bhattacherjee :— Mr. Speaker Sir, I beg to move that the Tripura Building (Lease & Rent Control) Bill, 1974 (Tripura Bill No. 8 of 1974) as reported by the Select Committee be taken into consideration.

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই বিলটা আমাদের হাউসে অনেক দিন আগেই প্লেসড হয়েছিল এবং এই বিলটা সিলেক্ট কমিটিতে রেফার করা হয়। সিলেক্ট কমিটি এই বিলটি বিশদ ভাবে আলোচনা করে তার রিপোর্ট এখানে দিয়েছেন এখন এই বিলটি পাশ হওয়ার অপেক্ষায় আছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই বিলটা বহু প্রতিক্ষিত এবং একটু দেরী হলেও বিলটি এখন এসেছে এবং তার দ্বারা ভাড়াটিয়ারা এতে খুব উপকৃত হবেন। ত্রিপুরায় বহু লোক আছেন যারা ভাড়া বাড়ীতে থাকেন। কিন্তু তাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য তাদের প্রটেকশান দেওয়ার জন্য কোন আইন এ পর্য্যন্ত ছিল না। তাদের প্রায়ই কোর্টে যেতে হত বর্ত্তমানে এই বিলটি পাশ হয়ে গেলে তাদের স্বার্থ বিশেষ ভাবে রক্ষিত হবে। বিশেষ করে ভাড়াটিয়াদের স্বার্থ রক্ষা এই বিলটিতে করা হয়েছে। এই বিলের উপর অনেকগুলি এমেণ্ডমেণ্ট এসেছিল সেই এমেণ্ডমেণ্টগুলির কিছু একসেপ্ট করা হয়েছে কতগুলি উথইড্র করে নিয়েছেন বিরোধী দল এবং কতগুলি আমরা একসেপ্ট করিনি। যেগুলি আমাদের লিগেল কমপ্লিকেশান এরাইজ করতে পারে। বিশেষ করে একটা এমেণ্ডমেণ্ট এসেছিল রেট্রোসপেকটিভ এফেক্ট দেওয়ার জন্য সেটা আমরা একসেপ্ট করি নাই। এই জন্য যে টাইম দেওয়া হয়েছিল রেসপেকটিভ এফেক্ট দেওয়ার জন্য—যদি ৭০ সাল থেকে রেট্রোসপেকটিভ এফেক্ট দেওয়া হয়—তবে এর মধ্যে যে সব কেস নিষ্পত্তি হয়ে গিয়েছে ডিক্রী হয়েছে সেগুলিও রিভিও করতে হবে। এবং এতে লিগেল কমপ্লিকেশান বেড়ে যাবে। যার ফলে '৭০ সাল থেকে রেট্রোপেকটিভ এফেক্ট দেওয়া হয় নাই এবং এই এফেক্ট দেওয়া হবে ফার্ষ্ট জানুয়ারী ১৯৭৫ থেকে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই বিলটি পাশ হয়ে গেলে ভাড়াটিয়ারা বিশেষভাবে উপকৃত হবেন এবং আমি আশা করব এই হাউস এই বিলটি বিবেচনা করবেন এবং পাশ করবেন।

Mr. Speaker :— Now the question before the House that the Tripura Building (Lease & Rent Control) Bill, 1974 (Tripura Bill No 8 of 1974) as reported by the Select Committee be taken into consideration.

(It was put to voice vote and passed)

PRIVATE MEMBERS' BUSINESS (RESOLUTIONS)

Mr. Speaker :— Next business is the Private Members' resolution To-day in the list of business there are three Private Members' Resolution. First I would call on Shri Jitendra Lal Das to move his resolution 'দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বগাফা ব্লকে একটি কোল্ড ষ্টোরেজ স্থাপন করা হউক"।

Hon'ble Member is absent in the House so his resolution is falls through.

Now I call on Shri Jatindra Kr. Majumdar to move his resolution "ত্রিপুরা রাজ্যে সরকারী খাস ভূমিতে যে সকল ভূমিহীন একাদিক্রমে অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসর অবধি দখল করিয়া আছেন তাহাদের মধ্যে অনূর্দ্ধ ৫ (পাঁচ) কাণি ভূমি পর্য্যন্ত বিনা নজরে বন্দোবস্ত দেওয়ার জন্য যথাবিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হউক"।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমার শরীর খুব ভাল নয় জ্বর। তথাপি এই প্রস্তাব মুভ করার জন্য এসেছি আমি খুব বেশী বলব না ৫ মিনিট

বলব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমার প্রস্তাব হচ্ছে—"ত্রিপুরা, রাজ্যে সরকারী খাস ভূমিতে যে সকল ভূমিহীন একাদিক্রমে ৫ (পাঁচ) বৎসর অবধি দখল করিয়া আছেন তাহাদের মধ্যে অনুর্দ্ধ (পাঁচ) কানি ভূমি পর্য্যন্ত বিনা নজরে বন্দোবস্ত দেওয়ার জন্য যথাবিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হউক" এক্ষেত্রে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি এইটুকু বলছি যে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে ১৭ লক্ষ লোক আদিবাসী তপশীলভূক্ত জাতি এবং অন্যান্য আছে। এতে দেখা যায় ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গায় আমরা যা দেখছি তাহলে এই সদরের চম্পকনগর এলাকা বেরামুরা এলাকা আঠার ঘাট, কামালঘাট। ঐ দিকে মধুবন এলাকা ঈশানচন্দ্রনগর। খোয়াইতে কল্যাণপুর অঞ্চল সাব্রুমের ডোলবাড়ী অঞ্চল বিলোনীয়া বীরচন্দ্র ইত্যাদি এবং পশ্চিম পাহাড় —এই সমস্ত জায়গাতে আমরা দেখছি হাজার হাজার ভূমিহীন মানুষ তারা বহুদিন ধরে সরকারের খাসের জায়গায় বাড়ী ঘর তৈরী করে তারা বসবাস করছে। এখানে এইটুকু উল্লেখ করতে হয় যে তাদের সেই জায়গাগুলি বন্দোবস্ত দেওয়ার জন্য তাদের আবেদন নিবেদন অনেক ক্ষেত্রে গ্রাহ্য করা হচ্ছে না বলতে পারা যায়। এখানে আইন রয়েছে আইনে অনেক কিছুই থাকে কিন্তু বাস্তবে সেটা দেখা যায় ইমপ্লিমেন্টেশান হয় না মানুষের কাজে আসে না। আমরা দেখছি আমাদের মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী প্রায়ই বলে থাকেন যে কেন্দ্রীয় সরকার বলছে তোমাদের রিসোস বাড়াও রিসোর্স বাড়াও। কিন্তু আমাদের কোন রিসোর্স নাই একমাত্র ফরেষ্ট, একসাইজ ডিপার্টমেন্ট এবং রেভিনিও। এই ক্ষেত্রে যদি আমরা হিসাব করি দেখা যায় এই যে হাজার হাজার নয় লক্ষ লক্ষ লোক—একটা বে-সরকারী হিসাবে বলা যেতে পারে ৫ লক্ষ লোকের অধিক এই ভাবে খাসের জায়গায় বসবাস করছে। কাজেই এই ৫ লক্ষ লোককে যদি ৫ কাণি করেও কম পক্ষে তাদের বন্দোবস্ত দেওয়া যায় তাহলে হিসাব করলে দেখা যাবে যে আমাদের রেভিনিও—খাজনা—কোটি টাকা বছর বছর খাজনা আসবে। কিন্তু আমরা কেবল বলছি আমাদের রিসোর্স নেই। অন্যদিকে এই কাজ যদি করা হত ভূমিহীন মানুষদের বাংলাদেশ বা তখনকার পাকিস্তান থেকে কিছু মানুষ যারা এসেছে যারা আদিবাসী তারা জুম করতে করতে নিঃশেষ হতে চলেছে আজকে আজকে যে একটা খাসের জায়গায় বসে আছে এই লোকগুলি তাদের এই উপকারটুকু যদি আমরা করতে পারতাম যদি তাদের বন্দোবস্ত দিতে পারতাম তাহলে ওরা এক দিকে উপকৃত হত অন্য দিকে আমাদের সরকারী রেভিনিও বাড়ত। তা না করে যদি আমরা বলি আমাদের রিসোস নেই আমি বিশ্বাস করি না যদি আমরা বলি যে রিসোস বাড়াবার কোন কারণ নেই সেটাও মনে করি না যে ঠিক। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমাদের এটাতে কি কি অসুবিধা আছে। মাননীয়া সমবায় মন্ত্রী উল্লেখ করেছেন সমবায় সম্পর্কে—এক্ষেত্রে এটাও আসছে। আজকে যে সমস্ত খাসের জায়গাতে চাষাবাদ করছে তাদের নামে যদি সেই জায়গাটা বন্দোবস্ত না হয় তাদের নামে যদি সেটেলমেন্ট না হয় তাহলে তারা সমবায় দপ্তর থেকে ঋণ নিতে পারছে না। অধিকন্তু ন্যাশনালাইজ ব্যাংক থেকেও সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করতে পারছে না। কাজেই সমবায় আন্দোলন যতই জোরদার করা হউক না কেন অঙ্গাঙ্গী ভাবে সেই লোকগুলি যদি এই আন্দোলনের শামিল হতে পারে যদি সেই সুযোগ তারা গ্রহণ করতে পারে তাহলে আমরা খাদ্যে স্বয়ম্ভর হব। আমরা

টিলাভূমিকে সমতল করবার পক্ষে আমরা স্বয়ম্ভর হব তাহলে আবরা আজকে কো-অপারেটিভ আন্দোলনকে বা ব্যাংকের যে সুযোগ সুবিধা আছে তা গ্রহণ করে ত্রিপুরাকে আমরা উন্নত করতে পারব সংগে সংগে আমাদের সরকারের রিসোর্স বাড়াতে পারব রেভিনিও বাড়াতে পারব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমরা দেখছি যে কৃষি ঋণ আমাদের জেনারেল এডমিনি-ষ্ট্রেশান থেকে দেওয়া হয়—সেই লোকগুলির তা পাওয়ার অধিকার নেই। তারা কৃষি ঋণ তারা কো-অপারেটিভ ব্যাংক থেকে এস, ডি, ও, অফিস থেকে নিতে পারছে না তাহলে কি বলব এই লক্ষ লক্ষ লোককে আমরা বঞ্চিত করছি তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে তাদের আজকে নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার জন্য এনকারেজ করছি। এই কথা বললে চলবে না যে আমরা ভূমিহীনকে ভূমি দেবো। আদৌ ভূমিহীনকে ভূমি দেওয়া হবে কি না আমি জিজ্ঞাসা করছি রেভেনিউ মিনিষ্টারকে। উনি কি উত্তর দেবেন আমি জানি না। তবে আমি বাস্তবে যেটা দেখি সেইটা হলো কাজকর্ম কিছু হচ্ছে না। সেইটা কি হচ্ছে? একটা আইন আছে বলে মানুষ একবার রেভেনিউ ইনসপেকটারের কাছে যাচ্ছে, আরেকবার তহশীলদারদের কাছে যাচ্ছে, জিজ্ঞাসা করছে আপনি কোথায় আছেন, সিটিজেনশীপ আছে কি না, গাও প্রধান লিখে দেবে কি না অথবা বলবেন কি না যে আপনি ভূমিহীন ইত্যাদি করতে করতে বছরের পর বছর চলে যায়। তারপর এস. ডি. ওর কাছে যায়। এইগুলি করতে করতে অনেক সময় লেগে যায়। আজ পর্য্যন্ত এইটা ভূমিহীনকে ভূমি দান সম্পর্কে এই যে ১৯১০ টাকার স্কীম এইটা ছাড়া ভূমিহীনকে ভূমি দান কি করা হয়েছে। আমার মনে হয় এইটা কথা হয়ে গেছে কিন্তু কাজে কিছুই হয় না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা দেখছি ১৯৫০ সাল, ১৯৫৫-৫৬ সালে যে সমস্ত রিফিউজি কলোনী হয়েছিল, উল্লেখ করতে পারি তুলাকোণা। একেবারে শহরের কাছে, অ্যাডমিনিষ্ট্রেশনের একেবারে কথাটা অপ্রাসংগিক হবে কি না একেবারে নাকের ডগার উপর তুলাকোণা রিফিউজী কলোনী। তারা এখন পর্য্যন্ত সেটেলমেণ্ট পেল না, তাদের পরচা হলো না তারা খাজনা দিতে পারছে না। ল্যাণ্ডলেস কলোনীগুলি খাজনা দিতে পারছে না, পারছে না আদিবাসী কলোনীগুলি যাকে আমরা বলি আদর্শ কলোনী আদর্শ জুমিয়া কলোনী খাজনা দিতে পারছে না। তারা চাইছে যে আমরা খাজনা দেই, আমরা অন্যান্য নাগরিকদের মত নাগরিকত্ব চাই আমরা সরকারের রেভেনিউর সোস বাড়াই। তাদের মধ্যে একটা সংস্কার আছে যে খাজনা যদি না দেওয়া হয় তাহলে ফসল ভাল হয় না, ঘরে লক্ষ্মী আসে না। এই রকম সংস্কার রয়েছে তাদের মধ্যে। উত্তরে এখানে হয়তো বলা হবে যে আমরা মন্ত্রী ছিলাম না যারা মন্ত্রী ছিলেন তারা করেন নি সেই কথা বলে পাশ কাটিয়ে গেলে চলবে না। আপনাদের দায়িত্ব রয়েছে, সকলেরই দায়িত্ব রয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বুড়াখা সদরের একটা জায়গা তারা ২৫ বছর, শত শত ল্যাণ্ডলেস সিডিউলকাষ্ট এবং আদিবাসী ২২টি বছর সেখানে রয়েছে বিরাট অঞ্চল জোড়ে। সেখানে সমস্ত খাসের জায়গা, তারা বন্দোবস্ত পাচ্ছে না। কত একর হবে? অন্ততঃ ২০ থেকে ২৫ একর হবে সেই এলাকা। সেই এলাকায় কয়েকশো ল্যাণ্ডলেস পরিবার রয়েছেন তারা বন্দোবস্ত পাচ্ছে না। তার মানে আমরা বলছি তাদেরকে ভূমি দিচ্ছি, ভূমিহীনকে ভূমি দান। তারপর সুখময় কলোনী। হ্যাঁ

সুখময়বাবুর নামে, সুখময়বাবু মন্ত্রী হওয়ার সংগে সংগে ৩ বছরের মধ্যে গাবদির কাছে ল্যাণ্ডলেস কলোনী হয়েছে কিন্তু তারা আজ পর্য্যন্ত জমিতে সেটেলমেন্ট পেল না একটা পরিবারও। তারপর বাগান বাজার থেকে আরম্ভ করে কল্যাণপুরে কিছু কিছু ল্যাণ্ডলেস কলোনী আছে। তাদের মধ্যে মারামারি আদিবাসী ও অআদিবাসীর মধ্যে একটা মারামারি সাম্প্রদায়িকতার একটা সুযোগ দেওয়ার জন্য আজকে এইটাকে রাখা হয়েছে। তা না হলে পরে বন্দোবস্ত দিয়ে এই সমস্যার সমাধান করতে খুব বেশী একটা কাঠকয়লা পুরানো লাগে না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা জানি এইটুকু যে প্রস্তাবটা এখানে রাখা হয়েছে সেই প্রস্তাবে আছে বন্দোবস্ত দেওয়ার জন্য যথাবিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। এইটা এমন কোন জটিল প্রস্তাব নয়, এইটাতে এমন কোন ফাইনেনসের প্রোবলেম নাই যেটা না কি মাননীয় রেভেনিউ মিনিষ্টার আইনের কথা বলে পাশ কাটিয়ে যেতে পারেন। যদি তিনি সেইটা করেন তাহলে আমি বলবো যে এই ব্যাপারে আন্তরিকতার অভাব। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি খুব বেশী বলতে চাচ্ছি না, আমি আগেই বলেছি আমার জ্বর। কাজেই অন্যান্য সদস্যরা রয়েছেন তারা এই বিষয়ে অত্যন্ত ওয়াকেবহাল, আমি আশা করি মাননীয় সদস্যরা এই বিষয়ে বক্তব্য রাখবেন এবং এই ত্রিপুরায় আমরা যে একটা সমাজবাদের দিকে এগোচ্ছি সেই দিক দিয়ে লক্ষ্য রেখে আমরা ভূমিহীনকে ভূমি দান করবো, বন্দোবস্ত দিয়ে অংরেজ গভর্ণমেন্টের সেসে বড়াবার চেষ্টা করবো এবং এই ভাবে আমরা আমাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবো। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডিপুটি স্পীকার :— শ্রীরাধিকা রঞ্জন গুপ্ত।

শ্রীরাধিকা রঞ্জন গুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য যতীন্দ্রবাবু যে প্রস্তাব এনেছেন আমি সেই প্রস্তাবকে সর্ব্বান্তকরণে সমর্থন করছি। সমর্থন করছি এই জন্য যে আজকে ত্রিপুরা একটা কৃষি প্রধান দেশ এবং আমাদের এখানকার হাজার হাজার পরিবার বিশেষ করে অনুন্নত আদিবাসী এবং তপশিল জাতী পরিবার যারা নিজেদের চেষ্টায় সরকারের খাসের জমি অল্প বিস্তর দুই তিন চার পাঁচ কাণি আবাদ করে ওরা ফসল ফলাচ্ছেন ত্রিপুরার উন্নতিতে সাহায্য করছেন। কিন্তু আজকে সুদীর্ঘ বৎসর যাবত আমরা জানি যে ল্যাণ্ড রিফর্মস অ্যাক্ট ১৯৬০ সালে চালু হওয়ার পর থেকে আজ পর্য্যন্ত ওরা বন্দোবস্ত পাচ্ছেন না এবং সেইটা না পাওয়ার ফলে তারা একটা অনিশ্চয়তার মধ্যে দিয়ে দিন কাটাচ্ছেন এবং আজকে গরীবের জন্য যে সমাজবাদ সেই গরীবরা আজ সরকারী সাহায্য তথা কৃষিঋণ হোক, সেইটা বীজ ধানেরই হোক, জলসেচের ব্যবস্থাই হোক পাট চাষের জন্য একটা পুকুরের সাহায্যই হোক যেহেতু জমির মালিকানা নেই সেই হেতু তারা কোন রকমের সরকারী সাহায্য তারা পাচ্ছে না। যার ফলে তাদের যে ক্ষমতা পরিশ্রম করার, ফসল ফলানোর যে ক্ষমতা সেই ক্ষমতার এখন তারা সৎ ব্যবহার করতে পারছেন না এবং যার ফলে সমগ্র ত্রিপুরার উন্নতি আজকে ব্যাহত হচ্ছে। কাজেই মাননীয় সদস্য যে প্রস্তাব এনেছেন যে ত্রিপুরায় যে সমস্ত পরিবার যারা ৫ কাণি পর্য্যন্ত খাসের জমি দখল করে আছেন ৫ বছর বা তার বেশী সময় সেই সমস্ত লোকদেরকে বিনা নজরে জমির বন্দোবস্ত দেওয়া হোক এবং এই বন্দোবস্ত দিলে পর একদিকে তারা জমির মালিকানা

পাবেন তেমনি সরকারের দিক থেকে সরকার জমির রেভেনিউ জমির যে খাজনা সেই খাজনা সরকার আদায় করতে পারবেন এবং সেই ছোট ছোট কৃষকরা তারা সরকারী সাহায্য কৃষিঋণ কৃষির উন্নতি করার জন্য যে সমস্ত প্রচেষ্টা, যে সমস্ত পরিকল্পনা আছে তার অংশীদার তারা হতে পারবেন এবং অংশীদার হতে গেলে তারা তাদের নিজেদের সমৃদ্ধি তথা ত্রিপুরার সমৃদ্ধির কাজে কাজে তারা আত্মনিয়োগ করতে পারবেন। কাজেই আমি সরকারকে অনুরোধ করবো, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে এবং মাননীয় সেই রেভেনিউ মিনিষ্টারকে আপনি এই প্রস্তাব গ্রহণ করুন। এই অনুরোধ করে এবং এই প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মি: ডিপুটি স্পীকার :--- শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য যতীন্দ্রবাবু যে প্রস্তাব এখানে এনেছেন যে জমির বন্দোবস্ত দেওয়ার জন্য যথাবিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পর্কে, সেই প্রস্তাব কার্যকরী করা হলে ভূমিহীনরা তারা জমির মালিকানা পাবে এবং কৃষিঋণ ইত্যাদি পাওয়ার সুবিধা পাবে। তারা ফলে কৃষির উন্নতি হবে। আরেক দিক দিয়ে সরকারের রেভেনিউ বাড়বে এই দিক দিয়ে এইটা একটা মূল্যবান প্রস্তাব বলে আমি এইটাকে সমর্থন করছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আইনে আছে যে ভূমিহীনকে ৫ কাণি পর্য্যন্ত জমির অ্যালট দেওয়ার কথা কিন্তু সেইটা কার্য্যকরী হচ্ছে না বলে আজকে এই প্রস্তাবটা এসেছে কার্য্যকরী করার জন্য। আমরা স্যার, এক দিকে যেমন বেকারের যন্ত্রণা ভোগ করছি তেমনিভাবে উদ্বাস্তু যারা এসেছিল বা যারা আদিবাসী, এক কথায় যারা ভূমিহীন তারা আমাদেরকে বলে যে আমরা তো জমি পাচ্ছি না। সেই দিক থেকে এইটা একটা বিরাট সমস্যা এই ত্রিপুরা রাজ্যে।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আমি দেখেছি, কিছু দিন আগে আমি যখন পশ্চিম পাহাড়ে গিয়েছিলাম সেখানে আমাকে সেখানকার ল্যাণ্ড লেস যারা আছে তারা আমাকে বলেছে—দেখুন আমরা শত শত মণ ধান খাঁস ভূমিতে চাষ করে সরকারের হাতে দিয়েছি প্রোকিউরমেন্টের সময়ে, কিন্তু এর থেকে আমরা দ্বিগুণ ফসল ফলাতে পারি যদি আমরা একটা গরু কেনার সুযোগ পাই। কিন্তু গরু আমরা কিনব কি করে। আমাদের এই সরকার আমাদের এই জমি মর্টগেজ রাখবেন না। আমি যখন বললাম কো-অপারেটিভের কাছে যান, বললো কো-অপারেটিভের কাছে এরকম প্রচুর কেস মর্টগেজ আছে। যেখানে ম্যান সিকিউরিটি কেউ হচ্ছে না, কাজেই গরু কিনতে পারছে না। সেখানে কোদাল দিয়ে তারা ফসল ফলাচ্ছে। তাহলে যদি একদল লোক কোদাল দিয়ে ১ কানি জমি যদি তিন দিনে চাষ করতে পারে, সেখানে গরু দিয়ে তিন দিনে সে ২০ কানি জমি চাষ করতে পারে। কাজেই সেই দিক দিয়ে বিচার করলে আমাদের মূল লক্ষ্য ফসল উৎপাদন সফল হবে। এই ভূমিহীনদের যদি আমরা জাম এলট দিই তাহলে তারা ঋণ পাওয়ার সুযোগ পাবে মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় পাহাড়ের আদিবাসীরা আছে, সিডিউল কাষ্টরা আছে, নরেশ বাবু নতুনভাবে বললেন উদ্বাস্তু শ্রেণী তারাও আছে এবং যারা পাকিস্তান থেকে উদ্বাস্তু হয়ে এসেছে তারাও আছে, সব মিলিয়ে আমরা যদি একটা ঠিক করি, একটা প্রোগ্রাম করি, সেই টিম স্পিরিট দিয়ে যদি ঠিক করি যে এক বছরের মধ্যে আমরা ল্যাণ্ড

লেসদের জমি দিয়ে দেব। তার আজকে দু:খের কথা ৫ বছর ১০ বছর ধরে তারা জমি দখল করে আছে কিন্তু সেই জমি তাদের এলটমেন্ট দেওয়া হচ্ছে না। আমি মনে করি এটা অত্যন্ত মূল্যবান এবং এই প্রস্তাব পাশ করার জন্য আমাদের সরকার বিবেচনা করবেন এবং এই প্রস্তাব পাশ করার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা রেভিনিউ মিনিষ্টার করবেন। আমি এই প্রস্তাবটি সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

মি: ডেপুটি স্পীকার :— শ্রীসুবল বিশ্বাস।

শ্রীসুবলচন্দ্র বিশ্বাস :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত যে প্রস্তাব করেছেন সেই প্রস্তাবকে আমি সমর্থন করছি কারণ এই প্রস্তাবটি বর্তমান সময়ে ত্রিপুরা রাজ্যে অতি প্রয়োজন। ত্রিপুরা রাজ্যের সেই ভূমিহীন মানুষদের জন্য, আমি একান্তভাবে কামনা করবো যে এই আইনটি প্রচলন হোক এবং তাহলে পরে তাদের উপকার হবে এবং কেন হবে এই কথা আমি বলছি—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আমরা গত বছর সরকারী রিপোর্ট অনুযায়ী জানি যে ত্রিপুরাতে ৫৭ হাজার পরিবার ভূমিহীন। এখন সেই ভূমিহীন, বরাবর যেটা আমরা বলি, সরকারের যে আইন আছে ভূমিহীনকে ভূমিতে পুনর্বাসন দিতে হলে হাফ কানি জায়গা দেওয়া এবং ১৯১০ টাকা তাদের সেই পুনর্বাসন খাতে দেওয়া হয়। সুতরাং কত ৫৭ হাজার পরিবারকে ২ বছর বা ৫ বছর বা ১০ বছর মধ্যে সবাইকে এই স্কীম অর্থাৎ এই ১৯১০ টাকার স্কীমে ফেলে তাদের ১০ বছরেও দেওয়া যাবে কিনা সন্দেহ কারণ আর্থিক সঙ্গতি সরকারের যেটুকুন আছে সেটুকু আমরা সবাই জানি। সেই পরিপ্রেক্ষিতে একদিনে যদি কেহই বলে যে এটা আলাউদ্দিনের ল্যাম্প এর মত, একদিনে সব রাজা হওয়া সম্ভব নয়। সরকারের পক্ষেও দেখা সম্ভব নয় এটাও আমরা জানি, সেই সম্ভব নয় বলেই আজ বড় প্রয়োজন হয়ে গেছে এই ধরণের একটা বিল বা প্রস্তাবকে পাশ করানো! মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আপনি জানেন ত্রিপুরা রাজ্যের আদিবাসী ও বাঙ্গালীর মধ্যে যে ভূমিহীনরা এই খাস জায়গায় বসে আছে। আমি যদি বাঙ্গালীদের কথা বলি, তারা এসেছে সেই তখনকার পূর্ব-পাকিস্থান থেকে উদ্বাস্তু হয়ে। এই উদ্বাস্তুদের সব ইতিহাস আমরা জানি। আমি ধন্যবাদ জানাবো কংগ্রেস সরকারকে, সেদিনের কংগ্রেস সরকার ওদেরকে ত্রিপুরা রাজ্যে আশ্রয় দিয়েছিলেন। সেদিনের সরকার তাদেরকে খাওয়ানোর ব্যবস্থা করেছিলেন কিন্তু সম্ভব হয়নি সবাইকে একসঙ্গে পূর্ণাঙ্গভাবে পুনর্বাসন দেওয়ার। যারা পুনর্বাসন পেল না তাদেরকে নিয়ে এই প্রশ্ন। তারা এত দু:খ কষ্ট সহ্য করে এসেছে এবং আসার পর পাহাড়ে জঙ্গলে যে যেখানে পেরেছে, মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আপনিও দেখেছেন, এই এরা সেই ৫ কানি বা ৭ কানি যে যতটুকু জায়গা পেয়েছে নিঃসম্বল অবস্থায় এসে সেই জায়গাটুকুতে একটা কুঁড়ে ঘর তুলেছিল সেই জায়গাতেই প্রয়োজনের তুলনায় না হোক অন্তত:পক্ষে মিনিমাম হেটা সেটা জায়গাটাকে তারা ফসল উপযোগী করেছে, সেই জায়গাতে তারা দু'চারটে গাছ করেছে। ত্রিপুরা রাজ্যে যেখানে পাহাড় যেখানে জঙ্গল সেখানে মৃত্যুভয়কে পরওয়া না করে, এখানকার যে আবহাওয়া সেটাকে পরওয়া না করে তারা সেই জায়গাগুলোকে বাসোপযোগী করেছিল এবং সেই

জায়গার উপরে তাদের মমতা জন্মালো এবং সেই জায়গায় তারা বসবাস করছে এবং আজও তারা ফসল ফলাচ্ছে এবং তারা চলছে। আদিবাসীরাও তাই যারা এই বিরাট ত্রিপুরা রাজ্যে যখন বাঙ্গালীদের আগমন হয় তখন তারা জুম করার জন্য জমির কোনো একটা অসুবিধা হোত না, আজ এই পাহাড়ে করলাম ওই পাহাড়ে করলাম আবার চলে গেলাম অন্য পাহাড়ে। তাদের একটা সাচ্ছন্দ্য ছিল কিন্তু সেই লোকসংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সরকারী প্রয়োজনীয় কাজে সেই জায়গাগুলিতে কাজ করার জন্য, যদিও সেটা অর্থনৈতিক কাজে, সেটা করার জন্য সেখানেও জুম চাষের জায়গার অভাব হয়ে গেল। তাদের যে সেই বংশগত, প্রথমত পেশা সেই পেশা থেকে তাদের সরে আসতে হোল। তাদের দরকার পুনর্বাসনের, তাদের দরকার স্থায়ী বাসস্থানের জন্য একটা জায়গা। তাই তারা কি করতে লাগলো? তারাও সেই জায়গায় তারা স্থায়ী বসবাস করার চিন্তা ভাবনা করতে আরম্ভ করলো। কিন্তু স্থায়ীভাবে বসবাস করতে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল, তারাও সেই ল্যাণ্ডলেস কারণ কোন নির্দেশে জায়গা জোত নেয় বা তারা সরকারের কোন অনুমতি নিয়ে বসেনি, স্থায়ীভাবেও কোন কিছু করেনি সুতরাং ওরা হয়ে গেল ভূমিহীন এবং সরকার যখন সেই ল্যাণ্ডলেসদের উদ্দেশ্যে উপদেশ দিয়ে কথাবার্তা আরম্ভ করলো। অনেক কিছু করা হচ্ছে আমরা জানি। সরকার কতটুকু করে বা না করে সেটাও আমরা জানি, সেইদিকে আমরা যাবো না। যে উপজাতীরা খাস জমিতে বসবাস করতে থাকলো এবং যারা নাকি এখনো আছে তাদের সেই সত্যিকারের মালিকানা তারা পেল না। খাস জমিতে বসবাসকারি বলে তাদের ঘোষণা করে রাখা হয়েছে। এই যে দুই স্তর যে খাস জমির যারা বসবাসকারী তাদের স্বার্থেই আমার প্রশ্ন। সত্যিই পরিতাপের বিষয় সত্যিই দুঃখের বিষয়। আজকে এক এক করে ২৭ বছর পার হয়ে গেল। একটা গণতন্ত্র সরকারের সম্মুখে আমরা স্বাধীন দেশের নাগরিক বলছি যে আজকে সরকার বলতে পারেন যে ত্রিপুরা রাজ্যে কার কতটুকু জায়গা আছে, কার কতটুকু সম্পত্তি আছে, এই সরকার এখনো বলতে পারেন না। ২৭ বছর পার হয়ে গেল সেটেলমেন্ট হয়ে গেল, আজকেও যখন সরকারী অফিসে যাই প্রয়োজন মতো একটা জায়গার নক্সা পাওয়া যায় না এই রকম অবস্থার মধ্যে দিয়ে যখন চলে, যখন আমাদের মানুষের কাছে জবাব দিতে হয়, একজন কংগ্রেস এম. এল. এ. হিসাবে, সেই পার্টির একজন পার্সেন হিসাবে, সত্যি লজ্জায় তখন মুখটা মিশে যায়—যে কি ব্যাপার এই কথার উত্তর আমরা দিতে পারি না এই যুগে যে যুগে মানুষ সমস্ত পৃথিবীর খোঁজ রাখে, সেই যুগে আমরা বলতে পারি না কে কতটুকু জায়গা নিয়ে বসবাস করছে, কার কতটুকু সম্পত্তি আছে, কার কি অবস্থা, এই কথা বলার ক্ষমতা আমাদের নেই। এই হচ্ছে আমাদের চেহারা—সত্যিই অবাক হই কাজেই এই অবস্থা যখন হয় তখন এই সমস্ত লোকগুলো যারা খাস জমিতে বসবাস করে আছে, যে সমস্ত লোক এই খাস জমিতে নিজের শক্তি নষ্ট করে ফসল ফলানোর উপযোগী করেছে এবং কিছু তৈরী করেছে সেই জায়গার উপর যখন তারা ফলন পাচ্ছে এবং সেটা সত্য কথা কিন্তু তখন তারা ভাবতে ভাবে কি হবে আমাদের এই জায়গাটা —থাকবে কিনা। আমি অনেক দিন পর্যন্ত এখানে বাস করছি, অথচ আমি মালিকানা পেলাম, সত্যি কি এটা আমার জায়গা?

সত্যিই কি আমাদের থাকবে না এত কিছু করার পর এটা নিয়ে যাবে সরকার? এমন একটা অন্ধকার অবস্থার মধ্য দিয়ে তারা চলছে। ত্রিপুরার ঐ সমস্ত খাস দখলদার যে ল্যাণ্ড এবং জোতগুলি তাদের আছে, তাদের সামনে বিভিন্ন রকমের একটা আশংকার মত যে দেখা দিয়েছে, সেই সমস্ত আশংকা দূর করার জন্য আজকে এই প্রস্তাব, এই প্রস্তাবের মাধ্যমে আমরা কি দেখছি, যে বেনিফিটগুলি আমরা পাচ্ছি, উপকারগুলি পাচ্ছি, সেগুলি হচ্ছে এই ৫৭ হাজার পরিবার—ভূমিহীন পরিবার এই যে একটা দুর্ণাম সরকার বহন করছেন, সেই দুর্ণামটা থেকে আমরা অনেকাংশে রেহাই পাব, অন্ততঃ পক্ষে ভূমিহীন যে ত্রিপুরা রাজ্যে কম আছে, একথাটা বলতে পারব যদি ওদের সেটেলমেন্ট দেওয়া হয়। যদি ওদের ঐ জায়গাটার উপর অধিকার দেওয়া হয়, তাহলে এটা একটা উপকারে আসবে। সেই লোকরা আজকে এই ত্রিপুরা রাজ্যেরই মানুষ, ত্রিপুরা রাজ্যে সে বাস করে এবং ত্রিপুরা রাজ্যের সবকিছুর একজন অংশীদার এবং ত্রিপুরাতে তার স্থায়ী কিছু আছে, সেটা তার মানসিকতার দিক দিয়ে একটা শক্তি আনবে যে শক্তি আমার সরকার পরিচালনা করার জন্য যে জনশক্তি দরকার, তার মাধ্যমে আমরা সেটা পেতাম। আর্থিক দিক থেকে যে প্রয়োজন, সেটা আমাদের মাননীয় সদস্য বলেছেন। আজকে সেই লোকটার জমি আছে, সে সেখানে ফসল ফলায়, কিন্তু সরকার'এর উন্নয়ন প্রকল্পগুলি আছে, আজকে ব্যাংক বলুন, ব্যাংকের থেকে লোন নিয়ে, ব্যাংকের সাহায্যে তার কৃষির উৎপাদন বাড়াতে পারে, ব্যাংকের সাহায্যে সে টাকা নিয়ে ইণ্ডাষ্ট্রী করতে পারে, এবং বিভিন্ন দিক দিয়ে কো-অপারেটিভ'এর সাহায্যে সে তার কৃষি কাজের আরও উন্নতি করতে পারে। সরকারী ঋণ দিয়ে টীলার উপর বাগান করার ব্যবস্থা করতে পারে, সেখানে ফিশারী করতে পারে, অনেক রকম সুযোগ সুবিধা আছে, সেই সুবিধাগুলি আজকে আমরা সেই লোকগুলিকে দিতে পারতাম, সেগুলি আজকে সরকারের পক্ষে অন্তরায় হয়ে গেল। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি জানি এইরকম ঘটনা আছে একটা জায়গাতে তার ফিশারী করার যোগ্যতা আছে, তার ইণ্ডাষ্ট্রি করার যোগ্যতা আছে, কিন্তু সেটা সরকারী সিকিউরিটির প্রশ্নে, সেই জায়গাটা—সে সিকিউরিটি দিতে পারছে, কিন্তু যেহেতু সেটা খাস ল্যাণ্ড আছে, সেই হেতু তার সমস্ত এনার্জী, সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যহত হয়ে গেল। কাজে কাজেই সরকার থেকে যতই চেষ্টা করুক না কেন, সেটা ব্যর্থ হয়ে যাবে যতক্ষণ না খাস ভূমিতে বসিয়ে তাদের জমির মালিকানা দেওয়া না হবে। এবং সরকারের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাবেই বলে আমি সরকারকে এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীকে অনুরোধ করব এই প্রস্তাবকে সমর্থন করে এই প্রস্তাবকে মূল্য দিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যে যে সমস্ত ল্যাণ্ডলেস কৃষকরা আছে, খাস জায়গায় বসবাস করছে, পাঁচ কানি জমি পরিমাণ তাদের বন্দোবস্ত দিয়ে অন্ততঃ পক্ষে অনেক ভাল কাজতো করেছেন, এই একটা ভাল কাজও করুন যাতে আমরা সরকারের পার্ট এণ্ড পার্সেল হিসেবে এইটুকু বলতে পারব যে ৫৭ হাজার থেকে অনেক কমিয়ে এনেছি এই কাজের মাধ্যমে, এই গর্বটা যাতে আমাদের থাকে, তাই মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আপনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীকে অনুরোধ করব যে এর মধ্যে কোন রকমের ফাঁকিঝুঁকি না রেখে, কোনরকম মানসিকতা বা দুর্বলতা না রেখে, ত্রিপুরার বৃহত্তর জনসাধারণের স্বার্থে এই প্রস্তাবকে সমর্থন করে যেটা নাকি ত্রিপুরার মানুষের কাজে

আসবে, সেটা করলে পরে আমার বিশ্বাস সকলেই উপকৃত হবেন এই বলে আমার প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীবিনয় ভূষণ ব্যানার্জী :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার বে-সরকারী প্রস্তাব হিসেবে যে প্রস্তাব এনেছেন যে— 'ত্রিপুরা রাজ্যে সরকারী খাস ভূমিতে যেসকল ভূমিহীন একাধিক্রমে অন্যুন পাঁচ বৎসর অবধি দখল করিয়া আছেন, তাহাদের মধ্যে অনুর্ধ পাঁচ কানি ভূমি পর্য্যন্ত বিনা নজরে বন্দোবস্ত দেওয়ার জন্য যথাবিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হউক।' সেটা আমি সমর্থন করি। আজকে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে যারা কৃষি পরিবারের লোক, এবং কৃষি জানেন, তারা ভূমিহীন—অনেক পরিবার সরকারের সেটা জানা আছে এবং আমাদের কংগ্রেসের একটা নীতি ও চিন্তা আছে, যে ভূমিহীন যারা আছে, তাদের সত্বর পুনর্বাসন দেওয়া, জায়গা বন্দোবস্ত দেওয়া। কাজে কাজেই এদিক দিয়ে সরকারী যে নীতি বা চিন্তা সেটা এই প্রস্তাবটাকে সমর্থন করলে অনেকটা অগ্রসর হতে পারব। যে সমস্ত নাগরিক কৃষি কাজে অগ্রসর, অথচ ভূমিহীন, যেটুকু খাস জায়গার মধ্যে সে বসে আছে, চাষাবাদ করছে, এবং কিছু কিছু উন্নয়নমূলক ফসল ফলিয়েছে, অথচ সে জায়গা তাদের বন্দোবস্ত না থাকায় তারা হতাশায় ভুগছে, তারা সুন্দরভাবে সেটা করতে পারছে না, তারা সরকারী সাহায্যও পাচ্ছে না। এই সবের পরিপ্রেক্ষিতে যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে সমগ্র ত্রিপুরার উন্নয়নের দিকে লক্ষ্য রেখে তাদের সমস্ত রকম সহযোগিতায় আমরা অগ্রসর হতে পারি, তার জন্য তাদের বন্দোবস্ত দিয়ে তাদের মনের যে অনিশ্চয়তা, সেই অনিশ্চয়তা দূর করা আবশ্যক এবং তাতে সরকার-এরও রেভিনিউ এবং আয়ের দিকে সুবিধা হবে। অনেক সময় দেখা যায় কিছু কিছু লোক হয়তো তার জমি আবাদ করে সুন্দর কৃষি ব্যবস্থা করেছে, কিন্তু সেখানে আরেকজন অংশীদার হওয়ার চেষ্টা করছে, সেইজন্য কিছু কিছু অশান্তির সৃষ্টি হচ্ছে। সমস্ত দিক দিয়ে লক্ষ্য রেখে আমি মনে করি সরকার এই প্রস্তাবটা গ্রহণ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করলে পরে আমরা সারা ত্রিপুরা রাজ্যে যে ভূমিহীন মানুষ আছে, তাদের সহযোগিতা পাওয়া যাবে কামনা করি এবং আশা করি মন্ত্রী পরিষদ এটাকে সমর্থন জানাবেন।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই যে যতীনবাবু রিজলিউশান এনেছেন সেই রিজিলিউশানের উপর আমার বক্তব্য আমি রাখছি। আজকে আমি একটা জিনিষ লক্ষ্য করছি যেটা অত্যন্ত দুঃখজনক ব্যাপার কারণ আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে ভূমিহীন যারা ছিলেন তারা ছিলেন ত্রিপুরী, ত্রিপুরার আদিবাসী তারা, আজকে আমরা যারা পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত, ধীরে ধীরে আমাদের সংখ্যা এত বেশী বেড়েছে যে আজকে এই জমির মালিক যারা ছিল, তারা আজকে উপজাতি আর আমরা যারা বাইরে থেকে এসেছি তারা হয়ে গেছি জাতি, এটা একটা দুঃখজনক ব্যাপার। যারা আমাদের আশ্রয় দিয়েছেন তারা হয়ে গেল উপজাতি, কি পরিহাসের বিষয়। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি লক্ষ্য করছি আজকে ঐ সরল আদিবাসী যারা আছে, আজকে তারা কোন পথে এগিয়ে চলেছে, তারা আজকে কোন্ পর্যায়ে যেয়ে পৌঁচেছে। অতীতে তাদের কি ছিল, অতীতে তাদের আর কিছু না থাকুক, তারা জুমিয়া ছিল, তারা কোন বস্তিতে বেশীদিন বসবাস করেনি।

এই সরকার তাদের জন্য হয়ত এই দিচ্ছি সেই দিচ্ছি, হাট দিচ্ছি বাজার দিচ্ছি, অনেক কিছুই দিচ্ছেন, কিন্তু আমরা যে পরিকল্পনা দিচ্ছি কোথায়ও আমরা তাদের ধরে রাখতে পারছি না। যতরকম স্কীম করে, যে স্কীম ৬০০ টাকা ছিল সেই স্কীম আজকে ১৯১০ টাকা হয়েছে, সেই স্কীম পাইলট প্রজেক্টের মধ্যে ৩,৫০০ টাকায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু তাদের কোন বেনিফিট হয়েছে বলে আমার মনে হয় না স্যার। তাই আপনার মাধ্যমে আমি অনুরোধ রাখব, আজকে আমরা বলছি সারা ত্রিপুরা রাজ্যের আদিবাসী, তাদের প্রতি যদি আমরা সায়েন্টিফিক ওয়েতে কোন কিছু না করি, তাদের যদি আমরা মনে করি যে এই ভাবে আমরা তাদের পুনর্বাসন দিয়ে দিয়ে বাঁচাতে পারব, এই ব্যাপারে আমার সন্দেহ আছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি লক্ষ্য করেছি আজকে সরকারী হিসাবে বলছি, প্রায় ৩০,০০০ জুমিয়াকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে। এখনও প্রায় ৫৭,০০০ জুমিয়া পরিবার রয়েছে মাননীয় সদস্য সুবল বাবু বলেছেন। তাহলে আমরা কি দেখছি? এই ত্রিপুরাতে বেশীর ভাগ উপজাতি ভূমি হীনে পরিণত হয়েছে। কিন্তু তার মধ্যে একটা ডিফেক্ট আছে, আজকে এই যে সরকারের পরিকল্পনা যেটা উর্ধ্বে ৬০০ টাকার স্কীম ছিল, পাইলট প্রজেক্টের মাধ্যমে ৩৫,০০০ টাকায় গিয়ে পৌঁছেছে, অনেক আদিবাসী আছে, যারা হয়ত জোতদার, তার ছেলের নামে হয়ত কোন জমি নাই, সেও আজকে পুনর্বাসন চায়। এই যে পদ্ধতি এই যে ডিফেক্ট, আমার মনে মধ্যে সাংঘাতিক একটা সন্দেহ রয়েছে, যার ফলে অ্যাকুচুয়ালী যারা ভূমিহীন এরা হয়ত পাচ্ছে না অনেক জায়গায়। কিছু কিছু ভূমিহীন পাচ্ছে ঠিকই। কিন্তু কি হবে ভূমি পেয়ে? যারা শৈশব থেকে অনভ্যস্ত এইসব বিষয়ে, যারা তাদের সমাজ, সংস্কার নিয়ে এত দিন কাটিয়ে এসেছে আমরা যদি মনে করে তাদের এতদিনের সংস্কারটা একদিনেই সরিয়ে দেব, এটাতো সম্ভব নয়। তাই আমার মনে হয় এমন একটা পদ্ধতি বের করতে হবে যাতে করে যারা এই রাজ্যের আদিবাসী ছিল তাদের জীবনযাত্রা যদি আমরা উন্নত করতে না পারি, যদি আমরা তাদের সমপর্যায়ে না পৌঁছাতে পারি, এই যে ত্রিপুরায় এখনও প্রায় ৪ লক্ষ উপজাতি বাস করে, এর সুষ্ঠু সমাধান হবে বলে আমার মনে হয় না স্যার। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আরও লক্ষ্য করেছি, যতীনবাবু যে প্রস্তাব দিয়েছেন, সেটা ভাল প্রস্তাব, কিন্তু এই সরকার বক্তব্য রেখেছিল যে আমরা রজত জয়ন্তী বর্ষের উপলক্ষে ভূমিহীনদের ভূমি দেব, গৃহহীনদের গৃহ দেব, এই কথা আমরা বলেছিলাম মাঠে গিয়ে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি লক্ষ্য করেছি, আমাকে দুঃখ করে বলতে হচ্ছে যে আজ পর্যন্ত বিগত ২০ বৎসরের মধ্যে কতটুকু আমরা করতে পেরেছি, কতজন ভূমিহীনকে আমরা ভূমি দিতে পেরেছি, প্রকৃতপক্ষে কতজনকে আমরা পুনর্বাসন দিয়ে বাঁচাবার মত ব্যবস্থা করেছি? মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আমার এলাকার কথা বলছি, আমি একটা জিনিষ লক্ষ্য করেছি, অমরপুরে উপজাতি অধ্যুষিত এলাকা, মোট জনসাধারণের মধ্যে প্রায় ৫৮,০০০ হল উপজাতি। এর মধ্যে আজকে অমরপুর টাউনের আশে পাশে যে সমস্ত উপজাতি রয়েছে, রাইমা থেকে অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে যার কোন প্রয়োজনীয়তা ছিল না, তাদের নিয়ে আসা হয়েছে, তারা এখন সরকারের গলগ্রহ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আজকে যাদের নিয়ে সব সময় সরকারের ব্যতিব্যস্ত থাকতে হচ্ছে, যাদের আজকে গৃহ নাই, যারা একদিন সরকারকে ধান দিয়েছে, লেভি দিয়েছে,

আজকে তারা সরকারের কাছে ভিক্ষা পাত্র নিয়ে দাঁড়িয়েছে। এই যে উপজাতিরা রাইমাতে ছিল তাদের আজকে অমরপুরে জায়গা দেওয়া হয়েছে। সরকার বলছেন যে আশেপাশে যে সমস্ত এলাকাতে খাস জমি আছে, যাদের দখলে সেই জমি আমরা তোমাদের মধ্যে বন্টন করে দেব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি লক্ষ্য করেছি, মাননীয় উপজাতি কল্যাণমন্ত্রীর কাছে কমপ্ল্যান এসেছে। আমি জানি না উনি এই ব্যাপারে কি বক্তব্য রাখবে, উনার কি অভিমত। উনার উপর এমন চাপ সৃষ্টি হয়েছে যে সেখানকার আদিবাসী যারা আছে যারা আজকে রাইমা শর্মা থেকে আগত, সেখানে যে ভূমিহীন আছে, সেই দলের মধ্যে আজকে মারামারি কাটাকাটি লাগার উপক্রম হয়েছে। এই যে অবস্থা, এর যদি মীমাংসা না হয়, সেই সমস্ত এলাকায় যে সমস্ত ভূমিহীন আদিবাসী আছে, তাদের জমি বন্টনের ব্যবস্থা করতে হবে। সরকার যেহেতু তাদের দায়িত্ব নিতে বলেছিলেন, তাদের একটা দায়িত্ব নেওয়া সরকারের দরকার। কিন্তু এখানকার যারা স্থায়ী, যারা উপজাতি ভূমিহীন আছে, তাদের সাথে যদি একটা গোলমাল বাঁধে তাহলে এটা অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার হবে। আমি তাই আপনার মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে এই ব্যাপারে যদি সরকার থেকে কোন ষ্টেপ না নেওয়া হয় তাহলে এই যে রাইমা শর্মা থেকে আগত উপজাতি এবং সেখানকার যে সমস্ত ভূমিহীন উপজাতি আছে তাদের মধ্যে সাংঘাতিক একটা গোলমালের আকার ধারণ করবে যেটা আমরা হয়ত ঠিকমত এখন আমরা বুঝতে পারছি না। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা লক্ষ্য করেছি যে বিগত দিনের ডুম্বুরনগর হাইডেল প্রজেক্ট স্কীম করেছি, এই স্কীমের মাধ্যমে সরকারের লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হচ্ছে। মাননীয় স্পীকার, অত্যন্ত দুঃখের সহিত বলছি যে এত বেশী টাকা খরচ করা হচ্ছে যার ফলে আজকে তহবিল প্রায় শুন্যের কোঠায় এসে দাঁড়িয়েছে।

মিঃ ডেঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য, রিজলিউশনের উপর বলুন।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা ঃ— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের বলতে হচ্ছে যারা ভূমিহীন ছিল তাদের ভূমির বন্দোবস্ত করা হয়েছে, তাদের পেছনে সরকার টাকা খরচ করেছেন, আর আজকে তাদের এক অবস্থা, সরকারী টাকা কি ভাবে ব্যয় হচ্ছে। সেখানে বড় বড় বুলডজার আসছে। সেই বুলডজারের জন্য টাকা ব্যয়ের কোন জাষ্টিফিকেশান নাই বলে আমি মনে করি। সেই টাকা বরং কৃষকদের দিলে তাদের দ্বারা জমি সংস্কার হতে পারত এবং অনেক বেশী লেবার অনেক বেশী দিন এই কাজ করতে পারত। আজকে দেশের এই ভয়াবহ অবস্থা, যেখানে এত খাদ্য সংকট, সেই টাকা যন্ত্রশক্তি জন্য ইউটিলাইজ না করে লোক দিয়ে যদি কাজ করানো হত তাহলে অনেক বেশী লোক কাজ করতে পারত। সেই হেতু আমাদের বলতে হচ্ছে আজকে যে ভাবে ভূমিহীনদের পাঁচ কাণি করে ভূমি দেওয়া হচ্ছে শুধু ভূমি দিলেই তো জীবন যাত্রা নির্বাহ হতে পারে না। আমরা দেখেছি ১১১০ টাকার স্কীম করেছেন তারপর সেটা ৩,৫০০ টাকার পাইলট প্রজেক্ট স্কীম হয়েছে। তাই শুধু ভূমি দিলেই তো ব্যবস্থা হয়ে যাবে বলে আমার মনে হয় না স্যার। সেজন্যই আমি বলছি এমন একটা ব্যবস্থা আমাদের দরকার যে উপজাতিদের নিয়ে আর বেশীদিন ছিনিমিনি খেলা চলবে না, তাদের একটা বাঁচার উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হবে। নতুবা ত্রিপুরা রাজ্য বাঁচবে

না। একটা জাতি যদি আমাদের দয়ার পাত্র হয়ে থাকে তাহলে কি করে আমাদের দেশের উন্নতি হবে? তাই আজকে আমি লক্ষ্য করেছি এই ভূমিহীন যারা আছে তারা বহু দরখাস্ত করেছে, সেখানে তপশীলি জাতি আছে, তপশীলি উপজাতি আছে, সকল শ্রেণীর লোক আছে। অনেক দরখাস্ত করেছে। অনেকের দরখাস্ত আজও পর্য্যন্ত এনকোয়ারী করা হয় নি। অনেক জায়গায় আমিন পাঠানো হয়েছে, সকলের পরিচয় নিয়েছে। কিন্তু বস্তুত কার্য্যে ক্ষেত্রে আমি বহু কম্‌প্লেন পেয়েছি, বহু তহশীলদার, বহু আমি সরজমিনে গিয়ে ঠিক ঠিক ভাবে কাজ করছে না, কিছু উপরি পাওনার জন্য। এইরকম বহু কম্‌প্লেন আছে।

যারা সরল এবং সোজা মানুষ, যারা খেতে পেটে দুই বেলা খেতে পায় না, তাদের কাছে যদি কিছু উপরি পাওনা চাওয়া হয়, তাহলে তারা কোথায় থেকে দেবে? তারা উপরি পাওনা দিতে পারে না, তাই তাদের নামে জমি রেকর্ড হয় না। এই রকম অনেক কমপ্লেনই আছে, স্যার। আর আজকে যদি ভূমিহীনকে সুষ্ঠভাবে পুনর্ব্বাসন দিতে হয়, তাহলে আমাদের প্রশাসনকে আরও গিয়ার-আপ করতে হবে, কর্মচারীদের আরও বেশী করে সতর্ক করে দিতে হবে যে এভাবে আর মানুষকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলা চলবে না। এই যদি না করা হয় তাহলে সরকারের যতই সদিচ্ছা থাকুক, যতই সৎচিন্তা থাকুক না কেন, তাদের জন্য যে পরিকল্পনা সেগুলি রূপায়িত হবে না, স্যার। তাই আমি বলছি আজকে এই ভূমিহীনদের অনতিবিলম্বে ভূমি দান করে কারণ ত্রিপুরাতে এটা একটা বিরাট সমস্যা, এখানে ৫৭ হাজার ভূমিহীন পরিবার আছে, কাজেই তাদের ব্যবস্থা অবিলম্বে করা দরকার। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীগোপীনাথ ত্রিপুরা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য যতিন বাবু যে প্রস্তাব এখানে এনেছেন, আমি সেটাকে সমর্থন করে দুই একটি কথা বলছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় উপজাতি সমস্যা নিয়ে এখানে অনেক বার, অনেক সময় অনেক আলাপ আলোচনা অনেক বক্তব্য রাখা হয়েছে, কিন্তু স্যার আমরা যদি সেগুলি খতিয়ে দেখি তাহলে দেখব যে আসল সমস্যার সাথে এর কোন সম্পর্ক নাই বা কোন যোগাযোগ নাই। আজকে উপজাতি জুমিয়া যারা, যাদের সমস্যা নিয়ে সরকার আজ চিন্তিত ভাবিত সেই উপজাতিদের জন্য অনেক কিছু করা হয়। প্রথম অবস্থায় আমরা দেখেছি যে ৫০০ টাকাতে তাদের পুনর্ব্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। পরবর্ত্তী কালে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সাথে সাথে সেই পুনর্ব্বাসনের বরাদ্দ ১৯১০ টাকা করা হয় এবং বর্ত্তমানে যেটা মাননীয় সদস্য সুশীল বাবু বলেছেন যে পাইলট স্কীমে একটা জুমিয়া পরিবারের পিছনে ৪ হাজার টাকা খরচ করা হবে। কিন্তু স্যার, আজকে যদি আমরা একথা চিন্তা করি যে যারা ১২/১৩ বৎসর আগে জুমিয়া পুনর্ব্বাসন পেয়েছিল কলোনিতে তাদের অবস্থা যদি আমরা দেখি তাহলে দেখব যে তাদের পুনর্ব্বসতির জন্য যে জমি দেওয়া হয়েছে, সেই জমিতে তারা আজকে নাই। তাদের জন্য প্রথমে কলোনী করা হয় এবং জুমিয়া পুনর্ব্বাসন দেওয়ার পর এই সরকারের তরফ থেকে তাদের সংগে আর কোন যোগাযোগ নাই। কলোনীগুলির অবস্থাও ঐ একই রকম। যে অনগ্রসর জুমিয়াদের পুনর্ব্বাসনের জন্য কলোনী করা হয়েছিল, যদি তারা তাতে অভ্যস্থ ছিল না, তারা দিশেহারা হয়,

কাছাড়া প্রথমে যে অর্থনৈতিক সাহায্য তাদেরকে দেওয়া হত, সেই অর্থনৈতিক সাহায্যও তাদের প্রয়োজনের তুলনায় কিছুই নয়। যারফলে তারা সেই কলোনী থেকে জুমিয়া পুনর্বাসনের জমি ছেড়ে আবার সেই পূর্ব্ব প্রথায় জুম চাষ করতে স্থানান্তরিত হয়। স্যার, আমি ১২/১৩ বছর আগের কথা বলছি, সরকার থেকে তাদেরকে যে জমি দেওয়া হয়েছিল সেই জমির সীমানা আজও নির্দিষ্ট হয় নি, বন্দোবস্ত বা তৈজী পাওয়ার কথা ত দূরে থাকুক। এমন অনেক পরিবার আছে, আমি প্রমাণ দিতে পারি, আমার কৈলাসহর সাব-ডিভিশনের কথা তারা জমি কোথায় পেয়েছে, সেটা নির্দিষ্ট নাই। আগে জুমিয়া থাকা অবস্থায় কখন কখনও সরকার থেকে তাদেরকে ২০/৫০ টাকা করে জুমিয়া দাদন দেওয়া হত, কিন্তু পুনর্ব্বাসন পাওয়ার পর সেই সুযোগও তাদের আর থাকে না। অর্থনৈতিক অনটনে অন্যান্য অসুবিধায় পড়ে কারণ সরকার থেকেও কোন সাহায্য না পেয়ে তারা আগের মতই জুমিয়া হয়ে পাহাড়ে কন্দরে চলে যায়। কাজেই আমরা বড বড় কথা বলি যে জুমিয়াদের জন্য এই স্কীম করা হয়েছে, এই পরিকল্পনা করা হয়েছে, তাদেরকে আমরা ঠিক ভাবে বসবাসের সুযোগ করে দেব, যাদের জন্য শিক্ষা এবং রাস্তাঘাট প্রভৃতি আমরা করে দেব, কিন্তু কার্য্যতঃ আমরা কি দেখি আজকে মাননীয় সদস্য সুশীল বাবু এখানে বলেছেন অমরপুরের কথা; আজকে সেই অমরপুরে অনেক মানুষ উচ্ছেদ হয়েছেন। কিন্তু তাদের যদি জমির উপর সর্ত্ত থাকত তাহলে সরকার থেকে ক্ষতিপূরণ পেয়ে অন্য কোন জায়গায় গিয়ে সুষ্ট ভাবে বসবাসের একটা ব্যবস্থা করতে পারত। আমি জানি আমার বাড়ীর কাছেই এই রকম দুইটি পরিবার গিয়েছে তাদের খাস জমি, এক জনের ৯ কাণি আর এক জনের ৬ কাণি, আমি প্রস্তুত হয়ে আসিনি স্যার, না হয় আমি সেই নামগুলি এখানে বলতে পারতাম, তারা যে উচ্ছেদের নোটিশ পেয়েছিল, সেই নোটিশ আমার কাছে আছে এবং প্রয়োজন হলে আমি সেটা দেখাতে পারব। তারা আজকে ধুমাছড়াতে গিয়েছে এখান থেকে উচ্ছেদ হয়ে, তারা আজকে না জুমিয়া, না পায় কোন পুনর্ব্বাসনের সুযোগ। এই অবস্থা চলছে, স্যার। কাজেই এই যে পরিস্থিতি, এই যে অবস্থা আমরা ত অনেক কিছু বলি, কিন্তু আমি এখানে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে আজকে যারা ১৫।১৬ বছর যাবত খাস জমি দখল করে আছে, কিন্তু কোন বন্দোবস্ত পায় নি যার ফলে সরকার থেকে তারা কোন সুযোগ সুবিধাই পাচ্ছে না এবং অনেক জমি হস্তান্তর করে চলে যাচ্ছে। আমি একথা বলতে বাধ্য হচ্ছি যে সরকার ইচ্ছা করেই-উপজাতিদের ভূমিহীন করার উদ্দেশ্যে তাদের নামে জমি বন্দোবস্ত দেওয়াটা আটকিয়ে রেখেছে। তা নাহলে স্যার, কেন আজও যারা পুত্র পৌত্রাদিক্রমে এক জায়গায় বসবাস করে-১ জায়গা জমি চাষাবাদ করে, সেই জমির ফসল যারা জীবিকা নির্ব্বাহ করছে তাদেরকে তাদেরকে জমির সর্ত্ত দেওয়া হয় না, বন্দোবস্ত কেন দেওয়া হয় না। এতে করে আমরা উপজাতিরা বাস্তচ্যুত হচ্ছি না, আমরা ভুমিহীন হচ্ছি না? শুধু তাই নয় সরকারের যে একটা বিরাট রাজস্ব, সেই ভূমি রাজস্বের দিক দিয়ে সরকার ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তাই আমি এই কথা বলতে চাই যে জমির উপর আমাদের যদি কোন অধিকার না থাকে, সরকার ভূমি সংস্কারের ১ম, ২য়, ৩য় সংশোধনী আইন এর মত আরও অনেক কিছু করতে পারেন, কিন্তু সেগুলি বাস্তবের

সংগে বা বর্ত্তমান পরিস্থিতির সংগে কোন সামঞ্জস্য থাকবে না, অথচ আইনতঃ সেগুলি এখানে পাশ হবে ঠিকই। কার্য্যক্ষেত্রে সেগুলি কোন সময়ে রূপায়িত হবে না। অর্থাৎ যে উদ্দেশ্য নিয়ে উপজাতিদের জন্য পরিকল্পনা করা হয়েছে, এখানে মাননীয় উপজাতি কল্যান মন্ত্রীর সেদিনকার ভাষণ আমি শুনেছি, তাতে তিনি কিছু দোষারূপ করেছেন এই উপজাতিদের সম্পর্কে, সেজন্য আমিও এখানে বলতে বাধ্য হচ্ছি, কারণ তিনি বলে গিয়েছেন যে আমরা উপজাতিদের জন্য অনেক কিছু করেছি, কলোনী করেছি, শূকর পালনের ব্যবস্থা করে দিয়েছি, তারপর বাজার হাট এই রকম অনেক কিছু করে দিয়েছি, তিনি আরও একটা কথা বলেছেন, সেটা হচ্ছে তারা মদ খায়। স্যার, একজন উপজাতি মন্ত্রী, আমাদের পূর্ব্ব পুরুষের কৃষ্টি, আচার আচারণ যে কার্য্যক্রম সেগুলি তাঁর অজানার কথা নয়। আজকে আমি যে জিনিষ খেতে পাই না, সেটা যদি আমার খাওয়ার ইচ্ছা হয় তাহলে অন্যের কাছ থেকে ১০ টাকা চেয়ে হলেও, আমি অভুক্ত আছি, কিনা, সেটা আমি চিন্তা করব না, আমার এটা দীর্ঘদীনের আকাঙ্খা এবং পূরণ করতে আমি নিশ্চয় চাইব। তদরূপ উপজাতিদের জন্য কলোনি করা হয়েছে ঠিকই এবং কলোনি করার পর অনেকের হাতে নগদ টাকাও কিছু পড়েছে, সে টাকা দিয়ে কি করবে দিশে-হারা হয়ে গিয়েছে, কেউ মদ খেয়ে, কেউ হয়তো পোষাক পরিচ্ছদ ইত্যাদি কিনে সেই সব টাকা পয়সাগুলি নষ্ট করে দিয়েছে। আর শূকর পালন করতে দিয়েছেন—উপজাতি মন্ত্রী বলেছেন এই কথা—স্যার এটাতো কোন অন্যায় কথা নয়। আমার প্রয়োজনে আমি আমার সম্পত্তি ব্যয় করব সেটা সরকারের দেওয়া না আমার নিজস্ব রোজগারের সেটা আমরা চিন্তা করব না। আমাদের দেখতে হবে এই যে মানুষের যে অবস্থা সমাজের তার জন্য স্যার দায়ী আমরাই। আমরা আজকে উপজাতিদের প্রতিনিধিত্ব করছি তাদের কথা আমরা বলতে এসেছি আমরা যদি এই সমাজকে পূর্বের যে আমাদের সংস্কৃতি আছে আমাদের প্রথা আছে সেটা যদি আমরা না ফেরাতে পারি আমরা যদি বুঝিয়ে তাদের সেই পথ থেকে ফিরিয়ে আনতে পারি তাহলে সেটার জন্য এই যে অজ্ঞ এই যে সরল নিরিহ মানুষগুলি তাদের স্যার, কোন অপরাধ নেই। আমরা সমাজের দায়িত্ব নিয়েছি সমাজ সংস্কার করব সমাজকে উন্নত করব আমরা এক একটা দায়িত্ব নিয়ে আছি। কাজেই এটা যদি বুঝাতে হয়—মাননীয় সদস্য সুশীল বাবু যে কথা বলেছেন সেটা বড় মর্মান্তিক সেটা বড় মনের কথা যে আমরা যদিও এককালে ছিলাম এই দেশের মানুষ এই দেশের আদিম অধিবাসী। কিন্তু আজ আমরা কোথায় গিয়ে পৌচেছি। সেটা যদি 'আলোচনা করতে যাই সেটা যদি পর্য্যালোচনা করতে যাই তাহলে সেটা অনেক কথা হয়ে যাবে। কাজেই আমি যে কথাটা বলতে এসেছিলাম সেটা হল যারা ১৫/১৬ বছর আগে জুমিয়া পুনর্বাসন পেয়েছিল এবং অনেকে খাস জমি দখল করে আছেন অনেক এলাকায় যেমন সেটেলমেন্টের সময়ও অনেকের নামে খাস হিসাবে লেখা হয়েছিল। কিন্তু তারা আজও সেই জমির স্বত্ব পায়নি। তারা যে কখনও পাবে এবং তাদের এই জমির উপর তাদের কতটুকু অধিকার সেই সম্পর্কে সন্দেহ আছে। কাজেই আমি অনুরোধ রাখছি সরকারের কাছে যারা এই রকম বহু পরিবার ত্রিপুরাতে আছে হাজার হাজার—সেদিকে বিবেচনা করে সরকারের রাজস্ব আয়ও বৃদ্ধি হবে, সেই কাজটা যাতে তাড়াতাড়ি হয় সেজন্য আমি মাননীয় যতীনবাবু যে প্রস্তাব এনেছেন সেটাকে আবার আন্তরিক সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীমংচাবাই মগ :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় মাননীয় সদস্য যতীনবাবু যে প্রস্তাব এনেছেন সেখানে আমার বক্তব্য হল যে 'ত্রিপুরা রাজ্যে সরকারী খাস ভূমিতে যে সকল ভূমিহীন একাদিক্রমে অন্যুন ৫ (পাঁচ) বৎসর দখল করিয়া আছেন তাহাদের মধ্যে অনুর্দ্ধে ৫ (পাঁচ) কানি ভূমি পর্যান্ত বিনা নজরে বন্দোবস্ত দেওয়ার জন্য যথাবিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হউক'—ধরুন আমার এই ত্রিপুরা রাজ্যে এমন সমীক্ষা আমরা করতে পারি নাই অনেক উদ্বাস্তু দক্ষিণ ত্রিপুরাতে ছিলেন হয়ত ওখানে উদের আত্মীয় স্বজন নেই ত্রিপুরাতে এসেছে এইখানে তারা পুনর্ব্বাসন পেয়েছিল। ভূমিহীন পুনর্ব্বাসন পেয়েছিল বা জুমিয়া পুনর্ব্বাসন পেয়েছিল। এখন সেখান থেকে আবার উত্তর ত্রিপুরায় এসে খাস ভূমি দেখে তারা দখল করল—এই সমস্ত সমীক্ষা ত্রিপুরাতে আগে ছিল না। কাজেই খুব সুক্ষ্ম ভাবে ঐগুলি চিন্তা করার প্রয়োজন আছে। যারা একবার পুনর্ব্বাসন পেয়েছে সরকারের তরফ থেকে এবং কোন কোন জোতদার—এমন জোতদারও আছে যারা তাদের জমি এক জায়গায় বিক্রি করে অন্য জায়গায় গিয়ে খাস জমি দখল করে আছে। সেটা তাদের দখলে আছে কি না সুষ্ঠু ভাবে তদন্ত করে—৫ বছর যাবত বসে থাকলেই তাকে বন্দোবস্ত দিতে হবে বিনা নজরে—সেটা সংশোধন করার প্রয়োজন আছে। বিশেষ করে আমার জানা আছে আমাদের এখানে যারা পুনর্ব্বাসন পেয়েছিল—উপজাতিদের মধ্যে কিছু লোক অমরপুর চলে গিয়েছে সাব্রুম চলে গিয়েছে আবার সাব্রুম বা বিলোনীয়ার কিছু উপজাতি আমাদের কমলপুরে চলে এসেছে। এবং সেই রকম অ-উপজাতির মধ্যেও বিলোনীয়া থেকে হয়ত মোহনপুর থেকে সাব্রুম থেকে ছেড়ে এখানে এসে পুনর্ব্বাসন পেয়েছিল। তারা কমলপুরে এসেছে তাদের আত্মীয় স্বজন এখানে আছে এখানে এসে তারা খাস জায়গা পেয়েছে সেখানে তারা সেগুলি দখল করে আছে। এই সমস্ত দিক দিয়ে এইগুলি বিচার বিবেচনা করা একান্ত প্রয়োজন। বিশেষ করে আমি বলতে চাই আর একটা কথা ধরুন আজকে ফরেষ্ট রিজার্ভ আছে সেখানে যদি দখল করে থাকে তাহলে বন্দোবস্ত দেওয়া হতে পারে না—ফরেষ্টের যে এরিয়া সেটাকে মুক্ত করতে হলে এটার জন্য একটা বিভাগীয় কমিটি আছে ডিষ্ট্রীক্ট লেভেলে কমিটি আছে সেই কমিটির অনুমোদন ক্রমে সেখান থেকে যদি সেটা আনতে হয় তাহলে সে ঠিক ঠিক ভূমিহীন কি না এবং সে সেখানকার স্থায়ী লোক কি না সেটা বিবেচনা করে তারপর বন্দোবস্ত দেওয়া যেতে পারে। আমার দ্বিতীয় কথা ওয় ভূমি সংস্কার ত্রিপুরা সংশোধনী বিল আমরা পাশ করছি সেখানে উপজাতি রিজার্ভ এলাকায় অউপজাতি আছে কি না এবং তারা স্থায়ীভাবে বসবাস করে কি না এবং যে জমিগুলি তাদের দখলে আছে সেগুলি তাদের দেওয়া হাবে কি না সরকারের সেটা সুষ্ঠুভাবে বিচার বিবেচনা করার প্রয়োজন আছে। বিশেষ করে পুনর্ব্বাসন ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ্য করছি আমাদের এখানে উপজাতি হলে কিছু পুনর্বাসন হয় কিন্তু অউপজাতি হলে পুনর্ব্বাসন চেপে চেপে হয়। টি, ডাবলিও, মিনিষ্টারকে আমি বুঝাতে পারছি না—আমরা ব্যবস্থা করেছি এস, ডি, ও,র কাছে এস, ডি, ও পাঠাবেন ইন্সপেক্টারের কাছে ইন্সপেক্টার পাঠাবেন তহশীলদারের কাছে এবং তহশীলদার আবার আমিন নিয়ে এক বাজারে বসে তাদের ম্যাপ নিয়ে নোট করবেন। আপনারা হয়ত অবাক হবেন কমলপুর মহকুমার একদিকে পূর্বে লংথরাই পাহাড় পশ্চিমে আঠাড়মুড়া এর ভিতর আমাদের

জমির পরিমাণ যা আছে—ভূমিহীন পুনর্বাসনের ভূমিহীন পুনর্বাসনের এবং জোতদারেদের যে জমিগুলি আছে তা যদি আমরা দেখতে যাই তাহলে কমলপুর মহকুমার যতটুকু এরিয়া আছে ততটুকু জমির বেশী জমি বন্দোবস্ত হয়ে গিয়েছে। আসলে এর কারণ কি—সরকারের যে মিসিনারী আছে সরকারের যে কর্মচারী আমিন বাবুরা আছেন তারা। ধরুন একটা কলোনী হবে এবং সেখানে ১০টী পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হবে এবং তাদের ১০ কানি করে জমি দেওয়া হবে। আসলে জায়গা আছে সেখানে মাত্র ২০ কানি কিন্তু সেখানে ১০ জনের নামে ম্যাপ হয়ে গিয়েছে ১০ কানি করে ১০০ কানি। পরে যখন জায়গা পাওয়া যায় না তখন তারা মারামারি করে ঝগড়া করে এ বলে এটা আমার জায়গা ও বলে যে এটা আমার জায়গা আমার নামে বন্দোবস্ত দিয়ে গেছে। সুতরাং এইগুলি সুষ্ঠুভাবে তদন্ত করে তারপর বন্দোবস্ত করার প্রয়োজন। ১৯৬২ সালে প্রথম ত্রিপুরাতে যখন সেটেলমেন্ট হয় এই সেটেলমেন্ট হওয়ার পর থেকে কমলপুরে এমন অনেক জায়গা আছে এইগুলি তদন্ত করা দরকার। এ ছাড়া আরও আছে আমার জানা আছে—ধরুন একজন লোকের জমি রেকর্ডে আছে ৩০ কানি কিন্তু সে বিনা খাজনায় বিনা নজরে সরকারকে রিভিনিও না দিয়ে সে ভোগ দখল করছে ৩ দ্রোনের উপর এই ধরনের আরও আছে। এইগুলি সরকারের তদন্ত করা উচিত এবং বেশী জমি ভূমিহীনদের পুনর্বাসন দেওয়া উচিত। কাজেই এই সমস্ত অতিরিক্ত জমিগুলি চিনিয়ে নিয়ে উপজাতি এবং অউপজাতিদের মধ্যে বন্দোবস্ত করা উচিত এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য যতীন্দ্র কুমার মজুমদার যে প্রস্তাবটা এখানে এনেছেন আমার মনে হয় প্রস্তাবটা উদ্দেশ্য হলো যারা ভূমিহীন কৃষক ল্যাণ্ডলেস এগ্রিকালচারেল ওয়ারকার্স তাদের উদ্দেশ্যেই মনে হয় প্রস্তাবটা এসেছে। কারণ ৫ কাণি জমি তারা সাধারণতঃ দখল করতে পারে না। আমি অবশ্য একজন এগ্রিকালচারিষ্ট নই। কিন্তু যদি আমি বাড়ার জন্য ৫ কাণি খাস জমি দখল করে বসে থাকি এবং সেই ক্ষেত্রে আমাকে ৫ কাণি জমির বন্দোবস্ত দেওয়া, আমার মনে হয় সরকারের ঠিক হবে না। তাই আমার মনে হচ্ছে এই যে প্রস্তাবটি মাননীয় সদস্য এনেছেন সেইটা ল্যাণ্ডলেস এগ্রিকালচারেল ওয়ার্কাস, বিশেষ করে এদের সম্বন্ধে মনে হয় প্রস্তাবটি এসেছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যারা ল্যাণ্ডলেস এগ্রিকালচারেল ওয়ার্কাস এই প্রস্তাবটি যে উদ্দেশ্যে আনা হয়েছে সেই বিষয়ে আমাদের যে ত্রিপুরা ল্যাণ্ড রেভেনিউ এবং ল্যাণ্ড অ্যালটমেন্ট অব ল্যাণ্ড রোলস্ ১৯৬২। মাননীয় সদস্য যে উদ্দেশ্যে প্রস্তাবটি এনেছেন সেই উদ্দেশ্যটি পুরোপুরিভাবে সমাধান করা হয়েছে। প্রথমতঃ সেকশন ১১, সেইটাতে আছে যে Anology of land for Agricultural purpose shall be minimum there for at the following rates. কিংবা রেট করা আছে। এইটা হলো সাধারণ নিয়ম প্রিমিয়াম দিতে হবে। কিন্তু আবার ১২ ধারাতে আছে যে no premium shall payable by a Jumia or landless agricultural workers or a Co-operative Society etc. সুতরাং এইখানে পরিষ্কার রয়েছে যে তাদের কাছ থেকে কোন প্রিমিয়াম বা নজর নেওয়া হবে না। তাই মাননীয় সদস্য যে প্রস্তাবটা এনেছেন যে

তাদেরকে ৫ কাণি জমি বিনা নজরে দেওয়ার, এই ক্ষেত্রে যারা না'ক ভূমিহান এগ্রিকালচারেল ওয়ার্কাস ইত্যাদি এবং জুমিয়া যাদের কাছে ৫ কাণি পর্যন্ত অর্থাৎ দুই ষ্ট্যানডার্ড একর, মাননীয় সদস্য অবশ্য ৫ কাণির কথা বলেছেন কিন্তু আমাদের যে বিধান আছে সেইটা হলো দুই ষ্ট্যানডার্ড একর। আর যদি শুধু টীলা ল্যাণ্ড হয় তাহলে সেখানে পাচ্ছে ১৫ কাণি। আর যদি নাল জমি হয় তাহলে তা ৫ কানি। এখন যারা না কি খাস জমি দখল করে আছে শুধু পাঁচ বছর কেন সে যদি এক বছরও দখল করে থাকে এবং সে যদি ল্যাণ্ডলেস এগ্রিকালচারেল ওয়ার্কাস হয় তাহলে সাধারণতঃ সে যদি সেখানে ৫ কাণির উপর জমি দখল করে থাকে তাহলে তাকে বিনা নজরে সেই জায়গা দেওয়া হয়।

অবশ্য কোন কোন জায়গায় বিশেষভাবে সরকারী প্রয়োজনে যদি রাখা হয় তাহলে সেখানে কিছু ব্যতিক্রম করা হয়। কিন্তু তাদেরকে কোন ল্যাণ্ডলেস ভূমি না দিয়ে তাকে উচ্ছেদ করা হয় না সাধারণতঃ। কিন্তু এই কাজগুলি, এই বিষয়ে আমি একমত যে কাজগুলি ত্বরান্বিত হচ্ছে না। মাননীয় সদস্য বলেছেন যে বহু অ্যালটমেণ্ট বাকী এবং ওরা জানে না যে ল্যাণ্ডে তারা বসে আছে বা যে ল্যাণ্ডে তারা এগ্রিকালচার করছে সেইটা তারা পাবে কি না। এই রকম একটা অনিশ্চয়তার মধ্যে দিয়ে তারা দিন কাটাচ্ছে। আরও অসুবিধার কথা তারা উল্লেখ করেছেন যে নিজের নামে জোত না থাকলে তারা সরকারী কোন লোন পায় না এইটা সত্যি কথা। কিন্তু সেই জন্য যেটা দরকার যে আইনটা রয়েছে মাননীয় সদস্য যে আইনটার কথা বলেছেন সেই আইনটা হয়েছে শুধু ইমপ্লিমেনটেশনটা খুব দ্রুত গতিতে হওয়া দরকার এইটাই উদ্দেশ্য। এর উপরেই মাননীয় সদস্যরা বক্তব্য রেখেছেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এইটা একটা বিরাট সমস্যা। এইটা শুধু ভূমিহীনদের সমস্যা নয় সরকার যদি কিছু অ্যালটমেণ্ট দিতে পারেন তাদেরকে তৌজি ভুক্ত করতে পারেন বন্দোবস্ত যদি তাড়াতাড়ি তাদেরকে দিতে পারেন তাহলে সরকার রেভেনিউ পাবে সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং এই কাজগুলি যে খুব তাড়াতাড়ি হওয়া দরকার সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কাজগুলি তাড়াতাড়ি করবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করা হচ্ছে। শুধু চেষ্টা নয় এইটা একটা সমস্যা, এই কথা চিন্তা করে অ্যাডিশনেল প্রোগ্রাম ফিফথ ফাইভ ইয়ার প্ল্যানে নেওয়া হয়েছে এবং রেগুলার কোর্সে গভর্ণমেণ্ট কোর্সে যে অ্যালটমেণ্ট সেইটাতো চলতেই থাকবে তার উপর পরচা তৈরী করা অর্থাৎ সমস্ত ভিলেজগুলি আবার সার্ভে করে কে কি পজিশনে আছে এবং কাকে কি এলটমেণ্ট দেওয়া হবে সংগে সংগে কাজগুলি শেষ করা হবে এই প্ল্যান হাতে নেওয়া হয়েছে। তার জন্য বাজেটে অর্থ বরাদ্দও করা হয়েছে। এই বিষয়ে একটা বিশেষ ড্রাইব নিয়ে যাতে এইগুলি ত্বরান্বিত করা যায় সেই চেষ্টাই হচ্ছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদেরও ল্যাণ্ডলেস এগ্রিকালচারেল ওয়ার্কার্স তাদের সংখ্যা ছিল ৪৫,২১৪ জন তার মধ্যে ২০,৬৩১ জন প্রায় ৫০ পার্সেন্টকে অ্যালটমেণ্ট দেওয়া হয়েছে। ল্যাণ্ডলেস বলতে যে ভূমি ছিল না তা নয়। হয়তো তারা পার্মানেন্টলি রয়েছেন তারা ভূমি পান নি এই রকম কেজ আছে যথেষ্ট। সুতরাং সব মিলিয়ে ৪৫,২১৪ জনের মধ্যে ২০,৬৩১ জনকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে আর ৫০ পার্সেন্ট বাকী আছে। এখন আরেকটা প্রশ্ন মাননীয় সদস্যরা করতে পারেন যে ৫০ পার্সেন্ট কে যদি অ্যালটমেণ্ট দেওয়া হয়ে থাকে তাহলে

কি তাদেরকে তৌজি ভুক্ত করা হয়েছে ? সেই বিষয়ে মাননীয় সদস্যদের ধারণা ঠিকই। কারণ এদের মধ্যে যারা অ্যালটমেন্ট পেয়েছে তাদের মধ্যে অনেকেরই তৌজি কম্পলিট করা হয় নি। যার ফলে ল্যাণ্ডরেভেনিউ কালেকশন করা যাচ্ছে না এবং তাদেরকে ফাইনেল পরচা দেওয়া যাচ্ছে না। সেই কাজটা যাতে তাড়াতাড়ি হয় তার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করা হচ্ছে এবং অ্যাডিশনেল ষ্ট্যাফ নিয়োগ করা হয়েছে। এই ব্যাপারে সেটেলমেণ্টের কিছু ষ্ট্যাফ তাদেরকে ট্রেনসফার করে এস. ডি. ওর এ্যাষ্টাব্লিশমেন্টে পাঠানো হযেচে এবং তাদেরকে সেই কাজে নিয়োগ করা হয়েছে। শুধু তাই নয় মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়. কাজ কি রকম, কি গতিতে সেইটা চলছে সেইটা নির্ণয় করার জন্য আমরা কিছুদিন আগে মানথলি ষ্ট্যাটমেনট দেওয়ার জন্য ফর্ম দিয়েছি যে তোমার এলাকায় কতগুলি ল্যাণ্ডলেস রয়েছে এবং কতকগুলিকে তোমরা অ্যালটমেনট দিয়েছো এবং কতকগুলিকে ফাইনেল পরচা দিয়েছো, প্রত্যেক মাসে তোমরা দশ তা রখের মধ্যে এইটা দিতে হবে।

তাহলে আমাদের এখানে একটা পারফরমেন্স অডিট করতে পারব যে কোন কর্মচারী কতটুকু কাজ করছে, কার গাফিলতিতে এইগুলি হচ্ছে না, সেইগুলি আমরা জানতে পারব, যার ফলে কাজ না করে বসে থাকা সম্ভব হবে না, এই ডাটা দিলে আমরা বুঝতে পারব কতগুলি কেস তারা ডিসপোজ করেছে ? এদিক থেকে রেভিনিউ বাড়াবার জন্য মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়— কাদের সার্থে ? ল্যাণ্ডলেসদের স্বার্থে এবং গভর্ণমেণ্টের স্বার্থে রেভিনিউ বাড়াবার জন্য এই কাজগুলি যাতে দ্রুত গতিতে করা সম্ভব হয়. তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, সুশীল বাবু যে কথাটা বললেন যে এটা রজত জয়ন্তী বৎসর এবং সেই উপলক্ষে জমি এ্যালটমেণ্ট দেওয়া, সেটা ঠিক নয়। রজত জয়ন্তী উপলক্ষে হাউস সাইট দেওয়া, ল্যাণ্ডলেসকে ল্যাণ্ড দেওয়া নয়। ল্যাণ্ডলেসদের ল্যাণ্ড দেওয়ার কাজ চলছে এবং চলবে। ল্যাণ্ডলেসদের যে ফীগার এখন আছে, হয়তো সেটা আরও বেড়ে যাবে। এটা একটা কণ্টিনিউয়াস প্রসেস। তবে একটা কনসিডারাবল পজিশানে আসা যায় কিনা তার জন্য বিশেষভাবে আমরা চেষ্টা করছি। হাউস সাইট দেওয়ার কথা যেটা সুশীলবাবু বলেছেন সেটা হচ্ছে অন্য জিনিষ সেটা রজত জয়ন্তী উপলক্ষে দেওয়ার কথা হয়েছিল, তার সংখ্যা হচ্ছে ৪২ হাজার ৬৫০, এ্যাকচুয়েলী এ্যালটমেণ্ট দেওয়া হয়েছে ২৪ হাজার ৪৭৭ এবং আরও ১৮ হাজার ৬৭৮ রয়ে গেছে। ১০ গণ্ডা করে হাউস সাইট দেওয়া হয়। কিন্তু রজত জয়ন্তী উপলক্ষে যাদের হাউস সাইট দেওয়ার কথা ছিল সেটা দেওয়া সম্ভব হয়নি কারণ প্রত্যেককে হাউস সাইট দেওয়ার মত জায়গা নেই। এভেইল্যাবিলিটি অব ল্যাণ্ড এই সমস্ত দেখে সেটা দেওয়া আজ পর্য্যন্ত হয়নি। এটা শুধু ত্রিপুরা রাজ্যে নয়, যদিও এই প্রগ্রামটা সমস্ত ষ্টেটে নেওয়া হয়েছিল, কোন ষ্টেটই সেটা ফুলফীল করতে পারেনি। কারণ হাউস সাইডের ডিম্যাণ্ড এত বেশী এবং এভেইল্যাবিলিটি অব ল্যাণ্ড এত সীমিত, এবং প্রসেসটা এমনভাবে করতে হবে যেমন পরচা ইত্যাদি দেওয়া, সেগুলি করা সময় সাপেক্ষ, কাজেই এত অল্প সময়ের মধ্যে সেটা কোন ষ্টেটই করতে পারেনি। আমাদের বেলায় হয়তো প্রশ্ন আসতে পারে যে আপনাদের বাকী রইল কেন, রজত জয়ন্তী বৎসরতো শেষ হয়ে গেল, সেটা হয় নাই কেন, তার কারণ যতটা দ্রুত

আশা করা যায়, ততটা দ্রুত হয় না কোন কোন জায়গায়। কাজেই মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই বিষয়টি ভেবে চিন্তে করতে হচ্ছে, এই বিষয়টি আমি হাউসকে জানাতে চাইছি। তারপর মাননীয় সদস্য যতীন্দ্র কুমার মজুমদার যে প্রস্তাব এনেছেন, তার যে অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য এই প্রস্তাবের মধ্যে সেটা রুল ১২'এ রয়েছে। অতএব মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় মাননীয় সদস্য যতিনবাবুর রিজলিউশানটা যাতে ত্বরান্বিত করা হয়, সেই এ্যাসিউরেন্স দিয়ে আমি উনাকে অনুরোধ করব তিনি যেন এই প্রস্তাব উইদ ড্র করে নেন। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমার প্রস্তাব সম্পর্কে এই হাউসে মাননীয় সদস্যরা, তাঁদের মূল্যবান বক্তব্য রেখেছেন এবং হাউসের যে সেনটিমেন্ট, তাতে আমি বুঝতে পারলাম, তাড়াতাড়ি ল্যাণ্ডলেস যারা, কৃষক, মজদুর যারা, তারা যাতে এই জমি বন্দোবস্ত পায়, তার দিকে সমস্ত সদস্যই আজকে মতামত দিয়েছেন এবং মাননীয় মন্ত্রী— রেভিনিউ মন্ত্রী উনি যে এ্যাসিউরেন্স দিয়েছেন তাতে বুঝা গেল সরকার এদিকে নজর দিয়েছেন, তবে এখানে একটা কথা হচ্ছে সেকশান—১১ এণ্ড ১২ অব দি ল্যাণ্ড রেভিনিউ এণ্ড ল্যাণ্ড রিফরমস রুলস যার কথা মন্ত্রী উল্লেখ করলেন, সেখানে উইদ আউট প্রিমিয়াম সেকথা বলা হচ্ছে, সেই আইনটা রয়েছে বটে ১৯৬২ সনে রুলস হয়েছে এবং ১৯৬১ সনে গ্যাজেট নোটি-ফিকেশান করা হয়েছে আমরা জানি এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে, আইন থাকা অবস্থাতেও ল্যাণ্ড-লেস এ্যাগ্রিকালচারেল লেবারারস যারা আছে, তাদের ক্ষেত্রে আমার মনে হয় সেটার ইমপ্লি-মেন্টেশান হয় নি। তার মধ্যে যে সুযোগ সুবিধার কথা আছে, সেগুলি তারা আজ পর্যন্ত পায়নি। যাই হউক মাননীয় মন্ত্রী এবং মাননীয় সদস্যরা আমার প্রস্তাবের উদ্দেশ্য উপলব্ধি করতে পেরেছেন, আমি আশা করি যে আইন রয়েছে, সেই আইন মোতাবেকে কাজ হবে এবং প্রকৃত ভূমিহীন যারা তারা জমি বন্দোবস্ত পাবে এই এ্যাসিউরেন্স যখন মাননীয় মন্ত্রী দিয়েছেন, সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমি আমার প্রস্তাব উইদ ড্র করে নিচ্ছি।

Mr. Speaker :— Now the question before the House is that the leave to withdraw the resolution moved by Shri Jatindra Kr. Majumder be granted.

The leave was granted by voice vote and the resolution was withdrawn.

Mr. Deputy Speaker :— The House stands adjourned till 12 noon of Tuesday the 3rd June, 1975.

STARRED QUESTION No. 182

By Shri Gunapada Jamatia.

Will be **Hon'ble** Minister in-charge of the Administrative Department be pleased to state :—

ANNEXURE 'A'

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরায় বর্ত্তমানে কতজন সরকারী অফিসার ও কর্মচারীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তদন্তাধীন আছে এবং উহা কোন তারিখ থেকে তদন্তাধীন আছে ?

উত্তর

১) ১৯৭৫ইং সনের ফেব্রুয়ারী মাস পর্য্যন্ত মোট ১৪৪ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ তদন্তাধীন আছে। অভিযোগগুলি ১৯৬৭ইং ২৫শে এপ্রিল থেকে তদন্তাধীন আছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 371

By Shri Jitendra Lal Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনীয়া মহকুমাস্থিত পূর্ব্ব বগাফা সেচ ব্যবস্থার জন্য নিয়োজিত সরকারী পাম্পিং মেসিনটি অকেজো হয়ে পড়ে আছে ?

২) সত্য হলে তার কারণ কি ?

উত্তর

১) না।

২) ১নং উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন আসে না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 410

By Shri Abhiram Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the P. W. Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) জিরানীয়া হইতে মান্দাই বাজার রাস্তা কি পি, ডবলিউ, ডি গ্রহণ করিয়াছে ;

২) পি, ডবলিউ, ডি গ্রহণ করিয়া থাকিলে বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে কি সোলিং-এর কাজ আরম্ভ করা হইবে কি ; এবং

৩) হইলে কবে কাজ আরম্ভ হইবে ?

উত্তর

১) না।

২) ১নং উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন উঠে না।

৩) ১নং উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 421

By Shri Nripendra Chakraborty.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Industry Department be pleased to state :-

Question

1) Whether a State Handicraft Board has been constituted in 1974-75 ; and
2) If so, whether any survey has been carried out by that Board in regard to Handicrafts of Tripura.

Answer

1. No State Handicraft Board was constituted in 1974-75 by the Government. However, a Government Company named Tripura Handloom and Handicrafts Development Corporation Ltd. has been incorporated on 5.9.1974.
2. Dose not arise.

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 438

By Sri Jatindrn Kumar Majumder.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে, জিরানীয়া ব্লক অন্তর্গত মজলিসপুর গাঁও-সভার মোহনপুর ব্রজনগর রাস্তার সোহংমনী হংসরাজ এর আশ্রম সংলগ্ন এস, পি, টি ব্রীজটির রিকন্‌ষ্ট্রাকশন করার জন্য এলাকার জনসাধারণ হইতে আবেদন পাওয়া গিয়াছে ; এবং

২) পাওয়া গেলে এখনও পর্য্যন্ত রি-কন্‌ষ্ট্রাকশনের কাজ আরম্ভ না করার কারণ কি ?

উত্তর

১) এই কাজটি পি, ডব্লিউ ডি'র অন্তর্ভুক্ত নহে। পুলটি নির্মাণের জন্যে বি. ডি. ও, জিরানীয়া একটি আবেদন পাইয়াছিলেন।

২) বি. ডি. ও. জিরানীয়া অধীনে কাজটি চলিতেছে।

ANNEXURE—'B'

PAPERS LAID ON THE TABLE
UNSTARRED QUESTION NO. 41

By 1 Shri Purna Mohan Tripura,
2. Shri Ajoy Biswas,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Manpower & Employment Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) বর্তমানে ত্রিপুরায় রেজিষ্টার্ড বেকারের সংখ্যা কত, তার মহকুমা ভিত্তিক ও শিক্ষা ভিত্তিক হিসেব।

২) ১৯৭৪-৭৫-এ এই রেজিঃ বেকারদের মধ্যে কত জন কাজ পেয়েছেন?

৩) রেজিঃ বেকারর৷ যাতে কাজ পান তার জন্যে শ্রম দপ্তর কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন?

উত্তর

১) মোট রেজিষ্টার্ড বেকারের সংখ্যা ৪৫,২১০। তাহাদের মহকুমা ভিত্তিক ও শিক্ষা ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

ক) মহকুমা ভিত্তিক হিসাব :—

১) সদর— ২৮,৬৪০
২) সোনামুড়া— ১,৩২৯
৩) খোয়াই— ২,৮৬৩
৪) কৈলাসহর— ২,৭৫৫
৫) ধর্মনগর — ২,৫৮২
৬) কমলপুর— ১,৩৮৪
৭) উদয়পুর— ২.৬০৪
৮) বিলোনিয়া— ২,০৪২
৯) সাবরুম— ৬২৭
১০) অমরপুর— ৩৮৪

মোট—৪৫,২১০ জন

খ) শিক্ষা ভিত্তিক হিসাব :—

১)	ম্যাট্রিক অনুত্তীর্ণ এবং তদ্‌-নিম্ন :—	২৩,১০১		
২)	ম্যাট্রিক, হাইয়ার সেকেণ্ডারী পাশ ও সমতুল্য—	১৮,১১০		
৩)	ইন্টারমিডিয়েট ও সমতুল্য—	৭৫১		
৪)	স্নাতক—	২,৭৫৮		
৫)	ট্রেনিং প্রাপ্ত স্নাতক—	৩৯	তন্মধ্যে উন্নতমানের চাকুরীর জন্য—	১৩
৬)	এগ্রিস্নাতক	১২	,,	১
৭)	স্নাতকোত্তর—	১৩১	,,	২২
৮)	ইঞ্জিনিয়ারিং স্নাতক—	১১৩	,,	২৬
৯)	ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপ্লোমা—	১৯৩	,,	৩৬

মোট—৪৫,২১০ জন

২) ১৯৭৪-৭৫ এর ফেবরুয়ারী পর্য্যন্ত মোট ২,৫৮৯ জন চাকুরী পাইয়াছেন।

৩) বিভিন্ন দপ্তর বা প্রতিষ্ঠান হইতে প্রাপ্ত ঘোষণাপত্র (Notification of vacaneies) অনুযায়ী নাম পাঠানো হয় তাহা ছাড়াও রেজিষ্ট্রীকৃত বেকারদের স্ব স্ব বৃত্তি নির্বাচনে তাহাদের উপযুক্ততানুসারে উপদেশ দেওয়া হয়ে থাকে।

UNSTARRED QUESTION NO. 184

By Shri Tapas Dey

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) উদয়পুর মাতাবাড়ীর নামে মোট কত টাকা জমা আছে ;

২) মাতাবাড়ীর বাৎসরিক আয় কত ;

৩) মাতাবাড়ী উন্নয়নের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ;

৪) যদি হাঁ হয় তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

উত্তর

১) ১৯৭১ সনের ২৩শে ডিসেম্বর হইতে ১৯৭৫ সনের ১০শে মে পর্যন্ত মং ১৪,৪৮৪.০০ টাকা জমা আছে। ১৯৪৭ ইং সন হইতে ২২/১২/৭১ ইং সন পর্যন্ত মোট জমা টাকার হিসাব সংগ্রহাধীন আছে।

২) বার্ষিক আয় প্রায় ৫,০০০.০০ টাকা।

৩) নাই।

৪) প্রশ্নের ৩ নং আইটেমের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

UNSTARRED QUESTION NO. 195

By Shri Abhiram Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Forest Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। সাবরুম এ ১৯৭৩, ১৯৭৪ এবং ১৯৭৫ এ বাঁশ ও অন্যান্য বনজ সম্পদ চালান দেয়ার উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য মোট কতটি ছড়া ও নদীকে ইজারা দেওয়া হয়েছে, তার বছর ভিত্তিক হিসেব ;

২। এই সময়ের মধ্যে কোন বছর এই ইজারাদারদের নিকট থেকে কত টাকা আদায় হয়েছে, তার বছর ভিত্তিক হিসেব ?

৩। এই ইজারাদারদের নিকট থেকে কোন বনজ সম্পদের জন্য কত টাকা মাশুল পাওয়া গিয়েছে তার হিসেব ?

উত্তর

১। বাঁশ ও অন্যান্য বনজ বস্তুর মহালসমূহ আর্থিক বছরের ১লা এপ্রিল হইতে ৩১শে মার্চ পর্যন্ত নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ইজারা দেওয়া হয়।

১৯৭২-৭৩ ও ১৯৭৩-৭৪ সনে সাবরুম মহকুমায় বাঁশ মহালসমূহ ইজারা দেওয়ার জন্য নীলাম ডাকা হইয়াছিল। কিন্তু কোন ইজারাদার ঐ নীলামে অংশ গ্রহন না করায় ঐ দুই বৎসরে কোন মহাল ইজারা দেওয়া সম্ভব হয় নাই। ফলে মহালগুলি খাসে রাখা হয়।

১৯৭৪-৭৫ সনে সাবরুম মহকুমার নিম্নলিখিত বাঁশ মহালগুলি বাঁশ আহরণের জন্য ইজারা দেওয়া হইয়াছিল। বাঁশ ব্যতীত অন্য কোন বনজবস্তু আহরণের জন্য কোন নদী, ছড়া ইজারা নেওয়া হয় নাই।

১। মনু নদী বাঁশ মহাল
২। বেতাগাছড়া বাঁশ মহাল
৩। আইলমারাছড়া বাঁশ মহাল
৪। সাবরুম ছড়া বাঁশ মহাল
৫। লুধুয়া ছড়া বাঁশ মহাল
৬। মনাছড়া বাঁশ মহাল
৭। মহামায়াছড়া বাঁশ মহাল (আমলীঘাট বীট অফিস অন্তর্গত)
৮। নলুয়াছড়া বাঁশ মহাল
৯। মাগ্রুম বাঁশ মহাল
১০। মেরুছড়া বাঁশ মহাল
১১। মহামায়াছড়া বাঁশ মহাল (নলুয়া অফিস অন্তর্গত)
১২। ছাগলাইয়াছড় বাঁশ মহাল
১৩। ঘোড়াকাপ্পাছড়া বাঁশ মহাল
১৪। ডলুছড়া/কাপাতলিছড়া/আমতলিছড়া বাঁশ মহাল

২) ১৯৭২-৭৩ ও ১৯৭৩-৭৪ সনে সাবরুম মহকুমায় বাঁশ মহালগুলি খাসে ছিল। কাজেই ইজারাদারদের নিকট হইতে টাকা আদায়ের প্রশ্ন আসে না। তবে ঐ খাস মহালগুলি হইতে উক্ত বৎসরে যথাক্রমে ৪৫,৬২৩.৬৯ টাকা ও ৪৫,৪২৩.৬৬ টাকা মাশুল বা রাজস্ব আদায় হইয়াছিল।

১৯৭৪-৭৫ সনে সাবরুম মহকুমার বাঁশ মহালগুলি ইজারা দিয়া ইজারাদারদের নিকট হইতে মোট ৭৪,৮০০.০০ টাকা আদায় হইয়াছে।

৩) ১৯৭২-৭৩ ও ১৯৭৩-৭৪ সনে বাঁশ মহালগুলি ইজারা দেওয়া সম্ভব না হওয়ায় খাসে থাকে এবং ঐ খাস বাঁশমহাল হইতে উক্ত বৎসরে যথাক্রমে ৪৫,৬২৩.৬৯ টাকা ও ৪৫,৪২৩.৬৬ টাকা মাশুল আদায় হয়।

১৯৭৪-৭৫ সনে ঐ সমস্ত বাঁশ মহাল ইজারা দিয়া ইজারাদারদের নিকট হইতে বাঁশের বাবদ মোট ৭৪,৮০০.০০ টাকা রাজস্ব আদায় হয়। বাঁশ ব্যতীত অন্য কোন বনজবস্তুর জন্য এইরূপ ইজারাদারদের ইজারা দেওয়া হয় নাই। সুতরাং বাঁশ ভিন্ন অন্য কোন বনজবস্তুর মাশুল এইরূপ ইজারাদারদের নিকট হইতে আদায়ের প্রশ্ন আসে না।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISION OF THE

CONSTITUTION OF INDIA.

The Assembly met in the Assembly House, Agartala on Tuesday the 3rd June, 1975 at 12 Noon.

PRESENT

Shri Usha Ranjan Sen, Dy. Speaker in the Chair, the Chief Minister, 6 Ministers, 2 Ministers of State, 1 Deputy Minister, Deputy Speaker and 27 Members.

STARRED QUESTION.

Mr. Speaker :—To-day in the list of business are the following questions to be answered by the Ministers concerned. Starred Question. Shri Jitendra Lal Das.

Shri Jitendra Lal Das :— Starred Question No. 380.

শ্রীহংসধ্বজ দেওয়ান :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৮০।

প্রশ্ন

১) বিলোনীয়া টাউনে বাড়ী ও দোকানে ইলেকট্রিক কানেকশান নেওয়ার জন্য কত লোক এ পর্য্যন্ত দরখাস্ত করিয়াছে ;

২) গত ১৯৭৪ ইং সাল ও ১৯৭৫ ইং সালের এ পর্য্যন্ত মোট কতজন আবেদনকারীকে বিলোনীয়ায় বাসাবাড়ী দোকানের জন্য ইলেকট্রিক কানেকশান দেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১) ৩২২ জন।

২) কাহাকেও না।

শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস :— ৩২২ জন দরখাস্তকারী ইলেকট্রিক কানেকশানের জন্য আবেদন করিয়াছিলেন, ১৯৭৫-৭৪ সালে, কাহাকেও দেওয়া হয় নাই, তার কারণ বলতে পারেন কি ?

শ্রীহংসধ্বজ দেওয়ান :— কারণ বগাফা পাওয়ার হাউসে আগে ১৯৩২ কিলোওয়াট উৎপাদন হত, বর্ত্তমানে মাত্র ১০০ কিলোওয়াট উৎপাদিত হয়, এই কারণে ওখানে দেওয়া যাচ্ছে না।

শ্রীতাপস দে :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, ৩২২ জন কবে থেকে দরখাস্ত করেছে ?

শ্রীহংসধ্বজ দেওয়ান :— এই তথ্য আমার কাছে নেই।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— এই দরখাস্তগুলি কত বছর আগে থেকে জানাবেন কি?

শ্রীহংসধ্বজ দেওয়ান :— এই তথ্য আমার কাছে নেই।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— মাননীয় মন্ত্রী যে ৩২২ জন বললেন এটা বাজে কথা, এটা বাজে কথা এটা আদৌ সত্য কথা নয়।

শ্রীহংসধ্বজ দেওয়ান :—৩২২ জন দরখাস্ত দিয়েছে এ ! ঠিক।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— মন্ত্রী বলেছেন ৩২২ জন দরখাস্ত করেছে, কবে দরখাস্ত করেছে সেই তথ্য উনার কাছে নেই। এখন ১০ বছর আগে থেকে এই দরখাস্ত আছে না দুই বছর আগে থেকে আছে?

শ্রীহংসধ্বজ দেওয়ান :— বগাফা পাওয়ার হাউস ষ্টার্ট হয়েছিল ১৯৭৪-এর ফেব্রুয়ারী থেকে, কাজেই ১০ বছরের আগের কোন প্রশ্ন এখানে আসে না।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— ১৯৭৪ সন থেকে বগাফা পাওয়ার হাউস হয়েছে এটাই কি ঠিক? এর আগে থেকে পাওয়ার সাপ্লাই হত এটা মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি?

শ্রীহংসধ্বজ দেওয়ান :— বগাফা পাওয়ার হাউস ১৯৭৪ সনের আগে থেকেই চালু আছে।

ডাঃ বিনোদ বিহারী দাস :— এটা কি হচ্ছে স্যার? আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি তিনি সত্য তথ্য হাউসকে দিন।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা ১৯৭৪ সনের আগে থেকেই চালু আছে, কিন্তু পাওয়ার শর্টেজের জন্য, আসাম পাওয়ার থেকে বগাফার পাওয়ার সাপ্লাই হয়ে থাকে, কিন্তু সেই পাওয়ারের কমতি হওয়ায় সেখানে কানেকশান দেওয়া যাচ্ছে না।

ডাঃ বিনোদ বিহারী দাস :— পিটিশান কবে থেকে—কত বছরের না কত মাসের, সেটা বলতে পারেন কি?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— এই সম্পর্কে সঠিক ডাটা—কবে থেকে দরখাস্ত করা হয়েছে সেটা জানা নেই।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— বগাফায় কি এখন আসাম পাওয়ার যাচ্ছে? বগাফা পাওয়ার ষ্টেশানে যে ডিজেল মেশিন আছে, এগুলি কি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—ডিজেল পাওয়ার যা আছে, তারচেয়ে বেশী পাওয়ারের দরকার ঐ অঞ্চলে সেইজন্য আসাম পাওয়ার সাপ্লায়ের দরকার পড়ে এবং আসাম সাপ্লাই যদি বাড়ে এবং আসাম পাওয়ার যদি ঠিকমত পাওয়া যায়, তাহলে বগাফার সাপ্লাই বাড়ানো যাবে এবং তার ফলে সমস্ত সাউথেই বাড়ানো সম্ভব হবে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— বগাফায় আসাম পাওয়ার আদৌ যাচ্ছে না, উপরন্তু বগাফায় যে জেনারেটার পাওয়ার, সেই পাওয়ারকে উদয়পুর আনা হচ্ছে এটা কি সত্য?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— আমি আগেই বলেছি যে জেনারেটার মেশিন থাকলেও সব

সময় সেটা চলে না, অনেক সময় সাপ্লাই থেকে দেওয়া হয়। যতক্ষণ পর্য্যন্ত আসাম সাপ্লাই ইমপ্রুভড না করে সাপ্লাই চালু রাখা কঠিন।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— আদৌ আসাম পাওয়ার বগাফাতে যায় না, উপরন্তু ওখানে যে জেনারেটিং সেট আছে, সেটা উদয়পুরে আনা হচ্ছে এটা ঠিক কিনা ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই তথ্য আমার কাছে নেই। তবে আসাম পাওয়ারের দরকার মাঝে মাঝে পড়ে। জেনারেটার সব সময় চলতে পারে না। আর জেনারেটারের যে কেপাসিটি আছে, তাতে সবটা কাজ হয় না। সুগার মিল হওয়ার জন্যও কিছুটা এবং পাওয়ার বন্ধ হওয়ার জন্যও কিছুটা, আসাম পাওয়ারের দরকার হয়। জেনারেটার বন্ধ থাকলে আসাম পাওয়ারের জন্য আবেদন করতে হয় এবং আসাম সাপ্লাই সেখানে যায়।

শ্রীআচাইছি মগ :— আসাম পাওয়ার বগাফায় কবে গেছে মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আসাম থেকে যে সাপ্লাই আসছে সেটা খুবই কম, যদিও আমাদের এগ্রিমেন্টে ছিল ৮ মেগাওয়াট করে দেওয়ার কথা। ওদের লাইনে এখন পর্য্যন্ত ১৩২ কে. ভি. ষ্টেশন না হওয়ার জন্য তারা দিতে পারছে না। তবে তারা বলেছে যে জুন মাসে তারা দিতে পারবে। তাতেও আমরা দেখছি ফোর মেগাওয়াটের বেশী সাপ্লাই দিতে পারবে না না। যদি ফোর মেগাওয়াট আগে দিত তাহলে আমাদের সাপ্লাই কিছুটা ইমপ্রুভড হত।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— আমার জিজ্ঞাস্য হচ্ছে যে আগে বগাফাতে জেনারেটার ছিল। আগে বেশী ছিল. এখন কমে গেছে। এখন কোন কোন সময় সাপ্লাই একদম বন্ধ হয়ে যায় বগাফা থেকে যে পাওয়ার পাওয়া যায় তার সংগে আসাম পাওয়ার দিলে তো অবস্থার উন্নতি হওয়ার কথা। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন আগে ১৩২ ছিল এখন সেটা কমে গেছে। তাহলে অবস্থার এত অবনতি হবে কেন ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা মেশিনারীর ব্যাপার, এটা নিশ্চয়ই মাননীয় সদস্যের জানা আছে যে বেশী দিন ইউজড হলে পরে ক্যাপাসিটি আস্তে আস্তে কমে যায় এবং কমে যাওয়ার ফলে এই অবস্থা হয়েছে।

শ্রীতাপস দে :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি বগাফাতে কতটা পাওয়ার এবং আসাম থেকে কতটা পাওয়ার সাপ্লাই দেওয়া হয় ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে পরিমাণ চাহিদা বেড়েছে সর্ব্বত্র, বগাফা থেকে যে সমস্ত জায়গাতে সাপ্লাই দেওয়া হচ্ছে তাতে যে পরিমাণ চাহিদা তাতে মেশিনটাকে রেগুলার চালু রাখলে দেওয়া যায়। কিন্তু সেটা রেগুলার চালু রাখা সম্ভব হয় না। সেজন্য কোন্ জায়গা কাট করে, কোন জায়গা বন্ধ করে কিছু জায়গায় দেওয়া হয়।

শ্রীতাপস দে :— আমার প্রশ্ন ছিল কতটা প্রডিউসড হয় এবং আমাস থেকে কতটা দেওয়া হয়।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলেছি জেনারেটরের যে ক্যাপাসিটি ছিল সেটা কিছু কমে গেছে। যদি কোন অবস্থায় দরকার পড়ে তাহলে আসাম পাওয়ার সেখানে যায়।

ডাঃ বিনোদবিহারী দাস :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় উত্তরে বলেছেন যে সেখানে ২৩২ কিলোওয়াট তৈরী হয় এবং এখন কমে গিয়ে ১০০ কিলোওয়াট হয়েছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে সেই জেনারেটারটা কত প্রডিউস করে এবং আসাম থেকে কতটা দেওয়া হয় এবং তাতে সাপ্লাই ঠিকভাবে চলে কি না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমিও খুব সোজা এবং সহজ ভাষায় কথা বলছি। সেটা হল ১ কিলোওয়াটে যেটা নেমে এসেছে জেনারেটারের ক্যাপাসিটি সেখানে একশ' কিলোওয়াটই সাপ্লাই করা হচ্ছে। যদি এখান থেকেও কমে যায় তাহলে আসাম থেকে মাঝে মাঝে দেওয়া হয়ে থাকে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— ঐ অঞ্চলেই আমার বাড়ী এবং প্রায়ই ঐ অঞ্চলে পাওয়ার থাকে না এটা কি সত্য ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এটা অসম্ভব নয়।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— তাহলে ধরে নিচ্ছি ১০০ হচ্ছে না সেখানে। তখন কেন অন্ততঃ ৯০ পাঠাচ্ছেন না আসাম পাওয়ার ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আসাম থেকে যেটা পাচ্ছি সেটা সমস্ত নর্থ ত্রিপুরাতে দিয়ে মাঝে মাঝে অন্যান্য জায়গায় পাঠানো হয়। কাজেই আসাম থেকে আমরা দুই মেগাওয়াট কিংবা তার চাইতে কম পাওয়া যায়। তা দিয়ে সমস্ত জায়গায় দেওয়া যায় না।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— আমি খুশী হলাম উত্তর শুনে। কিন্তু আরও বেশী খুশী হতাম যদি অন্যান্য অঞ্চলে আসাম পাওয়ার একেবারেই পাঠানো হয় না একথা স্বীকার করলে।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— আমি বলেছি মাঝে মাঝে পাঠানো হয়।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— আগে আগরতলা দিবেন, তারপর উদয়পুর দিবেন, তারপর তো বগাফাতে যাবে। কিন্তু বগাফাতে কোন সময়েই যায় না।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যতটুকু আমি জানি মাননীয় সদস্যের এলাকায় মাঝে মাঝে বন্ধ থাকতে পারে কিন্তু সাপ্লাই হয়।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— ১০।১২ দিন বন্ধ থাকে। টেলিফোন লাইন পর্য্যন্ত বন্ধ থাকে। কারণ অটো লাইন। একদিকে ডাকবিভাগ ভুগছে আর একদিকে আমরা ভুগছি।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যেহেতু এটা আমাদের উপর নির্ভর করে না সেই হেতু আসাম সাপ্লাই না আসা পর্য্যন্ত এই গ্যারান্টি দেওয়া যায় না।

শ্রীতাপস দে :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে প্রকৃতপক্ষে ২১২ কিলোওয়াট প্রডাক্‌শন হত সেখানে ২১২ থেকে ১০০ কিলোওয়াট হয়েছে। ৬ বছর হয়েছে ২১২ থেকে ১০০তে নেমে এসেছে। এর জন্য কি মেশিনারী দায়ী না অন্য কোন কারণ রয়েছে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যেহেতু ঐখানে সম্ভবতঃ আমার কাছে এখন ঠিক তথ্য নাই, বোধ হয় সেখানে আরও দুই একটি মেসিনারী ছিল অর্থাৎ দুই একটা জেনারেটার ছিল এবং সেগুলি নষ্ট থাকার জন্যই এই অবস্থাটা হয়েছে।

শ্রীতাপস দে :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, কতকাল যাবত সেগুলি নষ্ট হয়ে আছে, জানাবেন কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— স্যার, এখুনি এই তথ্য আমার কাছে নাই।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটা কি সত্যি যে সেখানে ৩/৪টা জেনারেটার ছিল এবং সেগুলির থেকে ২টি জেনারেটার নিয়ে আসা হয়েছে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— স্যার, এই তথ্যও আমার কাছে নাই। তবে হতে পারে যে জরুরী কাজে অন্য কোথাও যদি গিয়ে থাকে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেখানে আসাম পাওয়ার দেওয়ার কোন কথা নাই। কিন্তু সেখানে যে ৪টা জেনারেটার ছিল, তার থেকে ২টি জেনারেটার নিয়ে আসা হয়েছে। কাজেই এর থেকে আমরা এটাই বুঝতে পারছি যে সাব্রুম এবং খিলোনিয়ার মত একটা বিরাট অঞ্চলকে অবহেলা করা হচ্ছে এবং ইচ্ছা করে অন্ধকারে রাখা হচ্ছে যেহেতু সেই অঞ্চলের চাহিদা পূরণের দিকে কোন দৃষ্টি না রেখে তাদেরকে অন্ধকারে রেখে তাদের দুর্ব্যবহার করা হচ্ছে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উনি এলাকা ভিত্তিক বলছেন, কিন্তু সেই জায়গাতে ত্রিপুরা ভিত্তিক বলছি। কাজেই কোন জরুরী কাজে নিয়ে আসা হতে পারে যদিও আমার কাছে সেই রকম কোন তথ্য নেই। তবে এইটুকু বলতে পারি যে সেখান থেকে যদি নিয়ে আসাও হয়ে থাকে তাহলে সেটা সমগ্র ত্রিপুরার পক্ষে জরুরী বিবেচনা করেই আনা হয়ে থাকতে পারে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— সেই জরুরী জিনিষটা কি, এটা তো মাননীয় মন্ত্রী মশাই বুঝিয়ে বলতে পারেন। উনি বলছেন আমি বলেছি এলাকা ভিত্তিক আর উনি বলেছেন ত্রিপুরা ভিত্তিক। এখন ত্রিপুরা বলতে কি আগরতলা শহর ? ত্রিপুরা বলতে কি উত্তর ত্রিপুরা; ত্রিপুরা বলতে কি উদয়পুর না অমরপুর। তাত নয়। তাই আমরা কি বুঝব না যে এর দ্বারা একটা ইমব্যালেন্স করা হচ্ছে।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখন ত্রিপুরার সব জায়গাতেই পাওয়ারের চাহিদা রয়েছে। কাজেই ইম্ব্যালেন্স যাতে না হয়, সেজন্য যে পাওয়ার সাপ্লাই পজিশন আমাদের গ্রো করার দরকার, সেটা এখন আমাদের নাই।

শ্রীতাপস দে :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সেখানে যখন ২১২ কিলোওয়াট পাওয়ার প্রডিউস হত, তখন কতটুকু ফুয়েল দেওয়া হত আর এখন কতটুকু ফুয়েল দেওয়া হচ্ছে জানাবেন কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই তথ্য আমার কাছে নাই।

শ্রীঅজিত রঞ্জন ঘোষ :— কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৪৬।

Shri Hangshadwaj Dewan (Minister in-charge of the Public Works Department) Starred Question No. * 346, Sir.

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে গত বৎসর উদয়পুর মহকুমায় কাকড়াবনে ওয়াটার সাপ্লাই এর জন্য একটা ডীপ টিউব ওয়েল বসানো হয়েছে এবং এ কাজ এখন বন্ধ হয়ে আছে ?

২) যদি সত্য হয়ে থাকে ইহার কারণ কি ?

উত্তর

১) হ্যাঁ, আপাততঃ কাজ বন্ধ আছে।

২) টিউবওয়েলের কাজ শেষ হয়েছে। আর্থিক অপর্য্যাপ্ততার জন্য বাকী কাজ গ্রহণ করতে বিলম্ব হইতেছে।

শ্রীঅজিত রঞ্জন ঘোষ :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, কবে পর্য্যন্ত বাকী কাজ হাতে নেওয়া হবে জানাবেন কি ?

শ্রীহংসধ্বজ দেওয়ান :— প্রয়োজনীয় অর্থ পাওয়া গেলেই বাকী কাজ শেষ করা যাবে।

শ্রীতাপস দে :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই কাকড়াবন ওয়াটার সাপ্লাই এর জন্য টিউব-ওয়েল বসানোর জন্য টোটাল এষ্টিমেটেড কষ্ট কত ছিল জানাবেন কি ?

শ্রীহংসধ্বজ দেওয়ান :— টোটাল বরাদ্দ ছিল ৮১,৫৭৫ টাকা।

শ্রীতাপস দে :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে এই বরাদ্দ ৮১,৫৭৫ টাকার মধ্যে এই পর্য্যন্ত কত টাকা খরচ করা হয়েছে এবং কি কি খাতে খরচ করা হয়েছে ?

শ্রীহংসধ্বজ দেওয়ান :— স্যার, কতটাকা খরচ করা হয়েছে, সেই তথ্য এখন আমার কাছে নাই। তবে এই প্রকল্পটা ত্রিপুরা সরকারের নয়, এটা হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের দ্রুতগামী জল সরবরাহ প্রকল্প। এই প্রকল্পের সব টাকাটাই কেন্দ্রীয় সরকার দিয়ে থাকে এবং যেহেতু কেন্দ্রীয় সরকার সারা ভারতে এই প্রকল্পের জন্য টাকাটা কমিয়ে দিয়েছে, সেহেতু কাজগুলি বাকী রয়ে গেছে এবং কাজগুলি করা সম্ভব হয় নি। এখন যদি টাকা পাওয়া যায়, তাহলে বাকী কাজগুলি করা যাবে।

শ্রীঅজিত রঞ্জন ঘোষ :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, গত বছর এই এ্যাক্সিলারেটেড ওয়াটার সাপ্লাই স্কীম বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর রুরাল ওয়াটার সাপ্লাই স্কীমের জন্য যে টাকা দেওয়া হয়, সেই টাকায় অসম্পূর্ন কাজগুলি করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার থেকে কোন নির্দেশ পাওয়া গিয়েছে কিনা, জানাবেন কি ?

শ্রীহংসধ্বজ দেওয়ান :— স্যার, যেহেতু কেন্দ্রের কাছ থেকে টাকা পাওয়া যাচ্ছে না, সেহেতু রাজ্য সরকারের বিভিন্ন তহবিল হতে টাকা সংগ্রহ করা হচ্ছে।

শ্রীতাপস দে :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই স্কীমে কতটুকু কাজ হয়েছে আর কতটুকু কাজ বাকী আছে জানাবেন কি ?

শ্রীহংসধ্বজ দেওয়ান :— স্যার, এই স্কীমে পাম্প বসানোর কাজ এবং পাইপ লাইনের কাজটাই বাকী আছে।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বল্লেন যে কেন্দ্র টাকা দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে সেজন্য কাজটা হচ্ছে না। কাজেই কেন্দ্র যদি টাকা না দেয় তাহলে বাকী কাজটা আপনারা কিভাবে করবেন, এই সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কি?

শ্রীহংসধ্বজ দেওয়ান :— স্যার, আমি আগেই বলেছি যেহেতু কেন্দ্র থেকে টাকা পাওয়া যাচ্ছে না, সেহেতু রাজ্য সরকারের তহবিল থেকে অর্থ সংগ্রহ এর ব্যবস্থা চলছে। কাজেই টাকা পাওয়া গেলে বাকী কাজগুলিও করা হবে।

শ্রীতাপস দে :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, ইহা কি সত্য যে কাকড়াবনে এই ওয়াটার সাপ্লাই স্কীমের কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরেও এই স্কীমে অন্যত্র আর একটি কাজ ধরা হয়েছে?

শ্রীহংসধ্বজ দেওয়ান :— স্যার, এই রকম কোন তথ্য আমার কাছে নাই।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এইটা কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত ছিল। কাজেই এক সঙ্গে সবগুলি কাজ করা সম্ভব হয় নাই। তবে যেখানে যেখানে সম্ভব হয়েছে সেখানে আরম্ভ করা হয়েছে আবার কোন কোন শেষ করা সম্ভব হয় নাই। এই রকম কাকড়াবনে এই কাজটা এখনও শেষ হয় নাই। তবে আশা করা যাচ্ছে যে এই আর্থিক বৎসরেই এইটা শেষ করা যাবে।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, শুধু কাকড়াবনেই নয় এই রকম অনেক জায়গা আছে। এইখানে আর কি কি কাজ বাকী আছে? কত টাকার প্রয়োজন সেইটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলতে পারছেন না।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, হঠাৎ করে কেন্দ্রীয় সরকারের টাকাটা বন্ধ হয়ে যাওয়াতে, কেন্দ্রীয় সরকার এই টকাটা বরাদ্দ করেছিলেন এবং সেই টাকাটা দিয়ে কাজ আরম্ভ করতে করতেই বন্ধ হয়ে গেল তখন আমাদের উপরে আমাদের প্রশাসনের উপরে এইটার চাপ পড়লো। এখন আমাদেরকে অর্থ বরাদ্দ করে এই কাজগুলি করতে হবে যেখানে যেখানে কাজ পড়ে আছে কমপ্লিট করা যায় নি। এই অর্থ কোথা থেকে আসবে না আসবে এইটা আমরা বিবেচনা করে দেখবো।

শ্রীতাপস দে :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি যে কেন্দ্রীয় সরকার রোরেল ওয়াটার সাপ্লাইর স্কীমের টাকাটা যে বন্ধ করে দিলেন বা করিয়ে দিলেন তখন উনারা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে কোন আবেদন করেছিলেন কি না?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত তার কোন জবাব পাওয়া যায় নি।

ডাঃ বিনোদ বিহারী দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কবে করা হয়েছিল এইটা জানতে দেবেন কি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যখন এইটা বন্ধ করা হয়েছিল তখনই কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছিল যে এই প্রকল্পটা আবার চালু করা প্রয়োজন বিশেষ করে ত্রিপুরা রাজ্যের ক্ষেত্রে। আমি পরিষ্কার করে বলতে পারি যে এইটাকে চালু করার জন্য বলা হয়েছিল কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কোন সঠিক নির্দেশ আমরা পাই নি।

ডাঃ বিনোদ বিহারী দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেইটা কবে? তারিখটা কবে?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই ১৯৭৪-৭৫ সালেই এই বাকী কাজ গুলি করার কথা ছিল। এর মধ্যে এইটা বন্ধ হয়ে যায়। বন্ধ করে দেওয়ার ফলে এই যে পাম্প বসান কিংবা পাম্প লাগানো সেই কাজগুলি আমরা করতে পারি নি। তারপর থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের সংগে এইটা যোগাযোগ করা হয়েছে কিন্তু এখন পর্য্যন্ত সেই টাকাটা কোন ফাণ্ড থেকে খরচ হবে সেইটার কোন সঠিক নির্দ্দেশ আমরা তাদের কাছ থেকে না পাওয়াতে এখন আমরা চেষ্টা করছি যে আমাদের বরাদ্দ থেকে আমাদের যে টাকাটা আছে তার মধ্যে থেকে কোন ব্যবস্থা করা যায় কি না।

ডাঃ বিনোদ বিহারী দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রশ্ন এইটা নয়, প্রশ্নটা ছিল যে কবে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল সেই তারিখটা জানতে চেয়েছিলাম। আর দুই নং হচ্ছে যদি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়ে থাকে, উনারা যদি কোন উত্তর না পেয়ে থাকেন তাহলে রিমাইণ্ডার দেওয়া হয়েছিল কি না?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি যেটুকু বলেছি সেইটাই আমার বক্তব্য যে যোগাযোগ রক্ষা করা হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের সংগে কিন্তু এখন পর্য্যন্ত কোন নির্দেশ পাওয়া যায় নি। এইটা কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্প এইটা শুধু এখানে নয় সারা ভারতবর্ষেই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

ডাঃ বিনোদ বিহারী দাস :— স্যার, এই ব্যাপারে আমি আপনার দৃষ্টী আকর্ষণ করছি স্যার আমরা জানতে চেয়েছিলাম যে কবে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টী আকর্ষণ করা হয়েছিল সেই উত্তরটা পাই নি স্যার।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এইটা কোন সন থেকে আরম্ভ হয়েছে সেইটার ঠিক তথ্য আমার কাছে নেই। তবে দুই বৎসর আগেই এইটা বন্ধ করা হয়েছে এইটুকু বলতে পারি।

শ্রীতাপস দে :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে যখন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে তখনই কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টী আকর্ষণ করা হয়েছে অথচ এখনও কোন জবাব পান নি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যখন দিল্লীতে ছিলেন তখন সেখানে কোন যোগাযোগ বা আলোচনা করেছিলেন কি না?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিভিন্ন সময়ে যোগাযোগ করা হয়েছে।

শ্রীতাপস দে :— স্যার, বিভিন্ন সময়ে যদি যোগাযোগ করে থাকেন তাহলে তারা নিশ্চয়ই জবাব দিয়েছে উনাকে মৌখিক? সেইটা আমরা জানতে পারি কি না?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্কে মাননীয় সদস্যদের জানা আছে যে ভারতবর্ষের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে। কাজেই কি জবাব হতে পারে এই সম্পর্কে এইটা তারা নিশ্চয়ই আন্দাজ করে নিতে পারেন।

শ্রীতাপস দে :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, রোরেল ওয়াটার সাপ্লাই স্কীম সম্পর্কে উনি বললেন আর্থিক দুরাবস্থা। ১৯৭৪-৭৫ সালে পেট্রোল কনজামশন বাড়লো ৫ থেকে ৬ লক্ষ টাকা সরকারী গাড়ীগুলির জন্য। সরকার এইটুকু দেখলেন না। দেখলেন শুধু ওয়াটার সাপ্লাই স্কীমের টাকা সেখানে ভারতের আর্থিক দুরাবস্থার কথা আসে। আর—

মিঃ ডেঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য এই প্রসংগে এইটা আসে না।

শ্রীতাপস দে :— এইটার সংগে কমপারিজন করছি স্যার, কারণ কেন্দ্রীয় সরকার বলছেন যে টাকা নাই আর্থিক দুরাবস্থা। ভেরি গুড। টাকার অভাবে রোরেল ওয়াটার সাপ্লাই স্কীমের টাকা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে কারণ কেন্দ্রীয় সরকারের টাকার অভাব। কেন্দ্রীয় সরকার তাও বলেছেন যে লেস পেট্রোল তাতেও দেখা যাচ্ছে প্রতি বৎসর ৫ থেকে ৬ লক্ষ টাকা খরচ হচ্ছে শুধু সরকারী গাড়ীতে। তখন আর্থিক অবস্থার কথা আসে না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই প্রসংগে এই প্রশ্ন আসে না আর এই হাউসেই বোধ হয় এই সেশনে পেট্রোল কনজামশন সম্পর্কে কথা উঠেছিল এবং তখন উত্তরও দেওয়া হয়েছিল।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :— শ্রীরাধারমণ নাথ।

শ্রীরাধারমন নাথ :— মাননীয় স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৩৭৫, (পি, ডবলিউ ডিপার্টমেন্ট)।

শ্রীহংসধ্বজ দেওয়ান :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং ৩৭৫।

প্রশ্ন

১) ধর্মনগরের অন্তর্গত নয়াবাজার হইতে কালাছড়া এবং কামেশ্বর গ্রাম হইতে কালাছড়া পর্য্যন্ত রাস্তা দুটির কাজ পি, ডবলিউ, ডি কর্তৃক কবে আরম্ভ হইয়াছে ?

২) ঐ দুটির কাজ শেষ হইয়াছে কি ?

৩) যদি শেষ না হইয়া থাকে তাহলে তাহার কারণ কি ?

উত্তর

১) ১৯৭৩ইং সনের নবেম্বর মাসে।

২) না।

৩) রাস্তার জন্য জমি অধিগ্রহণের কাজ শেষ না হওয়ায় রাস্তা দুটির কাজ শেষ করা যাইতেছে না।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মহাশয় জানাবেন কি যে এই যে রাস্তা তার কতটুকু কাজ শেষ হয়েছে এবং আর কতটুকু কাজ বাকী আছে ?

শ্রীহংসধ্বজ দেওয়ান : — মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি যে এই রাস্তা দুটোর কাজ শেষ হয় নাই কাজ আরম্ভ হয়েছে।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি সাপ্লিমেন্টারী প্রশ্ন করেছিলাম যে কতটুকু কাজ শেষ হয়েছে এবং কি পরিমাণ বরাদ্দ ছিল এবং রাস্তার ডিসটেন্স কত, কতটুকু তার মধ্যে শেষ হয়েছে আর কতটুকু শেষ হয় নি ?

শ্রীহংসধ্বজ দেওয়ান :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বরাদ্দ কত টাকা ছিল সেইটা আমার কাছে নেই। তবে এই রাস্তাটার কাজ আরম্ভ করা হয়েছে এখনও শেষ হয় নাই।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :— স্যার, এই রাস্তার প্রায় ৪ ফার্লং জায়গা ৪/৫ জন জোতদারদের পরেছে। ওরা টাকা না পাওয়াতে রাস্তার যে অংশ সেইটা ওরা গভর্ণমেন্টকে ছেড়ে দিচ্ছে না সেইজন্য কাজটা আটকিয়ে আছে। ১৯৭৩ সনে গভর্ণমেন্ট কাজটা হাতে নিয়েছিল কিন্তু অন্ত পর্যান্ত ওদের টাকা না দেওয়ার কারণ কি ?

শ্রীহংসধ্বজ দেওয়ান :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই রাস্তায় যাদের জমি পরেছে তাদের নামে জেলা শাসক অধিগ্রহণ আইনের ৪নং ধারা অনুযায়ী নোটিশ জারি করেন। নোটিশ জারি করে পরবর্তী কার্যাবিবরণী ক্ষতিপূরণ প্রদানত: ঘোষণা জারিতে এওয়ার্ড এবং দখল নেওয়ার থেকে বাতিল হয়েছে।

শ্রীবিনয় ভূষণ ব্যানার্জী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই রাস্তার মধ্যে যে সমস্ত জায়গা জমি রয়েছে সেইটার অ্যাকুইজিশন না করেই কি কাজ আরম্ভ করা হয়েছিল ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে কোন রাস্তার কাজ পি. ডবলিউ, ডি. দ্বারা আরম্ভ হওয়ার আগে যে আগ্রহটা পাবলিকের কাছ থেকে দেখা যায় বা মাননীয় সদস্যদের কাছ থেকে দেখা যায় তাতে পি, ডবলিউ অনেক সময় কাজ আরম্ভ করে। কিন্তু যখন অ্যাকুাইজিশনের টাকা দেওবার প্রশ্ন উঠে তখন দেখা যায় বিভিন্ন জায়গা থেকে আপত্তি তুলা হয়। এই ক্ষেত্রেও ঠিক একই অবস্থা হয়েছিল। যাহাই হোক কাজটা আরম্ভ করা হয়েছে যখন সেখানে ৩২০ জনের মধ্যে ১০/১২ জন আপত্তি তুলেছেন যার ফলে তাদেরকে অ্যাকুাইজিশনের টাকা দেওয়া সম্ভব হয় নি। এখন অ্যাকুাইজিশনের প্রশ্ন উঠে না কারণ ৪নং ধারাতে যেখানে নোটিশ পর্য্যন্ত দেওয়া হয়ে গেছে।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই যে ল্যাণ্ড এ্যাকুজিশান যে টাকা সে টাকা কতদিনএ খরচ হবে। এই এলাকার লোক কতদিনের মধ্যে এই রাস্তায় চলাফেরা করতে পারবে।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এ্যাকুজিশানের একটা প্রসেস এর মধ্যে থাকে, যেটা তখন একটা নিয়ম অনুযায়ী চলে যে কদিন, নিয়ম অনুযায়ী চলে, ততদিন একটা নিয়ম রক্ষা করতে হবে। ৪নং নোটিশ পর্য্যন্ত দেওয়া হয়েছে, এ পর্যান্ত আমরা বলতে পারি।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, যে কাজটা ১৯৭২ এ আরম্ভ করা হয়েছে, নিয়ম কানুন আছে যে সেটা আমি জানি সেটা ৪নং নোটিশ দিয়েছে বাকি কাজটুকু কতদিন সময় লাগবে স্যার। আরও কি ২/৩ বছর বা ২/৩ মাস লাগতে পারে বা দিস ফাইনেনসিয়াল ইয়ার এ শেষ হতে পারে এই রকম কোন সম্ভাবনা আছে কি না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— যদি আপত্তি টাপত্তি না উঠত তাহলে হয়ত এটা কবেই শেষ হয়ে যেত। যেহেতু কোন কোন পার্টি থেকে আপত্তি উঠেছে, হিয়ারিং দিতে হবে কর্মচারীদের নানা রকম দিক রয়েছে, এটা কতদিন লাগবে আমাদের বক্তব্যের মধ্যে রাখতে পারছি না।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি যে কত দিনের মধ্যে ওদের হাতে আপনারা টাকাটা পৌছে দিতে পারবেন। যে কমপেনসেশান ওরা পাবে আজ পর্য্যন্ত তারা সেটা পাচ্ছে না।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, অবজেকশানটাও মাননীয় সদস্যরা না তুললে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমরা দিয়ে দিতে পারি।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :— আশ্চর্য্য ব্যাপার, আমার প্রশ্নের জবাব পাইনি স্যার আমি বলছি যে ওরা টাকা না পাওয়াতে অবজেকসান দিচ্ছে এই টাকাটা ওরা কতদিনে পাবে টাকা পেলে ওরা অবজেকসান দেবে না।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা যে কথা বলেছি সে কথার মধ্যে থাকতে চাই, তাই আপত্তিটা যখন উঠেছে তখন তার হিয়ারিং দিতেই হবে এবং নিয়ম অনুসারে তাকেই হিয়ারিং দিতে হবে। যারা আপত্তি করেছে এবং হিয়ারিংএ প্রত্যেকটা কেস চলে পরেই তখন বলা যায় যে ওটা করে কতটা টাকা তারা পাবে, টাকা দিয়ে দেওয়া সম্ভব কিনা আবার তার মধ্যেও গোলমাল লাগতে পারে। টাকার পরিমাণের উপরে, সেখানে আবার অবজেকশান হতে পারে যে টাকা নেব না, নানা দিক রয়েছে, আইনকানুনের দিক। কাজেই ডিটেল্‌সের মধ্যে আমি যেতে চাইছি না তবে আপত্তি যদি না উঠত তাহলে হয়ত বা কাজটা হয়ে যেতে পারত।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— শ্রীনরেশ চন্দ্র রায়। কোশ্চেন নং ৪২৪।

শ্রীনরেশ চন্দ্র রায় :— কোশ্চেন নং ৪২৪।

শ্রীমতী বাসনা চক্রবর্ত্তী :— কোশ্চেন নং ৪২৪।

প্রশ্ন

১) সরকার কি অবগত আছেন কি যে ত্রিপুরায় দিনের পর দিন ভিক্ষুকের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে ?

২) যদি অবগত থাকেন তবে এই ভিক্ষাবৃত্তি নিরোধের জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন ?

উত্তর

১) আমাদের জানা নাই।

২) প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীনরেশ চন্দ্র রায় :— আদমের জন্য আদমসুমারী, ভিক্ষুকরা কি আদম নয় ? তাদের আদমসুমারী না হওয়ার কারণ কি ?

শ্রীমতী বাসনা চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি বলেছি যে আলাদা ভাবে ভিক্ষুকদের আদমসুমারি হয়নি তবে ভিক্ষুক এবং ভবঘুরে এদের এক সংগে একটা আদমসুমারি হয়েছে তার কোন আলাদা করে হিসাব দেওয়া সম্ভবপর নয় সেইজন্যই ভিক্ষুক বলেছিলাম। তবে ভবঘুরে এবং ভিক্ষুকের সংখ্যা যদি আলাদা জানতে চান তাহলে আলাদা প্রশ্ন করতে হবে।

শ্রীনরেশ চন্দ্র রায় :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আমি বুঝতে পারলাম না ভবঘুরে আর ভিক্ষুকের বেশকমটা। ভবঘুরে আর ভিক্ষুক, ভিক্ষুক মানে কি সবাই ভবঘুরে ?

শ্রীমতী বাসনা চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় সেইজন্যই এই দুটি এক সংগে আদমসুমারিতে হিসাব হয়েছে বলে আমি আলাদা ভিক্ষুকদের হিবাব দিতে পারিনি। দুটি এক নয় উনি যেটা প্রশ্ন করেছেন সেটা আমার বক্তব্যে পরিষ্কার আছে।

শ্রীতাপস দে :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ভবঘুরে এবং ভিক্ষুকের সংখ্যা কত ?

শ্রীমতী বাসনা চক্রবর্ত্তী :— ১৯৭১ সনের আদমসুমারী অনুযায়ী ৩,৬১৭ জন, সবশুদ্ধ ভবঘুরে ও ভিক্ষুকের সংখ্যা।

শ্রীনরেশ চন্দ্র রায় :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়া জানাবেন কি এর মধ্যে ভবঘুরে কয়জন এবং ভিক্ষুক কয়জন ?

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়া জানাবেন কি এই যে ত্রিপুরা রাজ্যে কতকগুলি পরিকল্পনা আছে যার মধ্যে যাদের পরিবারে কেহ দেখার নাই তাদের কিছু সংখ্যক সরকার ব্যবস্থা নিচ্ছে। যারা ফিসিক্যালি আনফিট কারও হাত নেই পা নেই এমন কি যারা ভিক্ষাবৃত্তি করে সরকার থেকে তাদের জন্য কি কোন ব্যবস্থা আছে কি না ?

শ্রীমতী বাসনা চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে আমাদের একটা আদমসুমারী আছে। এই ধরণের যারা ভিক্ষুক তাদের জন্য একটি পরিকল্পনা করা যায় কিনা সেই সম্পর্কে সরকার বিবেচনা করছেন।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আজ যারা আশায় আছে, হাত পা নেই যে লোকটার তার দায়িত্ব কে বহন করবে স্যার। যতদিন সরকারী পরিকল্পনা আরম্ভ না না হবে ততদিন পর্য্যন্ত এদের দায়িত্ব কে নেবে ?

শ্রীমতী বাসনা চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এটা ভিক্ষুকদের প্রশ্ন না, না হ্যাণ্ডি ক্যাপট দের প্রশ্ন ? আলাদা করে বললে ভাল হয়।

শ্রীনরেশ চন্দ্র রায় :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়া জানাবেন কি অনেক আনএমপ্লয়েড আছে আছে যারা অনেকদিন যাবত চাকরী না পাওয়ার জন্য বাড়ী থেকে বলে ও ভবঘুরের দল বাড়ী থেকে বেরিয়েছে, এরাও কি এই তিন হাজারের মধ্যে আছে ?

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— এ প্রশ্ন আসে না।

শ্রীতাপস দে :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয়া মন্ত্রী মহোদয়া জানাবেন কি ভিক্ষুক এবং ভবঘুরেদের মধ্যে ফারাকটা কি ?

শ্রীমতী বাসনা চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ভিক্ষুক হচ্ছে তারাই যারা— ভিক্ষুকের তিনটি সংজ্ঞা আছে (১) কেউ হয়ত শরীরের কোন ক্ষত অংশ দেখিয়ে কোন একটা দেখিয়ে ভিক্ষা করে এবং ঘুরে ঘুরে বেড়ায় এবং কেউ হয়ত শিশুদের নিয়ে বিভিন্ন স্থানে দাঁড় করিয়ে তার মাধ্যমে মানুষের দয়ার উদ্রেক করে ভিক্ষা করে জীবন কাটায় অথবা মানুষের বাড়ী ঘুরে ঘুরে মানুষের দয়ার উপর ভিক্ষা করে কাটায়। এই কোল ভিক্ষুকের পেশা আর যারা নাকি ভবঘুরে তারা হয়ত কোন কারণে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ে, তাদের বাড়ীতে স্থান আছে কিন্তু সেখানে হয়ত যেতে পারে না তারাই ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, অনেক সময় তাদেরই বলা হয় ভবঘুরে।

ডাঃ বিনোদ বিহারী দাস :— মাননীয়া সদস্য ভিক্ষুক সম্বন্ধে অনেক কিছু বললেন। যারা কপালে টিপ, বুকে টিপ দিযে হরে কৃষ্ণ হরে রাম করে বেড়ান তারা কি ভিক্ষুকের পর্য্যায়ে পড়েন ?

শ্রীমতী বাসনা চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এটা একটা ধর্ম্মগত প্রশ্ন।

ডাঃ বিনোদ বিহারী দাস :— স্যার ধর্মীয় প্রশ্ন হতে পারে, তারা ভিক্ষুক পর্য্যায়ে পড়ে কি পড়ে না এই কথা জানতে চাইছি।

শ্রীমতী বাসনা চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এটা হচ্ছে সমস্ত বৈষ্ণব ধর্ম্মের একটা নিয়ম। কৃষ্ণদাসবাবু থাকলে বিশেষভাবে বলতে পারতেন. তা মাননীয় সদস্য জানেন যে (হাসির রোল) যেহেতু তিনিও হিন্দু ধর্ম্ম জানেন যে এই ধরণের বৈষ্ণবদের ভিক্ষা করে খেতে হয়।

ডাঃ বিনোদ বিহারী দাস :— ভিক্ষুক পর্য্যায়ে পড়ে কি না সে কথাটাই জানতে চাইছি।

শ্রীমতী বাসনা চক্রবর্ত্তী :— তারা ভিক্ষুক হিসাবে পড়ে না।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :— মাননীয়া সদস্যা জানেন কি যে যারা ফিসিক্যালি আনফিট তাদের জন্য সরকার পরিকল্পনা নিচ্ছেন, সেই পরিকল্পনা সরকার কতদিনের মধ্যে সরকার হাতে নেবেন এর কাজ কবে নাগাদ আরম্ভ হবে।

শ্রীমতী বাসনা চক্রবর্ত্তী :— যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চেষ্টা করা হচ্ছে, সেটা আমি ডেফি-নিট বলতে পারি না।

শ্রীনরেশ চন্দ্র রায় :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়া কি বলতে চান যে যারা নাকি ভিক্ষুক অর্থাৎ বৈষ্ণব, তাদের খবর একমাত্র কৃষ্ণদাসবাবুই ভাল ভাবে জানেন, আর কোন মন্ত্রী তাদের খবর রাখেন না ?

মিঃ ডেঃ স্পীকার :— এই প্রশ্ন আসে না।

শ্রীমতী বাসনা চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় ডিপুটি স্পীকার মহোদয়, আমি বলছি যাঁরা এখানে সদস্যরা আছেন, বেশীরভাগই হয়তো জানেন এবং আমি জানিনা বলছি না, আমি জানি বলছি, তা না হলে আমি উত্তর দিলাম কি করে ? তাহলেও তিনি বৈষ্ণব'এর সংজ্ঞাগুলি হয়তো ব্যাখ্যা করে বলতে পারতেন।

শ্রীনরেশ চন্দ্র রায় : — মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়া অবগত আছেন কি এই বছর বাংলাদেশ থেকে হাজার হাজার ভিক্ষুক-এর আগমণ এই ত্রিপুরায় হয়েছে ?

শ্রীমতী বাসনা চক্রবর্তী :— যারা বাংলাদেশ থেকে বিশেষ কারণে এসেছে আশ্রয় নেবার জন্য তাদেরকে ভিক্ষুকের পর্যায়ে ফেলা উচিত নয়।

শ্রীনরেশ চন্দ্র রায় :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তারা আশ্রয়প্রার্থী হয়ে আসেনি। প্রত্যেক বাড়ীতে বাড়ীতে প্রতিদিন দেখা যায় দ্বারে দ্বারে ভিক্ষুক ঘুরে বেড়াচ্ছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়া বলতে পারেন কি তারা কোন আশ্রয় শিবিরে আছে কি না ?

শ্রীমতী বাসনা চক্রবর্তী :— আমার মনে হয় এটা আলাদা প্রশ্ন, এটা ভিক্ষুকের সংগে জড়িত নয়।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :— শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস।

Shri Jitendra Lal Das :— Starred Question No. 344.

শ্রীহংসধ্বজ দেওয়ান :— ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং ৩৪৪, স্যার।

প্রশ্ন

১) দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনীয়া বগাফা রোড থেকে চিত্তামারা হয়ে যে রাস্তা বীরচন্দ্র বাজার পর্যন্ত গেছে সেই রাস্তা মেরামত করা এবং মটরগাড়ী চলাচলের উপযোগী করার পরিকল্পনা ত্রিপুরা সরকারের আছে কি না, এবং

২) থাকলে তা কবে পর্যন্ত কার্যকরি হবে ?

উত্তর

১) হ্যাঁ।

২) উক্ত রাস্তাটির কাজ চলিতেছে।

শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস :— রাস্তাটি কবে আরম্ভ হইয়াছে মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীহংসধ্বজ দেওয়ান :— রাস্তাটির কাজ ১৯৭২ সালে ডিসেম্বর মাস হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলতে পারেন এই আর্থিক বৎসরে এটার কাজ শেষ করা সম্ভবপর হবে ?

শ্রীহংসধ্বজ দেওয়ান :— এই বছর কাজ শেষ হবে কি ঠিক ঠিক বলতে পারছিনা তবে কাজ চলিতেছে।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ঐ রাস্তার দূরত্ব এবং এষ্টিমেট কষ্ট কত ?

শ্রীহংসধ্বজ দেওয়ান :— এই রাস্তাটি দুই অংশে ভাগ করা আছে। এটার এষ্টিমেট হল ৭৫ হাজার টাকা এবং দূরত্ব হল ৮.৫৭ মাইল।

শ্রীঅনন্তহরি জমাতিয়া :— ১৯৭২ সনে আরম্ভ হওয়ার পর ১৯৭৫ সন পর্যন্ত বিলম্ব হওয়ার কারণ কি ?

শ্রীহংসধ্বজ দেওয়ান :— মাননীয় ডিপুটি স্পীকার মহোদয়, একটা রাস্তার কাজ আরম্ভ হলে এটা স্বাভাবিক ভাবেই দেরী হয়। প্রথমে রাস্তার সার্ভে হয়, আর্থ কাটিং হয়, তারপর এষ্টিমেট হয়, এবং সেই অনুসারে টেণ্ডার হয়, এইভাবে কতকগুলি প্রসেস আছে যার জন্য স্বাভাবিক কারণেই দেরী হয়। এক দুই বছরের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে শেষ করা সম্ভব নয়। রাস্তার কাজ চলছে, এবং কাজ হচ্ছে।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :—শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস।

Shri Jitendra Lal Das :— Starred question number 419, Sir,

শ্রীহংসধ্বজ দেওয়ান :— ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং ৪১৯, স্যার,

প্রশ্ন

১) বতমান আথিক বৎসরে বিলোনীয়া শহরে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা, পানীয় জল সরবরাহ করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২) থাকিলে তা কবে থেকে চালু হবে, এবং

৩) না থাকিলে তার কারণ ?

উত্তর

১) বর্তমান আর্থিক বৎসরে এমন কোন পরিকল্পনা নাই।

২) উপরোক্ত ১ নং উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন আসে না।

৩) অর্থের অপর্য্যাপ্ততার কারণে।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় ঐ মহকুমাতে পানীয় জল সরবরাহ-এর একটা সুষ্ঠু ব্যবস্থা হউক এটা উনি মনে করেন কি না এবং সেখানে জল সরবরাহের প্রয়োজনীয়তা যে আছে, সেটা মাননীয় মন্ত্রী উপলব্ধি করেন কি না ?

শ্রীহংসধ্বজ দেওয়ান :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই প্রশ্নের উত্তরে আমি বলেছি স্যার, বর্তমান আথিক বৎসরে এমন কোন পরিকল্পনা নাই। চতুর্থ পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনায় পানীয় জল সরবরাহের দুইটি পরিকল্পনা আছে, একটি হচ্ছে ধর্মনগরে এবং দ্বিতীয় হচ্ছে উদয়পুরে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— স্যার, আপনার দৃষ্টিতে একটা জিনিষ আনতে চাই। গত কালকে আমরা যখন বিধানসভা থেকে যাচ্ছিলাম সন্ধ্যা নাগাদ তখন ডঃ বি, দাসের বাড়ীর পাশে একটা ছেলে আমাদের দেখে দাঁড় করালো এবং বলল যে ঔষধ নিয়ে যাওয়া হচ্ছে উদয়পুরে পালা টানা ডিস্‌পেনসারীতে। আমরা দেখে বিস্মিত হলাম যে এই সমস্ত ঔষধ সেনট্রাল ষ্টোর থেকে নিয়ে যাচ্ছে। আমরা সেই ঔষধগুলি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পৌছে দিয়েছি এবং মুখ্যমন্ত্রী আমাদের সামনেই ডঃ রমণকে দেখিয়েছেন এবং দেখিয়ে তাঁকে ঔষধগুলি সমঝে দিয়েছেন এবং মুখ্যমন্ত্রীকে দেখিয়েছিল কি জাতীয় জিনিষপত্র দেওয়া হচ্ছে বিভিন্ন ডিসপেনসারীতে। কালকে আমরা দেখলাম তুলো, ব্যাণ্ডেজ ইত্যাদি যা নেওয়া হচ্ছে এইগুলি যদি ঘা' এর কাছাকাছি দেয় তাহলে সংগে সংগে টিটেনাস বা সেপটিক হয়ে যাবে। এই অবস্থা সম্পর্কে আমরা একটা বিবৃতি

চাই। মুখ্যমন্ত্রী কালকে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বলেছেন আমাদের সামনে, কি কি হয়েছে এবং কি কি তিনি দেখেছেন এবং সেন্ট্রাল ষ্টোর এ যে ব্যবস্থা এবং সেই সম্পর্কে কি কি অ্যাকশান নেওয়া হয়েছে সেই সম্পর্কে আমরা ষ্টেটমেনট চাই।

ডঃ **বিনোদ বিহারী দাস** :— স্যার, মাননীয় সদস্য কালীবাবু যে কথাগুলি আপনার সামনে তুলে ধরলেন সেগুলি আমিও আনছি এবং সেগুলি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সামনে আমি তুলে ধরছি। যে বাক্সে করে ঔষধগুলি নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল সেটা খোলা অবস্থায়। তার মধ্যে কতগুলি শিশি ছিল। আমি নিজেকে ডাক্তার বলে মনে করি না, তবুও একটু নাড়াচাড়া করি। সেই অভিজ্ঞতা থেকেই দেখলাম শিশিগুলিতে উঁই এর মাটি এবং কাদা বালি পড়ে আছে। লেভেল নাই। একটা ঔষধ আছে, সেটা কি ঔষধ, কোথায় যাচ্ছে এসব লেখা আছে সবকিছু। একটা ইনজেকশানের শিশি দেখলাম লেভেল নাই। ভিতরে ক্লড হয়ে আছে। ভিটামিন এ. বি, টেবলেট ইউনিসেফ থেকে যেগুলি দিয়েছে সেগুলি খোলা পড়ে আছে। তাছাড়া যে জিনিষ দিয়ে সাধারণতঃ কাটা ঘা ইত্যাদি পরিষ্কার করা হয় তার চেহারা কার সংগে তুলনা দেব বুঝতে পারছি না। রাস্তায় যে ছেঁড়া ন্যাকড়া আছে তার সংগে তুলনা যদি দিই তাহলে তাকেও অপমান করা হয়। গজ যেটা দিয়ে ব্যাণ্ডেজ করা হয় তার তুলনা চলে না, অতুলনীয় সর্ব ব্যাপারে। এবং যে ইনজেকশানের ভাইল দেখলাম ক্লড করে আছে সেটা যদি দেওয়া হয় তাহলে এই যে বলে বড়লোক বানানো, পায়ে হেঁটে যাবে না, বল হরি হরিবোল বলতে হবে তাই হবে। সেন্ট্রাল স্টোরে যে স্টোর কীপার থাকবেন তার কতগুলি রিকুইজিট কোয়ালিফিকেশান থাকতে হবে, তাকে জানতে হবে কি করে জিনিষগুলি রাখতে হবে। কিন্তু কালকে যে নমুনা দেখলাম তাতে মনে হয় কোন্ পর্যায়ে এটা পৌঁচেছে। এখানে যখন শুনেছি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বড় বড় কথা বলেন এই করেছেন সেই করেছেন, কিন্তু এই যে নমুনা কালকে দেখলাম তাতে আমার সাজেশান হচ্ছে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নিজেও এইগুলি দেখে ভীষণভাবে উদবিগ্ন হয়েছে যে কি করে এটা হয়, আরও জানতে চাই সেন্ট্রাল স্টোরে কে এই সমস্ত ঔষধ রাখে এবং সেইগুলি রেগুলার ভিজিট হয় কিনা. স্টক ভেরিফিকেশান হয় কিনা। এর একটা পূর্ণ তদন্ত চাই। পত্রপত্রিকায় দেখি ডেট একস্‌পায়ার করেছে, কাজেই ঔষধ নষ্ট করা হয়েছে. কিন্তু লোকমুখে শুনি যে সেগুলি রেখে দেওয়া হয়। যা চলছে সেই আবহমান কাল ধরে চলবে। তাতে আমাদের উজ্জ্বল স্বাস্থ্যের অধিকারী না করে বড়লোক বানাবার ব্যবস্থা করবেন। কাজেই স্টোর কীপার যিনি হবেন তার রিকুইজিট কোয়ালিফিকেশান থাকতে হবে এবং তার পূর্ণ তদন্ত হোক এবং বিধান সভার মাননীয় সদস্যদের নিয়ে একটা কমিটি সেখানে করা হোক। আমাদের স্যার, এইভাবে আস্তে আস্তে মৃত্যুপথযাত্রী করবেন না। এই সম্বন্ধে আমি মাননীয় মন্ত্রীর কাছ থেকে কালকের ঘটনা সম্বন্ধে এই মুহূর্তে একটা ষ্টেটমেনট দাবী করছি।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য ডঃ দাস এবং মিঃ ব্যানার্জী যে কথা বলেছেন যে আমার সামনে ওঁরা নিয়ে এসেছিলেন এই আমিও দেখেছি এবং আমি লে ম্যান হিসাবে কিছু বলতে পারি না কোন্ ঔষধের কি অবস্থা।

যদিও লে-ম্যান হিসাবে আমার মনের মধ্যে এটা লেগেছে, তবুও এই অবস্থায় কোন লে-ম্যানের পক্ষে মতামত দেওয়াটা কঠিন আর সেজন্য ডাঃ রমণকে নিয়ে করা হয়েছে এবং তার কাছে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে এই সম্পর্কে কোন ইমিডিয়েট একশন নেওয়া যায় কিনা এবং কিভাবে এগুলি হল বিশেষভাবে একটা তদন্ত করা দরকার এবং দরকার হলে তার চার্জ্জে যারা আছে তাদের সম্পর্কেও বিশেষভাবে অনুসন্ধান করা দরকার, কারণ হঠাৎ করে কিছু করে ফেলাটা ঠিক হবে না। কারণ সেন্ট্রাল ষ্টোর আগে যে জায়গায় ছিল, সেই জায়গা থেকে আর এক জায়গায় নেওয়া হয়েছে এবং তার ফলে হয়তো কোথাও কোন কিছু গোলমাল হয়ে থাকতে পারে, এটা ঠিক এখনই বলা কঠিন। অথচ বিশেষ করে আমি গজটা যা দেখেছি তাতে আমারও মনে হয়েছে লে-ম্যান হিসাবে যে এগুলি কোন ডিস্পেনসারীতে সত্যি সত্যি যাচ্ছিল না অন্য কোথাও যাচ্ছিল যদিও তারই মধ্যে সীল-টিল দেওয়া ছিল। সেজন্য ডাঃ রমণ, ডাইরেক্টার যিনি তাকেও মাননীয় সদস্যদের সামনে আনা হয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে কি ব্যবস্থা নেওয়া যায় তার কথা বলা হয়েছে। কাজেই সেই অনুসারে আশা করা যাচ্ছে যে তিনি একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এবং তারপরের অবস্থাটা আমরা হাউসের সামনে রাখতে পারব।

ডাঃ **বিনোদ বিহারী দাস** :— স্যার, সেই সমস্ত ঔষধগুলিতে কোন লেভেল ছিল না এটা আমি বলেছি, তবু আবার আমি সেটা মনে করিয়ে দিচ্ছি। আর যে ছেলেটি সেই জিনিষগুলি নিয়ে যাচ্ছিল, সে একজন ক্যারিয়ার মাত্র। কাজেই যখন তদন্ত করছেন তখন হয়তো যা একটা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হতে পারে। তাই আমি এখানে একটু বলে রাখছি যে ছেলেটি ঔষধগুলি নিয়ে যাচ্ছিল, সে একজন ক্যারিয়ার মাত্র তার কোন দোষ নেই, কাজেই তার সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যেন বিবেচনা করেন।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী :— স্যার, আমরা একটা বিবৃতি চেয়েছিলাম এই জন্য যে সেন্ট্রাল ষ্টোরের অবস্থাটা কি? এবং এই সেন্ট্রাল ষ্টোর থেকে এই ঔষধগুলি এসেছে সেগুলিতে ডেট এবং টাইমও নাকি দেওয়া ছিল এবং সেন্ট্রাল থেকে যখন নিয়ে যাচ্ছিল উদয়পুরে তখন ডাঃ দাসের বাড়ীর সামনে ছেলেরা ধরেছে। আর আমরা তখন সেই দিক দিয়ে যাচ্ছিলাম, পথেই ছেলেরা আমাদের গাড়ী থামিয়ে আমাদের হাতে দিয়েছে। কাজেই যে ছেলেটা নিয়ে যাচ্ছিল, সে সম্পূর্ণ নির্দোষ তাতে কোন সন্দেহ নাই এবং আমরা এই কথা কালকেও মুখ্যমন্ত্রীকে বলেছি এবং মুখ্যমন্ত্রীও ডাঃ রমণকে সেই কথা বলে দিয়েছেন। আমরা বিবৃতিটা দাবী করেছিলাম ঐ জিনিষগুলির জন্য নয়, আমরা সেনট্রাল ষ্টোরের অবস্থাটা কি, সেটাই জানতে চেয়েছিলাম। সেনট্রাল ষ্টোরের যদি এই অবস্থাটা হয়, তাহলে আজকে শুধু পালাটানাতে নয় প্রত্যেক জায়গাতেই সেন্ট্রাল ষ্টোর থেকে ঔষধ যাচ্ছে। কাজেই সেদিকে যাতে লক্ষ্য রাখা হয়, সে জন্যই আমরা বিবৃতিটা দাবী করেছিলাম।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— স্যার, সমস্ত অবস্থাটা সম্পর্কেই আমি আগে বলেছি। কারণ সেনট্রাল ষ্টোর থেকে মালটা আসছে, কাজেই সেখানে কোন গোলমাল হয়েছে কিনা, সেই সবের পুর্ণাঙ্গ তদন্ত হওয়ার পরই আমরা এই জিনিষটা প্রকাশ করতে পারি। কাজেই এই সম্পর্কে ইমিডিয়েট একটা ষ্টেটমেন্ট করা সম্ভব নয়। তবে আশা করছি যে হাউসের মেম্বারদের প্রকৃত অবস্থাটা জানবার পরই জানাতে পারব।

ডাঃ বিনোদ বিহারী দাস :— স্যার, আমি জানতে চেয়েছিলাম যে মাননীয় সদস্যদের নিয়ে একটা তদন্ত কমিটি গঠন করা হবে কিনা ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— স্যার, প্রিভিলিজের ব্যাপারটা কি, সেটা আগে দেখে নেওয়াই ভাল এবং তারপর প্রয়োজন হলে মাননীয় সদস্যদের নিয়ে এবং এ্যাক্সপার্টদের নিয়ে হয়তো বা একটা কমিটি গঠন করা যেতে পারে।

শ্রীসমীর বর্মণ :— স্যার, এই প্রসঙ্গে আমি এখানে উল্লেখ করতে চাই যে এই ব্যাপারে জড়িত স্টোর-কীপার আমাদের নিরাপদ গণচৌধুরীর মত এ্যাক্টেনশান নিয়ে আছেন কাজেই কি রকমের কর্মদক্ষতা থাকলে পরে আমাদের প্রশাসন এদের মত লোকগুলিকে এ্যাক্টেনশান দিয়ে রাখেন, সেইদিকেও একটু নজর দেওয়া উচিত বলে আমি মনে করি।

Mr. Dy. Speaker :— Hon'ble members Shri Bhadramani Deb Barma, M. L. A., gave a notice of a question of breach of privilege that on 11-5-75 one Shri Gobinda Majumdar of Mohanpur, Sadar asked him not to attend the session of the House on 12-5-75 as it might endanger his life. Shri Deb Barma has considered the case as a case of intimidation and causing obstruction to discharge his duties as a member of the House.

To determine the primifacie of the case' it will take sometime. In case primafacie in the alleged case of breach of privilege is found, it may be referred to the Committee on Privileges during the inter session period.

Next, I have received a report from the Secretary that he received nomination papers from the following members for election to the Committee on Estimates, Committee on Public Accounts and Committee on Public Undertakings.

শ্রীঅজিত রঞ্জন ঘোষ :— স্যার, ব্রিচ অব প্রিভিলেজ সম্পর্কে আমার একটা নোটিশ ছিল, সেটার কি হল আমি জানতে চাইছি ?

মিঃ ডেপুটী স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, সেটা কনসিডারেশানে আছে।

......upto 3 P. M. of 30-5-1975, and these nomination papers is under scrutiny :—

Committee on Estimates	Committee on Public Accounts
1. Shri Chandra Sekhar Dutta	1. ,, Shri Naresh Ch. Roy
2. ,, Radharaman Nath	2. ,, Sushil Ranjan Saha
3. ,, Sushil Ranjan Saha	3. ,, Anantahari Jamatia
4. ,, Bichitra Mohan Saha	4. ,, Bichitra Mohan Saha

	Committee on Estimates		Committee on Pubiic Accounts
5.	,, Achachi Mog	5.	,. Madhusudhan Das
6.	,, Benode Behari Das	6.	,, Jitendra Lal Das
7.	,, Gopinath Tripura	7.	., Radhika Rn. Gupta
8.	,, Jatindra Kr. Majumdar	8.	,, Moulana Abdul Latip
9.	,, Kalipada Banerjee	9.	,, Chandra Sekhar Dutta
10.	,, Naresh Ch. Roy	10.	,, Ajit Ranjan Ghosh
11.	,, Ajit Ranjan Ghosh	11.	,, Nripendra Chakraborty
12.	,, Benoy Bhusan Banerjee	12.	,, Abhiram Deb Barma
13.	,, Bajuban Riayan } Duplicate	13.	,, Anil Sarkar (Duplicate)
14.	,, Samar Choudhury }	14.	,, Radha Raman Nath
15.	,, Bulu Kuki		
16.	Anantahari Jamatia		

Committee on Public Undertakings

1. Shri Chandra Sekhar Dutta
2. ,, Radharaman Nath
3. ,, Naresh Ch. Roy
4. ,, Bichitra Mohan Saha
5. ,, Madhusudan Das
6. ,, Jadu Prasanna Bhattacherjee
7. ,, Samir Ranjan Barman
8. ,, Tapas Dey
9. ,, Subal Ch. Biswas
10. Smr. Laxmi Nag
11. Shri Benoy Bhusan Banerjee
12. ,, Ajit Ranjan Ghosh
13. ,, Samar Choudhury
14. ,, Bajuban Riyan
15. ,, Sunil Ch. Dutta
16. ,, Bhadramani Deb Barma.

Names of the valid candidates are as follows :-

Committee on Estimates	Committe on Public Accounts	Committee on Public Undertakings.
Shri Chandra Sekhar Dutta	Shri Naresh Ch. Roy	Shri Chandra Sekhar Dutta
,, Sushil Ranjan Saha	,, Sushil Rn. Saha	,, Radharaman Nath
,, Radharaman Nath	,, Anantahari Jamatia	,, Sushil Ranjan Saha
,, Achaichi Mog	,, Chandra Sekhar Dutta	,, Naresh Ch. Roy
,, Benode Behari Das	,, Radharaman Nath	,, Bichitra Mohan Saha
,, Bichitra Mohan Saha	,, Bichitra Mohan Saha	, Madhnsudan Das
,, Gopinath Tripura	,, Jitendra Lal Das	,, Jaduprasanna Bhattacharjee
,, Jatindra Kr. Majumder	,, Radhika Ranjan Gupta	

1	2	3
„ Kalipada Banerjee	„ Moulana Abdul Latif	„ Samir Ranjan Barman
„ Naresh Ch. Roy	„ Ajit Ranjan Ghosh	„ Tapas Dey
„ Anantahari Jamatia	„ Nripendra Chakraborty	Smt. Laxmi Nag
„ Benoy Bhusan Banerjee	„ Abhiram Deb Barma	„ Subal Ch. Biswas
„ Bajuban Riyan	„ Anil Sarkar	„ Benoy Bhusan Banerjee
„ Samar Choudhury	„ Madhusudan Das.	„ Ajit Ranjan Ghosh
„ Bulu Kuki		„ Samar Choudhury
„ Ajit Ranjan Ghosh.		„ Bajuban Riyan
		„ Bhadramani Deb Barma

Now, time for withdrawal of candidature for election to the Committee on Public Accounts, Estimates and Public Undertakings was fixed upto 11 A. M. to-day. the 3rd June, 1976. Secretary has reported that there has not been any withdrawal of nomination papers. Election to the committee will commence at 4 P.M. to-morrow the 4th June, 1975 in the Assembly Library. This for information of the members,

Mr. Dy. Speaker :—Hon'ble members, I have received a calling attention notice from Shri Gopinath Tripura, M. L. A., on the subject that—কৈলাশহর মহকুমায় চামনু ব্লক অন্তর্গত তারাবনছড়া কলোনীর অন্তর্ভুক্ত সিন্ধুকুমার পাড়া সংলগ্ন স্থানে গত ২৯-৫-৭৫ ইং তারিখে একটি সরকারী বাঁধ ভাঙ্গার ফলে ১০/১৫ কানি জমির বুরো ফসল ও আউস ধানের ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে।

I have given my consent to the motion of Shri Tripura I would now request the Hon'ble Minister in-charge of the department to make a statement to-day. If the hon'ble minister is not in a position to make a statement to-day he will kindly give me a date when the calling attention notice will be shown on the order paper for a statement.

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী ঃ— স্যার, এগ্রিকালচার মিনিষ্টার এখানে নেই।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপনি অনুগ্রহ করে ফুড মিনিষ্টারকে ডাকতে বলুন। তিনি ইনচার্জে আছেন।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— স্যার, এইটা আজকে কলিং অ্যাটেনশনটা অ্যাডমিট্ করেছেন। একজন মিনিষ্টার উঠে বললেই পারেন যে এইটা কালকে উত্তর দেওয়া হবে।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এইটা আমি আগামী কাল উত্তর দেব'।

Mr. Dy. Speaker :— Next business of the House consideration of the report of the Select Committee and passing of the Tripura buildings lease and rent control Bill 1974. The motion for consideration of the Tripura Buildings lease and rent control Bill, 1974, Tripura Bill No. 8 of 1974 as respected by the Select Committee was passed by the House yesterday. Now' I am putting the clauses of the Bill to vote.

Cl. 2 to Cl. 15 do stand part of the Bill.

(Then it was put to voice vote and carried)

ANNEXURE—'A'

Mr. Dy. Speaker :— Cl. 16 to 34 do stand part of the Bill.
(Then it was put to voice vote and carried)

Mr. Dy. Speaker :— Schedule do stand part of the Bill
(Then it was put voice vote and carried.)

Mr. Dy. Speaker :— Cl. 1 do stand part of the Bill.
(Then it was put to voice vote and carried.)

Mr. Dy. Speaker :— The title do stand part of the Bill.
(Then it was put to voice vote and carried.)

Mr. Dy. Speaker :—Now I would request the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Deptt. to move his motion for passing of the bill.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :— Mr. Speaker Sir, I beg to move that the Tripura Buildings (Lease and Rent Control) bill 1975, Tripura Bill No. 8 of 1974 as settled in the Assembly be passed.

Mr. Dy. Speaker:— Now the question before the House is the motion moved by Sri Krishnadas Bhattacharjee, Minister in-charge of the Revenue Deptt- that the Tripura buildings, lease and rent control bill 1975, Tripura Bill No. 8 of 1975 as setted in the Assembly be passed.

(Then the Bill was put to voice vote and passed.)

Mr. Dy. Speaker :— Next Business is the Private Members' Resolution. To-day in the list of business there are two Private Member' Resolutions. First I would call on Sri Nripendra Chakraborty to move his resolution. He is absent and his resolution falls through Anil Sarker, he is absent and his resolution falls through.

The House stands adjourned till 12.Noon of Wednesday the 4th June, 1975,

STARRED QUESTION NO. 423 ANNEXURE—'A'

By Shri Abhiram Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in charge of the Home Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ১৯৭৪ এবং ১৯৭৫ সালের ২৮শে ফেবরুয়ারী পর্যন্ত জিরানীয়া থানার এলাকাধীনে কয়টি চুরি ডাকাতির ঘটনা ঘটিয়াছে ; এবং

২) ঐ চুরি ডাকাতির ঘটনায় কতজনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করিয়াছে ?

উত্তর

১) ১৯৭৪ ইং সনে ৫ (পাঁচটি) ডাকাতি ও ৭৬ (ছিয়াত্তরটি) চুরির এবং ১-১-৭৫ ইং তাং হইতে ২৮-২-৭৫ ইং তাং সময়ে ৩ (তিনটি) ডাকাতি ও ৯টি চুরির রিপোর্ট পাওয়া গিয়াছে।

২) ১৯৭৪ ইং সনের ডাকাতি সম্পর্কে ১২ (বার) জনকে ও চুরি উপলক্ষে ৪৬ (ছয়চল্লিশ) জনকে ও ১-১-৭৫ ইং তাং হইতে ২৮-২-৭৫ ইং তাং সময়ে ডাকাতি ৫ (পাঁচ) জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। শেষোক্ত সময়ে চুরি উপলক্ষে কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

ADMTTED UNSTARRED QUESTION NO. 468

By Shri Anil Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Printing & Stationery Department be pleased to state :--

প্রশ্ন

১) গত ১৯৭৩ এবং ৭৫ এর সরকার বেসরকারী প্রেস থেকে মোট্ট কি কি কাজ করিয়েছেন এবং তারজন্য মোট কত টাকা খরচ করা হয়েছে ?

২) ঐ সকল কাজ সর্বনিম্ন টেণ্ডারের ভিত্তিতে করানো হয়েছে কিনা ?

উত্তর

১) এ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 471

By Shri Nripendra Chakraborty.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Industry Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরায় ইণ্ডাষ্ট্রীর ফিসাবিলিটি ষ্টাডি করার জন্য গত ১০ বছরে মোট কত টাকা খরচ হয়েছে তার শিল্প ভিত্তিক হিসাব ; এবং

২) এই ষ্টাডির ফলে কোন কোন শিল্প স্থাপন করা সম্ভবপর হয়েছে ?

উত্তর

১) কাগজকল— টা: [illegible],৪৫,০০০.০০

পাটকল— টা: ৩,০০০.০০

চিনিকল— টা: ৮,০০০.০০

ফল সংরক্ষণ ও কার্ড বোর্ড তৈরী } টা: ২৫,০০০.০০

২) কাগজকল স্থাপনের প্রাথমিক পর্য্যায়ের কাজ চলিতেছে, পাটকল স্থাপনের কাজ শুরু হইয়াছে, চিনি কল স্থাপনের উদ্দেশ্যে ভারত সরকারের নিকট লাইসেন্সের জন্য দরখাস্ত করা হইয়াছে।

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 76.

By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Law Department be pleased to state :--

QUESTIONS

1. Total number of Court cases pending for trial since 1970 and a year-wise and sub-division wise break-up.

2. If there is unusual delay in completing trial whether it is due to shortage of Judicial Magistrate/Munsiff ?

ANSWERS

1. A year-wise and Sub-divison wise break-up of court cases pending for trial since 1970 is given below :—

CIVIL CASES

Name of Sub-Divison.	1970	1971	1972	1973	1974	1975 (up to January)
Agartala (Sadar)	36	57	122	335	501	67
Khowai	16	11	16	32	60	54
Sonamura	1	8	15	24	60	11
Dharmanagar	20	27	45	125	170	16
Kailashahar	19	21	42	35	121	14
Kamalpur	—	3	6	10	24	—
Udaipur	5	12	32	38	74	12
Belonia	8	14	33	71	91	12
Sabroom	2	1	2	13	14	3
Amarpur	1	—	—	2	3	2
	108	154	313	685	1146	191

CRIMINAL CASES

Name of Sub-Division.	1970	1971	1972	1973	1974	1975 (up to January).
Agartala (Sadar)	637	472	1847	2274	1491	152
Khowai	15	28	76	224	445	21
Sonamura	6	13	22	64	87	50
Dharmanagar	28	65	139	133	482	72
Kailashahar	50	156	554	1137	660	23
Kamalpur	112	154	182	378	471	16
Udaipur	11	62	156	241	316	16
Belonia	1	29	38	183	662	42
Sabroom	—	—	5	18	80	5
Amarpur	13	16	14	23	44	6
	873	995	3033	4675	4738	403

2. There are various reasons for delay in disposal of court cases. Shortage of Judicial Magistrate/Munsiffs, absence of accused and witnessed and adjournments taken by parties etc. are some of those reasons.

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 162

By Shri Radharaman Debnath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industries Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) মোহনপুর ব্লকের মাধ্যমে ১৯৭৩-৭৪, ১৯৭৪-৭৫ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত কোন সুতা বিলি করা হইয়াছে কি ; এবং

২) বিলি হইয়া থাকিলে ঐ ব্লকের অন্তর্ভু'ক্ত কোন গাঁওসভায় কি প'রিমাণ সুতা বিলি হইয়াছে ?

উত্তর

১) ১৯৭৩-৭৪ সালে মোহনপুর ব্লকের মাধ্যমে সুতা বিলি হইয়াছে ; কিন্তু ১৯৭৪-৭৫ সালে ফেবরুয়ারী পর্য্যন্ত সুতা বিলি হয় নাই।

২) ১৯৭৩-৭৪ সালে কোন্ গাঁওসভার মাধ্যমে কি পরিমাণ সুতা বিলি করা হইয়াছে ; তাহা নিম্নে দেওয়া হইল :—

১।	বালুরবন্ধ গাঁওসভা—	১০ বাণ্ডিল		১০ মুঠা	
২।	দক্ষিণ দশঘরিয়া গাওসভা—	৭	,,	১০	,,
৩।	কম্বুকছড়া ,,	—১৫	,,	—	
৪।	সুরেন্দ্রনগর ,,	— ৭	,,	১০	,,
৫।	বড়কাঁঠাল ,,	—১৪	,,	৮	,,
৬।	ডুমড়াকার্বিডাক্ ,,	— ৭	,,	১০	,,
৭।	কালাছড়া ,,	—১০	,,	১৬	,,
৮।	বৈকুণ্ঠপুর ,,	১১	,,	২	,,
৯।	উত্তর দেবেন্দ্রনগর ,,	—১০	,,	১৬	,,
১০।	নোয়াগাঁও ,,	—২২	,,	১৬	,,
১১।	মেঘলিবন ,,	— ৭	,,	১০	,,
১২।	মনতলা ,,	—১১	,,	৮	,,
১৩।	বোধজংনগর ,,	—৩১	,,	১০	,,
১৪।	চাঁদপুর ,,	—২৪	,,	৬	,,
১৫।	তুইচামংকরাই ,,	—১৫	,,	—	,,
১৬।	পশ্চিম সিমনা ,,	— ৭	,,	১০	,,
১৭।	দেবেন্দ্রনগর ,,	— ৭	,,	১০	,,
১৮।	পূর্ব সিমনা ,,	—১০	,,	১০	,,
১৯।	সুবল সিং ,,	— ৬	,,	—	,,
২০।	ফটিকছড়া ,,	— ৯	,,	—	
২১।	টামাকারি ,,	— ৮	,,		

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO 165.

By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister in-charge of the P. W. Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) কাকড়াবন হইতে ধনপুর রাস্তা গ্রেডিং সোলিং এবং মেটালিং না করার ফলে সোনামুড়া দক্ষিণ অঞ্চল এবং বিলোনীয়ার কিছু অংশে গ্রাউণ্ড ওয়াটার একস্-প্লোরেশনকে কাজ করা সম্ভব হচ্ছে না, এ সম্পর্কে সরকার অবহিত কিনা ; এবং

২) অবহিত থাকিলে এই রাস্তাটির উন্নয়নে সরকার কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন ?

উত্তর

১) হ্যাঁ, আংশিক সত্য।

২) কাকড়াবন-ধনপুর রাস্তার কাকড়াবন হইতে তৈবান্দল পর্য্যন্ত সামরিক বাহিনী বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়ে তৈরী করিয়াছিল। এই অংশ জীপ চলাচলের উপযোগী করা হইয়াছে। তবে বর্ষার সময়ে কোন যানবাহন চলাচল করিতে পারেনা। রাজ্যের রাস্তা উন্নয়নের কাজের জন্য সীমিত অর্থ বরাদ্দের জন্য এই রাস্তার উন্নয়ন করা সম্ভব হইতেছেনা।

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 167

By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister in-charge of the P. W. Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) রাজ্যের কোন কোন স্থানে কয়টি রীগের সাহায্যে এ গভীর নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে ;

২) এ গভীর নলকূপ গুলো থেকে মোট কি পরিমাণ জল জলসেচের জন্য বর্তমানে পাওয়া যাচ্ছে ;

৩) রাজ্যে সরকারের ক্রয় করা ২টি রীগ মেসিন দ্বারা কয়টি গভীর নলকূপ খনন করা হয়েছে ; এবং

৪) রাজ্যে সেন্ট্রাল গ্রাউণ্ড ওয়াটার বোর্ডের এক্সপ্লোরেশন ও গভীর নলকূপ স্থাপনের কাজকর্মে রাজ্য সরকারের দায়িত্ব কতটুকু ?

উত্তর

১) তিনটি ড্রিলিং রিগের (১টি গ্রাউণ্ড ওয়াটার বোর্ডের এবং দুইটি রাজ্য সরকারের) সাহায্যে রাজ্যের যে সকল স্থানে গভীর নলকূপ খনন করা হইয়াছে তাহার তালিকা সংযোজনী "ক"তে দেওয়া হইয়াছে। মোট ৪৬টির মধ্যে ৪টি কাজ চলিতেছে।

২) দৈনিক মোট ৪·৮০ লক্ষ গ্যালন পরিমাণ জল।

৩) ঠিকাদার নিযুক্ত করিয়া রাজ্য সরকারের ২টি রীগ মেসিনের সাহায্যে ৩৭টি নলকূপ খনন করা হইয়াছে এবং আরও ৪টির কাজ চলিতেছে—

৪) সেন্ট্রাল গ্রাউণ্ড ওয়াটার বোর্ড নিযুক্ত আছে ভূনিম্নস্থ জল অনুসন্ধানের কাজে। এই কাজের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করিয়াছে কেন্দ্রীয় সরকার। কেন্দ্রীয় সরকার উক্ত বোর্ডকে জল অনুসন্ধানের জন্য স্থান নির্ব্বাচন, জল অনুসন্ধান, ভূ-নিম্নস্থ জলের ম্যাপ তৈরী করা ইত্যাদি কাজের ক্ষমতা দিয়াছেন। তাদের এই সকল কাজে রাজ্য সরকার নানাভাবে সাহায্য করেন। কূপ খনন করার পর রাজ্য সরকারকে হস্তান্তর করার পর পাম্প ইত্যাদি বসানোর কাজ করা হয়।

সংযোজনী—'ক

১) মোহনপুর সীমনা।
২) মোহনপুর, এ. এ. রোড।
৩) গান্ধীগ্রাম।
৪) কামালঘাট।
৫) সোনামুড়া।
৬) নয়াপাড়া।
৭) ইছাইলছড়া।
৮) শনিছড়া।
৯) তিলথৈ গ্রাম।
১০) জিরানীয়া।
১১) বিশালগড় (১)।
১২) বিবেকানন্দনগর।
১৩) নূতনবাজার।
১৪) কাকড়াবন।
১৫) অমরপুর।
১৬) বড়কাঁঠালিয়া।
১৭) কাতলামারা।
১৮) বিশালগড় (২)।
১৯) বক্সনগর।
২০) বাগমা।
২১) বিশ্রামগঞ্জ (আমতলী)।
২২) বিশ্রামগঞ্জ।
২৩) উদয়পুর (১ম স্থান)।
২৪) উদয়পুর (দ্বিতীয় স্থান)।
২৫) মনু।
২৬) শান্তিরবাজার।
২৭) চন্দ্রপুর।
২৮) প্যালেস কম্পাউণ্ড।
২৯) জি, বি, হাসপাতাল।
৩০) আগরতলা দক্ষিণ।
৩১) তেলিয়ামুড়া।
৩২) কল্যাণপুর।
৩৩) মনু (উত্তর)।
৩৪) সালেমা।
৩৫) পানিসাগর।
৩৬) কৈলাসহর।
৩৭) ধর্ম্মনগর (প্রথম)।
৩৮) ধর্ম্মনগর (দ্বিতীয়)
৩৯) কুমারঘাট।
৪০) কুমারঘাট পেপারমিল।
৪১) লেম্বুছড়া (টি, আর. টি, সি,)।
৪২) লঙ্কামুড়া।
৪৩) ও, এন, জি, সি, বাঁধারঘাট।
৪৪) বঙ্কিমনগর।
৪৫) সূর্য্যমণিনগর।
৪৬) নারায়নপুর।

ADMITTED UNSTARRED QUESTON NO. 168

By Shri Samar Choudhury.

Will the Hon'b'e Minister-in-charge of the P. W. Department be pleased to state :—

QUESTION

1. Whether water of all the river and charras in Tripura has been surveyed for irrigation purpose ?
2. If so, the river and charras-wise servey report ; and
3. How many lift irrigation pumps have been installed permantly upto date and their capacity (river-wise).

ANSWER

1. No.
2. This question does not arise in view of reply to question No. 1 above.
3. The information are given in the Annexure "A".

ANNEXURE "A"

STATEMENT OF RIVER LIFT IRRIGATION UNITS INSTALLED WITH THEIR CAPACITY OF IRRIGATION FIELDS (RIVER WISE)

Names of River Cheiras.	Name of Schemes.	Actual area under irrigation (in acers).
1	2	3
GUMATI RIVER.		
	1) L. I. Scheme at Shalgarha.	75 Acres.
	2) Mobile L. I. Scheme at Battali, (Melaghar).	40 ,,
	3) —do— at Rangkang.	20 ,,
	4) —do— at Nutanbazar.	20 ,,
	5) L. I. Sceme at Nowaghat.	Work completed being brought under operation soon.
	6) —do— at Bejimara.	
	7) —do— at Kushamara.	
MANU RIVER.		
	1) L. I. Scheme at Ujanjalai.	50 Acers.
	2) —do— at Kaulikura.	25 ,,
	3) —do— at Vidyanagar.	20 ,,
	4) —do— at Kirtantali.	20 ,,
	5) —do— at Saiderpur.	50 ,,
	6) —do— at East Kanchanbari	Will be brought under operation soon power connection given.

1	2	3
DHALAI RIVER.		
	1) L. I. Scheme at Debicherra.	20 Acers.
	2) —do— at Dhalai near Kulai market.	100 „
	3) —do— at Bhatkhauri.	Will be brought under operation soon power connection given.
DEO RIVER.		
	1) L. I. Scheme at Laxmipur, Dasda.	20 Acers.
HOWRAH RIVER.		
	1) L. I. Scheme at Jirania.	125 Acers.
	2) —do— at Chandrasadhubari.	40 „
SUKNACHERRA.		
	1) L. I. Scheme at Suknacherra.	15 Acers.
DOLAICHERRA.		
	1) L. I. Scheme at Dolaicherra near Kulai.	5 Acers.
SURMACHERRA.		
	1) L. I. Scheme at Surmacherra.	15 Acers.
HALFLONGCHERRA.		
	1) L. I. Scheme at Halflongcherra.	50 Acers.
CHAMPACHERA.		
	1) L. I. Scheme at Champacherra.	10 Acers.
CHINDRAICHERRA.		
	1) L. I. Scheme at Chindraicherra.	70 Acers.
KATAKHAL.		
	1) L. I. Scheme at Katakhal (Ranjitnagar).	100 Acers.
SONAINADI.		
	1) L. I. Scheme at Sekerkote.	20 Acers.
SAMRUCHERRA.		
	1) L. I. Scheme at Samrucherra.	15 Acers.
BURIMA RIVER.		
	1) L. I. Scheme at Golaghati.	150 Acers.
NALUACHERRA.		
	1) L. I. Scheme at Nalua.	15 Acers.
MUHURI RIVER.		
	1) L. I. Scheme at Muhuripur.	100 Acers.
GANGACHERRA.		
	1) L. I. Scheme at Ganganagar.	5 Acers.
	2) —do— at Gangacherra.	50 „
SONAICHERRI.		
	1) L, I. Scheme at Dhanpur.	20 Acers.
	2) —do— at Matinagar.	25 „
GHORACHERRA.		
	1) L. I. Scheme at Ghoracherra.	50 Acers.
LOWGONGO RIVER.		
	1) L. I. Scheme at East Bagafa.	70 Acers.
MAHARANICHERRA.		
	1) L. I. Scheme at Maharani.	25 Acers.

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 169

By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. D. Department be pleased to state—

QUESTION

(a) Name of areas where the Ground Water was surveyed within last 3 years ?

(b) Is there any area where no feasibility for ground water sources had been recorded ; if so, the name of those areas ?

(c) When and how many test boring for ground water had been installed and how many of those recorded their feasibility ?

ANSWER

(a) Sanicherra, Ichaicherra, Deocherra, Noyapara under Dharmanagar Sub-division ; Champaknagar, Jirania, Vivekanandanagar, Bishalgarh, under Sadar Sub-division, Nutanbazar under Amarpur Sub-division Kakraban under Udaipur Sub-Division.

(b) Yes. In Sanicherra of Dharmanagar Sub-Division and Champak-nagar, Vivehanandanagar under Sadar Sub-Division. The Ground Water potential is not very promising.

(c) In 1971-72, test-boaring was done in 4 cases, in 1972-73 3 cases, in 1973-74 2 cases and in 1974-75 one case. Total 10 cases, out af which test boring in 7 cases recorded good feasibility of ground water & 3 cases moderate feasibility.

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 179

By Shri Tapas Dey

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industry Department be pleased to state :--

QUESTION

1. Total No. of Gardens producing 2500 mds Tea & above in the 1973-74 and 1974-75 and average production per acre.
2. Total No. of Workers engaged.
3. Total No. of Tea Gardens producing below 2500 mds in 1973-74 and 1974-75 and average production per acre.
4. Total No. of Workers engaged.
5. The step taken by the Govt. to reviatlise the Tea Gardens ;
6. Whether the Govt. has set up any Committee to investigate the conditions of the diseased tea gardens ; if so what are the findings of the Committee ?

ANSWER

1) Total No. of tea gardens producing 2500 mds of tea above.

1973-74	1974-75
12 Nos.	12 Nos.

Average production of the tea gardens referred to above per acre ;

1973–74	1974-75
9.50 mds. per acre (approx)	10 mds. per acre (approx)

2) Total No. of workers engaged in the gardens referred to in item No. 1 of the question :

1973-74			1974-75		
Registered	Busti	Total	Registered	Busti	Total
3,228	1.722	4 950	2,978	1,508	4,486

3) Total No. of tea gardens producing below 2,500 mds. of tea ;

1973-74	1974-75
21 Nos.	21 Nos.

Average production in the tea gardens referred to above per acre :

1973-74	1974-75
8 mds. per acre (approx)	8.50 mds. per acre (appox)

4) Total No. of workers engaged referred to in item No. 5 of the question.

1973-74			1974-75		
Registered	Busti	Total	Registered	Busti	Total
1,521	451	1,972	1,709	779	2,488

5) The Tea Estate in Tripura are owned by private parties. However, for improvement of the tea gardens, the State Government has under taken some schemes notable of which are i) the scheme for setting up an Advisory Unit of the Tea Research Association and ii) the scheme for setting up some Central Tea Processing Factories. Both these schemes are under active consideration of the Government. Besides, steps are being taken to construct some link road connecting the tea gardens with the main roads nearby. Technical sanction of some of the link roads has already been received from the P W. D.

6) Yes ; the Summary of Recommendation of the Committee is enclosed.

CHAPTER—VI

SUMMERY OF RECOMMENDATION

General Recommendation :-

1) Recording of rights of land belonging to the Tea Estates have not yet been finalised. The Government may take immediate steps to get the land recorded immediately in the interest of both the Government and Tea Estates. This would increase the State Land Revenue which is in arrears and help the Tea Estates to some extent to take steps against unauthorised encroachment on their lands.

2) Plantation area shall be declared as protected area by law.

3) Eviction cases shall be instituted against unauthorised settlers within the grant area of any estate.

4) Allotment of khas land shall be made rather liberally to those gardens who are capable of carrying out development programme but have halted for want of land.

5) Allotment of land for new units shall be sanctioned with due regard to the experience and financial ability of the applicant as a precaution against ultimate desertion,

6) Necessary arrangement shall be made by the State Government in consultation with the Food Corporation of India to provide the Tea Estates with their workers' ration quota of food grains direct from the garden of the Food Corporation of India.

7) Pending alternative arrangement that may be made later by the Government the State Agriculture Department may be entrusted with duty of import and supply of fertiliser and plant protection chemicals to the planters on payment of cost in time and indents in advance.

8) Plant protection advice and plant protection services rendered by the Plant Protection wing to the State Government to the common agriculturist shall be extended to the Tea State in Tripura on the same terms and conditions as is applicable to the common agriculturist.

9) Transport subsity for inports for productions and processing of Tea and on expert of finished Tea shall be allowed to the Tea Estates in Tripura. The State Government may take up that issue with the Government of India and the Tea Board.

10) The Tea Estates of Tripura which are being categorised as plain gardens for the purpose of 'Tea Plantation Finance Scheme' and Replanting Subsidy Schemes' of the Tea Board shall becategorised as Hill Estates. The State Government may be taken up that issue with the Tea Board and the Government of India.

11) In consideration of the present unsatisfactory condition of the workers in so far as their basic amenities are concerned the Committee recommends that Government may take effective measures to see that the statutory obligations to workers as per provision of Plantation Labour Act, 1951 are fulfilled by the owners.

The housing provided for and maintenance thereof, as found by the committee on spot, was not ordinarily satisfactory. The condition was worst in Sadar Sub-division except in Mekhlipara Tea State. None of the gardens could avail the benefit of Plantation Labours Housing Scheme provided for by the State Government in the 4th Five Year Plan. If the statement made by some owners to the effect that the State Govt. could not yet give the standard specification of houses of workers, necessary action to cover the default may immediatela be taken. And the scheme for utilisation of subsidy loan and owner's contribution for providing housing benefit to workers of gardens may be implemented without delay. At any rate the committee holds that the housing condition of the labours needs improvement and action may be taken towards that direction without any further delay.

Since the medical facilities arranged for by the owners, except in some case, are not all satisfactory the State Govt. may insit on the owners for improvement of the condition as per provisions of the aforesaid Plantation Labour Act without delay. The Government may in addition consider setting up of more Health Centres in the neighbouring areas so that arrangement for catering to the needs of workers of tea estates are also made in those centres. Regarding schooling facilities also similar type of action is suggested

Similarly, the Government may see that the other amenities like drinking, water, recreational facilitics (including canteen for workers) creaches for Children of working mothers, umbrella or rain coat, blanked and/or jerseys, plucking approns and others for protection against rain and cold, sick allowances. sick leave with wages, meternity benefits, bonus, grotuity and Provident Fund etc. may be made available to the workers by the owners as per provisions of the aforesaid act.

12) The State Government may direct the Labour Department for initiating a settlement between the labour of the estate and management in regard to adjustment of produce of the cultivable land belonging to the owners but under occupation of the labour with the ration quota admissible to such labour at subsidised rate through out the year.

13) The State Government may direct the Labour Department for a tripartite meeting for bringing out a discipline in working hours of the workers as per Plantation Labour Act.

14) Family Planning squard of the State Health Department shall make extensive programme in all the Tea Estate in Tripura.

15) The State Government may consider issuing of restrictive orders on selling of lan d owned by Tea Estate and covered by the grant,

16) The State Government may also make a impose restriction by executive orders on transfer of occupation or title of Tea Estate or Factory maccinery without prior concurrence of the Government.

17) The State Government may make a programme for training up suitable number of local boys to make them suitable for filling up the gap in qualified managerial cadre in Tea Estates/Factories.

18) The State Government may suggest the existing Estates defficient in technically in technically qualified managerial cadre to appoint a senior official individually or jointly for active technical and administrative advice and supervision.

19) The Committee recommends setting up of an Advisory Unit of the T, R. A. in Tripura.

20) The Committee recommends setting up of Branch Office of the Tea Board in Tripura since such an action would greatly help the ownery/manage ments of the estates to take advantage of the opportunities offered by the Tea Board through its various financial assistance schemes like 'Hire Purchase Scheme' ·Replanting Subsidy' and others schemes.

21) In view of the urgency for ensuriug effective control over the Provident Fund Scheme the Committee recommends immediate setting up of a Provident Fund Office in the State.

22) The State Government's active action is necescary to ensure that gardens by arranging regular supply to be made by the Coal Mines Authority based on a despatch programme planned well ahead of the manufacturing season. Coal being an essential commodity for working of factories irregular supply of Coal greaty hampers the production. The State Govt. may take suitable step to ensure that coal mines authority make despatches of coal according to a scheduled programme.

23) The Government may see that the extension of electricty be made available to the gardens of Tripura as early as possible.

24) The Government may see the link-road connecting the gardens with the main roads are constructed or improved in case of existing link-road on priority basis.

25) The committee has noticed that strength of permannent and temporary workers in most of the gardens are disproportionately low. The Committee has also noticed that while with the extension of garden there should be increased in permanent rolls of labour in some gardens the strength has been reduced. The State Govt. may direct the Labour Deptt. to enquire into this affairs.

Recommendation In respect of individual or group of gardens.

1) Except extension of the assistance and co-operation discussed in the Report no interference in respect of marginal garden is necessary

2) Nottingcherra, Sonamukhi, Jagannathpur and Debasthal with bright prospect of becoming viable but presently closed due to reluctance of investment by the owner may be immediately taken over by the Government.

3) Sarojini Tea Estate in Kailashahar which has practically been left by the owner in the hands of workers may also be taken over by the Government.

4) M/S. Dilkusha Tea Company Ltd. may be addressed by the Government to intimate if they wanted to run the garden and make investment on development plans and in the event of negative reply the Government shall take over Murticherra and Shamrucherra Estates also which has prospect of becoming viable immediately. similar recommendation is made in respect of Hiracherra n Kailashnagar.

5) The State Government may consider setting up of central factory at suitable centres in Public Sector or co-operative sector to provide benefit to small and week Estates to get a minimum price for green leaves produced in the garden. Alternatively the Committee recommends setting up of a Corporation with function of :—

i) Financing week/sick gardens not eligible for financial assistance from United Bank of India or Tea Board.

ii) Management of the gardens proposed to be taken-over by the Government.

iii) Running of proposed Central Factories on commercial basis.

6) i) The State Government may fix up minimum price payable by the Central Factories to the small/week estates.

(ii) The State Government may also provide for subsidy to Central fectory if such factory sustain any loss due to transport of green leaves from estates, situated in distant places but within the assigned jurisdiction of the Factory.

7) In respett of Estates having factory and purchasing green leaves from small/week Estates the State Govt. may fix up a minimum rate payable to the seller and insist on making a deed of agreement.

8) Till a contingent of local boys are thoroughly trained up on Plantation and Factory the State Govt. may hire managerial officers/ staff from Assam or Dooars as a temporary arrangement.

RECOMMENDATION FOR OWNERS/MANAGEMENT.

1) There should be improvement in cultivation and production of Tea in respect of quantity and quality for which there is scope.

2) In order to achieve success in respect of (1) above the Tripura estates should switch over to uptodate methods of cultivation and production as per norms of discipline prescribed by the specialists of Tea Estate Science and Technology.

a) Accordingly, the Committee recommends that in the sphere of cultivation as per said norms of discipline, the estates are required to undertake the work relating to studies on the soil and climate environment of the plants as also for finding out ways and means for counteracting decline in soil fertility.

b) As per techno-economic survey report 1961 of the Tea Board minimum 100 inch or 254 c. m. rainfall is required for the growth of Tea. In that context, Tripura run a bit short in rainfall. So irrigation facilities and flood control measures for areas such susceptible to draught and flood respectively may be provided in the estates.

c) Approved measures against over aged bushed should be taken immediately in the interest of better yield from the tea bushes.

d) In filling by improved planting materials of the vacancy ratio of each tea estate is to be done as early as possible as such action will add to the production figure of tea.

e) Action relating to infilling, replantation, new plantation should immediately be started with uptodate approved planting materials under guidance of technical expert.

f) Application of fertiliser to improve health and yield of the plants and use of pesticide and weedicides to protect the plants against pests and weeds is necessary.

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

Wednesday, June, 4. 1975.

The Assembly met in the Legislative Assembly Chamber, Agartala on Wednesday, the 4th June, 1975.

PRESENT.

Mr. Speaker, Shri Manindra Lal Bhowmik, Chief Minister, 6 Ministers, 2 Ministers of states, 1 Dy. Minister, Dy. Speaker and 28 Members.

QUESTIONS.

Mr. Speaker :— To-day in the list of Business are the following Questions to be answered by the Ministers concerned. Starred Question. Shri Tapas Dey.

Shri Tapas Dey :— Question No. 243.

Shri S. M. Sengupta : — মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নাম্বার ২৪৩।

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য বীরচন্দ্র পাবলিক লাইব্রেরীর চীফ লাইব্রেরীয়ান বিমল বাবুকে সাসপেণ্ড করে কয়েক মাস পরে পুনর্নিয়োগ করা হয় ? এবং

২) যদি সত্য হয় তবে কেনই বা সাসপেণ্ড করা হয়েছিল এবং কেনই বা পুনর্নিয়োগ করা হয়েছিল ?

উত্তর

১) হঁ্যা।

২) বীরচন্দ্র পাবলিক লাইব্রেরীর হেড লাইব্রেরীয়ান বিমল বাবুর বিরুদ্ধে কয়েকটি বিষয়ে অসদুপায় অবলম্বন করা ও কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন আদেশ অমাণ্য করার বিষয় সরকারের গোচরীভূত হওয়ায় তাহাকে সাসপেণ্ড করা হইয়াছিল। কারণ তাহাকে কাজে বহাল রাখিয়া ঐ সব বিষয়ে নিরপেক্ষ তদন্ত করার অসুবিধা হইত। কয়েক মাস পর সেই অর্ডার পুনর্বিবেচনা করে তাকে চাকরীতে পুনর্বহাল করা হয়।

শ্রীতাপস দে :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি কবে সাসপেণ্ড করা হয়েছিল এবং কবে পুনর্নিয়োগ করা হয়েছে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— ২১.১.৭৪-এ সাসপেনসান অর্ডার হয়েছিল। তাকে পুনর্নিয়োগ করা হয়েছে ২৩.৫.৭৪ইংতে।

শ্রীতাপস দে :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি কারা এনাকোয়ারী করেছিলেন ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্কে আগেই বলেছি যে কতগুলি অভিযোগ. বিশেষ করে তার বিরুদ্ধে ছিল যে তিনি কর্ত্তৃপক্ষের আদেশ বার বার অমান্য করায় এবং আরও কয়েকটি বিষয়ে সরকারের গোচরীভূত হওয়ায় তাকে সাসপেণ্ড করা হয় এবং যখনি সাসপেণ্ড রিভিউ করা হয় তখন তাকে পুনর্বহাল করা হয়।

শ্রীতাপস দে :— আমার প্রশ্ন ছিল কারা কারা এনকোয়ারী করছিলেন ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা এখনও ভিজিলেন্স ডিপার্টমেন্টের তদন্তাধীন রয়েছে।

শ্রীতাপস দে : — মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যারা তদন্ত করেছিলেন তারা ওঁর আলমারিতে ফিজিকেল ভেরিফিকেশনে গিয়ে কত টাকা ক্যাশ পেয়েছিলেন ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি যে এটা তদন্ত সাপেক্ষ রয়েছে ভিজিলেন্স ডিপার্টমেন্টের।

শ্রীতাপস দে :— তদন্ত অভার হওয়ার পরেই রি-ইনষ্টেড হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন ওঁর আগেই কতগুলি ম্যাল প্র্যাকটিসের অপরাধে ওকে স্যাসপেণ্ড করা হয়েছে এবং তারপর তদন্ত করা হয়েছে এবং পরে রি-ইনষ্টেটেড করা হয়েছে। তদন্ত না হওয়া পর্য্যন্ত তাকে রি-ইনষ্টেটেড করা যেতে পারে না। এটা এখনও তদন্তের মধ্যে আছে এটা ঠিক নয় স্যার।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তার বিরুদ্ধে কতগুলি অভিযোগ ছিল তার ঊর্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের আদেশ বার বার অমান্য করার জন্যই তাকে সাসপেণ্ড করা হয়েছে, এটা রিভিউ করেই তাকে পুনর্বহাল করা হয়েছে।

শ্রীতাপস দে :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, স্বীকার করবেন কি ওর ক্যাশের আলমারীতে ৬,৪৬৪ টাকা এবং ১,৮৯৭ টাকা আন অ্যাকাউন্টেড টাকা পাওয়া গিয়েছে এটা সত্যি কিনা ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি যে এটা তদন্তাধীন রয়েছে।

শ্রীতাপস দে :— এটা তদন্তাধীন থাকতে পারে না, তদন্ত শেষ হওয়ার পরেই তাকে পুনর্বহাল করা হয়েছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন ওর বিরুদ্ধে কতগুলি কেস ছিল এবং তাকে সাসপেণ্ড করা হয়েছে এবং সাসপেণ্ড হওয়ার কয়েক মাস পরে তদন্ত করে ও নির্দোষ সাব্যস্ত হওয়ার ফলে ওকে পুনর্বহাল করা হয়েছে। সুতরাং হী হিমসেলফ ইজ কনট্রাডিক্টিং হিজ ষ্টেটমেন্ট।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, একটা সাসপেনসান অর্ডার যখন দেওয়া হয় সেই আদেশটা মেনলী দেওয়া হয়েছিল যে বার বার তিনি ঊর্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের আদেশ অমান্য করে যাচ্ছিলেন। সেজন্যই তিনি সাসপেণ্ডেড হয়েছেন। এর মধ্যে কতগুলি অভিযোগ তার বিরুদ্ধে এসেছে, সেগুলি এখনও তদন্তাধীন রয়েছে।

শ্রীতাপস দে :— তাহলে ঊর্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের আদেশ অমান্যের জন্য সাসপেণ্ড করেছিলেন। তারপর তদন্ত করে আবার তাকে সেই পদে রাখা হয়েছে। তাহলে আমাকে কি বুঝতে হবে যে অভিযোগে তাকে সাসপেণ্ড করা হয়েছিল যে ঊর্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের আদেশ অমান্য করেছে সেটা অত্যন্ত ফিলমজী গ্রাউণ্ড ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উর্ধতন কর্তৃপক্ষের আদেশ লঙ্ঘন করাটা একটা অপরাধ এবং সেই বিষয়ে তাকে সাসপেণ্ড করা যায়।

শ্রীতাপস দে :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় স্বীকার করবেন কি ক্রেণ্ডস্ অ্যাণ্ড কোং এর নিকট হইতে একটা বিল বাবদ ৪,৪৭৬ টাকা ড্র করেছে এবং ফিজিক্যাল ভেরিফিকেশনে ১১২টা বই পাওয়া যায় নি, তার মূল্য ৭০০ টাকা এবং সত্যনারায়ণ বুক ডিপো থেকে গিয়ে ভদ্রলোক বই কিনেছেন যেখানে ১৭টি বই ফিজিকেল ভেরিফিকেশনে পাওয়া যায় নি, এটা সত্যি কিনা?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি এটা তদন্তাধীন রয়েছে এবং তদন্ত শেষ হলেই আমি বলতে পারব।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে উর্ধতন কর্তৃপক্ষের আদেশ অমান্য করার জন্য তাকে সাসপেণ্ড করা হয় এবং পরবর্তীকালে আফটার এনকোয়ারী তাকে পুনর্বহাল করা হয়। এর অর্থ কি এই নয় যে উর্ধতন কর্তৃপক্ষের যে আদেশই থাকুক না কেন আদেশটা অসঙ্গত ছিল বা ন্যায়সঙ্গত ছিল না যার ফলে পরবর্তীকালে তাকে রিভিউ করে পুনর্বহাল করা হয়েছে, এটা সত্যি কিনা?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অনেক কেস এইরকম রিভিউ করে উইথড্র করা হয়।

শ্রীতাপস দে :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় স্বীকার করবেন কি এই বিমলবাবু, বীরচন্দ্র লাইব্রেরীর হেড লাইব্রেরিয়ান সোনামুড়া পাবলিক লাইব্রেরীর ষ্টক রেজিষ্টারের ১১৬ পৃষ্ঠায় সিরিয়াল নং ৮৬০৩ এবং কমলপুর পাবলিক লাইব্রেরীর ষ্টক রেজিষ্টারের ১১৪ পৃষ্ঠায় সিরিয়েল নং ১৩৩৬ কতগুলি নাম্বার ব্লেংক রেখেছিলেন, ইহা কি সত্য?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— এটার সম্পর্কে আমার কিছু জানা নাই।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— যে কারণে ভদ্রলোককে সাসপেণ্ড করা হল কয়েক মাস পরে ইনকোয়ারী করার পর আবার সেই পদে পুরো বেতন দিয়ে তাকে রাখা হয়। তাহলে তার বিরুদ্ধে যে সমস্ত অভিযোগ আছে, সেগুলির কোনটাই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী স্বীকার করছেন না কেবল উর্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অমান্য। এই ভদ্রলোক বার বার যদি উর্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অমান্য করে থাকে, তাহলে তার বিরুদ্ধে স্পেসিফিক কেস আনা হচ্ছে না কেন, আবার কেনই বা ঐ ভদ্রলোককে সেই পদে চাকুরী করতে দিচ্ছেন, কোনটাই ত পরিস্কার হচ্ছেনা, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সব বিষয়টা আমাদেরকে পরিস্কার করে বলুন?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সব বিষয় বলার অধিকারী আমি এখন নই, তার কারণ হল এটা ইনকোয়েরীর মধ্যে রয়েছে। ভিজিলেন্স শেষ হয়ে গেলেই আমি সেটা বলতে পারি।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ইচ্ছা করেই সত্য কথাটা বলছেন না। কারণ ভিজিলেন্স যদি হয়ে থাকে তাহলে এই যে কথাগুলি উনি বার বার বলছেন উর্ধতন কর্তৃপক্ষের আদেশ অমান্য করেছেন। ভিজিলেন্সের কেস তার এগেইন্ষ্টে এবং তাকে সাসপেণ্ড করা হয়েছে, তারপরেও তাকে কি করে রি-ইন্ষ্টেট করা হয়?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই সম্পর্কে আমি আগেই বলেছি যে মেন্‌লী তাকে উর্ধতন কর্তৃপক্ষের আদেশ অমান্যের জন্য সাসপেণ্ড করা হয়েছে এবং পরবর্তী সময়ে তার বিরুদ্ধে আরও কতগুলি অভিযোগ এসেছে, সেগুলির ইনকোয়ারী করছে আমাদের ভিজিলেন্‌স ডিপার্টমেণ্ট।

শ্রীতাপস দে :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় স্বীকার করবেন কি যে বিলোনীয়া পাবলিক লাইব্রেরীর ষ্টক রেজিষ্টারের সিরিয়েল নং ৫৩১৯ হতে ৫৪০৬ পর্যন্ত......

মিঃ ডেঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আপনি বীরচন্দ্র লাইব্রেরী সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করুন।

শ্রীতাপস দে :— স্যার, তিনি তো পাবলিক লাইব্রেরী যেগুলি আছে তার হেড লাইব্রেরীয়ান হিসাবে কাজ করছেন এবং তিনি সেগুলির হেড হিসাবে বীরচন্দ্র লাইব্রেরীতে কাজ করছেন আর বিভিন্ন সাব-ডিভিশনগুলিতে যেসব পাবলিক লাইব্রেরী আছে, সেগুলি ত বীরচন্দ্র লাইব্রেরীর ব্রাঞ্চ এবং তিনি নিজেই সবগুলি লাইব্রেরীর কন্‌ট্রোলিং অফিসার। কাজেই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, স্বীকার করবেন কি যে বিলোনীয়া পাবলিক লাইব্রেরীর ষ্টক রেজিষ্টার ২ নং বইতে ৫৩১৯ হইতে ৫৪০৬ পর্য্যন্ত ২৮ খানি বই যেটা তিনি দেখিয়েছেন এবং বিলোনীয়ার লাইব্রেরীয়ান যেটা রিসিভ করেছেন, তার ফিজিক্যাল ভেরিফিকেশানে সেগুলি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, এই কথা কি সত্য ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— স্যার, আমি এই প্রশ্নের জবাব দিয়েছি যে এই সম্পর্কে কিছু বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয় যতক্ষণ পর্য্যন্ত ভিজিলেন্সের সম্পূর্ণ তদন্ত শেষ না হয়।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই ভদ্রলোককে কোথাও কি বদলী করা হয়েছিল জানাবেন কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্কে আমি আগেই বলেছি যে উর্ধতন কর্তৃপক্ষের আদেশ অমান্যের জন্য করা হয়েছে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— স্যার, আমি জানতে চেয়েছিলাম যে বীরচন্দ্র লাইব্রেরীর হেড লাইব্রেরীয়ানকে অন্য কোথাও বদলী করা হয়েছে কিনা এবং তার জায়গাতে অন্য কাউকে হেড লাইব্রেরীয়ান হিসাবে বদলী করে আনা হয়েছিল কিনা ?

– **শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত** :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গভর্ণমেণ্টের চাকুরীতে বদলী হওয়াটা বড় একটা কথা নয় এবং গেজেটেড অফিসার বলে সেটা এস, এ, ডিপার্টমেণ্ট থেকে ড্রিল করা করা হয়েছে।

শ্রীতাপস দে :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি যে ১৭-১-৭২ এ তার সাসপেণ্ড অর্ডারটা উইথড্র করা হয় এবং ২২-২-৭২ এ তাকে সো কজ নোটিশ দেওয়া হয়েছে এবং ৬-৫-৭২এ সে নোটিশের রিপ্লাই দিয়ে দিয়েছেন। কাজেই এটা সত্য হয়ে থাকলে ঘটনা কি জানাবেন কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা তদন্তের অন্তর্ভুক্ত।

শ্রীতাপস দে :— স্যার, উনি আসল কথাটা বলতে চাইছেন না, কেন ? আসল কথাটা হচ্ছে তার বিষয়টা হচ্ছে একজন মেজিষ্ট্রেট দিয়ে ইনকোয়েরী করা হয়েছে এবং সে দোষী প্রমাণিত হয়েছেন, তৎসত্বেও মাননীয় মন্ত্রী কিছু বলতে চাইছেন না যে তাকে ট্রেন্সফার করা হয়েছে কিনা বা তার সম্পর্কে যে সব কথা উঠেছে, সেগুলি সত্য কিনা ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যেহেতু ভিজিলেন্স এটার তদন্ত করছে, সেহেতু ভিজিলেন্সের তদন্ত শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত আমি কিছু বলতে পারছি না।

শ্রীতাপস দে :— স্যার, একটা লোক যদি গভর্ণমেন্ট অর্ডার ডিনাই করে, তাহলে তার সংগে ভিজিলেন্সের রিলেশানটা কোথায়, আমি ত বুঝতে পারছি না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি যে সাবসি-কুয়েন্টলী কতগুলি এলিগেশান তার বিরুদ্ধে এসেছে এবং সেগুলি ভিজিলেন্স থেকে তদন্ত করা হচ্ছে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— স্যার, আমরা জানতে চেয়েছিলাম যে এই ভদ্রলোককে অন্যত্র বদলী করা হয়েছে কিনা, তার উত্তরে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে সরকারী চাকুরীতে বদলী করাটা একটা বড় কিছু নয়। কিন্তু সাব-ডিভিশানগুলিতে যে সব পাবলিক লাইব্রেরী আছে, সেগুলি বীরচন্দ্র লাইব্রেরীর আওতায় পড়ে। কাজেই বীরচন্দ্র লাইব্রেরীর হেড থেকে তাকে অন্যত্র বদলী করা যায় কিনা, এটাই হচ্ছে মূল প্রশ্ন। অথচ তাকে অন্যত্র বদলী করা হয়েছে এবং অন্য একজনকে বীরচন্দ্র লাইব্রেরীর হেড হিসাবে এখানে বদলী করে আনা হয়েছে। অথচ মন্ত্রী ঐ সব কিছুই বলছেন না. শুধু বলছেন যে উর্ধতন কর্তৃপক্ষের আদেশ অমান্যের জন্য তাকে সাসপেণ্ড করা হয়েছে। কাজেই উনি বিষয়টা আমাদেরকে পরিষ্কার করে বলুন।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এত ডিটেলস আমার কাছে নাই— কাকে কোথায় বদলী করা হয়েছে। তবে তাকে বদলী করা হয়েছে এই পর্য্যন্ত জানি আর এও জানি যে উর্ধতন কর্তৃপক্ষের আদেশ অমান্যের জন্য তাকে সাসপেণ্ড করা হয়েছে। সাবসি-কুয়েন্টলী তার বিরুদ্ধে কতগুলি এলিগেশান এসেছে এবং সেই এলিগেশানের তদন্ত ভিজিলেন্স থেকে করা হচ্ছে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— তাহলে উনি কি এখন এখানে আছেন ? সাসপেন্‌শান অর্ডার উইথড্র করার পর ভদ্রলোক এখন কোথায় আছেন ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— স্যার, তিনি তার জায়গায় আছেন।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— সেই জায়গাটা কোথায় জানতে পারি কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—তিনি পাবলিক লাইব্রেরীতে আছেন।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— তাহলে তার বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগের কথা এখানে বলা হয়েছে, মাননীয় মন্ত্রী অবশ্য ভিজিলেন্সের নাম করে বলেছেন যে আমি সেগুলি এখন বলতে

পারছি না। আবার অন্য সময়ে উনি বলছেন যে গলিউলা হলেও আমরা ইনকোয়েরী করাই। এখন ভিজিলেন্সের ব্যাপারে এটা কি গবিউল্লা নাকি স্পেসিফিক যে সব চার্জের কথা এখানে বলা হচ্ছে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গবিউল্লাকেও আমরা নিয়ে থাকি যদি বিশেষ কোন অভিযোগ থাকে। তবে এর সম্পর্কে স্পেসিফিক কতগুলি এলিগেশান সাবসিকুয়েন্টলী এসেছে এবং ভিজিলেন্স সেগুলির তদন্ত করছে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই রকম ভাবে উত্তর দিলে ত আমরা কিছুই বুঝতে পারব না। ভদ্রলোককে সাসপেণ্ড করা হল এবং তার বিরুদ্ধে স্পেসিফিক চার্জের কথাও বলা হচ্ছে যে সে উর্ধতন কর্তৃপক্ষের আদেশ অমান্য করেছে। আর এই উর্ধতন কর্তৃপক্ষের আদেশ অমান্য করা সম্পর্কে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে ট্রেন্সফার তার মধ্যে একটা ঘটনা কিনা, উনি তার উত্তরে বললেন যে আমি জানি না। তাহলে সাসপেণ্ড কেন করা হল, তার সার্ভিস ইউটিলাইজ করা হল না, অথচ টাকা পয়সা সবই তাকে দেওয়া আবার যে জায়গাতে তিনি ছিলেন, সেখানেই পুনর্বহাল করা হল, আবার তাকে অন্যত্রও বদলী করা হয়. এই যে ঘটনাগুলি ঘটল, এগুলি আসলে কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—স্যার, আমি আগেই বলেছি গভর্ণমেন্টের অধিকারের মধ্যে আছে যে কাউকে সাসপেণ্ড করলে পর তাকে রিভিউ করে সেই সাসপেণ্ড অর্ডার উইথড্র করার।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— কিন্তু সাসপেণ্ড করা হল কেন ? কোন জিনিষ ভাল করে না জেনেশুনে সাসপেণ্ড করা হবে কেন ?

শ্রীআবদুল ওয়াজিদ :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে যখন তিনি সাসপেণ্ড ছিলেন, তখন ঐ বীরচন্দ্র লাইব্রেরীতে তার পরিবর্তে কে ছিলেন ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— এই তথ্য আমার কাছে নাই।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— তাহলে আমরা যদি একটা নাম সাজেষ্ট করি আপনি সেটা স্বীকার করবেন কি ? —কামনা ভট্টাচার্য্য।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীঅজিত রঞ্জন ঘোষ।

শ্রীঅজিত রঞ্জন ঘোষ :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৩৪৭ (পি. ডবলিউ. ডিপার্টমেন্ট)।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় স্পীকার স্যার, ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং ৩৪৭।

প্রশ্ন

১) হরিজলাকে বন্যার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য রাণীছড়ার উপর স্লুইস গেট করার কোন পারকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২) যদি থাকে, তবে তার কাজ কবে নাগাদ আরম্ভ হবে এবং

৩) স্লুইস গেট হলে কত পরিমাণ জমি বন্যার হাত থেকে রক্ষা পাবে ?

উত্তর

১) হ্যাঁ।

২) এই সম্বন্ধে পরীক্ষা নিরীক্ষা চলিতেছে।

৩) উপযুক্ত তথ্যাদি সংগ্রহের পর ইহা জানা যাইবে।

শ্রীঅজিত রঞ্জন ঘোষ :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই ব্যাপারে পরীক্ষা নিরীক্ষার কাজ কবে শেষ হবে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্কে পরীক্ষা নিরীক্ষার ব্যাপারে প্রিলিমিনারী যেটা করা দরকার ছিল সেইটা করা হয়েছে। আরও কিছু কাজ বাকী আছে যেমন এইটার জন্য বাঁধ দেওয়া হবে, স্লুইস গেটটা কোথায় হবে, সেইটা আরও এ্যাক্সপার্ট দিয়ে ইনভেষ্টিগেশন ডিপাটমেন্ট থেকে করা হবে।

শ্রীতাপস দে :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন হ্যাঁ, তাহলে এই পরিকল্পনাটা কবে নাগাদ গ্রহণ করা হয়েছে, এইটা মন্ত্রী মহশিয় জানাবেন কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এইটা ১৯৭৪এর প্রথম দিক থেকে কাজ সুরু হয়েছে।

শ্রীতাপস দে :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে এই হুরিজলাতে মোট কত পরিমাণ জমি বন্যার কবলে পরে প্রতি বছর নষ্ট হয় ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রিলিমিনারী সার্ভেতে যেটা আমরা দেখেছি তাতে থ্রি থাউজেণ্ড একর জমি নষ্ট হয় এবং এর মধ্যে এক হাজার একর জায়গা এইটা জলের নীচে সাধারণতঃ থাকে, নরমেলি এইটা থাকে। আর এক হাজার একর জায়গা এইটা সামারের সময়, এইটা ডুবে যায়।

শ্রীতাপস দে :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলতে পারেন কি যে এই হুরিজলাতে প্রতি বছর টেষ্ট রিলিফ এবং জি, আর হিসাবে কত টাকা ব্যয় করা হয় ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই ফিগারটা এখন আমার কাছে নেই।

শ্রীতাপস দে : মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার প্রশ্ন হলো যে হুরিজলাতে প্রতি বছর বন্যায় নষ্ট করে তিন হাজার একর এবং এক হাজার একর সম্পত্তি এবং প্রতি বছর সেখানে কয়েক হাজার টাকা টেষ্ট রিলিফ এবং জি, আর, হিসাবে ব্যয় করা হয়, এই টাকাটা বাঁচানোর জন্য আরও আগে এই পরিকল্পনাটা না নেওয়ার কারণ কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে আমি আগেই বলেছি যে এইটা প্রিলিমিনারী সার্ভে, একটা কাজ করতে গেলে তার ব্রীজ কিংবা বাঁধের কাজ যদি করতে হয় তার জন্য অনেকটা সময় লাগে এবং সেই সময়ের জন্য এইটা একটু বিলম্বিত হয়েছে। আর আগের কথা আমি বলতে পারবো না তবে ইদানিংকালে কত টাকা এর জন্য অর্থ বরাদ্দ হয়েছে সেই ফিগারটা এখন আমার কাছে নেই।

শ্রীতাপস দে :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এইটা স্বীকার করবেন কি যে আজ থেকে ১০ বৎসর আগে থেকে এইটা বন্যায় নষ্ট হয়েছিল এবং এই কাজটা ১৯৭৪ এর আগেই সুরু করা যেত ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যেহেতু এইটা প্রয়োজনীয় সেইহেতু ইনভেষ্টিগেশন সুরু করা হয়েছে এবং এইটার অপ্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কোন প্রশ্ন কারও মনের মধ্যে নেই।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :— শ্রীরাধারমণ নাথ।

শ্রীরাধারমণ নাথ :— মাননীয় স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৩৭৬ (পি, ডবলিউ, ডিপার্টমেন্ট)।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নং ৩৭৬।

১নং প্রশ্ন

১) ধর্মনগর হইতে কদমতলা এবং চুরাইবাড়ী হইতে রাণীবাড়ী পর্য্যন্ত পূর্ত্ত বিভাগ কর্ত্তৃক যে রাস্তা নির্মিত হইয়াছে সেই রাস্তার মধ্যে যে সমস্ত জমি নেওয়া হয়েছে সেই সমস্ত জমির সকল মালিকদের সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ সুদীর্ঘ্য ৮/১০ বৎসরের মধ্যে না দেওয়ার কারণ কি?

১নং প্রশ্নের উত্তর

বিষয়টি পূর্ত্ত বিভাগের আওতায় আসে না। এই সম্বন্ধে সংগৃহীত তথ্যাদি দিয়ে দেওয়া হইল।

ধর্মনগর কদমতলা রাস্তা :—মোট ৯৭ জন জমির ক্ষতিপূরণ প্রাপকের মধ্যে ৬৮ জনকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইয়া গিয়াছে। বাকী ২৯ জনের মধ্যে ২৮ জনের ক্ষেত্রে জমির স্বত্ত ও সুদ ইত্যাদি এখনও স্থিরীকৃত হয় নাই এবং ১ জন জমির মালিক মারা যাওয়ায় তাহার উত্তরাধিকারীর নিকট হইতে উত্তরাধিকার লাভের আইন সম্মত সার্টিফিকেট এখনও পাওয়া যায় নাই।

চুরাইবাড়ী—রাণীবাড়ী রাস্তা :—জমির অধিগ্রাহকের নথিতে চুরাইবাড়ী পেয়ারী-ছড়া বলিয়া নামোল্লেখ আছে। মোট ১২৩ জন জমির ক্ষতিপূরণ প্রাপকের মধ্যে ১০৩ জনকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইয়া গিয়াছে। বাকী ২০ জনের মধ্যে ১৬ জন ক্ষতিপূরণের টাকা দেওয়ার সময়ে উপস্থিত হন নাই। ৩ জনকে বিদেশী নাগরিকত্বের জন্য ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় নাই এবং অবশিষ্ট ১ জনের পিতার নামের অমিল থাকায় দেওয়া হয় নাই।

২নং প্রশ্ন

জমির মালিকের পরচা থেকে সেই জমি বাদ না দিয়া ৮/১০ বৎসর যাবত সরকার যে খাজনা নিতেছেন দরিদ্র কৃষক মালিকদের ঐ খাজনা ফেরত দেবার ব্যবস্থা হবে কি?

২নং প্রশ্নের উত্তর

সরকার জমির দখল নেওয়ার সময় হইতে ধরিয়া অনুপাতিক খাজনা হ্রাসের জন্য উত্তর ত্রিপুরার জেলাশাসক ইতিমধ্যেই ব্যবস্থা নিয়াছেন এবং এ সম্বন্ধে হিসাবাদির কাজও চলিতেছে।

শ্রীরাধারমন নাথ :— সাপ্লিমেনটারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে ৮/১০ বছর হয়ে গেছে কৃষকরা খাজনা দিয়ে আসছে সেটা এখন সরকারের দখলে জমি, জমির মালিকদের মালিকানা নাই এখন জমির উপর এবং ৮/১০ বছর যাবত খাজনা দিয়ে আসছে সেই খাজনাগুলি কি হবে? সেইগুলি কি ওরা ফেরত পাবে না কি? এবং ফেরত দিলে তারা সেইটা কত দিনের মধ্যে পাবে?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ইতিমধ্যে উত্তর ত্রিপুরার জেলা শাসক সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন এবং আশা করা যায় যে এইটা শিঘ্রই পাওয়া যাবে।

শ্রীসুনীলচন্দ্র দত্ত :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যে উত্তর দিয়েছেন যে এই সম্পর্কে জেলা শাসক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। জমি নেওয়া হয়েছিল ৮/১০ বছর আগে এইটা তাদের সংগে সংগে পাওয়ার কথা। একজনের জমি যদি সরকার গ্রহণ করেন তাহলে এইটা সংগে সংগে দলিল থেকে বাদ দেওয়ার আইন সংগত ব্যবস্থা রয়েছে। কাজেই এই কাজটা না করার জন্য এই অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে। ৮/১০ বছর পূর্বে সরকার আমার জায়গা গ্রহণ করলেন কিন্তু ক্ষতি-পূরণ দিলেন না কিন্তু খাজনা আমি দিয়ে যাচ্ছি ৮/১০ বৎসর যাবত। যেটা সংগে সংগে বাদ দেওয়ার কথা এবং ত্রিপুরাতে ইতিপূর্বে এই নিয়ম চালু ছিল যে কারও জায়গা দখল করলে সরকার ক্ষতিপূরণ দিবেন। যতটুকু গ্রহণ করা হয় তৌজি থেকে সেইটুকু বাদ পরবে। এইটা বাদ না পরাতে একটা অস্বস্তিকর অবস্থা সমস্ত ত্রিপুরাতে এইটা ঘটেছে। এখন প্রশ্ন হলো সেই জায়গা বাদ পরেনি এবং যার ফলে জমির মালিক এখন পর্য্যন্ত খাজনা দিতে বাধ্য এবং খাজনা এই ক্ষেত্রে না দিলে তাদের বিরুদ্ধে কেজ হয় কি না?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় সাধারণত এই ধরণের রাস্তা করার আগে যারা জমির মালিক তাদের সম্মতিতেই নেওয়া হয়। তখন প্রোসেস করা হয় না কারণ তখন রাস্তার কাজটা বড় হয়ে দেখা দেয়। তারপর সেই কমপেনসেশন এর প্রোসেস করে যে টাকা দেওয়ার সময়, আমি আগেই বলেছি উত্তরের মধ্যে, বেশীর ভাগ লোককেই দেওয়া হয়েছে, কয়েক জনেরটা বাকী আগে, আরও কয়েক জনের নাগরীকত্বের জন্য এবং কয়েকজনের বাবার নামে গোলমাল হওয়ার জন্য এবং একজনের বাবার মৃত্যু হওয়ায় তার স্থানে উত্তরাধিকারী কে হবে তা সাব্যস্ত না হওয়ার জন্য এই বিলম্ব ঘটেছে।

শ্রীসুনীলচন্দ্র দত্ত :— সাপলিমেনটারী স্যার, উত্তরটা যা চাচ্ছি তা নয় স্যার। বলা হয়েছে যে আমার যে জায়গা সরকার গ্রহণ করলেন রাস্তা তৈরী করবার জন্য ৮ বছর পূর্বে আমি ক্ষতি পূরণ পেয়ে গেলাম ৭ বছর পূর্বে এই সাত বছর সরকার আমার কাছ থেকে কেন খাজনা নিচ্ছেন এবং আমার যে জায়গা সরকার গ্রহণ করলেন, সেটা আমার তৌজী থেকে বাদ পড়বে না কেন? সেই ব্যবস্থাটা সরকারের ত্রিপুরায় ছিল।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের এখানে যে সিষ্টেম এ রাস্তা করা হয় বা করে চলেছি এই পর্য্যন্ত তাতে এই ধরণের অসুবিধার ভাব কোন কোন ক্ষেত্রে থেকে গেছে এবং আমরা এই জন্য আরও সতর্ক হয়ে এখন থেকে রাস্তা ঘাট করার ব্যাপারে কাজ শুরু করছি।

শ্রীরাধারমন নাথ :— স্যার এটা পরিষ্কার হোল না। কমপেনসেশান আরও দেরিতে দেওয়া গেল—৮ বছর ১০ বছর যাবত আমার জমিটা চলে গেল আমার সর্ত থেকে সরকারের সর্তে। আমি ৮ বছর ১০ বছর ধরে কেন খাজনা দেব স্যার। জমির যিনি মালিক তিনিই তো দেবেন, আমার উপর কেন খাজনার দাবি করা হবে এবং এই রকম হয়েছে কোন কোন ক্ষেত্রে।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এইভাবে হতে পারে যে জমিটা যেহেতু আপোশে নেওয়া হয়েছিল সেই জন্য রাস্তা হয়েছে তখন। যিনি কমপেনসেশন পাওয়ার মালিক এবং যারা কমপেসেশন পেতেন তারা সেই জিনিষটি প্রোপার অথরিটির কাছে জানান নি যাতে তাদের খাজনা নেওযাটা বন্ধ থাকে সেই জন্য কোথাও কোথাও এই ধরণের গোলমাল হয়ে থাকতে পারে।

শ্রীরাধারমন নাথ :— সাপলিমেনটারী স্যার বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই এই রকম হয়েছে এবং বহু লক্ষ্য লক্ষ্য টাকা খরচ হয়েছে সরকারী বাজে। ৮ বছর ১০ বছর দুরে থাকুক পার্টিকুলার একটা কেস আমি জানি, ২৫ বছরের কম হবে না। ২৫ বছরের মধ্যে জায়গাটা ঠিক করা হোল না যে কি করে পড়চায় যাবে। কমপেনসেশন না হয় ২৫ বছর পরেই দেবেন। কিন্তু যার দখাল জায়গাটা নেই তার কাছ থেকে কি করে খাজনাটা নেওয়া হচ্ছে।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় এই সম্পর্কে আগেই আমি বলেছি যে এই ব্যাপারে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে। কালেক্টার ব্যবস্থা নিয়েছেন ভবিষ্যতে যাতে এ রকম ঘটনা না ঘটে তার দিকে বিশেষভাবে নজর রাখা হবে।

Mr. Dy. Speaker :— Question No. 406—Shri Abdul Wazid.

Shri Abdul Wazid :— Question No. 406.

Shri Sukhamoy Sengupta :— Starred Question No. 406.

প্রশ্ন

১) যুবরাজ নগর (ধর্ম্মনগর) গ্রামে লিফট ইরিগেশন বাবত এ পর্য্যন্ত কত টাকা ব্যয় হইয়াছে এবং

২) ঐ ইরিগেশন মারফত কত জমিতে জল সরবরাহ করা হয়।

উত্তর

১) এ পর্য্যন্ত মোট ৫৪,৯৮৮ টাকা খরচ হইয়াছে।

২) বর্ত্তমানে ৪০ একর জমিতে জল সরবরাহ করা হয়।

শ্রীতাপস দে :— সাপলিমেন্টারী স্যার ৫৪,৯৮৮ টাকা খরচ হয়েছিল, এতে পার একরে কত টাকা খরচ পড়েছে।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত : —মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় টাকার হিসাবটা এভাবে করা হয় না।

শ্রীআবদুল ওয়াজিদ :— সাপলিম্যান্‌টেরি স্যার—৪০ একর জমিতে জল সরবরাহ করা হয়েছে, আদৌ এই মেশিনটা ষ্টার্ট করা হয়েছে কি না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আমাদের যতটুকু জানা আছে তাতে এটা চালু আছে।

শ্রীআবদুল ওয়াজিদ :— সাপলিমেনটারি স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি যে জায়গাতে লিফট ইরিগেশান করা হয়েছে ওই জায়গাটা নিচু আর মাঠটি নিচু যার জন্য সেখানে উচু রাস্তা করে, রাস্তার উপর দিয়ে একটা চ্যানেল করার কাজ এখনো শেষ হয় নি অথচ জল সরবরাহ করা হয়েছে এটা সর্বৈবো মিথ্যা। এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ইনকোয়ারী করে দেখবেন কি না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় প্রশ্ন ছিল যে এটা চালু আছে কি না ? এবং সেটার জবাব আমি দিয়েছি এটা চালু আছে। চ্যানেল কি অবস্থায় আছে না আছে, তবে এই সম্পর্কে যতটুকু জানি এটা ১০১ একর পর্যান্ত জল দিতে পারবে। কাজেই মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন সেটা ঠিক কি না সেটা দেখা যেতে পারে।

শ্রীআবদুল ওয়াজিদ :— আমি বলেছি স্যার এই লিফট ইরিগেশান এখনো ষ্টার্ট হয়নি স্যার সেখানে যদি লিফট ইরিগেশান চালু হয় তাহলে সেখানে অনেক জমিতে জল সরবরাহ করা সম্ভব হবে যদি এই জায়গা থেকে নেওয়া হয়। এটার নাম চাকলাংছড়া। হেমন্তের সময়ে এই জায়গাতে কোন জল থাকে না। যদি জল থাকে তাহলে ওই মেসিনের দ্বারা প্রচুর লোককে জল সরবরাহ করা হবে। আমি বলছি যে ওই জায়গাতে এটা করা হচ্ছে সেই জায়গাতে হেমন্তের সময়ে কোন জলই থাকে না। ওটার যখন কাজ কমপিলট হবে তখন দু একরের জলও ওই চ্যানেল থেকে নেওয়া সম্ভব হবে না এবং সেখানে আদৌ কাজ হয়নি শুধু কাজ চলছে একটার পর একটা। প্রাকটিক্যালি সেখানে এক পয়সারও জল দেওয়া হয়নি, আমি একজন মেম্বার হিসাবে বলছি, আপনি সেটা ইনকোয়ারী করে দেখবেন কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য যে কথা বলেছেন, আমাদের তথ্যের সংগে এটা মিলছে না। আমরা যতটুকু জানি এটাতে জল আছে, যুবরাজ-নগরে জল থাকে এবং সেই জল সরবরাহ করা যায় এবং ৪০ একর পর্যন্ত জল সরবরাহ করা হচ্ছে।

শ্রীআবদুল ওয়াজিদ :— জল উঠে না বলে আবার সেখানে একটা লিফট ইরিগেশানের ব্যবস্থা করা হচ্ছে এটা কি সত্যি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এটা আমি জানিনা, জায়গাটা একই জায়গা কি না। এটা যুবরাজনগর না অন্য আরেকটা জায়গার নাম উনি বলছেন যেখানে আবার কাজ শুরু হয়েছে কিংবা ওখানে একটা লিফট ইরিগেশান ষ্টার্ট করা হচ্ছে।

শ্রীআবদুল ওয়াজিদ :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই মাঠটার বিভিন্ন গ্রাম বিভিন্ন দিকে আছে। পশ্চিম দিকে যে গ্রাম তার নাম দুর্গানগর, পুব দিকে যে গ্রাম তার নাম মংগলখালি,

উত্তর দিকে যে গ্রাম তার নাম হাফলং। গতিকেই মাঠের তিন দিকে,—একদিকে লিফট ইরিগেশান সেটা হল শুকনাছড়া, তার মধ্যে জল থাকেনা, আরেকটা হল দুর্গানগর, হাফলংছড়া, সেখানেও জল থাকেনা। এই দুইটি সাকসেসফুল না হওয়ায় পূর্ব দিকে মংগলখালি গ্রামে একটা লিফট ইরিগেশানের ব্যবস্থা নুতন করে করা হচ্ছে, সেটা যদি হয়, তাহলে অন্তত: ঐ মাঠের মধ্যে জল দেওয়া যাবে। ঐ তিনটি স্কীম নেওয়া হয়েছে বিভিন্ন গ্রামের নাম দিয়ে। আসলে মাঠ একটিই।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যেটা হাফলংছড়া, যুবরাজনগরের জন্য যেটা, সেটাতে জল আছে আর মংগলখালিতে সম্ভবত: আরেকটা হচ্ছে এবং সেটা মংগলখালি এরীয়ায়, হয়তো তার জমির অবস্থা উচু নীচু হতে পারে যে কারণে বিভিন্ন দিক থেকে ঐ মাঠকে জল দেওয়ার জন্য বিভিন্ন ভাবে চেষ্টা নেওয়া হচ্ছে।

শ্রীআবদুল ওয়াজিদ :— হাফলংছড়ায় যে লিফট ইরিগেশান এবং যুবরাজনগরে যে লিফট ইরিগেশান এবং মংগলখালিতে যে লিফট ইরিগেশান, এই তিনটার মধ্যে দূরত্ব কতটুকু মাননীয় মন্ত্রী বলবেন কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, একথা এক্ষুনি আমি বলতে পারছি না।

শ্রীকালীপদ বানার্জী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য যে কথা বলেছেন মাননীয় সদস্য সেই অঞ্চল থেকে এসেছেন, উনি বলেছেন যে ওখানে এখনও কাজ শেষ হয়নি, কাজ চলছে, আরও বহুবার বলা হয়েছে যে সুকনাছড়ায় যে জল নেই, কিন্তু মাননীয় মন্ত্রী বলছেন যে কাজ শেষ হয়েছে এবং ৪০ একর জমিতে জল দেওয়া হচ্ছে, কাজেই সমগ্র বিষয়টা তদন্ত করার বিষয়।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, হয়তো মাননীয় সদস্যরা লক্ষ্য করেননি আমি বলেছিলাম এই যে লিফট ইরিগেশানটা, তার দ্বারা ১৬০ একর জায়গায় জল সরবরাহ করার ব্যবস্থা রয়েছে, কিন্তু তাতে মাত্র ৪০ একর জায়গাতে দেওয়া যাচ্ছে, তার কারণটা হল চ্যানেল করা হয়নি। কাজেই মাননীয় সদস্য যেকথা বলছেন ইন-কমপ্লীট রয়েছে সেটা ইন-কমপ্লিটও হতে পারে। যদি চ্যানেলটা ওরা করে দেয়, তাহলে ১৬০ একর জমিতে জল দেওয়া যেতে পারে।

মিঃ ডেপুটী স্পীকার :—শ্রীঅনন্তহরি জমাতিয়া।

Shri Anantahari Jamatia :—Starred question No. 414.

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নম্বর ৪১৪, স্যার।

প্রশ্ন

১) গত ২০শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭৫ইং তারিখে আগরতলা এ্যাডভাইসার চৌমুহনীতে একই পরিবারের চার জনের মৃত্যুর ঘটনা সম্পর্কে মাননীয় সরকার অবগত আছেন কি, এবং

২) অবগত থাকিলে উহা আত্মহত্যা না কোন দুস্কৃতিকারী দ্বারা সংঘটিত ?

উত্তর

১) হ্যাঁ মহাশয়।

২) তদন্তে প্রকাশ পায় যে বিশ্বদীপ দেববর্ম্মা তাহার নিজের স্ত্রী, পুত্র, কন্যাকে খুন করিয়া নিজে আত্মহত্যা করিয়াছে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার। শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত

Shri Sunil Ch. Dutta :—Starred question No. 443 Sir.

Shri S. M. Sen Gupta :—Starred question No. 443, Sir.

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে ১৯৭৪ইং সালে ত্রিপুরার কয়েকটি চা বাগান বন্ধ হইয়াছে ;

২) ত্রিপুরায় একমাত্র শিল্প চা শিল্প রক্ষা করার জন্য সরকার কোনও ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন কি ?

উত্তর

১) না স্যার।

২) হ্যাঁ মহাশয়।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—কমলপুর মহকুমার দুইটি চা বাগান—দারুটিলা এবং দারং টিলা ১৯৭৪ইং সনে বন্ধ হয়েছে, এই বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রী অবগত আছেন কিনা ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য যে প্রশ্ন করেছেন ১৯৭৪ইং সনে আমাদের তথ্য মতে কোন বাগান বন্ধ হযনি।

শ্রীতাপস দে :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, জানাবেন কি দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছেন হ্যাঁ। হ্যাঁ বলতে উনারা কি কি ষ্টেপ নিয়েছেন ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্কে যে ব্যবস্থার কথা ভাবা হয়েছে, তার মধ্যে আছে বাগানের রাস্তাঘাটের ইমপ্রুভমেন্ট, দুই নং কল, যে বাগানগুলি কিছুটা অর্থ নৈতিক দিক থেকে পশ্চাদপদ, সেইসব বাগানগুলিকে এক করে একটা বড ফ্যাক্টরী করা যাতে সমস্ত বাগানগুলি ঐ অঞ্চলের এক জায়গায় এনে সুবিধা করা যায় কিনা, সেই সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বন করার জন্য আমরা অলরেডি ব্যবস্থা নিয়েছি।

শ্রীতাপস দে :—মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে অর্থ নৈতিক দিক দিয়ে পশ্চাদপদ বাগানগুলি নিয়ে একটা কমন ফ্যাক্টরী করবেন বলে ষ্টেপ নিয়েছেন। কমন ফ্যাক্টরী করার কাজ কতটুকু এগিয়েছে এবং কি কি কাজ উনারা করেছেন ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি ফিনানশ্যাল ইনষ্টিটিউশান যেগুলি আছে, তাদের সংগে আমরা যোগাযোগ করছি এবং আশা করা হচ্ছে এর মধ্যে এর কাজ হয়তো সুরু করা যাবে।

শ্রীতাপস দে :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে চা শিল্প অনুসন্ধান করার জন্য কোন কমিটি গঠন করা হয়েছিল কি না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরা গভর্ণমেন্ট থেকে একটা কমিটি গঠন করা হয়েছিল চা বাগানগুলি ষ্ট্যাডি করার জন্য।

শ্রীতাপস দে :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, জানাবেন কি ঐ কমিটি কোন রিপোর্ট পেশ করেছেন কি না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, তাঁরা রিপোর্ট সাবমিট করেছেন এবং সেই রিপোর্ট আমরা স্ক্রুটেনি করে দেখছি যে কতটা ইম্প্রুভমেন্ট করা যাবে।

শ্রীবিনয়ভূষণ ব্যানার্জী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ঐ বন্ধ বাগানগুলিতে লেবার কত ছিল ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, প্রশ্নের জবাবে আমি বলেছি যে ১৯৭৪ইং সনে কোন বাগান বন্ধ হয়নি

শ্রীতাপস দে :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, জানাবেন কি কমিটি যে প্রতিবেদন পেশ করেছেন সেটা কবে করেছেন এবং তাঁরা কি কি করার জন্য গভর্ণমেন্টকে এ্যাডভাইস করেছেন ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এর মধ্যে অনেকগুলি প্রশ্ন রয়েছে, যদি মাননীয় সদস্য ইন্টারেষ্টেড থাকেন, তাহলে রিকম্যান্ডেশান'এর কপি আমরা দিতে পারি।

শ্রীতাপস দে :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই বিষয়ে হাউস ইন্টারেষ্টেড। ইন্টারেষ্টতো আমার একা হওয়ার কথা নয়। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ঐ কমিটির রিপোর্টে কতকগুলি বাগান গভর্ণমেন্টকে নিয়ে নেওয়ার জন্য সুপারিশ করা হয়েছে কি না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, অনেকগুলির সুপারিশের মধ্যে সীক গার্ডেন বলে কয়েকটিকে ওঁরা উল্লেখ করেছেন এবং সীক গার্ডেনগুলি নিয়ে নেওয়ার জন্য বলা হয়েছে। কিন্তু তার মধ্যে অনেকগুলি প্রসেসে যেতে হয় এবং সেটা এখন সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের সাবজেক্ট।

শ্রীতাপস দে :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই যে প্রতিবেদন, কোন্ ডিপার্টমেন্ট দেখছেন ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এটা ইণ্ডাষ্ট্রীজ ডিপার্টমেণ্ট সম্পর্কিত, কাজেই ইণ্ডাষ্ট্রীজ ডিপার্টমেন্টই দেখছেন।

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :— প্রশ্নোত্তরে মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে ফিনানশিয়াল ইনষ্টি-টিউশানের সাথে যোগাযোগ করছেন, সেই ফিনানশিয়াল ইনষ্টিটিউশান কোন কোনগুলি এবং তাদের নাম এবং সেই যোগাযোগের ফলাফল কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের এখানে টী গার্ডেনগুলিতে যারা অর্থ লেনদেন করে থাকেন, লোন দেন, তার মধ্যে মেইন চল ইউ, বি, আই—ইউনাইটেড ব্যাংক অব ইণ্ডিয়া এই গার্ডেনগুলিকে ফিনান্স করতেন। কাজেই তার সংগে আমাদের মেইন যোগাযোগ হয়েছে এবং অন্যান্য ইনষ্টিটিউশান যেমন ধরুন আই, এ, সি আছে, এই ধরণের প্রতিষ্ঠানগুলির সংগেও আমরা যোগাযোগ করছি, এখন পর্যন্ত কনকলুশানে আসতে পারিনি যে ইউ, বি, আই'র পক্ষে কতটা সম্ভবপর হবে। কারণ তারা এত লোন দেওয়ার পর ফার্দার ইনভেষ্টমেন্ট কতখানি করতে পারবেন, সেই সম্পর্কে আলোচনা চলছে, তারা এ্যাগ্রী করেছেন যে এটা হয়তো বা সম্ভব হবে যদি সেন্ট্রালাইজ্‌ড কোন ফরম'এ নিয়ে ওখানে কোন কিছু করা হয়।

শ্রীতাপস দে :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি সরকারী কমিটির প্রতিবেদন ১৯৭৩ সালে সাবমিট করার পরেও আজ পর্যন্ত কোন ডিসিশান নিতে পারেন নি এবং এই ডিসিশান কবে নিতে পারবেন?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এত বড় একটা ইণ্ডাষ্ট্রি যেটা বলা হয়েছে একমাত্র শিল্প এখানে, বড় শিল্প বলতে, সেই শিল্প সম্পর্কে রিকমেণ্ডেশান বিশেষভাবে স্ক্রুটিনি না করে, কতগুলি আছে সেন্ট্রালের বিষয়ভুক্ত এবং সেজন্য একটা সময় দিয়ে এটা ভাল করে দেখা দরকার।

শ্রীতাপস দে :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, অ্যাসেম্বলীর কোন কমিটি এই বাগানগুলি সম্পর্কে কোন সুপারিশ করেছিল কি না?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্কে আসেম্বলীর তরফ থেকে কোন সুপারিশ গেছে কিনা সেই সম্পর্কে কোন তথ্য আমার কাছে আপাতত: নাই, যেটা গভর্ণমেন্ট থেকে করা হয়েছিল সেই তথ্য অনুসারেই আমি বলেছি।

শ্রীতাপস দে :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, জানাবেন কি ১৯৭৩ এ কমিটি অন পিটিশানস একটা রিকমেণ্ডেশান করেছিলেন চা বাগানগুলি সম্পর্কে।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি এই তথ্য আপাতত: আমার কাছে নাই।

শ্রীতাপস দে :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি গভর্ণমেন্ট কমিটির যে রিপোর্ট পেশ করেছেন সেটা সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের কাছে পাঠানো হয়েছে কি না এবং এই ব্যাপারে সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের কোন দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে কি না?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা ত্রিপুরা গভর্ণমেন্ট কর্তৃক নিযুক্ত এবং ত্রিপুরা গভর্ণমেন্টের পক্ষে কতটুকু পসিবল এবং যেটা সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের আওতাভুক্ত সেটা দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

শ্রীতাপস দে :— আমি যতদূর জানি ঐ কমিটি কয়েকটা সিক গার্ডেনকে গভর্ণমেন্টকে নিয়ে নেওয়ার জন্য সুপারিশ করেছিলেন এবং যেহেতু এই বাগানগুলিকে নেওয়া ষ্টেট গভর্ণমেন্টের পক্ষে সম্ভব হবে না, এটা সেনট্রাল গভর্ণমেণ্টের একতিয়ার, এই ব্যাপারে উনারা সেনট্রাল গভর্ণমেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন কিনা ১৯৭০-৭৫ পর্য্যন্ত ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই বিষয়ে বহু আলোচনা হয়েছে যদিও ইন রাইটিং দেওয়া হয়েছে কি না সেটা আমি এখন বলতে পারছি না, তবে এই সম্পর্কে বহু আলোচনা হয়েছে সব রাজ্যের, বিশেষ করে পশ্চিম বংগের ব্যাপারে একটা প্রশ্ন উঠেছিল এবং তারাও কেন্দ্রীয় সরকারের সংগে যোগাযোগ করেছে এবং সেই সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার সম্ভবত একটা বিল আনছেন।

শ্রীতাপস দে :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি সেনট্রাল গভর্ণমেন্টের বাণিজ্য মন্ত্রী ডি. পি চ্যাটার্জী যে ১৪টা গার্ডেনকে অধিগ্রহণ করার কথা বলেছেন সেখানে ত্রিপুরার নাম নাই, এটা কি সত্যি কি না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিল পাশ না হওয়া পর্যন্ত আমি এখন বলতে পারব না।

শ্রীতাপস দে :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দিল্লীর সংগে এই ব্যাপারে যে কথাবার্তা বলেছেন সেই সম্পর্কে আলোচনার ফলাফল কি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এইটুকু বলতে পারি যে এই সম্পর্কে সামগ্রিকভাবে তারা বিচার বিবেচনা করে দেখবেন।

শ্রীতাপস দে :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে ১৪টা গার্ডেন নেওয়ার জন্য গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়া চিন্তা করছেন সেখানে ত্রিপুরার নাম নাই এবং ত্রিপুরা দুই একটা গার্ডেনের নাম সংযোজন করার জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী চেষ্টা করবেন কি না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি এইগুলি যদি এখন পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয় তাহলে এখন থেকে চেষ্টা করা হবে। যদি সম্ভব না হয় তাহলে সেটা তখন দেখা হবে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— ত্রিপুরার চা বাগানগুলির মত খারাপ অবস্থা আর কোন বাগানের নাই। তার জন্য গভর্ণমেন্ট কমিটি গঠন করেছেন, কমিটি রিকমেণ্ডেশান করেছেন, রিকমেণ্ডেশানটা গভর্ণমেন্ট তলিয়ে দেখেন নি। ত্রিপুরার টি ইণ্ডাষ্ট্রীগুলি সিক, এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। প্রচুর রিকমেণ্ডেশান করা হয়েছে। সমস্ত ঘটনা দিয়ে, সমস্ত বিষয়গুলি জানিয়ে, প্রত্যেকটি আমিও

দুর্ভাগ্যক্রমে, আজকে আমরা যে পরিশ্রম করেছিলাম তা অত্যন্ত ব্যর্থ হয়েছে। আমি সেই কমিটির ভাইস চ্যায়ারম্যান ছিলাম, সুনীল বাবু সেই কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন। আমরা প্রত্যেকটি বাগান ঘুরেছি, প্রত্যেকটি বাগানের অবস্থা আমরা বলেছি, কি সাংঘাতিক অবস্থা, তার সংগে অজস্র শ্রমিকের স্বার্থ জড়িত। বাগানগুলি ইউ, বি, আই, এর কাছে বাঁধা আছে এবং ইউ, বি, আই, এর কাছ থেকে টাকা এনে সেই বাগানগুলিকে আরও নষ্ট করে ফেলছেন। এই যেখানে অবস্থা সেখানে প্রত্যেকটি বাগানের কথা বলা হয়েছে। মস্তবড় রিপোর্ট সেই রিপোর্ট ১৯৭৩ সনের ৩১শে মার্চ গভর্ণমেন্টের কাছে সাবমিট করেছি এবং যদি খুব তলিয়ে দেখা হয় কেন্দ্রের যে অবস্থা তাপসবাবু বলেছেন সেখানে ত্রিপুরার নাম নাই। দাবী আমাদের নাই। আমার দাবী নাই, সুতরাং আমার কথা কেউ চিন্তা করবে না। সুতরাং সেইদিকে চিন্তা করে মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় সরকারের সংগে যোগাযোগ করে বলবেন কি না এবং টাকা পয়সা সংগ্রহের জন্য কোন ব্যবস্থা করবেন কিনা, একটা কর্পোরেশনের কথা বলা হয়েছিল, এক্সপার্টদের অপিনিয়ন নেওয়ার কথা বলা হয়েছিল, টুকলাই থেকে যে চা বাগানগুলি যে সুযোগ সুবিধা পায় সেই ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছিল, কিছুই করেন নি। সব দেওয়া হয়েছে আমরা জানি। পড়ে শুনিয়ে দেন আমাদের এই হাউসে যে এই হয়েছে। তাহলে বুঝব যে আমরা যে সেদিন পরিশ্রম করেছিলাম তা অন্ততঃ সার্থক হয়েছে কিছুটা।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলেছি যে যতগুলি রিকমেণ্ডেশান হয়েছে এর ভিতর অনেক ব্যবস্থা জড়িত আছে। কোন কোনটা কার্য্যকরী করার ব্যবস্থাও নেওয়া হয়েছে। নেওয়া হয় নি, তা নয়, হয়েছে। তবে লিমিটেশান আমাদের যেহেতু আছে সেইহেতু লিমিটেশানের মধ্যে থেকে আমাদের কাজ করতে হচ্ছে এবং সেইজন্য বিশেষভাবে স্ক্রুটিনি করা দরকার হয়ে পড়ে। কারণ একটা বাগান নিয়ে নিলেই হয় না, তার সংগে সংগে গভর্ণমেন্টের কিছু লায়াবিলিটি নিতে হবে এবং সেখানে সেটা সম্ভব কি না এবং সেই লায়াবিলিটি গ্রহণ করে কিভাবে আমরা চালাতে পারব, তার জন্য আমরা ভেবে দেখছি এটা। এর জন্য স্ক্রুটিনি দরকার, এটাকে কিভাবে ওদের সংগে ফিনান্স ইন্সষ্টিটিউশনের সংগে অ্যারেঞ্জমেন্ট করে, আমরা কর্পোরেশান করে ভাল বাগানগুলিকে অন্ততঃ চালু যাতে রাখা যায়, আর একটা প্রশ্ন হল এই বাগানগুলির যে পরিমাণ অ্যাকরেজ রয়েছে সেটার নির্দিষ্ট ডিমারকেশান দরকার আছে, সেই প্রসেস চলছে। সেই প্রসেস হয়ে গেলে পরে এবং তারপর কি করণীয় এবং যে কর্পোরেশনের কথা বলছেন, মাননীয় সদস্যরা নিশ্চয়ই বুঝবেন যে একটা কিছু করতে হলে একটা কর্পোরেশনের মত করে নিয়েই করতে হবে। যাই হোক মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলছি না, যে রিকমেণ্ডেশান তারা দিয়েছেন সেটা খুব ভ্যালুয়েবল রিকমেণ্ডেশান এবং তাঁরা যে রিকমেণ্ডেশান করেছেন সেই পরিশ্রমের জন্য তাদের ধন্যবাদ দিচ্ছি এবং সেই অনুযায়ী আমরা চেষ্টা করছি যতটা সম্ভব এটা কার্য্যকরী করা যায় কি না ?

Mr. Speaker :— Question houre is over. Ministers may lay on the Table the replies to the Unstarred Questions and also the Starred Questions which have not been answered orally.

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ :— স্যার, আমার একটা বক্তব্য আছে। আমরা গত কিছুদিন যাবত লক্ষ্য করছি যে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় তিনি অযোগ্য, অপদার্থ এবং দ্য ইজ দি মোষ্ট থাবাসড চীফ মিনিষ্টার ইন দি কান্ট্রি, টেপ রেকর্ড কেলেঙ্কারীর পরে এইগুলি বের হচ্ছে। টেপ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য হল স্যার, আমি ডেফিনিট কতগুলি অ্যালিগেশান এনেছিলাম, কিন্তু সেগুলির কোন উত্তর পাই নি। যাহউক আমি হাউসে সেটা এনে রেখেছি এবং আমি আরও খবর পেয়েছি যে গত পরশুদিন এই এসেম্বলীর টাকা দিয়ে আমাদের সচিব কলকাতায় গিয়েছিলেন, টেপ সংক্রান্ত ব্যাপারে যার বিরুদ্ধে আমাদের এলিগেশান সে কলকাতায় গিয়েছে বুদ্ধি বাতলিয়ে আনার জন্য এবং এই হাউসের অনেক সদস্যই জানেন যে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী কিছু কেস নিয়ে কলকাতায় গিয়েছেন, আর সেটাও পত্র পত্রিকাতে বেরিয়েছে। আমি টেপ রেকর্ড সম্পর্কে যে কতগুলি ডিফিনিট এলিগেশান এনেছিলাম তাতে বলেছি যে ২২টি টেপ এই হাউস থেকে সরানো হয়েছে (১৩টি এবং ৯টি), কিন্তু তার কোন সদোত্তর আমি এই হাউসে পাই নি। দ্বিতীয়তঃ আমি ডেফিনিট এলিগেশান করেছি, আমার কাছে ডকুমেন্ট আছে (গণ্ডগোল) আমাকে বলতে দিন স্যার, কারণ এখানে দেখছি সংসদীয় রীতি নীতির উপর অবিচার করা হচ্ছে ... ...

মিঃ ডিপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, এটা সম্বন্ধে স্পীকার সাহেব দেখছেন এবং তিনি যা ভাল মনে করেন, তাই করবেন।

শ্রীমধুসুদন দাস :— এটা ত হয়ে গিয়েছে, এখন কেন স্যার, এটা সম্পর্কে আবার বলতে দেওয়া হচ্ছে ... ...

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ :— তাহলে স্যার, আমাকে বাধ্য করবেন টু ডাইভাল ইন দি হাউস এবং সেটা গণতন্ত্রের পক্ষে খুব সুন্দর হবে না। আমারটা আগে শুনুন, তারপর ইচ্ছা করলে এ্যাক্সপাঞ্জ করে দেবেন। স্যার, মাননীয় অধ্যক্ষ যে তদন্ত করছেন, সেটা আমি মাথা পেতে নিয়েছি এবং প্রাথমিক পর্য্যায়ের তদন্ত করে, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমাকে এলাউ করেছেন (গণ্ডগোল) ... ... স্যার, আমার বক্তব্য হচ্ছে এই হাউস থেকে যে টেপগুলি নেওয়া হল তার সম্পর্কে আমি কিছু বলতে চাই এবং আমার কাছে প্রমাণ আছে যে গভর্ণর হাউসে নিয়ে সেগুলিকে রিটেপ করা হয়েছে এবং মূল টেপ থেকে কোন কোন অংশ কেটে বাদ দেওয়া হয়েছে। আমরা তার জন্য তদন্ত কমিটি চেয়েছিলাম। তাই তদন্ত করার আগে যে তদন্ত কমিটি করা হবে সেই তদন্ত কমিটির কাছে আমি এলিগেশান করছি, এবং আমি নিজেও সেখানে হাজির হব (গণ্ডগোল) স্যার, আপনি হাউসকে কনট্রোল করুন। কারণ ব্যক্তি স্বাধীনতার উপর এবং সংসদীয় রীতি নীতির উপর ... ...

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :— পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার। । হাউসের বিজনেসের অন্তর্ভুক্ত কোন বিষয় ছাড়া যে আলোচনাটা মাননীয় সদস্য তুলেছেন, এটার

আলোচনা আগেই হয়ে গিয়েছে এবং ব্যাপারটা আমাদের অধ্যক্ষের তদন্তাধীন আছে। কাজেই এর সম্পর্কে ফার্দার কোন ইনফরমেশান যদি তিনি দিতে চান, তাহলে তিনি সেটা মাননীয় অধ্যক্ষের কাছে দিতে পারেন, হাউসের কাছে নয়। কাজেই এই ধরণের কোন আলোচনায় প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ :— স্যার, শ্রদ্ধেয় সদস্য সুনীল বাবু যেটা বলেছেন, তাঁর সংগে আমিও একমত। কিন্তু মাননীয় অধ্যক্ষ যে ব্যাপারে তদন্ত করছেন, তাঁর সংগে আমিও একমত। কিন্তু মাননীয় অধ্যক্ষ যে ব্যাপারে তদন্ত করছেন, সেই সম্পর্কে আমি কিছু বলছি না। আমি হাউসে নতুন পয়েন্ট দিচ্ছি, সেটা হচ্ছে (১) আমাদের সচিব এই এসেম্বলীর ফাণ্ড থেকে টাকা নিয়ে (গণ্ডগোল) স্যার, আমাকে কি বলতে দেওয়া হবে না ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :— অন পয়েন্ট অব অর্ডার, স্যার। একটা জিনিষ বিচারের জন্য বা সিদ্ধান্তের জন্য স্পীকারের কাছে দেওয়া হয়েছে, সেখানে যদি আর কোন নতুন পয়েন্ট তার থাকে, তাহলে তিনি সেটা স্পীকারের কাছে দিতে পারেন। কিন্তু সেটা নিয়ে হাউসে আলোচনা হতে পারে না। এমন কোন আইনের বলে অথবা এমন কোনও বিধান হাউসের নাই যার বলে আবার আপনি সেটাকে আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন। তার যদি অতিরিক্ত কোন পয়েন্ট থাকে, তাহলে কি উইল কমিউনিকেট, যদি তার সাক্ষী থাকে তাহলে সেই সাক্ষীকে নিয়ে তিনি স্পীকারের কাছে তাঁর চেম্বারে যাবেন এবং প্রসিডিউর মত কাজ করবেন। কিন্তু এই বিষয়ে আর কোন ফার্দার ডিসকাশন এই হাউসের মধ্যে হতে পারে না।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী :— স্যার, তড়িৎ বাবু যে কথা বলেছেন, আমি তার সংগে এক মত। কারণ স্পীকার মহোদয়, আমাদেরকে বলেছেন যে অন্যান্য রাজ্যের বিধান সভার অধ্যক্ষদের সংগে যোগাযোগ করে, তিনি আমাদেরকে জানাবেন। কাজেই উনারও এই ব্যাপারে দায়িত্ব রয়ে গিয়েছে, তাই আমি সমীর বাবুকে অনুরোধ করব যে তিনি যেন তার নতুন পায়েন্টগুলি স্পীকার মহোদয়ের দিয়ে দেন।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ :— স্যার, তড়িত বাবু যেটা বলেছেন, আমি সেটা মেনে নিচ্ছি।

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :— স্যার, এভাবে একটা সাপোজিশনের উপর তিনি কোন কথা বলতে পারেন না। আই থিঙ্ক দীস সুড বি এ্যাক্সপাঞ্জড ফ্রম দি প্রসিডিংস।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ :— স্যার, তড়িত বাবু যেটা বলছেন, আমিও তার সঙ্গে এক মত।

* * * * * * * * * *

* * * * * * * * * *

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :— …… …(গণ্ডগোল)

---

* * * Expunged as ordered by the chair.

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্দ্ধণ :— * * * * * * *

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :— স্যার, উনার কোন অধিকার নাই, আমার অধিকারের উপর হাত দেওয়ার। উনি বলতে পারবেন, আর আমরা বলতে পারব না কেন, স্যার? স্যার, সেদিনকার ব্যাপারটা সম্পর্কে স্পীকার সাহেব তদন্তের ভার নিয়েছেন, কাজেই এর বাইরে নূতন কথা যদি কিছু আসে, সেটা এ্যাক্সপাঞ্জড করতে হবে, স্যার।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— সেটা এ্যাক্সপাঞ্জড করা হবে।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্দ্ধণ :— * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * *

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— হাঁা,

(গণ্ডগোল)

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্দ্ধণ :— * * * * * *

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— টেপ সম্পর্কে যেসব কথা হয়েছে, সবই।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্দ্ধণ :— * * * * * * * * *
* * * * * * * * * *

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— There are Calling attention notices……

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্দ্ধণ :— * * * *

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— বলা হয়েছে ত, আপনি স্পীকার সাহেবের কাছে যাবেন, আপনার যে পয়েন্ট আছে, সেগুলি তাঁর কাছে দিবেন।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্দ্ধণ :— * * * * *

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— টেপ রেকর্ড সম্বন্ধে যেটা বলেছেন, সেগুলি এ্যাক্সপাঞ্জড করা হবে।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্দ্ধণ :— * * * * *

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— প্লিজ টেক ইউর সীট।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্দ্ধণ :— * * * * * * * *

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আপনি বসুন।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্দ্ধণ :— * * * * * * * *

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আমি আমার ডিসিশান জানিয়ে দিয়েছি, কাজেই আপনি বসুন।

---

* * * Expunged as ordered by the chair.

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ :— * * * * * * * * * * * * * * * * *

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— এটার সম্পর্কে হাউসের ডিসিশান হয়ে গিয়েছে। কাজেই এর সম্পর্কে আপনার কিছু বলার থাকলে, আপনি স্পীকার সাহেবের কাছে গিয়ে বলুন।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ :— * * * * * * * *

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আপনি হাউসের ডেকোরাম মেন্টেইন করুন।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ :— * * * * * * * *

শ্রীরাধিকা রঞ্জন গুপ্ত :— স্যার, এখানে যে আলোচনাটা আসছে, তায় আলোচনা করতে গিয়ে মাননীয় মন্ত্রী তড়িত বাবু যে অবজার্ভেশান রেখেছেন এবং তার উপর আপনি যে রুলিং দিয়েছেন 'রিভোক্' পোরশানটা এ্যাক্সপাঞ্জ হবে। উই আর অলসো এগ্রি উইথ ইউ, স্যার। কিন্তু এর পর আপনি যা বলেছেন এবং...

যদি আপনার রুলিং এই হয় যেখানে মাননীয় সদস্য সুনীল বাবু এবং তড়িত বাবু উনাদের বক্তব্য রেখেছেন যে এই বিষয়টা স্পীকারের আওতার মধ্যে এবং স্পীকার যেটা দেখছেন, সেই ব্যাপারে কোন ফার্দার মেটেরিয়েলস্ যদি কোন সদস্যের কাছে থাকে, তিনি সেটা স্পীকারের গোচরীভূত করবেন, হাউসের মধ্যে সেটা বলা ঠিক নয়। এই সাজেশানের সঙ্গে আমরাও একমত। কিন্তু পরবর্তী কালে মাননীয় সদস্য বিভূয়ের কথা যেটা বলেছেন, সেটা আপনি এ্যাক্সপাঞ্জ করবেন বলে বলেছেন। কাজেই এর পরেও কি ব্যাপার থাকতে পারে, আমি বুঝতে পারছি না।

(গণ্ডগোল)

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— তড়িত বাবু বলার পর যে সব কথাগুলি সমীর বাবু বলেছেন সেগুগুলি এ্যাক্সপাঞ্জ করা হবে।

শ্রীরাধিকা রঞ্জন গুপ্ত :— স্যার সবটাই কি এক্সপাঞ্জড ? বক্তব্যের কোন্ জায়গাটা একসপাঞ্জ করেছেন সেটা সঠিক করে বললে হত।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— তড়িত বাবু বলার পর যে কথাগুলি সমীর বাবু বলেছেন সেগুলি এক্সপাঞ্জড হবে।

CALLING ATTENTION.

Mr. Deputy Speaker :— There are three Calling Attention Notices to which the Ministers concerned agreed to make statement to day. First I would request the Minister-in-charge of the Home Department to make a statement on the Calling Attention Notice of Shri Gopinath Tripura on—

'বিগত ২২শে মে ১৯৭৫ ইং তারিখে কৈলাশহর মহকুমার ছামনু ব্লক অন্তর্গত খালছড়া বাজার বৈরী মিজোদল কর্তৃক লুট সম্পর্কে।'

---

* * * Expunged as ordered by the chair.

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, বিগত ২২শে মে ১৯৭৫ ইং তারিখে কৈলাশহর মহকুমার ছামনু ব্লক অন্তর্গত থালছড়া বাজার বৈরী মিজো দল কর্তৃক লুটপাট সম্পর্কে।'

কৈলাশহর মহকুমায় ছামনু থানার অন্তর্গত এই বাজারটি ছামনু থানা অফিস হইতে প্রায় ৩০ কিলো মিটার দক্ষিণে অবস্থিত। ভারত বাংলাদেশ সীমানায় ঐ বাজার হইতে সোজাসুজি দক্ষিণে প্রায় আট কিলোমিটার দূরে, এদিকে উক্ত স্থান হইতে ভারত বাংলাদেশ' এর দূরত্ব এর সীমানা পশ্চিমে প্রায় ১২ কিলো মিটার। ঘটনার পরদিন উক্ত বাজারের জনৈক সুশীল সাহার অভিযোগমূলে ছামনু থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯৫, ৩২৮ নং ধারা মূলে ৩/৫/৭৫ ইং তারিখে মকদ্দমা রেজিষ্ট্রিভুক্ত হয়। অভিযোগ ও তদন্তে প্রকাশ ২২/৫/৭৫ ইং তারিখ রাত্রে প্রায় সাড়ে আট ঘটিকায় রাইফেল ও ষ্টেইনগান সহ প্রায় ২০ জন বিদ্রোহী বৈরী মিজো, মিলিটারী পোষাক পরিহিত হইয়া থালছড়া বাজারে আসিয়া উপস্থিত হয়। তাহারা লুসাই ভাষার কথাবর্তা বলিতেছিল। প্রায় ১০ জন রিয়াং শ্রমিক তাহাদের সংগে ছিল। উক্ত শ্রমিকগণ রিয়ান ভাষায় কথাবর্তা বলিতেছিল। তাহারা প্রায় দেড় ঘন্টা সময় নিধন কার্য্য চালায়। তাহারা থালছাড়া বাজারের ১১টি দোকান লুট করে, ক্ষতির পরিমাণ নগদে এবং অন্যান্য জিনিষপত্র মিলিয়া আনুমানিক ৪,৫৬৬ টাকা। তিনজনকে বন্দুকের কোন্দা দিয়া তাহারা আঘাত করে। তাহাদের আঘাত সামান্য। বি, এস, এফ খবর পাইয়া ২৩/৫/৭৫ ইং তারিখে ঐ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। ঐ জায়গার জনৈক দোকানদার ৩০৩ ইং বন্দুকের তাজা কার্তুজ পাকিস্তানে নির্মিত পাইয়া বি, এস, এফ'এর নিকট দিয়া দেয়। জানা যায় বিদ্রোহী মিজোগণ যাহারা থালছড়া বাজারের দোকানপাট লুট করিতে আসিয়াছিল, পশ্চিমে মৈয়ান রিজার্ভ ফরেষ্টে বাংলাদেশের দিকে চলিয়া যায়। কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই। ঘটনার পরদিন বি, এস, এফ, খবর পাইয়া ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। কৈলাশহর মহকুমার হাকিম ও ছামনু থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগাও পরদিন ২৩/৫/৭৫ ইং তারিখে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। উক্ত টিলার হেডকোয়াটারের এস, ডি, ও, গত ১।২।৭৫ ইং তারিখে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। বি, এস, এফ'কে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং পেট্রলের কার্য বিশেষ ভাবে চালানো হইতেছে এবং পেট্রলের কাজ চলিতেছে। ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের কোন সাহায্য দেওয়া হয় নাই। মকদ্দমা তদন্তাধীন আছে।

শ্রীগোপীনাথ ত্রিপুরা:— অন পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান। থালছড়া যে ঘটনা হয়েছে তার থেকে বি, এস, এফ, ক্যাম্পের ডিষ্টেন্স কত?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— ১২ কিলোমিটার দূরে মরাছড়ি পাড়াতে একটা বি, এস, এফ, ক্যাম্প আছে।

শ্রীগোপীনাথ ত্রিপুরা :— যে জায়গার ঘটনা এখান থেকে বি, এস, এফ, ক্যাম্পের ডিষ্টেন্স কত?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় ১২ কি. মি. দূরে মরাই দীঘি বাড়ীর কাছে বি, এস, এফ, পোষ্ট।

শ্রীতাপস দে :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়; মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন মিলিটারী পোষাক সজ্জিত—কোন দেশের মিলিটারি পোষাক ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় পোশাকের বর্ণনা আমাদের তথ্যের মধ্যে নেই।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী :— এই বাজারের কাছাকাছি পুলিশ ফাঁড়ি কোথায় আছে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় এটা আমি আগেই দিয়েছি, বোধ হয় ৩০ কি. মি. দূরে।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী :— বি, এস; এফ, ক্যাম্প ১২ কি. মি., পুলিশ ফাঁড়ি ৩০ কি. মি. ওই অঞ্চলে গোবিন্দ বাড়ী এলাকায় ছামনু ব্লকে প্রায়ই এর আগেও অনেক বার আক্রমণ হয়েছে, লুঠতরাজ হয়েছে, ধন সম্পত্তি নষ্ট হয়েছে কিন্তু সেই অঞ্চলে গর্ভণমেন্ট এর তরফ থেকে এমন কোন ব্যবস্থা রাখা হয়নি যাতে এই ধরনের উৎপাটনের সংবাদ পাওয়া যায় এবং ঘটনার উপর তাড়াতাড়ি কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায় এমন কোন ব্যবস্থা সেই অঞ্চলে নেই। এই অঞ্চলে প্রায়ই মিজো আক্রমণ হয় এবং আগেও হয়েছিল। সুতরাং এই সম্পর্কে কেন সরকার কোন পলিসি ঠিক করেন না।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় এই অঞ্চলটা বি. এস, এফ'ই দেখাশুনা করে থাকে কাজেই এই অঞ্চলে আমাদের দিক থেকে মানে ত্রিপুরা গর্ভণমেন্টের দিক থেকে কোন খোজ করা হয়নি।

শ্রীতাপস দে :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ওই অঞ্চলে যেহেতু আগেও কয়েকবার দুর্ঘটনা ঘটেছে স্পেশালি মিজোদের এই এলাকায় আমাদের এই ষ্টেট গভর্ণমেন্টের এখান কার কোন এজেনসি আছে, যে এজেনসি মারফত ষ্টেট গভর্ণমেন্ট তাড়াতাড়ি গোপন খবর পেতে পারেন।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় জায়গাটা খুবই দুর্গম জায়গা তবে এখন চিন্তা করা হচ্ছে যে রিপিটেড এই রকম আক্রমণ হওয়ার জন্য বি, এস, এফ কে ডিসটার্ব না করেও এই বাজারের কাছাকাছি কোথাও কোন জায়গায় আমাদের ত্রিপুরা গভর্ণমেন্ট এর কোন পুলিশ পোষ্ট খোলা যায় কি না ?

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— আমার যতদূর মনে আছে এই হাউসে আমি আরও বলেছিলাম এই কলিং এটেনশান সম্পর্কে এবং মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন যে আমাদের ইনটেলিজেনস ব্রাঞ্চ ইত্যাদি সব করানো হচ্ছে কিন্তু এখন বলছেন ওনারা চিন্তা করছেন কিছু করা যায় কিনা। এটা কিছুই বোঝা গেল না। জায়গাটা দুর্গম আমরা বুঝলাম। ত্রিপুরার দুর্গম অঞ্চলে যে সব মানুষ আছে তাদের ধন সম্পত্তি নিয়ে এইভাবে ছিনিমিনি খেলা হবে তারপরেও সেই অঞ্চলে মানুষের জন্য কোন রকম ব্যবস্থা সরকারী. তরফ থেকে থাকবে না অথচ পুলিশ বাজেটে প্রচুর টাকা আমরা সেনশন দিয়েছি। সুতরাং আমার জিজ্ঞাস্য হচ্ছে ইতিপূর্বে ওনারা বলেছিলেন যে ইনটেলিজেনস আমরা রাখছি যাতে পূর্বাহ্নে আমরা সংবাদ পেতে পারি এই সম্পর্কে এই হাউসে মুখ্যমন্ত্রী একাধিক বার বলেছেন। এখন আমি ওনার কাছ থেকে জানতে চাই যে সেই অঞ্চলে

এতবার মিজো আক্রমণ হওয়া সত্বেও যদিও সেটা দুর্গম অঞ্চল, তাই বলেই কি সেখানে পুলিশ থাকবে না মানুষের ধন সম্পদ রক্ষা করার জন্য, সরকার কোন ব্যবস্থা করবেন না, এটা হতে পারে না। সুতরাং কেন করা হয় নি? এবং এই সম্পর্কে এটাকে একটা গাফিলতি বলে ধরা হচ্ছে বোঝায়। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তাঁর পুলিশ দপ্তরকে দেখতে বলবেন কি না যে কার কার গাফিলতির জন্য এটা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী এর আগে ষ্টেটমেন্ট করেছিলেন যে ওই অঞ্চলে ইন্‌টেলিজেন্‌স যাতে পূর্বাহ্নে সংবাদ পায় তার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে, কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করা তো হয়নি, এখন আবার বলা হচ্ছে কি না, যে ইনটেলি-জেন্‌স সম্পর্কে কিছু করা যায় কি না চিন্তা করা হবে। আগের কথার সংগে আর আজকের কথার সংগে আকাশ পাতাল তফাৎ হয়ে যাচ্ছে। সেদিকে লক্ষ্য রেখে মুখ্যমন্ত্রী পরিষ্কার করে বলুন কি কি ওনার প্রব্লেম কেন আগে হতে পারেনি, কেন আগে তাঁকে দিয়ে এসব কথা বলানো হয়েছে সে গুলো তিনি খুঁতিয়ে দেখবেন কি না এবং সে সম্পর্কে এই হাউসকে আশ্বাস দেবেন কি না?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত : — মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা ইতিমধ্যেই ওদিকের যে রাস্তা আছে ছামনু থেকে গবিন্দ বাড়ী, সেই রাস্তার কাজ আরম্ভ করেছি এবং সেটা গবিন্দ বাড়ী পর্য্যন্ত ২২ কি. মি. তারমধ্যে ১৬ কি. মি. জায়গার রাস্তা হয়ে গেছে—ফেয়ার ওয়েদার রোড এবং এসেম্বলি হাউসে যে কথা বলা হয়েছিল ওই রাস্তা তারই প্রেক্ষিতে সেই রাস্তার কাজগুলো করা হয়েছে এবং যাতে ওই জায়গাটা ওপেন হয়ে যায় সেই ব্যবস্থাও আমরা গ্রহণ করেছি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় ইনটেলিজেন্‌স এর ব্যবস্থা থাকলেও যদি এই ধরণের আক্রমণ হয় তাহলে মাননীয় সদস্যরা নিজেই জানেন কোথাও শক্ত ইনটেলিজেন্‌স থাকলেও এই ধরণের জংগলের মধ্যে আসাত খুব কঠিন এবং সেটা ইনটেলিজেন্‌স অগ্রিম পাওয়া খুবই কঠিন এবং সেখানে যে ধরণের ব্যবস্থা থাকা দরকার সেটা এতদিন পর্য্যন্ত বি, এস, এফ-এর আয়ত্তেই ছিল এবং আমাদেরও নূতন ব্যবস্থা খোলার ইচ্ছা আছে। তবে দূরত্বটা অনেক বেশী এবং যেহেতু বি. এস, এফ ওটা দেখছিলেন, ৮ কি. মি.—১০ কি. মি. দূরে এমনি করে আছে বি. এস. এফ'র ক্যাম্প, থাকলেও এরা এই জংগলের ভিতর দিয়ে কোথা দিয়ে কোন মুভমেন্ট হচ্ছে সেটা বোঝা বড় কঠিন এই জন্য যখন ঘটনা ঘটে তখন অনেক সময় খবরটা পাওয়া যায় না। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় মাননীয় সদস্যদের সংগে আমিও এই ব্যাপারে উৎকণ্ঠিত যে বার বার এই ঘটনা ঘটতে থাকলে আমাদের যারা বাসিন্দা আছে তাদের সিকিউরিটির প্রশ্ন রয়েছে, আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের সিকিউরিটির প্রশ্ন রয়েছে কাজেই এই সম্পর্কে আমাদের যেটা বিশেষ দরকার জরুরী ভিত্তিতে রাস্তার কাজ শুধু করা হয়েছে। ২ কি. মি. জায়গার মধ্যে অলরেডি ১৬ কি. মি. হয়ে গেছে এবং আশা করা যাচ্ছে যে ২২ কি. মি. রাস্তা হয়ে গেছে এবং হয়ে গেলে পরে তখন আর এই জায়গাটা দুর্গম কিংবা আজকে যে অসুবিধা আমাদের হচ্ছে সেই অসুবিধা আর হবে না। এই সম্পর্কে পুলিশ পোষ্ট বাজারের কাছাকাছি কোথাও, কারণ থালছড়া এমন একটা জায়গা যে জায়গাকে প্রোটেকশান দিতে গেলে কোন পুলিশ পোষ্ট কাছাকাছি থাকা দরকার, বর্ডার অবশ্য খানিকটা দূরে, অথচ বি. এস, এফ'র আওতার মধ্যে পড়ে। তাদের মধ্যে আমাদের কোন পোষ্ট হওয়া কঠিন অন্তত: রুলস বা আইন কানুনে যা আছে। এই ভাবে এর কাছাকাছি কোথাও পোষ্ট করা যায় কি না সে বিষয়ে আমরা দেখছি এবং আমরা অদূরেই ব্যবস্থা গ্রহণ করছি।

শ্রীগোপেশ দে :— এই বাজারে বারে বারে ঘটনা ঘটছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে ১৯৭২ থেকে এ পর্যন্ত কত বার ঘটনা ঘটেছে।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আমাদের কাছে যতটা রিপোর্ট এসেছে তিনবার বাজারটি লুঠ হয়েছে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— এই রকম ঘটনা ছামনু বেলটে অসংখ্য হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী যা বললেন তাতে দেখলাম যে এই অঞ্চলটিতে বি, এস, এফ ক্যাম্প আছে। বি, এস, এফ ক্যাম্প যেখানে যেখানে আছে সেখানে তো ওরা পেট্রোল ডিউটি দেয়। এছাড়া স্পেশাল পেট্রোল ডিউটি দেওয়ার কোন ব্যবস্থা আছে কি না বা আমাদের এই বি, এস, এফ কি করছে না করছে আমাদের ষ্টেট গভর্ণমেন্টের পুলিশ'এর আই, জি'র এর উপর কোন কনট্রোল আছে কি না বা কোন খবরা খবর রাখেন কি না এই অঞ্চলের। যে নিয়মের কথা বললেন যে ওখানে ৮ কি. মি. মধ্যে যদি একটা বি, এস, এফ'র ক্যাম্প থাকে, ৮ কি. মি. এর মধ্যে কিন্তু হচ্ছে এই বাজার আর সেই ৮ কি. মি. মধ্যে বি. এস. এফ কে পেরিয়ে এসে ভিতরে ঢুকে তারা লুঠপাট করে চলে গেল—এই বাজারটিই তিন বার লুঠ করলো এই ছামনু বেলটে। এই বাজারে যদি ৩ বার লুঠ হয়ে থাকে তাহলে আমার মনে হয় অন্যান্য জায়গায় আরও অনেক বার মিজো আক্রমণ হয়েছে। সুতরাং কি কি কনট্রোল আমাদের ষ্টেট গভর্ণমেন্টের আই, জি'র আছে বি, এস, এফ এর উপর সে সম্পর্কে আমরা জানতে চাই।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় বি, এস, এফ, সেনট্রাল গভর্ণমেন্টের ডাইরেক্ট পরিচালনাধীন। যদিও আমাদের ষ্টেট গভর্ণমেন্ট'র সংগে সহযোগিতা রক্ষা করতে হয়। তাহলেও এটার সম্পর্কে তাদের সেনট্রাল গভর্ণমেন্টের অর্ডার অনুযায়ী চলতে হয়। আমাদের যে যে সময়ে যা যা প্রয়োজন পড়ে তার জন্য একটা সহযোগিতা তাদের সংগে থাকে। এতে আমরা যেমন বলতে পারছি না যে কনট্রোল আমরা করছি তেমন আবার একথা বলা যায় না সহযোগিতা পাচ্ছি না। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় এটা উভয় দিক থেকে সহযোগিতা পাচ্ছি না। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় এটা উভয় দিক থেকে সহযোগিতায় প্রশ্ন আছে এবং দুই দিকেই আমাদের সহযোগিতামূলক ভাব রয়েছে কিন্তু আমি একথাও বলেছি যে এটা বাঙলাদেশের যে মহারাণী রিজার্ভের যে ফরেস্টটা এইটা জংগলাকীর্ণ সেখানে কোন রাস্তাঘাট না থাকার জন্য বিভিন্ন রাস্তা দিয়ে এই জংগলের পথ দিয়ে তারা আসতে পারে যার জন্য সেই খবরটা পাওয়াটা কঠিন হয়ে পরে। সেই জন্য মাননীয় সদস্যদের উৎকণ্ঠার জন্য এই হাউসের সামনে যেখানে বলা হয়েছে তখন এইটাকে রাস্তাটাকে প্রায়রিটি বেসিসে আমরা এই রাস্তার কাজটা শুরু করেছি যাতে এইদিকটা ওপেন হয়ে যায় যাতে করে আমাদের দিক থেকে আমরা প্রপার প্রটেকশন নিতে পারি।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :— পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশন স্যার, মাননীয় মন্ত্রী উত্তর দিতে বলেছেন যে কতকগুলি ঘটনা এই এলাকায় ঘটেছে এবং বর্তমানে ষ্ট্যাট গভর্ণমেন্ট চিন্তা করছেন যে বি, এস, এফ ছাড়া অন্য কোন ব্যবস্থা করা যায় কি না। এইটার অর্থ কি এই দাঁড়ায় না যে বি, এস, এফ, বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স তারা কেন্দ্রীয় সরকারের লোক হলেও যখন আমাদের

ষ্টেটে থাকে এবং আমাদের ষ্টেটের থেকে মোটামুটি একটা কন্ট্রোল থাকে এবং তাদের খরচ যাবতীয় খরচ আমরা আমাদের ষ্টেট থেকে বহন করি। তাহলে তারা বর্ডার রক্ষায় অকৃত-কার্য্য হয় তাহলে তাদেরকে রাখার দরকার কি? মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন উত্তরে যে বি, এস, এফ ছাড়া অন্য ব্যবস্থা করতে পারি কি না সেই চিন্তা আমাদের আছে। তাহলে এইটা বুঝা যায় যে বি, এস, এফের উপর আমাদের বর্ডার রক্ষার যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সেই ব্যাপারে তারা অকৃতকার্য্য হয়েছে এইটা সত্যি কি না?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ইন্টারন্যাশনেল বর্ডার রক্ষা করার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের এইটার সংগে ষ্টেট গভর্ণমেন্টের কোন সম্পর্ক নেই।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— ইন্টারন্যাশনেল বর্ডারের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের তাতে বি, এস, এফ, থাকবে, সবাই থাকুক। আমার ষ্টেট টাকা দেবে সবই ভাল। কিন্তু আমাদের বাজেটে প্রভিশন আছে সেই প্রভিশন হচ্ছে সি. আর. পি., বি. এস. এফ., আর. এ. সি. সবের জন্য টাকার প্রভিশন আছে। আমরা দেখেছি এইটা থাকবে নিয়ম মত থাকে, ঠিক কথা। কিন্তু আমার আই. জি. পি. তার কোন কন্ট্রোল থাকবে না? কন্ট্রোল মানে আমি বলছি না যে আই. জি. পি'র কথা মত সব কাজ হবে, অন্ততঃ এই সব বর্ডার রক্ষা করার দায়িত্ব হচ্ছে আমার আই. জি. পির উপর। সুতরাং আমার আই. জি. পি. কি করে এই অঞ্চলের মানুষকে দেখবেন যদি এই বি এস. এফ. তারা মানুষের সংগে যোগাযোগ ভালভাবে না রাখেন?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এইটা সহযোগিতার প্রশ্ন এইখানে কন্ট্রোল করার কোন প্রশ্ন নাই। কারণ এইটা বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স এইটা সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের। আর মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এইটা আমাদের ষ্টেট গভর্ণমেন্টের বাজেটের অন্তর্ভুক্ত নয় এই বি. এস. এফের টাকা।

শ্রীতাপস দে :— স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে এই ঘটনার পর বি. এস. এফের ডি. আই. জি. এবং আমার ষ্টেটের আই. জি. পি. বসে এই এলাকাটা কিভাবে শান্ত রাখা যায় সেই রকম চিন্তা করছেন কি না?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি যে আমাদের ওখানে যারা নর্থ ডিষ্ট্রিক্টে যে সব রেসপনসিবল অফিসার রয়েছেন পুলিশ অফিসার তারা সেখানে গিয়ে যোগাযোগ করেছেন এবং কিভাবে করা যায় সেই সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে কিন্তু আমি আগেই বলেছি যে কমুনিকেশনটা এত খারাপ এই সব জায়গায় যার ফলে হয়তো যতটা তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা নেওয়া দরকার সেইটা হয়ে উঠে নি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে কারণে আমরা এই জায়গায় কমুনিকেশনটা প্রথমে ডেভেলাপ করার জন্য আমরা ব্যবস্থা নিয়েছি এবং সেইটা হয়ে গেলে এবং সংগে সংগে আমাদের ত্রিপুরা গভর্ণমেন্টের নিজস্ব ফোর্স ব্যবস্থা অলরেডি নেওয়া হয়েছে এবং আশা করা যাচ্ছে আগামী দিনে হয়তো বা এই রকম ঘটনা নাও ঘটতে পারে।

শ্রীরাধিকা রঞ্জন গুপ্ত :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে বক্তব্য রাখলেন এইটা কি বলবেন যে ঐ এলাকাতে আমাদের লোকজনদের এই সব হামলা থেকে রক্ষা করার জন্য বর্তমানে কি কি ব্যবস্থা সেখানে চালু আছে?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এইটা প্রশ্নটা একটু জটিল এইখানে হিউম্যান প্রোবলেম রয়েছে। কারণ যারা এই অঞ্চলে আছে যারা আমাদের আদিবাসী তারা কোন কোন সময় মহারাণী রিজার্ভে যায় জুম করতে আমাদের কোন সাহায্য ছাড়াই। কাজেই এই প্রশ্নটাতে হিউম্যান প্রোবলেম রয়েছে। কাজেই তাদেরকে এই এরিয়া থেকে নিয়ে আসাটা একমাত্র আমি জানি না. সেই ভাবে কোন সলিউশন হতে পারে কি না সেখান থেকে এই লোকগুলিকে সরিয়ে এনে আর কোথাও কলোনী করে তাদেরকে রাখার ব্যবস্থা করা এবং তাদের রিহেবিলিটেশনের ব্যবস্থা করা। এছাড়া এখন যেভাবে মহারাণী রিজার্ভটা আছে এবং আমাদের ঐ এরিয়াটা আছে যদি কমুনিকেশন ডেভেলাপমেন্ট না হয় তাহলে এই সম্পর্কে এই মানুষগুলির সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা খুব কঠিন হয়ে পাড়বে।

শ্রীতাপস দে :— মাননীয মন্ত্রী মহোদয়, এইটুকু স্বীকার করবেন কি এই এলাকাটা যেহেতু শুধু এই এলাকাটা নয়, এই এ্যানটায়ার জুমট: যেহেতু বাঙলাদেশ বর্ডারের নিকটবর্তী এবং মিজোরা এইখানে হামলা করে যেহেতু বাঙলাদেশের চলে যেতে পারে। সেই দিক দিয়ে লক্ষ্য রেখে ষ্টাট গভর্ণমেন্ট সেইটা বিকুয়েষ্ট করবেন কি না জানি না বাঙলাদেশের গভর্ণমেন্টের সংগে যাতে একটা বুঝাপড়া হয় ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে বাঙলাদেশ গভর্ণমেন্টের সাথে যোগাযোগ করার জন্য আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করা হয়েছে।

শ্রীতাপস দে :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে আমাদের ইনটেলিজেন্ট ব্রাঞ্চের যে খুন পড়েছে সেই খুনের যিনি দায়িত্বশীল অফিসার তিনি ঐখানে থাকেন কি না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই প্রশ্নটার জবাব আমার পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ এইটার সংগে সিকিউরিটির প্রশ্ন রয়েছে।

শ্রীতাপস দে :— স্যার, কথাটা সত্যি সিকিউরিটির প্রশ্ন রয়েছে কিন্তু যেখানে ইনটেলিজেন্ট ব্রাঞ্চ একটা খুন করেছে সেখানে এবং সেই খুনের যিনি দায়িত্বশীল অফিসার তিনি ওখানে না থেকে আগরতলা শহর থেকে তিনি সেইটা কনট্রোল করছেন। যে কারণে ষ্টাট গভর্ণমেন্ট রেগুলারলি এবং টাইমলি রিপোর্ট পান না। এই কারণেই প্রশ্নটা করা এবং আমি মিনিষ্টারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে গভর্ণমেন্ট যাতে এইদিকে দৃষ্টি দেন। এস. বি. ডিপার্টমেন্ট যদি ওখানে আর একটু সজাগ না থাকে তাহলে ওখানে যত গোলমালই হোক ষ্টাট গভর্ণমেন্ট রিপোর্ট পেতে কষ্ট হয় এবং এস. বি. ডিপার্টমেন্টের যে দায়িত্ব সেই দায়িত্ব ঠিক মত ফুলফিল করছে না। এই কারণে আমি গভর্ণমেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমি জানি এইটা সিকিউরিটির প্রশ্ন বলে এড়ানো হচ্ছে।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই কথা বলেছি, এর চেয়ে বেশী বলা আমার পক্ষে এখন সম্ভব নয়।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :— Now I would request the Hon'ble Minister in charge of the Food Deptt. to make a statement on the following calling attention Notice.

"গত ২৯শে মে তারিখে রাধাকিশোর নগর ২নং ফেয়ার প্রাইস শোপ এ রেশনের মাল চুরি করে বিক্রী করা সম্পর্কে"

শ্রীতড়িতমোহন দাসগুপ্ত :— বিগত ১৯৭৫ইং ২৯শে মে সকাল ১১টা ১৫ মিনিটের সময় রাধাকিশোরনগর নিবাসী শ্রীদেবেন্দ্র চন্দ্র ভৌমিকের পুত্র শ্রীসুরেশ চন্দ্র ভৌমিককে পঞ্চায়েত ডিলার ন্যায্যমূল্যের দোকানের ২০ গজের মধ্যে একটি বেগে ২৫ কে. জি. চিনি সহ সাইকেলারূঢ় অবস্থায় ঐ এলাকার কতিপয় ব্যক্তি শ্রীভৌমিককে দেখিতে পায়। এই ন্যায্যমূল্যের দোকানটি রাধাকিশোর নগর গাঁও সভার ২নং ন্যায্যমূল্যের দোকান। ইহা ১৯৭৫ইং সনে খোলা হইয়াছিল। উক্ত দোকানের কার্ড সংখ্যা ৪০৮ তার মধ্যে পূর্ণ বয়স্কের সংখ্যা ১৯৪৫ এবং অপ্রাপ্ত বয়স্কের সংখ্যা ৪৭০।

ঐ লোকগুলি শ্রী ভৌমিককে সন্দেহ করিয়াছিল যে ঐ চিনি ন্যায্য মূল্যের দোকান হইতে অন্যায়ভাবে কালোবাজারে বিক্রয়ার্থে নিয়া যাওয়া হইতেছে। তাহারা সেই জন্য সদর বিভাগীয় অফিসের সাহায্য নেয় এবং কোতোয়ালী থানাতে লিখিত অভিযোগ করেন। অতঃপর শ্রী ভৌমিককে মজুদ চিনি সহ কোতোয়ালী থানাতে নিয়ে যাওয়া হয়। উক্ত বিষয়টি ১৯৫৫ সনের এসেনসিয়েল কমোডিটিস অ্যাক্ট এর ৭ (1) ধারা অনুযায়ী কোতোয়ালী থানায় ৭৫(৫)-৭৫ নম্বরে ডাইরী রুজু করা হয়। বিগত ২৯/৫/৭৫ইং বৈকালে পুলিশ অফিসার পঞ্চায়েত ডিলার ন্যায্যমূল্যের দোকানটি পরিদর্শন করেন। কিন্তু ঐ দোকানের ডীলার শ্রীশান্তি রঞ্জন দাসের কোন সন্ধান পান নি। ইহাতে মনে হয় শ্রী দাস পুলিশ কর্তৃক তদন্ত এড়াইবার ভয়ে আত্মগোপন করে আছেন। বিষয়টি এখনো পুলিশের তদন্তাধীন আছে। সদর বিভাগীয় অফিসারের অধীনে ফুড ইন্‌সপেক্টর কর্তৃক বিষয়টির তদন্ত চলিতেছে। কিন্তু ডীলারের অনুপস্থিতিতে কোন সুফল হইতেছে না। তবে বিভাগীয় তদন্ত ত্বরান্বিত করার জন্য সকল প্রকার সুব্যবস্থা করা হইতেছে।

শ্রীতাপস দে :—মাননীয় মন্ত্রী তাঁর ষ্টেটমেন্টে বলেছেন যে ঐ যে সান দাস, রেশন শপের মালিক একে না পাওয়ার ফলে তদন্ত হচ্ছে না। মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি রেশানের মাল যখন নিতে আসে, ডিউ স্লিপে যে টাকা চালান দেওয়া হয়, সেটা কে জমা দেন ?

শ্রীতড়িতমোহন দাশগুপ্ত :— তার জন্য অথরাইজড লোক আছে তারা জমা দেয়।

শ্রীতাপস দে :— অন পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান। মাননীয় মন্ত্রী এটুকু আশ্বাস দেবেন কি যে এই রেশান শপে এতদিন যে সমস্ত মাল এতদিন যাবত পাচার হচ্ছে এটা অফিসার তদন্ত করছেন এবং যেহেতু আসামী এখন এ্যাবস্কণ্ডিং, সুতরাং রেশন শপের ব্যাপারটা উনি একটু তলিয়ে দেখবেন কিনা ?

শ্রীতড়িতমোহন দাশগুপ্ত :— ওটা অলরেডি দেখা হচ্ছে এবং ব্যক্তিগতভাবে আমিও এদিকে লক্ষ্য রাখব।

Mr. Dy. Speaker :— Next I would request the Minister in-charge of the Community Development Department to make a statement on the following Calling Attention Notice of Shri Gopinath Tripura on—

'কৈলাশহর মহকুমায় ছামনু ব্লক অন্তর্গত তারাবনছড়া কলোনী অন্তর্ভুক্ত সিন্ধুকুমার পাড়া সংলগ্ন স্থানে গত ২৯-৫-৭৫ ইং তারিখে একটি সরকারী বাঁধ ভাংগার ফলে অনুমান ১০/১২ কানি বোরো ফসল ও আউস ধানের প্রভূত ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে।'

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কৈলাশহর মহকুমার ছামনু ব্লক অন্তর্গত তারাবনছড়া কলোনী অন্তর্ভুক্ত সিন্ধুকুমার পাড়া সংলগ্ন স্থানে গত ২৯/৫/৭৫ ইং তারিখে একটি সরকারী বাঁধ ভাঙ্গার ফলে অনুমান ১০/১২ কানি বোরো ফসল ও আউস ধানের প্রভূত ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে। কলিং এ্যাটেনশান।

তারাবনছড়া ভূমি সংরক্ষণ কেন্দ্রে গত ১৯৭৪-৭৫ ইং তারিখের আর্থিক বছরের শেষের দিকে সিন্ধুকুমার পাড়া সংলগ্ন স্থানে জলসেচের সুবিধার্থে ও স্থানীয় কলোনী বাসিন্দাদের ব্যবহারের জন্য একটি মাটির বাঁধ তৈরী করিয়া জলাশয় তৈরী করা হইয়াছিল। ঐ বাঁধ দ্বারা জলাশয় তৈরী করিতে ৬,২০০ টাকার আর্থিক মঞ্জুরী দেওয়া হইয়াছিল। সাধারণ ভাবে জলের পরিমাণ ও অন্যান্য আনুসঙ্গিক বিষয় পরীক্ষা করিয়া এই বাঁধের মাপ ঠিক হইয়াছিল দৈর্ঘ্যে ৭৫ মিটার, চওড়া ১৭.৬০ মিটার ও উচ্চতা ৪.২৭ মিটার। গত কয়েকদিন যাবত ঐ জায়গায় মুশলধারে বৃষ্টি হওয়ায় হঠাৎ বাঁধের উপর অতিরিক্ত জলের চাপ পড়ে এবং গত ২৯শে মে তারিখে বাঁধটির একাংশ ভাঙ্গিয়া যায়। গত ২রা জুন সকাল বেলায় কৃষি অধিকর্তা ও উত্তরাঞ্চলের উপ-কৃষি অধিকর্তা তারাবনছড়া ভূমি সংরক্ষণ কেন্দ্রীয় অফিস প্রদর্শনরত থাকাকালীন দুইজন উপজাতি চাষী জানান যে ঐ বাঁধ ভাঙ্গার ফলে জল ও বাঁধের মাটি পড়িয়া তাহাদের কয়েক কানি জমির ফসল আংশিক ক্ষতি করিয়াছে। তখন কৃষি অধিকর্তা ও উত্তরাঞ্চলের উপ-কৃষি অধিকর্তা উক্ত বাঁধ ভাঙ্গার দরুণ কতটুকু জমি এবং ফসল নষ্ট হইয়াছে, ক্ষতির পরিমাণ ইত্যাদি সম্বন্ধে সরেজমিনে দেখিতে বলেন। ইহা ছাড়াও উক্ত চাষাদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত চাষীদের পরিমাণ মত বীজ ধান দেওয়ার জন্য ও তাহাদের জমি ভূমি সংরক্ষণ প্রকল্পের আওতায় আনিয়া পুনরুদ্ধার করিয়া দেওয়ার বন্দোবস্ত করিতে বলেন। বিস্তারিত তথ্য—জমি ও ফসলের প্রকৃত পরিমাণ, ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের সংখ্যা ইত্যাদি তথ্য সংগ্রহ করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের যথোচিতভাবে সাহায্য করার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

শ্রীগোপীনাথ ত্রিপুরা :— অন্ পয়েন্ট ক্ল্যারিফিকেশান স্যার। এই যে বাঁধটা ৬,২০০ টাকা খরচ করিয়া বাঁধ তৈরী হইয়াছিল, তার অতিরিক্ত জল বাহির হওয়ার জন্য নালার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল কিনা ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেই বাঁধের অতিরিক্ত জল বের হয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল।

শ্রীগোপীনাথ ত্রিপুরা :— ঐ বাঁধ কি কনট্রাক্টার মারফত করা হইয়াছিল না টেষ্ট রিলিফ থেকে করা হইয়াছিল সেটা মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের কাছে যতটুকু তথ্য আছে তাতে জানা যায় এটা কনট্রাক্টার মারফত করা হয়েছিল।

শ্রীতাপস দে :— এই যে কাজটা এটা কোন্ ডিপাটমেন্ট করেছেন ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট করেছেন।

ANNOUNCEMENT REGARDING PRIVILEGES ISSUE

Mr. Dy. Speaker :—Hon'ble Members, I have received a Notice of alleged breach of Privilege from Ajit Ranjan Ghosh, M. L. A. against the Editor, Correspondent, Publisher and Printer of the Daily Calcutta newspapers. "The Statesman" and the Editor, Publisher and Correspondent of the Daily Calcutta news paper 'Amrita Bazar Patrika' for publishing distored and Incorrect news regardings proceedings of this Assembly in their newspaper on 31. 5. 75.

Now in pursuance of rule 191 of our rules of Procedure and Conduct of Business, I refer the case to the Committee on Privilages for examination and report.

PRSENTATION OF COMMITTEE REPORT.

Mr. Dy. Speaker :— Next item of business in presentation of Committee Report.

I would call on Shri Ashoke Kumar Bhattacherjee, Chairman to present to the House the 6th Report of the Committee on Government Assurances.

Snri Ashoke Kr. Bhattacharjee :— Mr. Speaker, Sir, I beg to present to the House the 6th Report of the Committee on Government Assurances.

Mr. Dy. Speaker :— Members are requested to collect the copy of the Report from Notice Office.

PRIVATE MEMBERS' MOTION.

Mr. Dy. Speaker :— Next item of business is Private Member's Motion standing in the name of Shri Subal Ch. Biswas and Shri Tapas Dey.

I call on Shri Subal Ch. Biswas to raise discussion his Motion.

"That the Report of the Tripura Pay Commission, 1974 as laid on the table of the House on 29th March, 1975 be taken into consideration."

শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস ;— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি যে মোশানটা এনেছি সেটা হচ্ছে—

"The Report of the Tripura Pay Commission, 1974, as laid on the table of the House on 29th March, 1975 be taken into consideration."

এটা ত্রিপুরা রাজ্যের ৩১ হাজার কর্মচারীর আগ্রহ এবং তাদের আর্থিক এবং সামাজিক —প্রত্যেকটা দিকে লক্ষ্য রেখে, সরকার যে তাদের ব্যাপারে সহানুভূতিশীল এবং সরকারের যে সদিচ্ছা সেটা প্রমাণ করার জন্য এবং তাদের দাবী মেটানোর জন্য ত্রিপুরা রাজ্যের বর্তমান সরকার একটা ৪২৪ পৃষ্ঠার বই—এই মহাভারত তথা পে কমিশনের রিপোর্ট, বিগত কয়েক মাস আগে ঘোষণা করেছেন।

এই পে কমিশনের যে ঘোষণা করা হয়েছে সেটা সম্পর্কে কথাগুলো প্রশ্ন উঠেছে। উঠেছে এই কারণে যে আমরা দেখলাম ত্রিপুরা সরকার যখন এই পে কমিশনের রিপোর্ট ডিক্লেয়ার করলেন, অর্থাৎ এটা পাবলিকেশনে দিলেন তারপর থেকে ত্রিপুরাতে একটা মিশ্র প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়ে গেল। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপনি জানেন যে বিশেষ করে কর্মচারীদের মধ্যে তাদের ইউনিয়ন তাদের সংগঠন আছে, আমি ক্যাটাগরীকেলী নাম না বললেও এটা সত্যি কথা, অধিকাংশ ইউনিয়নগুলি, অধিকাংশ সংগঠনগুলি এর সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করেছেন, আবার কিছু কিছু দায়ে পরে হলেও এর পক্ষে মত দিয়েছে এবং মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপনি জানেন এই রিপোর্ট বেরোনোর পরে বিগত ফেব্রুয়ারী থেকে আরম্ভ করে, জানুয়ারী থেকে আরম্ভ করে এই বছরের মার্চ মাস এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত আমরা লক্ষ্য করেছি যে কমচারীদের মধ্যে এমন একটা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে, এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যার ফলে এই পে কমিশনের দ্বারা ওদের মধ্যে একটা ঠিক অসন্তোষ তথা হতাশার সৃষ্টি হয়েছে। এর মধ্যে বাস্তব চিত্র এবং এর মধ্যে যে প্রস্তাবগুলি আছে সেগুলি আলোচনা করার আগে এটা সত্যি কথা, ত্রিপুরা সরকারকে ধন্যবাদ, ধন্যবাদ এই জন্য যে ত্রিপুরাতে পূর্ণাঙ্গ রাজ্য হওয়ার পর ত্রিপুরার ৩১,০০০ কর্মচারীদের একটা কোড অব কন্‌ডাক্ট বলা যায় তাতে তাদের চাকরীর বেতন নির্ধারণ করে তাদের একটা নিশ্চিত পথে এবং তাদের আর্থিক দিক দিয়ে মোটামোটিভাবে যাতে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারেন সেজন্য ত্রিপুরা সরকার একটা পে কমিশনের রিপোর্ট বের করে দিয়েছেন। এর ভাল মন্দের দিকে আমি যাচ্ছি না, তবু এইটুকু বলছি, যেটা নাকি কর্মচারীদের আখাঙ্ক্ত ছিল, তাদের জন্য আমরা যা কিছু করছি, যা কিছু ভাবছি তার মধ্যে নিজস্ব একটা সত্তা থাকবে। সেজন্য আমি বলব সরকার মোটামোটি একটা কাঠামো দিয়েছেন যে কাঠামোর মাধ্যমে কর্মচারীদের মোটামোটি একটা ভবিষ্যত, এটাতে না হোক, বা এটাতেই হতে পারে, তবু একটা ট্রাকচার করেছেন সরকার, এই জন্য সরকার, এই জন্য তাকে ধন্যবাদ। ধন্যবাদ দিলেও বলতে হবে যে এটা অতি বিলম্বিত হয়ে গেছে এবং এর শেষ এখনও হয়নি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রথমে বলছি যে কমিশনের উপর যে দায়িত্ব বর্ত্তেছিল সেটা বহুবার উল্লেখিত হয়েছে এই

হাউসে যে ত্রিপুরা রাজ্যের আর্থিক কাঠামো, আর্থিক যে ক্ষমতা এবং ত্রিপুরার যে এই স্থানের প্রাইস লেবেল অনুযায়ী এবং কর্মচারীদের কাজের কথা অনুযায়ী আমাদের পে কমিশনের উপর দেওয়া আছে যে কর্মচারীরা কতটুকু পাবে। কতটুকু দিলে কর্মচারীরা মোট্রামোটিভাবে কাজ চালানোর অবস্থা পাবে। ত্রিপুরার পে কমিশনের কাছে দিয়েছে। আমরা দেখেছি পে কমিশন যথেষ্ট যত্ন সহকারে গণতান্ত্রিক মত অনুযায়ী—

Mr. Dy. Speaker :—The House stands adjourned till 2-30 p. m. The Members speaking will have the floor.

(After recess)

শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলেছিলাম যে পে কমিশন গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুযায়ী ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন কর্মচারী ইউনিয়ন বা সংগঠন বা বিশিষ্ট ব্যক্তি-বৃন্দের কাছে পে কমিশন সম্পর্কে মতামত চেয়েছে এবং যতদূর সম্ভব তাদেরর মতামতের উপর ভিত্তি করে একটা রিপোর্ট খাড়া করিয়েছেন এবং সেই রিপোর্ট পাবলিষ্ট হওয়ার পর আমরা দেখলাম সরকার এটাকে আবার কি একটা কমিটির কাছে পাঠিয়েছে ফাইন্যাল করার জন্য। তাই আমি প্রথমে বলতে চাই যে গত ২৮শে মার্চ ত্রিপুরা সরকার যে ডি, এটার ডিক্লারেশান করলেন যেটা ২১ থেকে ৬০ টাকার ভিও ছিল, স্যার, পে কমিশনের রিপোর্ট পেজ ৩৮০এর ভিত্তিতে দেখা যায় যে তাদের রিকমেণ্ডেশান অনুযায়ী দেওয়া হয়েছে। পে কমিশন বলেছে in future the DA should be granted on the basie of following formula :- "Upto Rs. 300/- 3-5% of pay subject to a minimum of Rs. 7/- per mensem and a maximum of Rs. 10/- per mensem. অর্থাৎ পে কমিশন যেভাবে রিকমেণ্ড করেছেন, সেভাবে সরকারও সেভাবে সরকারও ডি, এটা ঘোষণা করলেন। তাই আমরা এটাকে ধরে নেব যে সরকার এটাকে লজিক্যালি এ্যাক্‌সেপ্‌ট করেছেন। আমি স্যার, এর ভিত্তিতে এই কথাই বলতে চাই যে এটা যদি এ্যাক্‌সেপট করা হয়, তাহলে কি অবস্থাটা আমাদের সামনে আসবে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা হিসাব করে দেখেছি যে আমাদের ত্রিপুরাতে মোট ৩১ হাজার কর্মচারী আছে পার্মেনেন্ট এবং টেম্পরারী মিলিয়ে, তার মধ্যে ২০ হাজার হচ্ছে তৃতীয় শ্রেণী আর ৮ হাজার হচ্ছে চতুর্থ শ্রেণীর। এই চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আমি দেখছি পে কমিশন বলেছেন বর্তমানে তাদের যে বেতন ও ভাতা দেওয়া হয়, তাতে একজন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীর পক্ষে পরিবার পরিচালনা করা সত্যিই কষ্টকর। তাই পে কমিশান একটা রিকমেণ্ডশান করছেন, সেটা হচ্ছে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীর পরিবারের মেয়েরাও প্রয়োজন বোধে কাজ কর্ম করতে পারেন। পে কমিশনের গ্রাউণ্ড যদিও যুক্তিযুক্ত, এটা আপনি জানেন স্যার, বর্তমান আর্থিক যুগে পৃথিবীর প্রত্যেকটি ষ্টেটে বিশেষ করে ডেভেলাপড কান্ট্রি যেগুলি আছে, আমেরিকা বলি, ব্রিটেন বলি আর রাশিয়া বলি, এটা সত্যি কথা যে একটা পরিবারে একজন লোকের আয়ে তার ষ্টেণ্ডার্ড লিভিং যা, তা একজন লোকের আয়ে সম্ভব হয় না, যদিও সেখানকার বেতন অসম্ভব বেশী এবং আমরা এখানে সেটা কল্পনাও করতে পারি না। তাদের সেখানে ষ্ট্যাণ্ডার্ড এত উপরে যে তাদের একজনের আয়ের দ্বারা, সেটা চলে না। তারপর আমাদের দেশে একটা হেবিচুয়েটিও বলতে পারেন বা আমাদের দেশে এটাকে একটা প্রথাও বলতে পারেন,

বিশেষ করে আমাদের বাঙ্গালীদের মধ্যে। আমি স্যার, পশ্চিম বঙ্গে গিয়েছি এবং দেখেছি আমাদের মধ্যে যেমন আছে সমাজিক অবগুণ্ঠন, এই সামাজিক অবগুণ্ঠন থাকার জন্য যদি কোন পরিবারে একজন পুরুষ কাজ করে, তাহলে পরিবারের মেয়েরা যে কাজ করবে, সেটা যেমন কেমন কেমন খারাপ মনে হয়। কিন্তু এটা সত্যি কথা এবং আমরাও ভেবে দেখেছি স্যার, এটাকে সামাজিক নীতিই বলুন, আর অন্য যাই বলুন না কেন, আমাদের এইসব জায়গাতে এটাকে একটা বাধা বা লজ্জা বলে মনে করে না, এখানে পুরুষ মেয়ে সবাই কাজ করছে এবং এটা উন্নত ধরনের দেশগুলিতে এমন কি জাপানেও আমরা যতটকু শুনেছি সেখানে এই ধরনের কোন বার নাই, সেখানে স্বামী স্ত্রী সবাই কাজ করছে। কাজেই এই পে কমিশন যে কথাটা বলতে চাইছেন, সেটা হচ্ছে এই যে একটা পরিবারের একজন লোকের আয় দিয়ে একটা পরিবার পরিচালনা করা সম্ভব নয়, তার মতে সবার কাজ করা উচিত। অন্ততঃ আমাদের এই অর্থ নৈতিক যুগে এটা আরও বেশী করে করা দরকার। আর তা না করলে বুঝতে হবে যে আমাদের শ্রমের অমর্য্যাদা বা শ্রমের অপচয় করা হচ্ছে। কাজেই এদিক দিয়ে আমি বলব যে তার কথাটা সত্য, কারণ আমাদের সামাজিক যে দিকটা, আমাদের দেশের এই সামাজিক দিকটার জন্য, আমাদের অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বিশেষ করে বাঙ্গালীর অর্থ নৈতিক দিক দিয়ে অনেকটা পিছনে পড়ে আছে, তাদের পরে এই সামাজিক দিকটা মস্ত বড় বার্ডেন। এটা আমি মেনে নিয়েছি কিন্তু মেনে নিলেও একটা প্রশ্ন জাগে সেটা হচ্ছে আমাদের যে ৩১ হাজার কর্মচারী প্রথম শ্রেণী থেকে আরম্ভ করে চতুর্থ শ্রেণী পর্যান্ত, এতগুলি কর্মচারীদের মধ্যে অন্য কাউকেও বলা হল না, বলা হল তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীদের। কেন বলা হল? কারণ তা না করলে তাদের সচ্ছলতা আসবে না। তাই এখানে পে কমিশন তার রিপোর্টের মধ্য দিয়ে সেটা বলছে, সেটা কি সমাজের মধ্যে বা দেশের মধ্যে শুধুমাত্র একটা সেকশানকে বলবে? অন্যদের ক্ষেত্রে বলা হল না, কেন? এই রকমের একটা যুক্তি হয়তো আসতে পারে, এখানে যদি প্রশ্ন করি স্যার, অবিচার করা হয়েছে বা একটা গোজামিল দেওয়া হয়েছে। পে কমিশন বলেছে যে কাজ করতে হবে। কিন্তু তাদের সেই প্রভিশান কোথায়? সেই মেয়েরা কাজ করতে রাজী আছে—আজকেতো মেয়েরা কাজ করছে তারা কাজ করতে রাজী আছে। সেই প্রভিশানের কোন ব্যবস্থার কথা কি পে কমিশান বলে দিয়েছেন? আমি প্রভিশানের কথা বলব না তারা কোথায় কি ভাবে কাজ করবে সেটাও বলে দেব না তাহলে এই সুপারিশের কোন অর্থ নেই। আমি কাজ করতে পারি না এটা অনর্থক একটা উপদেশ দেওয়া। এই উপদেশটা এটা কতটুকু অযৌক্তিক হয়ে যায় যেখানে তাদের জন্য কোন প্রভিশান নেই তাদের কাজ করবার আজকে কোন ব্যবস্থা নেই স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসাবে প্রত্যেকেরই কাজ করতে হবে এটা সত্যি কথা। কিন্তু সেজন্য তারা কি অফিসারদের বাসায় চাকরানীর কাজ করবে বাবুদের বাসায় চাকরাণীর কাজ করবে? সামন্য পয়সায়—মাসে ১০ টাকা ২০ টাকায়। তাদের মিনিমাম ওয়েজ কত সেটা সম্পর্কে কোন কথা বলা হয়নি। তারা কাজ করতে রাজী আছে সেই মেয়েরা কাজ করবে। তাদের মিনিমাম ওয়েজ কত সেটা কি বলে দেওয়া হয়েছে এবং কোথায় কাজ করবে সেটাকি বলে দেওয়া হয়েছে? সেটাও বলে দেওয়া হয় নাই। অথচ ফতোয়া দেওয়া হয়ে গেল

যে তোমরা কাজ করলে তোমাদের সংসার বাঁচবে। কাজেই এই যে রিকমাণ্ডেশানটা এটার উপর আমি জানি না ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা কিভাবে গ্রহণ করবে। কিন্তু রিকমাণ্ডেশান যেটা করেছে সেটাকে আমি খারাপ বলছি না কারণ সমাজতান্ত্রিক দেশে উন্নতিশীল দেশে এই কথা বললে একটা মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে এই কথা বলা চলে না। অবশ্য কোন কোন সংস্থা এর বিরুদ্ধে সমালোচনা করেছে যে ক্লাস ফোরের মেয়েদের অমুক পথে চালু করতে চায়। কিন্তু বিরূপ মন্তব্য এই ধরনের হওয়া উচিত হবে না বিরূপ মন্তব্য এই ধরনের হওয়া উচিত ছিল—ঠিক আছে কিন্তু তোমরা কি প্রতিশান রেখেছ? কাজেই এই দিকে আমি সত্যিই অবাক হয়ে গিয়েছি ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা তাদের মানবিক অধিকার তাদের যে ফাণ্ডামেন্টাল রাইট সেই রাইটের উপর একটা শ্লেষ আনা হয়েছে একটা বিদ্রূপাত্মক ভাব আনা হয়েছে এটা আমি উপলব্ধি করছি। এর পর আছে পে কমিশান ঠিক করেছে যে মিনিমাম ওয়েজ ১৬০ টাকা ম্যাকসিমাম ওয়েজ ৫ হাজার টাকা দেওয়া হবে এবং সেটা '৭০ সালে হয়েছে। ক্লাস ফোর ১৬০ টাকা পাবে আগের তুলনায় বেড়েছে সেটা সত্যি কথা এবং তাতে উদের স্বাচ্ছন্দ আগের থেকে একটু বাড়াতে পারে এটাও সত্যি কথা। কিন্তু আমরা দেখছি আজ থেকে প্রায় আড়াই বছর আগে পশ্চিম বংগে মিনিমাম করল ১৮০ টাকা সেন্ট্রাল বলল যে ১৯৫ টাকা—মিনিমাম স্কেল সর্বনিম্ন বেতন। যদি দুই বছর পর বা আড়াই বছর পর দ্রব্য মূল্য কি ভাবে বাড়ল এবং তাদের যে অসুবিধাগুলি সৃষ্টি হল সেই অসুবিধাগুলি সৃষ্টি হওয়া সত্বেও দ্রব্য মূল্য দুই বছরে একেবারে আকাশ ছোঁয়া হয়ে গিয়েছে। এটা দেখার পর এই দুই বছর দেখার পরও আমরা দেখলাম যে পে কমিশানের রিপোর্টে বলছে 'পশ্চিম বংগ বা সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট-এর যে সর্ব নিম্ন বেতন তার চাইতেও কমে গেলাম। তবে এখানে আমার একটা প্রশ্ন সরকারের কাছে তাহলে কি ত্রিপুরা এই ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি রাজ্যের বাইরের কোন একটা ষ্টেট, তবে কি এই দ্রব্যমূল্য ত্রিপুরা রাজ্যের বাহে নাই সমস্তাগুলি কি ত্রিপুরা রাজ্যে আসে নাই না এখানকার চালের দাম '৮০ পয়সা না এখানকার কাপড় পাচ্ছে পশ্চিম বংগ থেকে অনেক কমে? নিশ্চয়ই নয় তাহলে সর্ব নিম্ন বেতন তাহলে সেই দুই বছর বা আড়াই বছর আগে ঐসব জায়গায় যা ছিল সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট যা বলল বা আমদের ধারে কাছে পশ্চিমবংগ যা বলল সেটা থেকে কি করে কম হল? এই প্রশ্ন ঐ ৪র্থ শ্রেণীর সামনে প্রকট দেখা যাচ্ছে। আমি জানি না এটা একসেপ্ট সরকার করেছেন কি না বা করবেন কি না। তবু আমি উদের স্পেশ্যাল ডি. এ. যেটা দেওয়া হয়েছে তাতেই বুঝে নেওয়া যায় উনারা এটা একসেপ্ট হয়ত করবেন। আমি ক্যাটিগরীক্যালী আসতে আসতে চাই। ৪র্থ শ্রেণীর ১০ টাকা মিনিমাম ওয়েজ করা হল কিন্তু ফিকসেশানের যে নিয়ম আমরা দেখেছি সেই নিয়ম অনুযায়ী যদি করতে হয় তাহলে কতকগুলি অসুবিধার সৃষ্টি হয় এই কথা বলতে হবে স্যার। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে যখন পে-কমিশন ছিল না বা ত্রিপুরা রাজ্যের নিজস্ব কোন চিন্তাধারা ছিল না তখন আইন ছিল যে পার্শ্ববর্তী যে সমস্ত ষ্ট্যাটগুলি আছে সেই সমস্ত ষ্ট্যাটের পে-কমিশন বা অন্যান্য যে সমস্ত ব্যবস্থা থাকে ঐ ষ্ট্যাটগুলিতে তার অনুরূপ বেতন দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। নিয়ম ছিল এবং এই নিয়ম

চলেছে। ত্রিপুরা রাজ্যের শিক্ষকদের বা অন্যান্যদেরকে পশ্চিম বংগের চার অনুযায়ী এখানে বেতন দেওয়া হয়েছে। ১৯৬১-এ পশ্চিম বংগে যে পে-স্কেল রিভিশন হয়েছিল সেইটাও এই খানে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু পশ্চিম বংগে আমরা দেখলাম দুই বৎসর আগে একটা স্কেল করলো, সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট করলো, আসামে ওরা করলো কিন্তু ত্রিপুরা সরকার ওটাকে আর গ্রহণ করলেন না। ওটা করলেন না। ওটা গ্রহণ না করাতে যে অন্তরায় হলো সেইটা হচ্ছে এখানে আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের যে পে-ফিক্সেশেন, আমাদের এখানে বর্ত্তমানে তারা যেটা পাচ্ছে এইটার উপরে পশ্চিম বংগে আরও কয়েকবার বেতন বাড়িয়েছে। সেই বাড়ানোটাকে বাদ দিয়ে আজকে যেটা না কি অনেক পুরানো স্কেল সেই স্কেলটার উপরে ফিকসেশান হচ্ছে। এই ফিক্সেশন হওয়াতে ত্রিপুরাতে কর্মচারীরা ভীষণভাবে ঠকছে। আমি বলতে চাই ১৯৭০ইং সনে ওয়েষ্ট বেংগলে একটা ফিকসেশান হয়েছে। সেই ফিকসেশানের উপরে সেইটা যদি ত্রিপুরাতে দেওয়া হয় এবং এর পরে যদি ফিকসেশান আসে বা পে-কমিশন আসে তাহলে তারা কতটুকু বেনিফিটেড হয় সেটা আপনাকে আমি বুঝাতে চেষ্টা করছি স্যার। পে-কমিশন ঠিক করেছে যে এ্যাকজিসটিং স্কেল তার সংগে ডি, এ, মার্চ করে, এর সংগে আরও ১০ টাকা যোগ দিয়ে সেইটার উপরে তারা স্কেল করেছে। এই স্কেল করার পর নতুনভাবে তারা মেডিকেল অ্যালাউন্স আর, এইচ, আর কিন্তু তার একটা লিমিট আছে আর সি, এ, তারা দিলেন। এইখানে কথা হচ্ছে স্যার, আমাদের দেশে যে স্কেলটা এখানে তৃতীয় শ্রেণীর যে স্কেলটা এখানে এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের যে স্কেলটা আছে ১২৫-২০০ বা ১৭৫-৩২৫ এই স্কেলের জন্য সরকার যে নিয়ম করেছে ডি, এ, ইনটেরিম রিলিফ এইটা যোগ দিয়ে এবং তার সংগে ১০ টাকা যোগ দিয়ে তারা বর্ত্তমান পে-কমিশন স্কেল করেছে। তাহলে ১৭৫-৩২৫ যে স্কেলটা সেইটার উপরে ওয়েষ্ট বেংগলে দুই বৎসর আগে তারা সেইটাকে বাড়িয়ে দিয়েছে। বোধ হয় ২৩০ এই রকম করেছে। কাজেই দুই বৎসর আগে যেটা নাকি ওয়েষ্ট বেংগল গভর্ণমেণ্ট দিল ত্রিপুরা সরকারের যে পুরাণো নিয়ম ছিল সেই নিয়ম মতে দিলে এখানে কর্মচারীরা ২৩০ এই স্কেলটা পেত। তা যদি তারা পায় এবং এইটার উপরে বর্ত্তমানে যে পে-স্কেলটা করা হয়েছে সেই পে-টা যদি ধরা হয় তাহলে পরে তাদের স্কেল ১৭৫-৩২৫ থাকে না। সেইটা অনেক বেড়ে যায়। আমি জানি না পে-কমিশনের ইচ্ছায় না সরকারের কোন রকম অনিচ্ছাস্বরূপ এইটাকে তারা ছেড়ে দিলেন এবং কেন ছেড়ে দিলেন এইটা বুঝতে পারি নাই। কারণ বেতন হার, এইটি সত্যি কথা, প্রাইস লেভেল এবং আর্থিক সংগতি এবং অন্যান্য যে পারিপার্শ্বিক অবস্থাগুলি আছে তার উপর যদি ধরা হয় স্যার, তাহলে এই যে মাঝখানে তাদের যে বিরাট লোকসান হলো সেই লোকসানটা এইটিকে ইচ্ছাকৃতভাবে করা হয় নাই? কাজেই আমরা বলছি কর্মচারীদের মধ্যে একটা উশৃঙ্খলতা, তারা কাজ করে না কিন্তু এই যে একটা ফাঁকি দেওয়া হচ্ছে কর্মচারীদেরকে এই ফাঁকি থেকে বাঁচানোর জন্য সরকার কি সুব্যবস্থা নিয়েছেন আমার জানা নেই। কাজেই এই পে-কমিশন সম্পর্কে অনেক কথা আছে, অনেক ভাল কথা আছে এইটা সত্যি এবং তারা অনেক যুক্তি দেখিয়েছেন যে যুক্তিগুলি কর্মচারীদের পক্ষে, তার বিপক্ষে বলার বেশী একটা থাকে না। গণতান্ত্রিক মতে পে-কমিশন তারা বিভন্ন লোকের

কাছ থেকে মতামত নিয়েছেন এইটা সত্যিকারের ধন্যবাদ পাওয়ার উপযুক্ত কিন্তু সবকিছু করে মাঝখানে এমন একটি চাতুর্য্যপূর্ণ ঘটনা কি করে পে-কমিশন মেনে নিলেন আমরা সাধারণভাবে এইটি বুঝতে পারছি না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সার্বিকভাবে যদি আমি বলি তাহলে আমি দেখবো ইনডেকস নাম্বার ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা যেটা ধরেছি ১৯৬১ থেকে সেইটি ধরাতে ত্রিপুরাতে আমাদের কর্ম্মচারীরা খুব একটা সন্তুষ্ট হতে পারেন নাই। কর্মচারীদের কথা বাদ নেই, ওরা যত চাইবে তত দিলে ভাল কিন্তু যারা নাকি অর্থনীতি নিয়ে চিন্তাভাবনা করেন, যারা নাকি ফাইনেন্স নিয়ে চিন্তা ভাবনা করেন যারা নাকি আর্থিক কাঠামোকে সুন্দর করে আনার জন্য তারা চেষ্টা করেন তারা কি সন্তুষ্ট হতে পেরেছেন এই পে-কমিশনের উপরে ?

আমাদের কর্মচারীরা খুব একটা সন্তুষ্ট হতে পারেনি, কর্মচারীরা তো শুধু যত চাইবে, তত দিতে পারলেই ভালো। কিন্তু যারা নাকি অর্থনীতি নিয়ে চিন্তা ভাবনা করেন যারা অর্থনৈতিক কাঠামোটাকে সুন্দর ভাবে আনার জন্য চেষ্টা করেন তারা কি সন্তুষ্ট হতে পেরেছেন এই পে কমিশনের রিপোর্টের উপর, সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। আমি ৩য় শ্রেণী সম্পর্কে আরও একটু গুছিয়ে বলতে চাই, বিশেষ করে আপনি জানেন স্যার এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের শিক্ষক একটা বিরাট অংশ, শিক্ষকের সংখ্যা অত্যধিক বেশী, প্রায় ১২,০০০ মত। এদের অবস্থাগুলি আমি বলেছি স্যার। তাদের পে ফিকসেশন করতে যেয়ে পে কমিশন ত্রিপুরাতে যে স্কেল করলো এই স্কেল শিক্ষকদের উপর একটা বিরাট রকমের অবিচার করা হয়েছে। ইদানিংকালের ঘটনা ওরা আন্দোলন করেছিল, বিশেষ করে কলেজ শিক্ষকরা ইউ, জি, সি, স্কেলের জন্য কিন্তু সেই স্কেলও বলে দিয়েছে এই পে কমিশনের রিপোর্ট। পে কমিশনের রিপোর্ট বলেদিয়েছে ওদের স্কেল। কিন্তু দেখা গেল ন্যায়ের যে দাবী বাস্তব যে দাবি, ন্যায্য যে অধিকার সেখানে সেই সরকার এটা আটকাতে পারেনি। এই পে কমিশনের রিপোর্টের পরেও ইউ, জি, সি'র যে স্কেলটা, সরকার সেটা মেনে নিল। এই ইউ, জি, সি, স্কেল যদি সরকার মেনে নিয়ে থাকেন তাহলে পর শিক্ষকদের বেলায় কেন্দ্রিয় সরকারের যে স্কেল বা পশ্চিম বাংলায় যে স্কেল সেই স্কেলটাকে ওনারা মানতে পারলেন না কেন ? এমন একটা অবস্থা এসেগেছে যে বাস্তবকে অস্বীকার করার মত সরকারের ছিল না। কিন্তু এই যে ইউ, জি, স্কেলটা ওনারা মেনে নিতে পারলেন, তাহলে শিক্ষকদের বেলায় সেই কেন্দ্রিয় সরকারের স্কেল বা পশ্চিম বাংলার স্কেল, ২ বছর আগে যেটা দিয়েছিল সেইটা কেন ওনারা মেনে নিতে পারলেন না ? এবং সেটাকে ওনারা চালু করলেন না তাহলে এখনো দেখা যায় কর্ত্তব্যের ত্রুটি রয়েছে, একটা অস্বীকার করার কোন অবস্থা আজ সরকারের আছে কি না আমার জানা নেই এবং সেই জন্য শিক্ষকদের উপর কি করা হয়েছে দেখুন। ওরা পশ্চিম বাংলার স্কেলটা যদি পেতো বা সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের স্কেলটা যদি পেতো এবং এর পরে বর্ত্তমান পে-কমিশনের যে স্কেল ঠিক করেছেন, আমি অস্বীকার করছি না যে পে কমিশন সমাজতান্ত্রিক ধাজ নিয়েছে, একটা মস্ত বড় ষ্টেপ নিয়েছেন—যেখানে ৮০টির উপরে স্কেল ছিল সেখানে কমিয়ে ৪০ থেকে ৪১টা স্কেল করেছেন। ধন্যবাদ কারণ এই রকমের সেন্টিমেন্ট এই হাউসে বহু বার এসেছে বহু সদস্যরা বলেছেন যে একটা সমাজতান্ত্রিক দেশে পার্থক্যটা কমিয়ে আনতে হবে, কমিয়ে এনে অতি উপরের স্তরের সংগে নিচু স্তরে যারা থাকবে তাদের মধ্যে যেন পার্থক্য বেশী না হয় সেইজন্য

এই স্কেলগুলোকে কামিয়ে কম স্কেল করা হয়েছে। কিন্তু এখানে একটা জিনিষ আমরা দেখছি, জানিনা কেন, কই উচ্চ স্তরের বেতন কমিয়ে দু'হাজার থেকে তো ১৫,০০ করা হয়নি। তাদের বেতন দু'হাজার দু'হাজারই আছে। তাদেরটা কেন কমানো হলো না? উপরে যারা চলে গেছে তাদের আবার নিচে টেনে নামাতে হবে, তার ব্যবস্থা কি সরকার কোথাও রেখেছেন? যেমন ইনকাম টেক্সের ব্যাপারে তাদের বেলায় ইনকাম টেক্স এর পারসেন্টেজ বাড়ানো কমানো হবে। কিন্তু আমরা দেখলাম কি যে স্কেল ৮০ জায়গায় ৪০ থেকে ৭টি করা হয়েছে কিন্তু ডিফারেনসটা কোথায় কমেছে। উপরের যে বেতন তাদের তো আরও বেশীই হবে। তার জন্য আমরা আবার বলছি একেবারে উর্দ্ধতম স্কেলটি কমিয়ে দাও। কিন্তু দেখা যাচ্ছে কি যে রিপোর্ট যেটা দিল তাতে যারা বেশী পাচ্ছে তারা আরও বেশী পাবে। এটা কি রকমের সমাজতান্ত্রিক দেশের রিপোর্ট হলো আমি বুঝতে পারলাম না স্যার। কাজে কাজেই ওদেরটা আমরা যখন দেখতে পেলাম সেই অফিসারদের বেতন বৃদ্ধি তখন ৩য় বা ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীর (কর্মচারী হচ্ছে ৩১,০০০ মধ্যে ৩০,০০০) তাদের দেখাই তো সমাজতান্ত্রীক সরকারের কাজ। সমাজতান্ত্রীক দেশ হিসাবে ওদেরই তো আগে দেখার প্রয়োজন। অথচ শিক্ষকদের বেলায় আমরা কি দেখলাম কেন্দ্রিয় সরকারের স্কেল হলো না, পশ্চিম বংগের স্কেল হলো না, যে স্কেলটা হলো সেটা ১৯৬১তে যে স্কেলটা ছিল সেই ১৭৫—৩৫ বা ১২৫-২০০ এইটের উপরেই তাদের ডি,এ, এবং আই, আর যোগ করে তাদের স্কেল করতে হবে। এটা যে কি ধরনের অবিচার করা হলো শিক্ষকদের উপর এটা বলে শেষ করা যায় না এটা সত্যই মর্মান্তিক। শুধু তাই নয় স্যার, শিক্ষকদের উপর আর একটা ধাপ আমরা যদি যাই আমরা দেখব ইনক্রিমেন্ট সম্পর্কে এখানে বলা হয়েছে যারা ট্রেণ্ড না তাদের আর ইনক্রিমেন্ট হবে না। এটা আগেও ছিল এবং এটা পে-কমিশন মেনে নিল এবং মেনে নেওয়ার ফলে কি অবস্থার সৃষ্টি হলো আপনাকে বলছি স্যার। একজন শিক্ষক প্রাইমারি হোক আর হায়ার সেকেণ্ডারিরই হোক তারা একই দিনে এপয়েন্টমেন্ট পেল—একই দিনে এপয়েন্টমেন্ট পেলে পরে আজকে সে বেতন পাবে ৩০০ টাকা আর হায়ার সেকেণ্ডারির শিক্ষক পাবে ৩৯০ টাকা। তার ফিকসেশন হলে পরে, ফিকসেশন কেন হবে স্যার- আমি দেখাচ্ছি আপনাকে। তখন তার বেতন খুব সম্ভব স্যার ৩৯০ টাকার মত। একই দিনে চাকুরী পেল,. কোন কারণে হয়তো ট্রেনিং 'এ যেতে পারলনা, কিন্তু এই যে কথাটা লেখা থাকল সেই লেখার সংগে সংগে পে ফিক্সেশানে নুতন স্কেলে আসল তখন ট্রেণ্ড গ্রেজুয়েট পাবে ৪৪০ টাকার মত এবং আনট্রেণ্ড পাবে ৩৯০ টাকা। সিমিলারলী প্রাইমারী স্কুলে যে টীচার. তাদেরও একই অবস্থা এবং এর অলটারনেটিভ কোন সাজেশান বা কোনরকম যুক্তি ঐ পে-কমিশনের রিপোর্টে দেওয়া নেই। পে-কমিশনার যথেষ্ট ধৈর্য ধরে, যথেষ্ট যুক্তি দিয়ে তিনি আলাপ আলোচনা করেছেন, কিন্তু ওখানটায় কেন বিশেষ করে শিক্ষকদের বেলায়, ঐ গোবেচারী মাষ্টারদের বেলায় এই ধরণের একটা অবিচার করলেন এইভাবে আমি বুঝতে পারলাম না। শুধু তাই নয়, ইনক্রীমেন্ট সাধারণতঃ প্রত্যেক ডিপার্টমেন্টে রেগুলার হলে ইনক্রীমেন্ট পায় কিন্তু টীচারদের বেলায় টেণ্ড না হলে ইনক্রীমেন্টের প্রশ্ন নেই। আসামেতো পাঁচ বছর পার হয়. টি টি ই এ ...

আমরা মনে করি, বিশেষ করে যেটাকে সরকার মনে করেন এটা একটা গণতান্ত্রিক সংস্থা, সেই টি. টি. ই. এ. প্রপোজ করেছিলেন, তাঁরা পরিষ্কার বলেছেন যে আন-ট্রেণ্ড, অন্ততঃ পক্ষে যাঁদের পাঁচ বছর চাকুরী হয়েছে, তাঁদের ট্রেণ্ড বলে গণ্য করে ইনক্রীমেন্টের ব্যবস্থা করা হউক এবং তাঁরা যুক্তি দিয়ে বলেছেন, অন্যান্য স্টেট দেখিয়ে, কিন্তু তাদের কথা সেখানে টিকলনা, জানিনা এর যুক্তিটা কোথায়। কাজে কাজেই আমাদের পে-কমিশনারের রিপোর্ট অনেক ভাল ভাল জিনিষ আছে কিন্তু এদিক দিয়ে লক্ষ্য না করাতে, স্বভাবতই শিক্ষকদের সামনে কি কথা, কি প্রশ্ন থাকবে আমরা জানিনা।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আরেকটা জায়গায় যেতে চাই, সেটা হচ্ছে যদিও কথা উঠবে (পেজ নাম্বার ৩), এই ত্রিপুরাতে কর্মচারী আছে, তাদের মধ্যে এ্যাসেম্বলীতেও অনেকগুলি কর্ম্মচারী আছে; কথা উঠবে যেখানে পে-কমিশান বলেছেন স্যার, যে যেহেতু আর্টিক্যাল ১৮৭ এবং আর্টিক্যাল ২২৯ অব দি ইণ্ডিয়ান কনষ্টীটিউশান অনুসারে এ্যাসেম্বলীর কর্ম্মচারী বা হাইকোর্টের কর্মচারীদের বেতন ওরাই ঠিক করবে, এটা আছে, কিন্তু কি ভাবে ঠিক হবে? সেটা ঠিক হবে এই এ্যাসেম্বলীতে তাদের রুলস তৈরী করেছে এবং সেই রুলস অনুযায়ী তাদের বেতন ঠিক করবেন স্পীকার বা হাইকোর্টের যিনি প্রধান তিনি। এবং সেটা ফিনান্সের সংগে যোগাযোগ রক্ষা করে করা হবে। কিন্তু ত্রিপুরাতে এই এ্যাসেম্বলীর কর্মচারী-দের বেলায় এটা কতদূর প্রযোজ্য হয়েছে? যদিও পে-কমিশান বলেছেন যে এই সম্পর্কে আমরা কিছু বলবনা, এখানে কনষ্টিটিউশানের দোহাই দিয়ে সরে গেছেন, তবুও সেখানে একটা বক্তব্য রাখতে হয়। তারা কি ভাবে সেটা করবে তার একটা বক্তব্য সেখানে রাখা উচিত ছিল। আমি জানিনা এই রুলস আছে কি না? আমি যতটুকু জানি এই হাউস'এ ষ্টাফ যারা আছে, তাদের জন্য কোন রুলস নেই। এবং না থাকার জন্য এখানে কতগুলি অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে স্যার, সেটা হল আমাদের এখানে বিভিন্ন কমিটিগুলিতে সাফিশ্যান্ট কর্ম্মচারী নেই।

(রেড লাইট) আমাকে সময় দিতে হবে স্যার। আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে শেষ করব।

কাজে কাজেই এই সরকারকে আমি বলব, এই সম্পর্কে যেহেতু ত্রিপুরা রাজ্যের কর্ম্মচারী-দের, সমস্ত কর্ম্মচারীদের একই পজিশান, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি হলে সকলেই সাফার করে, অভাব হলে সকলেই সাফার করে, সকল অবস্থাতেই তারা জড়িত, তখন তারা যাতে সরকারের যা কিছু বেনিফিট, পে-কমিশনই আসুক বা সরকার যে সমস্ত স্কেল নিয়ে আসুক, সেটা সংগে সংগে যেন তারা তার বেনিফিটগুলো পেয়ে যায়, এবং পাওয়ার জন্য যে সমস্ত রাখা আছে, এই যে ২২৯

আর্টিক্যাল ইত্যাদির বাঁধা আছে, সেটার মধ্যে হাইকোর্টের কথা বলা হয়েছে, সুপ্রীম কোর্টের কথা বলা হয়েছে, কিন্তু সেটা এ্যাসেম্বলীতে চাপিয়ে দিয়ে, বোধ হয় এ্যাসেম্বলীর স্টাফের উপর অবিচার করা হচ্ছে, তাই আমি সরকারকে অনুরোধ করব এই ধরণের যে একটা অসুবিধা আছে, সেটা যেন উনারা পুনরায় বিবেচনা করে, ফিনান্স এবং এ্যাসেম্বলীর মধ্যে যে ফাঁরাক আছে, সেটাকে কমানোর চেষ্টা করেন।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আর বেশী বলতে চাইনা, শুধু একটা জিনিষ মাত্র আমি উল্লেখ করব—সেটা হচ্ছে স্যার মেটারনিটি লীভ সম্পর্কে আমি দুই চারটি কথা বলব। এই লীভ সম্পর্কে আমি দেখছি পে-কমিশনের রিপোর্টে বলা হয়েছে যে তিনটি ইস্যু হয়ে গেলে তারা আর লীভ পাবেনা এবং তাঁরা বলেছেন প্ল্যানিং কমিশনের যে রুলস সেটা মানা এই ক্ষেত্রে দরকার। কিন্তু এই যে ফেমিলি প্ল্যানিং হয়েছে স্যার, তার যে উদ্দেশ্য, তার সংগে সংগে স্বাধীন ভাবে চলারও একটা পথ আছে, কিন্তু এই রিপোর্ট করার সময় সেই যে স্বাধীন অধিকার মানুষের আছে, সেই অধিকারের উপর, সংবিধানের উপর কিভাবে আঘাত হানল স্যার, সংবিধানের যে অধিকার, সেটা কি করে ক্ষুণ্ন করল স্যার, সেটা আমি বুঝি না। কারণ তিনজন হওয়ার পর আর লীভ নেই। একেবারে কাট আপ করা হয়েছে, রিলাক্সেশান কিছু রাখা হয়নি ইমারজেন্সী হতে পারে, কিন্তু সেখানে ইমারজেন্সী বলে কোন কিছু না রেখে পরিষ্কারভাবে সেট বলে দিল তিনটার পর আর হবে না। কাজে কাজেই এইভাবে সংবিধানের উপর আঘাত আনা কি করে সম্ভব হল, আমি বুঝিনা। আর বিশেষ করে এটা বিশ্ব নারী বর্ষ, এই নারী বর্ষে, নারীদের উপর এই যে অত্যাচার হল পে-কমিশনের মাধ্যমে সেটা আমি বরদাস্ত করতে পারিনা। সর্বশেষ আমি বলছি স্যার, অনেক কিছু বলার ছিল, বিশেষ করে ওয়ার্ক চার্জ সম্পর্কে বা পি. ডবলিউ. ডি সম্পর্কে এবং অন্যান্য অনেক ডিপার্টমেন্ট সম্পর্কেও আছে, কিন্তু আমি এত বিস্তারিত এর মধ্যে যাচ্ছি না। আরও অন্যান্য বক্তারা আছেন। তবে আমি এইটুকু বলতে চাই পে-কমিশন যে রিপোর্ট করেছেন, এটার উপর ভিত্তি করে, এটা যদি ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের উপর, ত্রিপুরার কর্মচারীদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে এর দ্বারা খুব বেশী একটা সুবিধা হবে না। কারণ এর মধ্যে ত্রুটি বিচ্যুতি আলাপ আলোচনা করলে বেরিয়ে আসবে তবুও এটা সত্যি কথা, যে নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল, ত্রিপুরা রাজ্যে কিছুই ছিল না, ত্রিপুরা রাজ্যে একটা খাড়া করা হল, সেইদিক থেকে এই ত্রিপুরা সরকার অনেক করেছেন। কিন্তু আমি এখানে যেসব কথা উল্লেখ করেছি আশা করি ত্রিপুরা সরকার এটার উপর বিশেষ করে নজর দেবেন এবং নজর দিয়ে এটাকে আরও একটু সুন্দর করে, আরও একটু মার্জিত করে যেন এটা প্রকাশ করেন, তাহলে এই রাজ্যের কর্মচারীদের কাছে আমরা যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, তা সফল হবে, এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :— আই উড কল নাও শ্রীতাপস দে।

শ্রীতাপস দে :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, পে-কমিশনের রিপোর্টের উপর মাননীয় সদস্য সুবলবাবু যা বললেন, এর অতিরিক্ত কোন কিছু বলার থাকে না, এটাকে সমর্থন করে, এর সংগে আর একটু যোগ করার আমি চেষ্টা করব।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, একজন প্রাক্তন আই. এ. এস অফিসার, দীর্ঘ এক বছর যাবত পে-কমিশনের রিপোর্ট করে যা প্রসব করলেন এবং যেটার সূর্য্য দর্শনের ৬ মাস বিলম্ব হল এবং সেই কমিশনের জন্য প্রায় ২ লক্ষেরও অধিক টাকা খরচ করে যেটা প্রসব করলেন, তাতে অনেকে সন্তোষ্ট হতে পারে নি, অন্ততঃ পক্ষে যাদের জন্য প্রসব করলেন, তারা সন্তোষ্ট হতে পারেন নি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের এই রাজ্যে পে-কমিশনের যে পে-স্কেল চালু আছে, তা হচ্ছে ১৯৬১ সনের ওয়েস্ট বেঙ্গল পে-স্কেল। তার পরেও ঐ ওয়েষ্ট বেঙ্গলে ১৯৭১ সনে আর একটা পে কমিশনের রিপোর্ট বের হয়েছিল এবং সেই পে কমিশনের রিপোর্ট যদি আমাদের ত্রিপুরা সরকার মানত তাহলে আজকে কর্মচারীদের মধ্যে যে অসন্তোষ যেহেতু ১৯৬১ সনটাকে একটা বেসিস ধরা হয়েছিল, এবং যেহেতু তাদেরকে ১৯৭১ সনের পে কমিশনের রিপোর্টের পেস্কেল দেওয়া হয় নি, সেজন্য তারা সেই বেনিফিট পায় নি। কাজেই তাদেরকে যদি সেটাকে বেসিস করে দেওয়া হত, তাহলে আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের কর্মচারীরা আরও কিছু লাভবান হতে পারত। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য, সুবলবাবু অনেক কথাই বলেছেন, কিছু বলেন নি টেকনিক্যাল সাইডটা। যেহেতু আমরা ন্যাশনেল প্লেন ইকোনমিতে কমিটেড এবং প্লেন ইকোনমি করতে হলে যে জিনিষটা প্রথম দরকার, সেটা হচ্ছে টেকনোক্রেট ও সাইন্টিষ্টদের যে যোগ্য আসন তাতে তাদেরকে বসানো এবং তাদের সুযোগ সুবিধাটা দেখা। কিন্তু আমি বুঝতে পারলাম না, আমাদের পে কমিশন কেন সেদিকটা দেখলেন না যেখানে জহরলাল থেকে রাজেন্দ্র প্রসাদের মত সবাই ওদের প্রসংশা করেছেন। আমি তাদের বক্তব্য থেকে এখানে দুই একটা উদৃতি দিয়ে দেখাচ্ছি। জহরলাল নেহেরু বলেছেন "All our administrative services are by and large good. It is wrong to think that people in the administrative side who belongs to some upper stage of society when others One can do away with an administrator but cannot do without the Engineers. An engineer can work as an administrator but an administrator cannot works without the engineers because he does not know the job at all." এটা জহরলাল নেহেরু বলেছেন ইঞ্জিনীয়ারস'দের সম্পর্কে যেহেতু জহরলাল নেহেরু চেয়েছিলেন। সোস্যালিষ্টিক প্যাটার্ন অব সোসাইটি এবং সোস্যালিষ্টি প্যাটার্ণ অব সোসাইটি করতে গেলে যে প্লেন ইকোনমির প্রয়োজন, সেজন্য তিনি ইঞ্জিনীয়ারস'দের কথা বলেছেন। আর প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ, তিনি বলেছেন...

"I see no reason why technical personnel should not be treated at par with the administrative personnel and technical services should not be given the same emoluments and advantages as are given to the administrative services তারপর আসল বাস্তবায়নের সময়ে বাস্তব কথা বলেছেন আমাদের নেতৃ ইন্দিরাজী। তিনি বলেছেন, "It is add that greatest doctors and engineers in the county who would be··· ··· as leader of possession and who saves our lives as permanent assets to the nation can rarely hope to receive the pay or status of the secretaries of the ministeries. ··· ··· ··· of any young man & women choose engineering and medicines, if they happened to go into government they are very soon overtaken by the general administrator. This must change and I am trying to change it. The administrative system must replace with an individual for the nation to human welfare and economic changes" এদিক দিয়ে যেখানে তিনি বলেছেন এবং তিনি চেষ্টাও করছেন এটা দূর করবার জন্য কিন্তু আমরা দেখছি, আমাদের এখানকার পে-কমিশন যেখানে বলতে যাবেন টেক্‌নোক্রেটদের সম্পর্কে, সেখানে তিনি প্রসংশা করলেন ঐ আই, এ, এস, অফিসারদের। অবশ্য আমাদের এখানকার প্রেজেন্ট সাষ্টেম অব এ্যাডমিনিষ্ট্রেশান আজকে স্বাধীনতা পাওয়ার ২৭ বছরেও আমরা সেই বৃটিশ কায়দায়, বৃটিশ আইন কানুন, নিয়মে প্রশাসন চালিয়ে যাচ্ছিলাম যে প্রশাসনে বসে ইংরেজেরা আমাদের দেশকে শাসন করত, ঠিক সেখানে বসে আমরা দেশ সেবার নামে কি করছি, আমি জানি না। তবে এটুকু বলতে পারি বৃটিশ আইনের দ্বারা, বৃটিশের পদবী দ্বারা এবং বৃটিশের নিয়ম কানুনের দ্বারা আমরা যা হউক জনসেবা বা সোসালিষ্টিক পেটার্ন অব ষ্টেট বা প্লেন ইকোনমিক করা কিছুতেই সম্ভব নয়। বড় পারতাপের বিষয় আজকেও এখানে পর্য্যন্ত যেখানে নাকি আমাদের ত্রিপুরা একটি ছোট ষ্টেট, যার প্লেন ইকোনমির জন্য একটা এক্‌সপেরিমেন্টের ব্যবস্থা করা যেতে পারত, সেখানে আজকে যারা ইঞ্জিনায়ার্স, যারা ডাক্তার, যারা টেক্‌নিক্যাল হ্যাণ্ড, তারা আজকে বড় বঞ্চিত। এখানে প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টের জন্য অফিসার রাখা হয়েছে বড় মাইনে দিয়ে, এবং অনেক বেশী সুযোগ সুবিধা দিয়ে, অথচ পি, ডবলিউ, ডি, যেখানে গভর্ণমেন্টের একটা মেজর হেড, যেখান থেকে কনষ্ট্রাকশান অব রোডস, পাওয়ার ইরিগেশান এ্যাণ্ড আদার্স' ওয়ার্ক করা হয়ে থাকে, যেখানে এই ডিপার্টমেন্টে একজন ২০ বছর কাজ করার পর চীফ ইঞ্জিনীয়ার হচ্ছেন, তাকে রাখা হয়েছে মিয়ার এ সেক্রেটারী করে, তার স্কেল ঐ আই, এ, এস অফিসারদের চাইতে অনেক কম, ষ্টেটাস অনেক কম। আজকে যদি ডাক বাংলার প্রশ্ন উঠে এবং সেখানে যদি চীফ ইঞ্জিনীয়ার অথবা একজন কমিশনার যান, তাহলে সেখানে ফাষ্ট প্রায়রিটি পারেন কমিশনার, সেখানে চীফ ইঞ্জিনীয়ারের কোন স্থান নাই, যদিও ঐ চীফ ইঞ্জিনীয়ারের তত্বাবধানে ডাক বাংলাগুলি থাকে। তাছাড়া এই পি, ডবলিউ ডি বছরে ১২ থেকে ১৬ কোটি টাকা খরচ করে এবং পি, ডবলিউ, ডি যাতে নিজের গতিতে কোথাও কোন বাধা না পেয়ে কাজ করতে পারে, সেজন্য চীফ ইঞ্জিনীয়ারের পোষ্টাকে কমিশনারের পোষ্টের মত করা হউক যাতে অন্যান্য ডিপার্টমেন্ট তার

নিজস্ব গতিতে কাজ করতে পারে, কোথাও কোন বাধা না পায়, সেই রকম পি, ডবলিউ. ডিও যাতে কাজ করতে পারে, সেদিক থেকে এটা করা হলে অনেক ভাল হবে। কারণ একজন চীফ ইঞ্জিনীয়ারের আণ্ডারে ৫ জন সুপারিনটেণ্ডেন্ট থাকেন [illegible] ভাইজ করেন আর তার সঙ্গে সঙ্গে যেমন এ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ সাইডটা দেখেন, তেমনি আবার টেক্নিক্যাল সাইডটাও দেখেন, যেমন তিনি ফিনান্স সাইডটা কিম্বা অডিট সাইডটা তেমন দেখেন আবার টেক্নিক্যাল সাইডটা। আর যদি সুপারিনটেডিং ইঞ্জিনীয়ারের কথা বলা হয়, তাহলে এখানকার প্রত্যেকটা সুপারিনটেণ্ডিং ৫/৬ লাক্ষ টাকা খরচ করেন এবং তাদের এক এক জনের আণ্ডারে ৫/৬টা ডিভিশান থাকে। তাদেরও এডমিনিষ্ট্রেটিভ সাইডের সঙ্গে সঙ্গে টেক্নিকাল সাইডটাও দেখতে হয়। যদি এই সুপারিনটেণ্ডিং ইঞ্জিনীয়ারদের ডিভিশন্যাল কমিশনার, অবশ্য এই ষ্টেটে সেটা নাই, কিন্তু অন্যান্য ষ্ট্রেটগুলিতে ডিভিশন্যাল কমিশনার রয়েছে এবং তাদেরকে ডিভিশন্যাল কমিশনারের মত স্কেল দেওয়া হয়, তাহলে তারা অনেক ইন্টারেষ্ট নিয়ে কাজ করতে পারে, একটু রেপিডলী কাজ করতে পারে। আর যদি এ্যাক্‌জিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ারদের ধরা হয়, এখানকার এ্যাক্‌জিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ারদের বর্তমানে যে অবস্থা, উনারা সামান্য একজন এস, ডি, ও, বা এ, ডিমের মত ডিষ্ট্রিক্ট লেভেলের কাজগুলি, যেহেতু ডি, এম, বেশী মাহিনা ড্র করেন, তাই অনেক সময়ে ডি, এম, এ্যাক্‌জিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ারদের অর্ডার করেন। আর যেহেতু এখানে প্রেষ্টিজ এবং ষ্টেটাসের ফাইট চলে, সেহেতু কো-অর্ডিন্যাশানের অভাব ঘটে। কাজেই এত কো-অর্ডিন্যাশানের অভাব যাতে না ঘটে সেজন্য একজন এ্যাকজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ারকে সিনিয়র আই, এ, এস, অফিসারের ষ্টেটাস এবং স্কেল যাতে দেওয়া হয়, তার জন্য চিন্তা করার জন্য আমি অনুরোধ করছি। তার কারণ এখানকার একজন এ্যাকজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার কি কি কাজ করেন, উনি ষ্টিমে তৈরী করেন, গভর্ণমেন্ট মেটারিয়েলস যেগুলি আছে, সেগুলির কাষ্টডিয়ান। সুতরাং উনি যে সমস্ত কাজ করেন. তার জন্য যদি একজন আই, এ, এস, অফিসারের সংগে কম্পেয়ার করা হয়. তাহলে সিনিয়র আই,এ, এসের, ক্যাডার পোষ্ট বা সিনিয়র আই, এ, এস, যে স্কেল. যে ষ্টটাস যদি অ্যাসিষ্টেন্ট ইঞ্জিনীয়ারের কাছে আসে, তাহলে অ্যাসিষ্টেন্ট ইঞ্জিনীয়ার যেহেতু এক্‌জিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার সিনিয়ার আই. এ এস. এবং অ্যাসিষ্টেন্ট ইঞ্জিনীয়ার জুনিয়ার আই. এ. এস. এবং এইখানে ওরা অ্যাসিষ্টেন্ট ইঞ্জিনীয়াররা কি কাজ করে? To ensure quality of works and its final completion. placing of indents of stores, collection of the same and maintenance of departmental stores, to act as supervisory officer, specially in respect of work charged establishment and Master Roll Workers programme work according to priority and direct supervision of the same and direct management of the labourer in the field, public dealing in the sub-divisional level, to co-ordinate various Govt. and private agencies. Office establishment, to initiate work in the verious project. সুতরাং যিনি একটা প্রজেক্ট ইনিসিয়েট করেন, যিনি একটা প্রজেক্ট সম্বন্ধে প্ল্যান করেন তার যদি কোন ষ্টাটাস না থাকে, কোন ষ্ট্যাণ্ডার্ড না থাকে, সেই কারণে আজকে আমাদের এই অবস্থা। দেখা গেছে

বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে যেহেতু ওরা এস, ডি. ও, পর্যন্ত যেতে পারে না সেজন্য ওদের এস, ডি,ও,রা কোন সম্মান দেয়নি। সেই কারণে তারা কাজ করতে পারে না। আজকে এটা খুব জাষ্টিফায়েড যে যদি আই. এ, এস, বা জেনারেল অ্যাডমিনিষ্ট্রেশানের ষ্ট্যাটাস নিয়ে আসা হয় তাহলে ওয়ার্কটা ভাল হয়। যেখানে প্রাইম মিনিষ্টার নিজে বলেছেন উনাকে সাহায্য করা তাহলে নিশ্চয়ই সরকার থেকে কমিশন বসানো হোক এবং একটা ডিরেকটিভ থাকা উচিত এবং তাদের উচিত যে প্রাইম মিনিষ্টার এটা ডিজায়ার বা উইশ করেন এবং এটাকে বাস্তবায়িত করা। এখানে দেখলাম ২৩০ থেকে ২৫০ জন ইঞ্জিনীয়ার বেকার। ওরা কারা? যারা সরকারের পয়সায় ষ্টাইপেণ্ড পেয়ে লেখাপড়া করেছে আজ তারা বেকার। কি মানে ছিল এই সমস্ত টাকা খরচ করে কতগুলি ট্যাকনিকেল হ্যাণ্ড ইঞ্জিনীয়ার এবং ওভারসীয়ারকে পয়সা খরচ করে ওদের যে ওয়েষ্টেজ, শুধু ম্যানুয়েল লেবার ওয়েষ্টেজ, শুধু ব্রেনের অপচয় করার কি জাষ্টিফিকেশান আমি বুঝি না। চীফ মিনিষ্টার রাজী হয়েছিলেন একটা জুনিয়ার কেডার পোষ্ট করা হবে, সেখানে অ্যাকর্ডিং টু ব্রেন বা অ্যাকর্ডিং টু মেরিট অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেতে পারে যারা অ্যাসিষ্টেন্ট ইঞ্জিনীয়ারদের সাহায্য করতে পারে, কাজ বা প্ল্যান, এই সমস্ত ব্যাপারে এবং পি, ডবলিউ, ডি–তে যেন হচ্ছে সেকশান অফিসার, যারা মাঠে কাজ করে, যারা ডাইরেক্ট লেবার এবং পি, ডবলিউ, ডি,এর কাজ করে এবং ওদের যা স্কেল, ওদের স্কেল যা রিকমেণ্ডেশান করা হয়েছে সেটা বড় হতাসাজনক। একটা সেকশান অফিসারের প্রমোশান পেতে হলে অনেকদিন অপেক্ষা করতে হয়। ওদের যা স্কেল সেটা হওয়া উচিত ছিল ৪০০ ৮০০ এবং ওদের জন্য একটা সিলেকশান গ্রেড করে, তারা যদি ষ্ট্যাটাস না পায়, ঠিকমত স্যালারি না পায় তাহলে নিশ্চয়ই পাবলিক সার্ভিসের কাজ হয় না। আর যেহেতু ওরা টেকনিক্যাল হ্যাণ্ড যেমন ডাক্তার, ডাক্তাররা একটা নন্-প্র্যাক্টাইসিং অ্যালাউন্স পেয়ে থাকে। ইঞ্জিনীয়াররাও প্র্যাকটিস করতে পারেন। সেজন্য তাদের নন্-প্র্যাক্টাইসিং অ্যালাউন্স দেওয়া হোক অথবা এদের প্র্যাকটিস করার জন্য পারমিশান দেওয়া হোক। এরা যদি টেকনিক্যাল অ্যাডভাইজার হিসাবে কাজ করতে পারত, ওদের ব্রেনও অনেক শার্প হতে পারত। এখানে আর একটা প্রশ্ন হয়েছে, ইঞ্জিনীয়ারিং অফিসার, যারা সাধারণ গভর্ণমেন্টের জয়েন্ট সেক্রেটারীর কাজ করে থাকে, চীফ সেক্রেটারীর টেকনিক্যাল অ্যাডভাইজার হিসাবে এবং পি, ডবলিউ, ডি, অ্যাডমিনিষ্ট্রেশানের সংগে উনাকে সংযোগ স্থাপন করতে হয়। সুতরাং এখানে যদি একটা একস্ অফিসিও জয়েন্ট সেক্রেটারীর পোষ্ট দেওয়া হয় এবং যেহেতু বেশীর ভাগ ইঞ্জিনীয়ার পাবলিকের পয়সা নিয়ে পাশ করে এসেছেন ওদেরকে ঠিক ঠিকভাবে ইউটিলাইজ করা এবং যেহেতু এই লাইনে সাধারণতঃ যারা ব্রেণী, যাদের ক্যারিয়ার আছে তারাই যায়, কাজেই ওদের ব্রেণটাকে ইউটিলাইজ করার জন্য আমি অনুরোধ রাখব।

এইখানে দেখা যায় ষ্টেনোগ্রাফাররা যারা রয়েছে, অন্যান্য এমপ্লয়ীয়া ১৯৬১ সাল থেকে ওয়েষ্ট বেঙ্গলের স্কেল পেলেও ওরা সেটা মাত্র ১৯৭০ সাল থেকে পেয়েছে। অবশ্য ইদানীং গভর্ণমেন্ট ১২-১০-৭৩ এ একটা গেজেট নোটিফিকেশান করেছিলেন যে ষ্টেনোগ্রাফারা ঐ গেজেটে প্রকাশিত দিন থেকে নূতন আর একটা স্কেলের এফেক্ট পাবেন কিন্তু ওদের সেই এফেক্ট এখন পর্যন্ত দেওয়া হয়নি যার ফলে ওদের যা রিকমেণ্ডেশান করা ১৯৬১ থেকে এফেক্ট দেওয়ার জন্য,

যেটা ১৯৭০ এ করা হয়েছে সেটার সঙ্গে গভর্ণমেণ্টের কোন অ্যাকশান না নেওয়া পে কমিশনের কোন রিকমেণ্ডেশান নাই। সুতরাং ষ্টেট গভর্ণমেণ্ট যে রিকমেণ্ডেশান করেছিলেন গেজেটে সেটা যদি আজকে দেওয়া হত তাহলে ষ্টেনোগ্রাফাররা লাভবানই হত, ষ্টেনোগ্রাফাররা বঞ্চিত হত না। সরকারের ইচ্ছা আছে কর্ম্মচারীদের সুযোগ সুবিধা দেওয়া। যেখানে কর্ম্মচারীর স্বার্থে আঘাত পড়ে সেখানে একটা সহানুভূতি দিয়ে দেখা উচিত যাতে ওদের কষ্ট না হয় আর্থিক দিক দিয়ে। সুবলবাবু বলেছিলেন এ্যাসেম্বলী সেক্রেটারীয়েট সম্পর্কে। অ্যাসেম্বলী সেক্রেটারীয়েটের কর্মচারীদের বেতন নির্দ্ধারণ সম্পর্কে সাধারণত: পার্লামেণ্টে যে প্রসিডিউর আছে সেটা হল, এষ্টিমেট কমিটির চেয়ারম্যান, পি, এ, সি-এর চেয়ারম্যান এবং আদার কমিটি-গুলির চেয়ারম্যান নিয়ে একটা পে কমিটি গঠন করা হয়। ওঁরা এই সম্পর্কে একটা রিপোর্ট পেশ করেন এবং স্পীকার তা গ্রহণ করেন। এখানে পে কমিশন বলেছেন যে অ্যাসেম্বলী সেক্রেটারীয়েট কোন ইনফরমেশান দেননি তার ষ্টাফের বেতন ইত্যাদি সম্পর্কে। কাজেই এইরকম একটা পে কমিশন না করলে তাদের বেতন কিভাবে নির্দ্ধারণ হবে সেটা আমি বুঝতে পারি না। সুতরাং আমার অনুরোধ রইল যে অ্যাসেম্বলীর স্টাফের সম্পর্কে যেন এটা করা হয়। কারণ অ্যাসেম্বলীর ষ্টাফের যেমন আমাদের দিতে পারে, যারা আমাদের দিবে তারা পাবে না এটা হতে পারে না। তারা বঞ্চিত হতে পারে না, তারাও সুযোগ সুবিধা পাবে। এইটুকু আশা রেখে এবং বিশ্বাস রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

ANNOUNCEMENT BY THE PRECIDING OFFICER

Mr. Deputy Speaker :—Secretary has just now put up a note drawing my attention that the proportional. representation of different groups and parties in the elected committees by single transferable vote may not be maintained as some of the members of the House are not being able to participate in the voting. Proportional representation being mandatory provision in our Rule 238(2) it will not be desirable to hold election as already announced. Under the circumstances it has been decided that the election to the committee on Estimates, Committee on Public Accounts and Committee on Public Undertakings will be postponed. The dates and time of the election will be notified later on. In the mean time as per our rules the Committees which were elected last year will continue to function until new committees are elected.

Now I would call on Shri Jitendra Lal Das.

Shri Jitendra Lal Das :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, পে কমিশন ত্রিপুরার কর্ম্মচারীদের জন্য যে পে স্কেল রিকমাণ্ডেশান করেছেন এতে ত্রিপুরার ব্যাপক সংখ্যক কর্মচারীর স্বার্থ সংরক্ষিত হয় নাই। বিশেষভাবে ৩য় এবং ৪র্থ শ্রেণীর এমপ্লয়ী যারা আমাদের এই ত্রিপুরার কর্ম্মচারীদের মধ্যে প্রায় তিন চতুর্থাংশ সংখ্যার দিক থেকে হবে

এই পে কমিশানের দ্বারা সংরক্ষিত হয়নি। এই বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা করার সুযোগ তাদের স্বার্থ মোটেই নেই। আমি ক'টি উদাহরণ দিয়ে বলছি। তার আগে আমি বলতে চাই ত্রিপুরার প্রাইস ইন্‌ডেক্স সম্পর্কে পে কমিশান যে রিকমাণ্ডেশান করেছেন তাতে তারা ত্রিপুরার টি গার্ডেনের যে প্রাইস ইনডেক্‌সের উপর তারা বলেছেন। এই ব্যাপারে আমাদের জেনারেল যে প্রাইস ইনডেক্‌স—সর্ব ভারতীয় প্রাইস ইণ্ডেক্‌স তার ভিত্তিতেই ধরা উচিত। পে কমিশন ৪র্থ শ্রেণীর কর্ম্মচারীদের সম্পর্কে যে স্কেল সাজেষ্ট করেছেন এতে ৪র্থ শ্রেণীর স্বার্থ মোটেই রক্ষিত হয় নাই। উচ্চ পদস্থ একজন কর্মচারী যে ৬২৫—১২৫০ টাকা স্কেলে আছেন সেই কর্ম্মচারীর আজকে ৬২৫ টাকা ধরে তার ডি. এ. ৮০ টাকা এবং ইন্টারিম ১৪৪ টাকা নিয়ে ৮৪৯ টাকা হয় তার এখানকার বেতন। ৮৪৯ টাকার ক্ষেত্রে পে কমিশন যে স্কেল সাজেষ্ট করেছেন তা হল ১৩৫০—১৮৫০ টাকা। কাজেই এখন ৮৪৯ টাকা ডি, এ, এবং ইন্টারিম নিয়ে একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী যে ৬২৫—১২৫০ টাকা স্কেলের মধ্যে আছে বর্তমান সময়ে তার জন্য নতুন পে স্কেল. পে কমিশন সুপারিশ করেছেন আমাদের ত্রিপুরার জন্য ১৩৫০—১৮৫০ টাকা। ৮৪৯ এর জায়গায় ১৩৫০ টাকা দিয়ে তার ষ্টার্টিং। আর একজন ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীর ৬০ টাকা দিয়ে তার বেতনের ষ্টার্টিং—তিনি এখন পান ডি, এ, ৭১ টাকা ইন্টারিম রিলিএ ৫০ টাকা ৫০ পয়সা মোট টাকা ১৮১·৫০ এখনকার বেতন। তার জন্য পে কমিশন সুপারিশ করেছেন টাঃ ১৬০—২০০ তার মানে ১৬০ টাকায় ষ্টার্টিং এবং ২০০ টাকায় ষ্টেগনেশান। কাজেই যে ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী টাঃ ১৮১·৫০ পান তিনি টাঃ ১৬০—২০০ এর মাঝখানে কোন এক ষ্টেপে পরে যাবেন এবং ক'টা ইনক্রিমেন্টের পরে ২০০ টাকায় উঠে তার বেতন ষ্টেগনেন্ট হয়ে যাবে আর বেতন বাড়বে না। কাজেই এটা ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের পক্ষে খুব ক্ষতিকারক। এমন কি কেরেলায় এবং সেন্‌ট্রাল স্কেলেও টাঃ ১৯৬ থেকে ষ্টার্টিং এবং টাঃ ১৯৬—২৩৬ বা আড়াই শ'র মত। ১৯৬ টাকা আর আমাদের এখানে পে কমিশন সুপারিশ করেছেন ১৬০—২০০ টাকা। আর ৩য় শ্রেণীর যারা একজিষ্টিং ১২৫—২০০ টাকায় একজন ৩য় শ্রেণীর কর্মচারী ১২৫ টাকা বেতন পাচ্ছেন তার ডি, এ, ৯৮ টাকা ইন্টারিম রিলিফ ৬৫ টাকা ৫০ পয়সা এবং সব মিলিয়ে ২৮৮·৫০ পয়সা তিনি পাচ্ছেন। তার জন্য সুপারিশ করা হয়েছে ২৪০—৪৪০ টাকা। তার মানে ২৮৮·৫০ পয়সা তিনি এখন পাচ্ছেন ডি. এ, ইত্যাদি মিলিয়ে তার জন্য সুপারিশ করা হল ২৪০—৪৪০ টাকা। তার মানে তিনি ২৩০—৪৪০ টাকার মাঝখানে কোন একটা ষ্টেপে পরে যাবেন। এবং ক'টা ইন্‌ক্রিমেন্টের পরে ৪৪০ টাকায় তার বেতন ষ্টেগনেন্ট হয়ে যাবে। আর কন্টিনজেন্ট ওয়ার্কার যারা ১৫০ টাকা পাচ্ছে তাদের জন্য কোন সুপারিশ করা হয় নাই। ১৫০ টাকা এই ধরনের কোন বেতনের অর্থই হতে পারে তা এই লেবারের কোন মূল্যাই হয় না। কাজেই এই সম্পর্কে সুপারিশ করা হয় নাই। এখানে এই যে বেতন স্কেল পে কমিশন সুপারিশ করেছেন সেই বেতন স্কেল '৬২ সালের বেতনহার ধরা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ এবং অন্যান্য ষ্টেট এই সময়ের মধ্যে কয়েকবার ইনক্রিমেন্ট ঘটেছে। এটা আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে হয় নাই। কাজেই এই ইনক্রিমেন্টগুলি ধরে নূতন ভাবে পে স্কেল ধরা হত তবেই কর্মচারীদের পক্ষে অনেক বেশী পে স্কেল করতে বাধ্য

হত। কিন্তু ঐ সমস্ত ইনক্রিমেন্ট তা ধরে পে স্কেল করা হয়েছে। এবং বলা হয়েছে এই পে কমিশনের পে স্কেল ঘোষিত হওয়ার পর কর্মচারীদের এই সকল স্কেল চালু হওয়ার পরে এক বছর পরে প্রত্যেক মাসের গড় পরতা হিসাব নিয়ে তার উপর তিন পার্সেন্ট ডি, এ, দেওয়া হবে সরকারের ক্ষমতার দিকে লক্ষ্য রেখে। মাননীয় স্পীকার মহোদয় ডি, এ, বাড়ুক এটা আমাদের কোন দাবী নয়। কিন্তু সরকার যদি জিনিষপত্রের দরের দাম নির্দ্ধারণ করতে না পারেন আজকে যেভাবে প্রতি সপ্তাহে প্রত্যেক জিনিষের দর এক টাকা করে বেড়ে যাচ্ছে এই ভাবে যদি জিনিষপত্রের দর বাড়তে থাকে এবং এই বৃদ্ধির হার যদি আরও বেড়ে যায় তবে এক বছর পর্য্যন্ত যদি ডি, এ, বন্ধ রেখে কিভাবে সরকারী কর্মচারীদের স্বার্থ রক্ষা করা হবে আমি বুঝতে পারছি না। কাজেই এই সমস্ত অবস্থা বিবেচনা করা দরকার এবং ত্রিপুরার পে স্কেল সম্পর্কে পে কমিশন যে সুপারিশ করেছেন সেই পে স্কেল সম্পর্কে ফুলী রিভিউড হওয়া দরকার। আমার ধারণা ত্রিপুরা সরকারকে বিশেষভাবে ৩য় এবং ৪র্থ শ্রেণী সম্পর্কে পে কমিশন যে সুপারিশ করেছেন তা নিতান্ত ক্ষতিকারক। এই সম্পর্কে ত্রিপুরা সরকার ওয়াকিবহাল থাকবেন এবং ত্রিপুরা সরকার যে রিভিউ কমিটি গঠন করেছেন তারা এই সমস্ত এনোমেলী সম্পর্কে এইসব ত্রুটি বিচ্যুতিগুলি সম্পর্কে রিভিও করবেন বলে আমার বিশ্বাস এবং রিভিও করা উচিত বর্ত্তমান সময়ে যেভাবে জিনিষ-এর দর বাড়ছে এবং ত্রিপুরার কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধির ঘটনাগুলি যেভাবে দীর্ঘদিন উপেক্ষিত হয়েছে—কাজেই আজকে '৬১ সালের বেতন হার ধরে যে সুপারিশ ঘোষণা করা হয়েছে এই সুপারিশের ভিত্তিতে ত্রিপুরার কর্মচারীদের বেতন নির্দ্ধারিত হলে—এতে ত্রিপুরার কর্মচারীদের স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকারক হবে এবং এতদিন পর্য্যন্ত পে কমিশন-এর ঘোষণার পরেও আজ পর্য্যন্ত ত্রিপুরার কর্মচারীদের পক্ষে নতুন হারে বেতন নির্ধারণ না করার ফলে দিনের পর দিন কর্মচারীদের মনে বিক্ষোভ এবং কর্মচারীদের মনে স্বাভাবিক বিক্ষোভ বাড়ছে। কারণ আজকের এই ক্রমবর্দ্ধমান মূল্য বৃদ্ধির সাথে তাল মিলিয়ে চলা সাধারণ মানুষের পক্ষে দুঃসহ ব্যাপার। এই সমস্ত দিক লক্ষ্য রেখে ত্রিপুরা সরকার যত দ্রুত সম্ভব ত্রিপুরা পে কমিশন যে সমস্ত রিপোর্ট সুপারিশ করেছেন সেই সমস্ত রিপোর্টে যে সমস্ত ত্রুটিবিচ্যুতি আছে সেই ত্রুটিবিচ্যুতিগুলি অতি সত্বর দূরিভূতি করে রেভিউ পে-স্কেল ঘোষণা করুন এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীবুলু কুকী :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে পে-কমিশনের সুপারিশের উপর যে আলোচনা হচ্ছে এই সম্পর্কে কয়েকটা কথা বলবো। পে-কমিশন সম্পর্কে সমগ্র ত্রিপুরার সরকারী কর্মচারীদের দীর্ঘদিনের একটা আশা এবং আকাঙ্খা ছিল যে পে-কমিশন গঠিত হলে তার মাধ্যমে সমগ্র ত্রিপুরার যে সরকারী কর্মচারী আছেন এবং তাদের যে বর্ত্তমান অবস্থা সেই অবস্থার সংগে সামঞ্জস্য রেখে তাদের পে, তাদের বেতন নির্ধারিত হবে। যার ফলে তারা অন্ততঃ সুখে জীবন যাপন করতে পারবে, খেয়ে বাঁচতে পারবে। এই আশা নিয়ে তারা দীর্ঘদিন ধরে এই পে-কমিশন সম্পর্কে একটা দাবী করে আসছে। তাদের এই দীর্ঘদিনের দাবীর উপরে পে-কমিশন গঠিত হলো এবং এই পে কমিশন গঠিত হওয়ার মধ্যে দিয়ে কি দেখা গেছে? এই পে-কমিশনটি বর্ত্তমান ত্রিপুরার যে বাস্তব অবস্থা আছে কিভাবে সেইটাকে

বিকৃত করে তারা ত্রিপুরা রাজ্যের সরকারী কর্মচারীদেরকে বিশেষতঃ চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী-দেরকে কিভাবে বঞ্চিত করা যায় সেইটাই এখানে তারা রূপায়িত করেছেন। অন্য আর কিছু নয়। কারণ তার একটা নজির আমি এখানে দিচ্ছি যে ক্লাশ ফোর এ্যামপ্লয়ীদের এ্যাকজিসটিং পে-স্কেল আছে এখন যদি কেউ অ্যাপয়েন্টমেন্ট পায় তারা বেতন পাবে ১৮১.৫০ পয়সা। কিন্তু রিকমেণ্ডেশনে বলেছে কি? ১৬০ টাকা তাহলে ২১ টাকা তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অপর দিকে দেখা গেছে যে যারা না কি আমলা আছে, বড় বড় অফিসার যারা আছেন যারা দুই হাজার টাকা বেতন পায় ওদের জন্য করা হয়েছে ২২ শো থেকে আড়াই হাজার টাকা পর্য্যন্ত। তাহলে আমরা কি দেখতে পাই? আমরা দেখতে পাই এই পে-কমিশনের দ্বারা কিভাবে আমলাদের কাছে আমলাদের হাতে, বড় বড় কর্মচারীদের হাতে, যারা সাধারণ কর্মচারী সাধারণ মানুষ তাদেরকে কিভাবে বঞ্চিত করে তাদের হাতে কিভাবে টাকা তুলে দেওয়া যায় এবং সাধারণ কর্মচারী যারা আছে নিম্ন স্তরের কর্মচারী যারা আছে খেটে খাওয়া মানুষ এদেরকে কিভাবে বঞ্চিত করা যায় তার জন্য এই পে-কমিশন। এবং যার ফলে আমরা দেখতে পাই কি? গত ১১শে মার্চ এই পে-কমিশনের সুপারিশের বিরুদ্ধে তারা ত্রিপুরা রাজ্যের সারা ত্রিপুরা রাজ্যের ৩০ হাজার সরকারী কর্মচারী তারা লাগাতর ধর্মঘট করেছে এবং সেই আঘাতে আজকে দেখা যায় শাসক গোষ্ঠি বিভ্রান্ত হয়ে গেছে। আমি এখানে শাসন গোষ্ঠির কাছে অনুরোধ রাখবো যে এইভাবে যদি তারা ত্রিপুরার শ্রমজীবী মানুষ, খেটে খাওয়া মানুষদের প্রতি অন্যায় কাজ করা হয়ে থাকে তাহলে পরে কোন দিন সেই মানুষরা যারা বঞ্চিত, যারা শোষিত তারা কোন দিন সহ্য করবে না এবং তার প্রতিকারের জন্য তারা অগ্রসর হয়ে আসবেন। এই আশা আমি রাখি। এই পে কমিশন সম্পর্কে অনেকেই অনেক কিছু বলেছেন আমি খুটিনাটি সম্পর্কে আলোচনা করতে চাই না শুধু তার যে মুল উদ্দেশ্য, এই উদ্দেশ্যটুকু আমি বলতে চাই। এই পে-কমিশন কি বলেছে, কি যুক্তি দিয়েছে? যুক্তি দিয়েছে তাদের বেতন সম্পর্কে যে সরকারের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা তাদের পরিবার এবং মেয়েরা কোন বাড়ীতে তারা কাজ করতে পারে যার ফলে তাদেরযে বেতন ঠিক হয়েছে ১৬০ টাকা সেইটার দ্বারাই তারা বাঁচতে পারবে। অপর দিকে উকালতি কোথায়? উকালতি হলো যারা বড় বড় অফিসার, বড় বড় আমলা যারা দুই হাজার টাকা বেতন পায় গাড়ী বাড়ী দালান বাড়ীতে যারা আছেন তাদের সম্পর্কে কি বলেছেন? বলেছেন যে অন্যান্য স্বাধীন রাষ্ট্রের যে অফিসাররা আছেন সেই অফিসারদের মত আমাদের ভারতীয় অফিসাররা চলতে পারেন না, সুখে স্বাচ্ছন্দে বাস করতে পারেন না তার জন্য তাদের বেতন বাড়ানো দরকার। অপর দিকে যারা নিম্নতম কর্মচারী যারা খেটে খাওয়া মানুষ যারা দিন রাত্র পরিশ্রম করে আমলাদের হুকুম তালিম করেন এবং এই বিধান সভায় আমরা এখানে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি এবং এখানে অনেক আইন পাশ হয়ে যাচ্ছে এবং এই আইনটা ইম্প্লিমেণ্টেশন করবে সেইটাকে কার্য্যকরী করবে সেই সাধারণ কর্মচারী। কিন্তু আজকে এই পে-কমিশন তাদের প্রতি যে বৈমাতৃসুলভ মনোভাব নিয়ে তাদের উপরে তাদের বাঁচার উপরে যে আঘাত এনেছে এই আঘাত কোন দিন তারা এই ত্রিপুরার কৃষক সরকারী কর্মচারী সহ্য করবে না। আমি মনে করি যে একদিন তার বিরুদ্ধে তারা আরও রোখে দাঁড়াবে এবং সেই দিন আসবে।

আজকে সেই জন্য আমি এই বিধান সভায় দাঁড়িয়ে বলছি যে কয়েকদিন আগে যখন এই সরকারী কর্ম্মচারীর ধর্মঘট চলছিল তখন ২২ জন বিধায়কের দল অনুরোধ রেখেছিল এবং তাদের অনুরোধে সাড়া দিয়ে তারা তাদের ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নিয়েছিল এবং সেই বিধায়কের কাছে আমার অনুরোধ থাকবে যে এই কর্মচারীদেরকে একটা অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মধ্যে ঠেলে না দিয়ে তাদের বাস্তব প্রয়োজন ভিত্তিক বেতন যাতে নির্ধারিত হতে পারে তার জন্য অগ্রসর হওয়ার জন্য এই বিধায়ক দলকে আমি আহ্বান জানাচ্ছি। কারণ আমি কেন এই কথা বলছি, আমরা এই অভিযোগ এই বক্তব্য কার কাছে রাখবো, আমরা জানি না, কার কাছে রাখবো। কারণ যারা আছে, যাদের হাতে ক্ষমতা আছে, আজকে দেখা যায় এই বিধান সভা পরিচালনার ক্ষেত্রে নিজের সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে হারিয়ে বিরোধী দলকে মিসা আইনে অন্যায় ভাবে আটক করে নিজের ক্ষমতা আঁকড়াইয়া থাকার জন্য যে চেষ্টা করছে তার কাছে বলে আমাদের কিছু হবে কি না, আমি জানি না। আর সেই জন্য এইখানে আমি অনুরোধ রাখছি যে বর্ত্তমান নেতৃত্ব পরিবর্ত্তনকামী যারা আছেন, আপনাদের অগ্রসর হয়ে আসা দরকার এক্ষণি এবং সেই দুর্নীতি পরায়ণ মন্ত্রীসভাবে নেতৃত্বকে পরিবর্ত্তন করে একটা সুষ্ঠ গণতান্ত্রিক সরকার গঠন করে তার মাধ্যমে সমস্ত ত্রিপুরার যে সমস্যা আছে তার মোকাবিলা করুন এবং সরকারী কর্ম্মচারীদের বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের যে বাঁচার দাবী আপনারা তুলে ধরুন এবং তার জন্য যদি প্রয়োজন হয় আমি যে কোন দলের সংগে গণতান্ত্রিক প্রিয় দলের সংগে আমি সহযোগিতা করতে প্রস্তুত থাকবো। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য সুবল বাবুর যে মোশান এনেছেন এর পরিপ্রেক্ষিতে আমার বক্তব্য রাখতে গিয়ে আমাকে বলতে হচ্ছে অবশ্য সুবল বাবু মোটামুটি বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করেছেন অতএব আমি খুব বেশী কিছু নিয়ে আলোচনা করবো না। আজকে যারা নীচের তলার কর্ম্মচারী আছেন তাদের বিষয়ে ২/১টা জিনিষের উপর আমি কথা বলছি। যেটা মাননীয় সদস্য নৃপু বাবু বলেছেন ও বুলু বাবুও বলেছেন ৪র্থ শ্রেণীর কর্ম্মচারীদের বেলায় পে কামশনের এই সুপারিশ, আমি মনে করি এটা অবিচার করা হয়েছে। ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী হলেই যে তারা ভাল থাকা বা ভালো খাওয়া পরার চিন্তার কোন প্রয়োজন লাগবে না এটা ঠিক যে সুপারিশ এটাকে আমি গ্রহণ করতে পারছি না। আজকে যে ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী আছে তাদের ছেলে পেলেরাও যে ৪র্থ শ্রেণীর কাজ করবে বা ডেলি লেবারের কাজ করবে এটা আমরা আশা করতে পারি না। তাই আজকে সর্বভারতীয় বা বিভিন্ন রাজ্যের দিকে লক্ষ্য করে থাকি, ৪র্থ শ্রেণীর কর্ম্মচারীদের যে বেতনের হার আমি আশা রাখবো ত্রিপুরাতেও সেই মর্মে তাদের প্রতি সুবিচার করা হয়। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আমি আর একটা জিনিষ লক্ষ্য করেছি যে ওয়ার্ক চার্জড কর্ম্মচারী যারা আছে তাদের মধ্যে পি. ডবলু. ডি'তে ম্যাপ করে একটা শ্রেণী আছে তাদের কোন রিক্রুটমেন্ট রুল নেই। আমি জানি, গভর্ণমেন্টও স্বীকার করে যে তাদের কাজ হোল ওয়ার্ক এ্যাসিষ্টেন্ট। ওয়ার্ক এ্যাসিষ্টেন্ট যেমন কাজ সুপারভাইজ করে তেমনি ম্যাপের কাজ সুপার ভাইজ করে এরা।

তারা গ্যাংম্যান নয়, তারা হাতে কোদালে কাজ করে না। কিন্তু তারা মাইনে পায় মাত্র গ্যাংম্যান থেকে মাত্র ৫ টাকা বেশী। এবং ত্রিপুরা রাজ্যে বহু লোক আছে যারা কোয়ালিফায়েড ম্যাট্রিক পাশ করেছে বা হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ করেছে। এই যে তাদের প্রতি যে অবিচার, তাদের কোন রিক্রুটমেন্ট রুলস থাকবে না। তারা শুধু গ্যাংম্যান থেকে ৫ টাকা বেতন বেশী পেয়ে যাবে, এটা কোন কথা হতে পারে না স্যার। স্যার আমি আশা রাখবো এই ম্যাপের যারা কাজ করে তাদের যেন প্রমোশনের ব্যবস্থা হয় এবং তার জন্য যেন একটা রিক্রুটমেন্ট রুলস হয় যে তারা যেহেতু ওয়ার্ক এ্যাসিষ্টেন্ট হিসাবে কাজ করে, তাদের বেতন যেন সেই পর্য্যায়ে করা হয়। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আমি আর একটা জিনিষ লক্ষ্য করেছি যে আজকে ত্রিপুরাতে বহু গ্রাম রক্ষী আছে যারা কিছু দিন পূর্বে মাত্র ২০ টাকা মাসো হারা পেতো। এই চলতি মন্ত্রী সভা এটাকে ৮০ টাকায় উন্নীত করেছেন। কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে একটা লোক যে, গ্রাম রক্ষীর কাজ করে তাদের সকাল বেলাই ছেলে মেয়েদের নিয়ে আসতে হয়। ছেলে মেয়েদের আদর যত্ন করতে হয়, এদের স্কুলে পৌছে দিতে হয়। আবার যে সমস্ত সমাজ শিক্ষা কেন্দ্র, মহিলা মঙ্গল কমিটি বা ওই জাতীয় কোন প্রতিষ্ঠান আছে সেই গুলোতেও তাদের ডিউটি দিতে হয়। কিন্তু তার পরিবর্তে ওরা পায় মাত্র ৮০ টাকা। তাই আপনার মধ্যমে আমি এই মন্ত্রী সভাকে অনুরোধ করবো যে তাদের অন্তত ন্যুনতম পক্ষে একটা ৪র্থ শ্রেণী কর্ম্মচারী যে বেতন পায় সেই বেতনটাতে তাদের যেন উন্নীত করা হয় নতুবা তাদের জীবন যাপন করা সম্ভব পর হচ্ছে না। এই ৮০ টাকা দিয়ে একটা লোক চলতে পারে না। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আজকে এই পে কমিশন যে সুপারিশ করেছে এতে ভালও আছে খারাপও আছে। আজকে তাই বিভিন্ন কর্ম্মচারী সংস্থা থেকে যে সমস্ত মতামত দিয়েছে, তাদের মতামতগুলো যেন বিবেচনা করা হয় এবং এটা যেন বিশেষ ভাবে দেখা হয়। কারণ আজকে আমরা যারা বিধায়ক আছি, আমরা যারা সরকার পরিচালনা করছি, আমাদের যে কোন পরিকল্পনা তাদের মাধ্যমেই রূপদান করতে হয়। তাদের মনে যদি ডিসসেটিসফেকশান থাকে, তারা যদি তাদের দৈনন্দিন জীবন যাপন করতেই তারা যদি বেশী ব্যস্ত থাকে তাহলে তাদের পক্ষে সুস্থ মন নিয়ে অফিস আদালতে এসে কাজ করা সম্ভব হয় না। সব দিক দিয়ে বিচার বিবেচনা করে যাতে তাদের প্রতি কোন অন্যায় অবিচার করা না হয়, ঠিক কমপক্ষে যতটুকু দিলে পর ওরাও বাঁচতে পারে সে দিকেও নজর দেওয়া উচিত। আমি বেশী কিছু আর বলতে চাই না, এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

শ্রীমধুসূদন দাস :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আজকে পে কমিশনের উপর যে আলাপ আলোচনা হচ্ছে সেটা আমি আশা করেছিলাম যে বাজেট সেশানের আগেই পে কমিশনের রিপোর্ট বেশ আশা আকাঙ্খা নিয়ে প্রকাশ করা হবে, কিন্তু সরকারী কর্ম্মচারীদের সেই পে কমিশনের রিপোর্ট দীর্ঘ দিন যাবত ঝুলিয়ে রাখার কোন যৌক্তিকতা আছে বলে আমি মনে করি না। সাধারণত বিভিন্ন ষ্টেট গভর্ণমেন্ট ও সেনট্রাল গভর্ণমেন্ট লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে যখন দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায় তখন চট করে গভর্ণমেন্ট এর পক্ষে পে কমিশন বসানো এবং এটার রিপোর্ট প্রকাশ করাটা বেশ কষ্টের ব্যাপার। তখন দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি জনিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে

সরকার তার কর্মচারীদের একটা ডি, এ দেন এবং একটা ডি, এ দেওয়ার ৩/৪ মাস পরে দেখা যায় তখন যে দ্রব্যমূল্যের উর্ধগতি সেটা রোধ হয় নাই বরং আস্তে আস্তে আরও ইনক্রিজ হচ্ছে, তখন সরকার ৩ অথবা ৪ মাস পরেই আর একটা ডি, এ দেন। এইভাবে সেন্ট্রাল গভর্ণমেণ্ট এবং বিভিন্ন ষ্টেট গভর্ণমেণ্ট'এ আমরা দেখতে পারছি যে সেন্ট্রাল গভর্ণমেণ্ট তার কর্মচারীদের ঠিক এক বছরে যে ডি, এ দিয়েছে সেই ডি, এ তুলনা মূলক ভাবে যদি আমরা বিবেচনা করি তাহলে ত্রিপুরা গভর্ণমেণ্ট এর সরকারী কর্মচারীরা আরও ৭টি ডি, এ পায়, এই সাতটি ডি, এ'র মধ্যে অবশ্য ত্রিপুরা গভর্ণমেণ্ট এ পর্য্যন্ত পাঁচটি ডি, এ দিয়েছেন এবং আরও দুটি ডি, এ কর্মচারীদের সরকারের নিকট পাওনা আছেন দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি জনিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে। আমি জানিনা সরকার তাদের বাকি দুটি ডি, এ কেন দিচ্ছেন না ? যাদের দিয়ে কাজ করাবো তাদের যদি সেটা দিতে না পারি তাহলে তাদের থেকে ভালো কাজ আশা করা যায় না। আমার মতে তাদের যে ন্যায্য পাওনা তাদের যে পে, ডি, এ এবং আই, আর বা এই জাতীয় তাদের যে বেতন সেটা সরকার যথা সম্ভব দেবেন বলে আমি মনে করি। যে দুটি ডি, এ তাঁরা পাওনা আছেন সেটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দিয়ে দেবেন বলে আমি আশা করি। তারপর আমি যাচ্ছি পে কমিশনের রিপোর্টে।

পে-কমিশনের রিপোর্ট ভালভাবে পর্যালোচনা করতে আমরা দেখতে পাই কর্মচারীদের যতটা স্বার্থ আমরা আশা করেছিলাম, ততটা স্বার্থ কর্মচারীদের মোটেই রক্ষিত হয় নাই। কর্মচারীদের মধ্যে আজকে থেকে পাঁচ বৎসর যারা কাজ করেছে এই পে-স্কেলে তাদের যে বেনিফিট, আজকে কিংবা একমাস আগে, কিংবা ৬ মাস আগে যারা কাজে নিযুক্ত হয়েছে তাদের বেনিফিটে অনেক তফাৎ। আজকে যদি একজন শিক্ষক বা ক্লার্ক ১২৫-২০০ স্কেলে তারা পেমেণ্ট পায়, তাহলে আমরা দেখতে পাই টোটেল বেতনটা ২৬৫-২৭৫ টাকার বেশী হয় না। আর পাঁচ বছর যাবত যারা কাজ করেছে তাদের বেতনটা প্রায় ৩০০ ৩১৫ পাবে, এই পে-কমিশনের রিপোর্টে যা উল্লেখ আছে, তার কথাই আমি বলছি। তবে কর্মচারীদের বিশেষ করে শিক্ষক কর্মচারীদের যে স্কেল আমরা কথায় বলি শিক্ষক জাতির মেরুদণ্ড, শিক্ষক দিবসও সরকার পালন করেন, শিক্ষকদের প্রতি শ্রদ্ধা জাপনের জন্য, কিন্তু শিক্ষকদের জন্য যে সেন্ট্রাল স্কেল এসেছিল, শিক্ষকদের জন্য একটা প্রমোশানের কথা সেন্ট্রাল গভর্ণমেণ্ট বলেছিলেন। প্রমোশান বলতে আমি বুঝাচ্ছি একটা গ্রেড দেওয়া হয়েছিল যে পাঁচ জন বা ১০ জন শিক্ষক যে স্কুলে থাকবে ঐ স্কুলের হেড মাষ্টারের রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে যারা ভাল শিক্ষক তাদের শিক্ষকতার পুরস্কার স্বরূপ দুইজনকে গ্রেড বাড়ানো হবে এবং গ্রেড বাড়ানোর পর যারা ১২৫-২০০ স্কেলে শিক্ষকতা করছেন, তাঁরা যখন গ্রেড পড়বেন, ২৩০-৪০০ তাঁদের বেতন হবে ঘ ার এখানে দেখতে পাচ্ছি সরকার ২৩০-৪০০ দিচ্ছেন যারা প্রাইমারী স্কুল শিক্ষক, যারা জুনিয়র বেসিক স্কুলে আছেন তাদের জন্য বা যারা ক্লার্ক তাদের কিন্তু এ শিক্ষকদের জন্য কোন গ্রেড এর ব্যবস্থা করা হয় নাই। ক্লার্ক যারা কাজ করছেন, তারা এল, ডি, থেকে ইউ, ডি, থেকে সিনিয়র ইউ, ডি, সিনিয়র ইউ, ডি, থেকে হেড ক্লার্কে প্রমোশান তারা পাচ্ছে কিন্তু যারা শিক্ষক—যারা জাতির মেরুদণ্ড তাদের সরকার এইভাবে ভাতে মেরেছেন যে 'তাদের' এখন থেকে যদি বলা হয় জাতির মেরুদণ্ডহীন

শিক্ষক তাহলে কোন অত্যুক্তি হবে না। শিক্ষকদের উন্নয়নের জন্য সেনট্রাল গভর্ণমেণ্ট যা করেছিলেন, আমরা আশা করেছিলাম ত্রিপুরা সরকার বা পে-কমিশনার'এর রিপোর্টে এই যে সেনট্রাল গভর্ণমেন্টের যে পে-কমিশনের রিপোর্ট এটার সংগে সামঞ্জস্য থাকবে কিন্তু শিক্ষকদের বেলায় সেটা নেই। শুধু তাই নয়, স্যার, এক জায়গায় উল্লেখ আছে যারা ট্রেণ্ড গ্রেজুয়েট তারা ইনক্রীমেণ্ট পাবে আর আনট্রেণ্ড গ্রেজুয়েট যারা তাদের কোন ইনক্রীমেণ্ট হবে না। যতদিন পর্য্যন্ত না তারা ট্রেনিং নেবে। অনেক সময় দেখা যায় পাঁচ, আট দশ বছর কাজ করছে, ট্রেণিং এর সুযোগ তারা পাচ্ছেনা, তার ইচ্ছা আছে, ট্রেণিং দেওয়ার, আমরা আশা করেছিলাম হয়তো পে-কমিশনের রিপোর্টে এমন একটা অনুরোধ থাকবে যে যারা নাকি শিক্ষকতার কাজে তিন বছর বা পাঁচ বছর নিযুক্ত থাকবে তাদের অন্তত পক্ষে গ্রেজুয়েট এর সমকক্ষ ধরে নিয়ে তাদের ইনক্রীমেণ্ট'এর ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু রিপোর্টে দেখতে পেলাম এই ধরণের কোন চিন্তাধারা আমাদের আ, এ, এসর মাথা থেকে' বেরুল না।' কাজেই আমি সরকারকে অনুরোধ করব অন্ততঃপক্ষে' আমাদের সরকার এই ধরণের একটা ব্যবস্থা অবশ্যই করবেন যার ফলে শিক্ষক যে জাতির মেরুদণ্ড সেটা প্রমাণিত হবে। তারপর স্যার চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মচারী যাদের দিয়ে আমরা খুব বেশী কাজ করাই, আমাদের চা, পান থেকে আরম্ভ করে দরজা পাহারা দেওয়া পর্য্যন্ত, দুর্ভাগ্যবশত: যেহেতু তারা লেখাপড়া শিখতে পারে নাই, যার জন্য তারা চতুর্থ শ্রেণী বলে সমাজে পরিচিত, আমরা আশা করেছিলাম পে-কমিশনের যে দৃষ্টিভঙ্গী এটা একটু নীচের দিকে তারা দেবেন কিন্তু চতুর্থ শ্রেণীর এমনই দুর্ভাগ্য যে পে-কমিশনের দৃষ্টিভঙ্গী উচুর দিকে নীচের দিকে দৃষ্টি দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে বলে তারা মনে করেন নাই। তাই আমি সরকারকে অনুরোধ করব অন্ততপক্ষে চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মচারাদের বেলায়, চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী-দের পক্ষ থেকে যে মেমোরেণ্ডাম সাবমিট করা হয়েছিল, সেটার উপর যাতে গুরত্ব পুরোপুরি দেন। যদি চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারাদের দিকে দৃষ্টি দেওয়া না হয়, তাদের মধ্যে অসন্তোষ বাড়বে বই কমবে না। আমি চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারীদের জন্য সরকারকে অনুরোধ করব এই ব্যাপারে যেন তাঁরা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে এই জিনিষটা বিচার বিবেচনা করেন এবং পে-কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ করেন।

আমি এখন যাচ্ছি আমাদের এই যে ইউ. ডি., এল. ডি. এবং সিনিয়র ইউ. ডি ক্লার্ক আছে তাদের ব্যাপারে। এখানে দেখা যাচ্ছে যাদের দিয়ে টাইপ করানো হয়, যারা হায়ার সেকেণ্ডারী বা মেট্রিক বা বি. এ. পাশ করে পরিশ্রম করে টাইপ শিখে যারা টাইপিষ্ট হচ্ছে, তাদের সঙ্গে যারা টাইপ জানুক আর নাই জানুক যারা ক্লার্ক তাদের বেতনের সংগে কোন পার্থক্য আমরা দেখতে পাচ্ছি না। অথচ আমরা অফিসের মধ্যে ভাগাভাগি করে রেখেছি টাইপিষ্ট ক্লার্ক এবং নন-টাইপিষ্ট ক্লার্ক। যারা টাইপ বেশী করবে, তাদের যদি মুল্য বেশী না দেই, তাহলে তাদের কাছ থেকে যে কাজ পাওয়া দরকার ততটা আমরা পেতে পারিনা। তাই আমি এখানে অনুরোধ করব এই যে টাইপিষ্ট ক্লার্ক এবং ক্লার্ক তাদের মধ্যে শ্রেণী বিভাগ করে টাইপিষ্ট-দের যেন ক্লার্কদের চেয়ে বেশী বেতন স্কেল হয়।

বিরোধী দলের সদস্যরা এই পে-কমিশনের রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে বিশেষ করে বুলু কুকী মহাশয় যে লাগাতর ধর্মঘটের কথা এখানে উল্লেখ করেছেন, তার সংগে এটার কোন যোগাযোগ নাই। পে-কমিশনের রিপোর্টের জন্য যারা আকাংখিত, জানিনা এই রিপোর্ট প্রকাশিত হলে তাদের আকাংখা কতটুকু বাস্তবায়িত হবে। আমার মনে হয় এই রিপোর্টের প্রতি সরকার যদি বিশেষ ভাবে দৃষ্টি না দেন, তাহলে এই রিপোর্টের দ্বারা ত্রিপুরার কর্মচারীদের মনের আশা আকাংখা পুরণ করা সম্ভব হবে না। কিন্তু এইজন্য পে-কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হলনা বলে লাগাতর ধর্মঘটে নামা এটা কোন কর্মচারীদের মাথার চিন্তাধারা নয়, এটা হল কর্মচারীদের দিয়ে—কর্মচারীদের যারা যন্ত্রের মত ব্যবহার করে, এই লাগাতরের চিন্তাধারা একমাত্র তাদের মাথা থেকে বেরুয়, কর্মচারিদের মাথা থেকে নয়। আমি আপনার মাধ্যমে সরকারকে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী, টাইপিষ্ট ক্লার্ক এবং শিক্ষক সম্পর্কে যে আবেদন রাখলাম, সেটা আশা করি বিবেচিত হবে এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম

PRESENTATION OF PETITION

Mr. Dy. Speakar :—Hon'ble Members, I have received a notice from Shri Moulana Abdul Latif, M, L. A. for presentation of petition to the House today. Now I would call on Moulana Abdul Latif to present the petition signed by Shri Benode Deb nath and others of Dharmanagar Sub-Division, North Tripura District regarding amendment of Tripura Land Revenue and Land Reforms (3rd) Amendment) Act, 1975 to the House.

Shri Moulana Abdul Latif :— Mr. Speaker, Sir, I beg to present to the House the petition signed by Shri Benode Deq nath and others of Dharmanagar Sub-division, North Tripura, regarding amendment of the Tripura Land Reforms (3rd amendment) Act, 1975.

Mr. Dy. Speaker :— The petition stands referred to the Committee on petitions.

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, পে কমিশনের রিপোর্ট সম্পর্কে এই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে মিনিমাম ওয়েজ নিয়ে কমিশন যে কথা বার্ত্তা বলেছে সেই সম্পর্কে আমি কিছু বলতে চাই। ওরা বলেছেন, কমিশন তাঁর রিপোর্টে বড় সুন্দর সুন্দর কথা বার্তা বলেছেন, বিলাতের কথা আছে, আমেরিকার কথা আছে, কানাডার কথা আছে, ভারতবর্ষের কথা আছে। কি রকমভাবে বলেছেন আমি বলছি।—It may not be out of place to mention in this connection that all over the world the modera trend is towards joint earning by husbands and wives and against the traditional concept of the entire family being dependent upon the income of a single bread earner Even in India this trend is unmistakable, at least among the middle class people. In the rural areas, as a rule, in peassant's families the women too take their due share in agricultural work. Thus, there is no reason why the wives of the class IV employees should not also try to supplements the family income by doing some useful work whether at home or outside. If the standard of living of the lowest category of the Government servants is to be raised appreciably all adult members of their family must do their best to increase the size of the cake as is being done increasingly in middle class families in rural areas,

কি হচ্ছে এখানে ? বলা হচ্ছে যে চতুর্থ শ্রেণীর যারা কর্মচারী তাদের স্ত্রীরা বা বৌয়েরা বা অন্যান্য লোকেরা কেন কাজ কর্ম করবে না? এর অর্থ হচ্ছে এই রাজ্যে কাজ খালি পড়ে আছে. এত সরকারী চাকুরী বা প্রাইভেট চাকরী খালি পড়ে আছে যেখানে লোকেরা আসছে না এবং আজকের দিনে এটা একটা নিয়ম পড়ে হয়ে দাড়াচ্ছে যারা পরিবারের মধ্যে আছে তারা সবাই রুটির জন্য, কেকের জন্য, ব্রেড পায় না তো, কেক খায় না কেন? এইরকম যে ফরাসীতে একটা গল্প আছে সেরকম কথা এখানে বলা হয়েছে। আজকে আমরা কি করছি? আমরা গ্র্যাজুয়েট ছেলেকে নাইট গার্ড চাকরী দিচ্ছি· হায়ার সেকেন্টরা পাশ ছেলেকে ওয়ার্ড বয়ের চাকরী দিচ্ছি। কারণ আমাদর কাছে চাকরী নাই। যদি এই আমার রাজ্যের সরকারী চিত্র হয় তাহলে এই কথা কি করে এই কমিশন বলতে পারেন. এদের বৌয়েরা চাকরী করে না কেন ? এবার তো রোজগার করতে পারে। ওরা রোজগার যদি বেশী করে তাহলে ওরা দুবেলা রুটি খেতে পারবে, মাছ মাংস খেতে পারবে ইত্যাদি। তারপর বলেছে, মিনিমাম ওয়েজেস সম্পর্কে— " The minimum wages Act in Tripura was Rs. 4/- per day for male Chowkider. Similarly, it compares fabourably with the average earnings of industrial workers in Tripura under the Minimum Wages Act. The average earnings of workers in the bidi making industry in Tripura under this Act was Rs. 3.20 paise per day. The existing earnings of the lowest category Government of servant also compare favourably with the level of agricultural wages in Tripura. Agricultural wages in Tripura in 1974 was Rs· 2.25 pais per day for male workers in the Plantation Industry. Thus if a person is to be paid at least as much as he could earn in some alteranative employment the lowest category of governments servants have no ground whatsoever for making any complaint about the inadequacy of remuneration.

কি অদ্ভূত কথা ! বিড়িয় কারখানা, যেন বিড়ির কারখানা দিয়েই আমার রাজ্য চলে, চা বাগান তো সব বন্ধ হয়ে গেছে। বন্ধ হয়ে যাওয়া টেষ্ট রিলিফের কথা বলতে পারত ২ টাকা, বলেছে ২.২৫ পয়সা। চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী, তাদের যে বেতন সেটা অনেক বেশী সুতরাং তাদের অভিযোগ করার কি আছে ? এই যুক্তি দিয়ে. কি করে যে কমিশন এইসব লিখতে পারে আমি বুঝি না। এত পণ্ডিত পণ্ডিত ব্যক্তিরা এই কমিশনে ছিলেন, যিনি এসেছিলেন তিনি পণ্ডিত বলে শুনেছি। কিন্তু তিনি বাস্তব অবস্থাটা কি সেটা লিখতে পারতেন। যেখানে বছর বছর টেস্ট রিলিফ দিচ্ছে ২.১৫ পয়সা করে উনি বলেছেন মিনিমাম। সুতরাং মিনিমাম যেখানে আমার ২.২৫ পয়সা করে আয় সেখানে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের কোন অভিযোগ করার কিছু নাই / এটা একটা অমানবিক কথা। তারপর বলেছেন ক্যালরী। এত ক্যালরী খাদ্য আমাদের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের লাগে। ২,৪০০ ক্যালরী আমাদের খেতে হবে। এই কথা বলেছেন ডায়েটারী অ্যালাউনস ফর ইণ্ডিয়ানস, বায় ড: জে, সি, গোপালন এবং ডঃ জে, এস, সিংহরাও পাবলিশড ইন ১৯৭১। তাতে বলেছেন যে ওদের জন্য লাগবে ২,৪০০ ক্যালরী এবং ক্যালরীর দাম কত হবে আজকে তার কোণ ইংগিত নাই। তারপর বলছেন ডিম নাই আমরা জানি —

"It is not, however, enough to know the constituent elements of a balanced diet. A very pertinent question is whether the country is producin enough quantities of nutritions food to be able to sustain a balanced diet fc. all, assuming. of course. that thier will be enough purchasing power at the disposal of the people for this purpose. It is common knowledge that India is grossly deficient in the matter of per capita supply of milk. eggs, meat, fish fruits and other nutrient dients. As a matter of fact, we are having great difficulties even in regard to su pply of cereals like rice and wheat in sufficient quantity except in years of bumper harvest, Thus the grim fact is that a balanced diet for all is just not possible because there is not enough food of the right type and variety to go round. It is against this context that we have to consider problem of evolving a pay structure for he lowest category of Government employees which will secure a balanced diet for them and theire family."

ম্যানে ব্যালেন্সড ডায়েটের জন্য আমাদের দেশে কি উৎপন্ন হয়? তারপর বলেছেন ডিম নেই ডিম পাওয়া যায় না, ফ্রুটস্? তাও সাংঘাতিক অবস্থা। অ্যাজ এ ম্যাটার অব ফ্যাক্ট চাল নাই. সাফিসিয়েন্ট কোয়ানটিটি গমও আমাদের দেশে হয় না। একমাত্র যদি বাম্পার ক্রপ হয়, তা না হলে চূড়ান্ত ঘাটতি। এই চূড়ান্ত ঘাটতিতে সবাইকে সমানভাবে খেতে হবে। এই হচ্ছে মুল বক্তব্য। আমার পরিবারকে বলছেন তুমি রোজগার কর। তুমি মানুষের বাড়ীতে যাও। মানুষের বাড়ীতে তো চাকরী পাওয়া যায় না। একমাত্র কথা বলা হচ্ছে যে কি গিরি কর। তাহলে কত টাকা পায় কি গিরি করে এক মাসে? ২০।২৫ টাকা মাসে। এক বেলা চা পায়, এই আমরা দেখি। এই হচ্ছে সুপারিশ। তারপর বলা হচ্ছে বড় বড় আমলারাও তো খেতে পায় না এই সব ঘি দুধ। তাদের কম হচ্ছে। সুতরাং যার পকেটে বেশী টাকা আছে সেই খেতে পাবে। তোমার পকেটে পয়সা কম। তুমি এই দিকে হাত পাতবে কেন? দুধ ও তোমার কাছে মানা।

সুতরাং পার ক্যাপিটা মিল্কের সাপ্লাই যখন আমার দেশে নাই, সবার জন্য আমরা যখন সাপ্লাই দিতে পারছি না, তখন আমার যে ছোট্ট বাচ্চা আছে, সে কেন দুধের জন্য বায়না করবে? এই যে সুপারিশ, এই যে মন্তব্য, এই মন্তব্যের দ্বারা কি হয়েছে, ঈশ্বরই জানেন, ওরা কি কথা বলতে চাইছেন? আর এক জায়গায় বলেছেন "In 1939 the Government servants of the lowest category drew pay in the seale of Rs 13–17. So for a full protection of the 1939 wage level the lowest paid Government servants would require a minimum salary of Rs. 122·95 Paise. ১৯৩৯ সালে বেতনের হার ছিল ১৩–১৭ টাকা এখন যদি এই ১৯৩৯ সালের ওয়েজটাকে প্রটেক্শান দেওয়া যায়, তাহলে তার বেতন বেড়ে দাঁড়াবে ১২২.৯৮ পয়সা। তাই এখানে কমিশন বলতে চাইছেন যে সেই তুলনায় আমরা অনেক বেশী দিয়েছি। মিনিমাম ওয়েজ দেওয়ার এই যুক্তি, তাতে ১৯৩৯ সালে যে টাকা পেত আজকে সেটা নাকি দাম দেড়ে হয়েছে ১২২·৯৮ টাকা। সুতরাং আমরা তোমাদের জন্য অনেক বেশী সুপারিশ করেছি। তারপর সেদিন আমি যেটা বলেছি যে এবাউট টুয়েন্টি পার্সেন্ট হচ্ছে ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী, সুতরাং আমেরিকা, ইউরোপ এর দেশগুলি অথবা গ্রেট

ব্রিটেন, ওরা চিন্তা করতে পারে না এত পিয়ন, এত চাপরাশী, এত অর্ডারলী বা এত ড্রাইভারের কথা। সুতরাং এটাকে কমিয়ে দাও, টুয়েন্টি পার্সেন্ট থেকে আরও কমিয়ে দেওয়া উচিত। অর্থাৎ আমাদের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী হচ্ছে শতকরা ২০ ভাগ, তাকে আরও কমিয়ে দেওয়া উচিত, এই হচ্ছে পে-কমিশনের সুপারিশ। কিন্তু তারা একটা জিনিষ দেখলেন না, ত্রিপুরা রাজ্যের অবস্থাটা কি? তার প্রত্যেকটি কথাই কন্ট্রাডিক্টরী। উনি বলেছেন ত্রিপুরা রাজ্যের কন্‌ষ্টিটিউশানাল ষ্টেটাস সম্বন্ধে যে ত্রিপুরা আগে কেন্দ্র শাসিত রাজ্য ছিল, কাজেই তখন যা যা করা গিয়েছিল, এখন আর সেটা করা যাবে না, কারণ এটা এখন পূর্ণ রাজ্য হয়েছে, সুতরাং পূর্ণ রাজ্যের যে আয়, সেই আয়ের উপর তাকে নির্ভর করতে হবে। আমার রাজ্যের যদি আয় না থাকে, তাহলে রাজ্য অচল হয়ে যাবে, এথা কেমনতর যুক্তি, আয় না থাকলে, আমার কর্মচারী রেখে কি হবে? আমার যদি আয়ই না হয়, এই বছর ত রিলিফের খাতে আমাদের বেশী টাকা খরচ করতে হচ্ছে এবং তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার থেকে আমাদের টাকা আনতে হবে। কাজেই রিলিফের জন্য যদি কেন্দ্রীয় সরকার থেকে টাকা আনতে পারি, তাহলে কর্মচারীদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার থেকে টাকা আনতে পারব না, কেন? সুতরাং তার এই যুক্তি কোথায় থেকে আসে যেহেতু তোমার রাজ্যের আয় নাই, সেহেতু তুমি কর্মচারীদের বেশী বেতন দিতে পারব না। কিন্তু তাকে ত একটা মিনিমাম বেতন দিতে হবে। আর মিনিমাম বেতনের যে কথা ওরা বলছেন, কেন্দ্রীয় সরকারও সেই কথা বলে না, এমন কি পশ্চিম বঙ্গের পে-কমিশন ত এই কথা বলে নি এবং অন্য কোন রাজ্যের পে-কমিশনও এ কথা বলে নি। শুধু ওদের বেলাই নয়, সবার বেলায় বেতন কমিয়ে দিয়েছেন। আর এক জায়গাতে বলেছেন যে ত্রিপুরা রাজ্যের লোক সংখ্যার শতকরা ৬৮ ভাগ পভার্টি লেভেলের নীচে, কিন্তু আমরা জানি আরও বেশী মোর দ্যান সেভেন্টি ফাইভ পারসেন্ট বিলো দি পভার্টি লেভেল। ওরা দুই বেলা ভাত খেতে পায় না, এক বেলা খেলে আর বেলা খেতে পায় না, এই যে অবস্থাটা যেখানকার, সেই অবস্থার দিকে লক্ষ্য না রেখে তিনি যে বলেছেন সপ্তাহে একদিন করে মাছ মাংস খাওয়ার কথা, সেটা ত তারা চিন্তাই করতে পারে না। আমার আয় নেই, এই নয় ত বরং আমাদের এত বড় মন্ত্রীসভা এত বড় বিধান সভা, আরও অনেক কিছু চলছে, তাতে কোথাও এতটুকু কমতি নাই আমরা কি এই বিধান সভায় এটেন্‌ডেন্স দেওয়ার জন্য ডেইলী ২৫ টাকা করে নিচ্ছি না? কাজেই এমন কোন জিনিষ নেই, যেটার সম্বন্ধে উনি মন্তব্য করেন নি, যেমন আর এক জায়গাতে মন্তব্য করেছেন—"we have no acurate figure of the number of job seekers in the urban areas" আর্বান এরিয়া মানে এই আগরতলা, আগরতলাতে যে বেকার, সে নাম লেখাচ্ছে এ্যামপ্লয়মেন্ট এ্যাক্সচেঞ্জে। কাজেই এ্যাপ্লয়মেন্ট এ্যাক্সচেঞ্জ বলে যে একটা কথা আছে, ভদ্রলোক সেটাও বোধ হয় জানতেন না। জব সীকারের সংখ্যা পাওয়া যায় নি, কত বেকার আছে তার কোন সমীক্ষা নাই বা সরকার নাকি সেটা দিতে পারে নি। আমি জানি না, সরকার কেন তাদেরকে এটা দিতে পারে নি। রাজ্যের অবস্থাটা বুঝাতে গিয়ে, বেকারের রকম, বেকারের রকম আছে ত—যেমন পাশ করা বেকার, ফেল করা বেকার, শিক্ষিত অশিক্ষিত বেকার। তাই বলেছেন যে এই রাজ্যের প্রকৃত অর্থনৈতিক অবস্থাটা কি, সেটা আমরা বুঝাতে পারছি না। অথচ আমরা ফুল প্লেজড ষ্টেট পেয়েছি, আমাদের আয় নাই, অথচ একটা রেস্পন্সিবিলিটি এসেছে এবং রেস্পন্সিবিলিটি এসেছে বলে আমাদের একটা

পে-কমিশন বসাতে হয়েছে। আমার প্রশ্ন, এটার জন্য কেন আমরা এত টাকা খরচ করেছি? অথচ এই ভদ্রলোক বলেন নি যে তোমাদের টাকা পয়সা নাই, তোমরা কেন এই রকম একটা কমিশন বসাতে যাচ্ছ। আমাদের পরিকল্পনা রূপায়নের জন্য সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট এষ্টাব্লিস্‌মেন্টের টাকা পর্যান্ত দিচ্ছে, আমরা সম্পূর্ণ টাকাই সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্‌টের কাছ থেকে পাচ্ছি। তারা এই টাকা আগেও দিয়েছে, এখনও দিচ্ছে। এখন কিছুটা লোনে আর কিছুটা গ্রেন্টে, লোন আমরা কি দিয়ে শোধ করব। আমাদের কর্মচারী আছে, এই কর্মচারীরা মহারাজার আমলে যখন এই রাজ্য ভারত ডমিনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হয়, তখন থেকে এসেছে। আজকের এই মন্ত্রী সভাটা কি? স্টেটহুডের কোথাও এমন কথা বলে নি যে এই কর্মচারীরা থাকবে না। ১৯৪৯ সালে যখন এই রাজ্য ভারত ডমিনিয়নের সঙ্গে মাচ হয়, তখন এই কর্মচারীদের নিয়ে মার্জ হয়েছিল, সেখানে মহারাজার সর্ত্ত ছিল যে তার কর্মচারীদের পেটার্ণ কোন মতেই কমাতে পারবে না; কাজেই সেদিন আমাদের যে স্টেটাস ছিল, আজকে সেই স্টেটাসের অভাব হয় কি করে? তারপর লে: গভর্ণর অথবা যখন ইউনিয়ন টেরিটরি ছিল অথবা এটা যখন কেন্দ্র শাসিত রাজ্য ছিল এবং সেই কেন্দ্র শাসিত রাজ্যের পর আজকে আমরা যখন ফুল প্লেজেড ষ্টেট পেলাম, তখন এই কর্মচারীদের রেস্পন্সিবিলিটিও আমাদের কাছে এসেছে এবং এই রেস্পন্সিবিলিটি আসার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে আমাদের প্রয়োজনীয় সম্পূর্ণ টাকা দিতে হবে। কারণ রেস্পন্সিবিলিটিটা কেন্দ্রীয় সরকারের, সে পূর্ব্বতন মহারাজার কাছ থেকে রেস্পন্সিবিলিটিটা নিয়ে আমাদের হাতে আবার দিয়ে দিয়েছেন। আমরা কোন রেস্পন্সিবিলিটি নিতে যায় নি। ফোর্থ প্লেন পর্যান্ত সমস্ত টাকাটাই ভারত সরকার দিয়ে এসেছে, এখনও ভারত সরকারই টাকা দিয়ে আসছেন। আমাদের যে প্লেনিং হচ্ছে, সেই প্লেনিং সঙ্গে সঙ্গে তার এষ্টাব্লিষমেন্ট, গাড়ী, বাড়ীর সমস্ত খরচই ভারত সরকার দিচ্ছেন, কারণ সরকারের প্রত্যেকটা ট্রেনিং এর মধ্যেই এই কর্মচারী লাগবে, তাদের জন্য এষ্টাব্লিষমেন্ট খরচ লাগবে, গাড়ী লাগবে, বাড়ী লাগবে এবং অফিসার লাগবে এবং ইউনিয়ন টেরিটরির সময়ে যে গাড়ী বাড়ী হয়েছে, তার মেন্টেনেন্সের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের, আমাদের নয়। সুতরাং এর জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে টাকা দিতে হবে এবং কেন্দ্রীয় সরকারও টাকা দিবেন। কিন্তু একথা কেন ভদ্রলোক বললেন না যে তোমার টাকা নাই পয়সা নাই, তুমি কেন আমার মত একজন বিজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তিকে এখানে এনে একটা কমিশন বসিয়েছে, পে-কমিশনের জন্য এত টাকা খরচ হবে, সেখানে রিটায়ার্ড অফিসার একজনকে দেওয়া হয়েছে, একজন আই, এ, এস অফিসারকে পাঠানো হয়েছে, এছাড়াও আর অনেক কর্মচারীকে পাঠানো হয়েছে, তার এষ্টাব্লিষমেন্টের জন্য আর কিছু খরচ করতে হবে, কাজেই এই খরচের স্বার্থকতা কোথায়, এই রিপোর্ট?—যে রিপোর্ট অমানুষের মত তৈরী করা হয়েছে। কেন কর্মচারীরা আন্দোলন করে? ষ্টেটাস, সেও সেটা পেতে পারত। কিন্তু যেহেতু পে-কমিশনে কোন টেকনিক্যাল হ্যাণ্ড নেই, তাই তাদের ব্যাপারটা ঠিকমত প্রেজেন্ট করা হয় নি বা তাদের ব্যাপারটা পেভাবেবলী কন্‌সিডার করা হয় নি বলে আমার বিশ্বাস। এই এ্যাকৃজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ারদের পাবলিক এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন, ফিনান্স রুলস, লেবার এ্যাক্ট এবং পি, ডব্লিউ কণ্ডাক্ট রুলস ইত্যাদি যা আছে, সেগুলিও তাদের দেখতে হয়।

কেন আন্দোলন করবে না ? কর্মচারী আন্দোলনের কথা অনেকেই বলেছেন আমি সেদিনও বলেছিলাম আজকেও বলব কেন কর্মচারীরা আন্দোলন করেন। শুধু কি ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা আন্দোলন করছে—ডাক্তাররা আন্দোলনে নেমেছেন ইঞ্জিনীয়াররা আন্দোলনে নেমেছেন প্রফেসাররা আন্দোলন করে তাদের ইউ, জি, সি, নিয়েছেন মন্ত্রীর কাছ থেকে। সোজা হাতে কেউ দেয়নি। যেই বলেছে যে আমরা পরীক্ষা বয়কট করব—কলিকাতার ভাইস চেনসেলারের মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে তিনি মুখ্য মন্ত্রীকে ডি, ও, লেটার লিখেছেন। তারপরও আমরা যখন বিধান সভায় বললাম তখনও তিনি মানতে রাজী হলেন না। আর মাননীয় স্পীকার মহোদয় বললেন যে এটা আসবে না—কর্মচারীদের বেতন ষ্ট্রাকচারের বিষয়বস্ত এটা হতে পারে না। কিন্তু যেইমাত্র বললেন যে আমরা পরীক্ষা বয়কট করব একজামিনাররাও বললেন যে আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের খাতা দেখব না তখনই টনক নড়ল। সেই টাকাও কেন্দ্রীয় সরকারের টাকা সেই টাকাও কেন্দ্রীয় সরকার দেখেন। মুখ্য মন্ত্রী বললেন যে এটা আমাদের রেসপনসিবিলিটি আমরা কোথায় পাব টাকা। কেন্দ্রীয় সরকার কি আমাদের চিরদিন দেবেন—কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের লোন দিচ্ছেন সেই লোন আপনারা রি পে করবেন কি দিয়ে? রিজার্ভ ব্যাংক আমাদের গ্যারান্টার হয়—সর্ব রাজ্যের জন্য হয়। সব রাজ্যের যে রিসোর্স থাকে সেই রিসোর্স থেকে লোন রিকভারী করার সম্ভাবনা আছে। আমাদের কি কি আছে রিসোর্স এখানে কি রিসোর্স আমরা কি বাড়িয়েছি ? সেদিনও যতীন বাবু প্রস্তাব এনেছিলেন জমি বন্দোবস্ত দিলে আরও ২৫।৩০ লাখ টাকা আয় বাড়বে যে জমিতে লোকগুলি বসে আছে বাড়ীঘর করে। সেটা হচ্ছে না রিসোর্স বাড়ানোর কোন চিন্তাও আমরা করি না গত তিন বছর যাবত আমরা দেখছি। কাগজ কল আসবে ইণ্ডাষ্ট্রী হবে তারপর আরও আয় বাড়বে—চিনির দাম ১৪ টাকা—কাগজের দামও বাড়বে তাহলেও আমরা চাই ইণ্ডাষ্ট্রী হউক। মুখ্য মন্ত্রী বলেছেন ১৭ টাকা চিনির দাম পরেছে আমার বিশ্বাস হয় না ১৭ টাকা চিনির দাম হতে পারে। এটা কমার্শিয়ালী যা এষ্টাবলিশ করেছেন—খরচা সবটাই যন্ত্রপাতি ইত্যাদির দাম ধরা হয়। এই যন্ত্রপাতি কি ফেলে দিয়েছেন আগামীতে কি চিনি হবে না। আমি বুঝি না কি যুক্তি দিয়ে ১৭ টাকা চিনির দাম হতে পারে আর ৪ টাকা ৫০ পয়সা চিনি বিক্রী করলেন এতে সমালোচনা ইনভাইট করে। উনি বলেছেন প্রকৃত পক্ষে এত টাকা পরেছে সেজন্য আমি বলে দিয়েছি। কিন্তু আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারি না—এই জন্যই আমরা সমালোচনার পাত্র হয়েছি। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না এই ভাবে ইণ্ডাষ্ট্রি যদি ত্রিপুরাতে না হয় তাহলে কোন দিন এই সমস্ত সমস্যার সমাধান হবে না। আমি এই কথা বলছি যে যাই বলুক আমি মুখ্য মন্ত্রীর সংগে একমত যে ইণ্ডাষ্ট্রী আমাদের চাই এবং ইণ্ডাষ্ট্রি চাইলেই হবে না তার জন্য দাবী করতে হবে। সেই দাবীই আমরা করছি না আমি বার বার বলি এখনও বলছি চলুন আমরা দাবী জানাই। মুখ্য মন্ত্রী একজনকে হয়ত তারা না বলতে পারে কিন্তু আমরা সবাই গিয়ে বলব আমরা দাবী তুলব। মুখ্য মন্ত্রীর কাছে যা অসুবিধা আমাদের কাছে সেটাই সুবিধা। বিভিন্ন রাজ্যে সেই ভাবে টাকা আনে। বিভিন্ন রাজ্যে টাকা আসে সেই ভাবে। যাই হউক যে কথা বলছিলাম যে কর্মচারীরা কেন আন্দোলন করে। তাদের যখন ক্ষোভ বিক্ষোভে পরিণত হয় তার জন্য এই সব লাগাতর ইত্যাদি হয়। আজকে টি, জে, সি, এস,—ওদের দাবী নিয়ে সেদিন মিটিং

করেছেন তড়িত বাবু সুনীল বাবু তারা সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। ক্লাস টু গেজেটেড—এডুকেশান ডিপার্টমেন্টের অফিসাররা আমাদের কাছে এক মেমোরেণ্ডাম দিয়েছেন তাদেরও দাবী আছে। এই সব দাবীগুলি অন্তত পক্ষে তাদের মিনিমাম যে দাবীগুলি সেগুলি যদি আমরা পূরণ না করি—অন্তত চেষ্টাও না হয়—পূরণ না করি ঠিক নয়—চেষ্টাও না করা হয় আমরা যদি ওদের সংগে কথা বলতেও না বসি—না তোমাদের সঙ্গে কথা বলব না তাহলে স্বাভাবিক ভাবেই ওদের ক্ষোভ বিক্ষোভে পরিণত হবেই। সুতরাং কর্মচারীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে "Government can also be a model employer in the matter of improving the conditions of service". আদর্শ মালিক! গভর্ণমেন্ট হবেন আদর্শ মালিক। এই আদর্শ মালিকের সংগে কর্মচারীদের সম্পর্ক আরও মধুরতর হওয়া উচিত। এত বিচার নয় এত তেতো কেন হবে সম্পর্ক? এই তেতো সম্পর্ক দিয়ে—আপনাদের যত ডেভেলপমেন্ট, প্ল্যান, ইমপ্রুভমেন্ট যত কথাই বলুন কেন হচ্ছে না—তার পিছনে এই একটাই কারণ। আমরা যখনই ক্ষোভ প্রকাশ করি—আমার এখানে কিছু হয়নি উর ওখানে কিছু হয় নি। অথচ বাজেটে প্রভিশান আছে বছরের শেষ দিকে আমরা টাকা খরচা করতে পারি না এই সব বাস্তব ঘটনা এইগুলি কেন হয়। এই জন্য গভর্ণমেন্ট কোন ডিসিশান নিতে পারেন না। সবটাই হ্যাঁ, দেখছি, দেখব, করছি, করব, আজ হউক কাল হউক হবে হচ্ছে—এইভাবে কোন গভর্ণমেন্ট চলতে পারে না। যদি এই চলতে থাকে তাহলে এই ক্ষোভ বিক্ষোভে রূপান্তরিত হবে এবং তারপর একটা ব্যাপক ভাবে রাইট ক্রম অফিসার—যে অফিসারদের দিয়ে আপনারা সমস্ত কাজ করিয়ে নিচ্ছেন সেই অফিসার যদি ক্ষেপে যায় নিচের দিকের অফিসাররা যাদের বেতন বাড়ছে না। আই, সি, এস অফিসারদের ক্ষোভ নেই তাদের বেতন বাড়ছে আরও বাড়বে তাদের জন্য সে সব স্কেল তৈরী করা হয়েছে। সুতরাং দৃষ্টিভংগী এমন হওয়া উচিত।

Mr. Speaker :—Hon'ble Member I would request you to sum up your discussion now.

Shri Kalipada Banerjee :—আর দুই মিনিট। মিনিমাম ম্যাকসিমাম বেসিও সম্পর্কে যে কথা বলা হয়েছে "Socialistic considerations demand that the ratio between the maximum and the minimum salary should be as low as possible". সেখানে আমরা দেখেছি ম্যাকসিমাম এবং মিনিমামের মধ্যে পার্থক্য এজ লো এজ পসিবল। তার মানে ৩ হাজার টাকার লোক কত আছে আড়াই হাজার টাকার লোক কত আছে ১১শ ১৮শ ২ হাজার। আর শুধু মিনিমাম এবং ম্যাকসিমান-এর কত বড় কাড়াক এই ফাড়াক কেন। এই ভদ্রলোক মিনিমাম ম্যাকসিমামের বেলায় সোশ্যালিষ্টিক কনসিডারেশান হওয়া উচিত বলে তিনি বলেছেন। কি বলেছেন এজ লো এজ পসিবল। একেবারে গান্ধীজীর মত ৫০০ টাকার বেশী বেতন হতে পারবে না! আর উনি বলেছেন ৩ হাজার টাকার উপরে আর ১৬০ টাকার নীচে হতে পারবে না। এই হচ্ছে উনার সোশ্যালিষ্টিক কনসিডারেশান। দিস ইজ রাবিশ।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরার সাধারণ কর্মচারীর বহু আকাংখিত পে কমিশানের রিপোর্ট আজকে হাউসে আলোচনা হচ্ছে। যেটা সম্পর্কে কর্মচারীরা এবং সরকারও বলেন যে পে কমিশানের রিপোর্ট বেরুলেই হয়ত কর্মচারীদের কিছুটা সুযোগ সুবিধা আসবে। এমন একটা রিপোর্ট বেড়িয়েছে যেটা কর্মচারীদের একেবারে অন্ধকারে ঠেলে দিয়েছে। আমরাও তার জন্য আশাহত হয়েছি। মাননীয় স্পীকার পে কমিশনের রিপোর্ট যতটুকু পড়েছি তাতে কোন শ্রেণীর কর্মচারীই এই রিপোট-এর উপর সন্তোষ্ট নয়। বিশেষ করে ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী এবং শিক্ষক কর্মচারীরা এমন এক ভাগ্যে পরেছে তাতে অন্ততঃ কোন সুস্থ মস্তিস্ক যার আছে তিনি এই ফাঁকে পরতে পারেন না। মাননীয় স্পীকার স্যার পে স্কেল সম্পর্কে আমার বক্তব্য হচ্ছে—ভারতবর্ষ একটা বিরাট দেশ এবং সেখানে বিভিন্ন রাজ্যও আছে। সমস্ত ষ্টেটে এবং সমস্ত কান্ট্রিতে যদি একই ষ্ট্যাটাসে পে স্কেল হয় তাহলে একটা দিকে পরিস্কার থাকে। মাননীয় স্পীকার মহোদয় আমরা দেখছি এই ত্রিপুরা রাজ্যে কিছু সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের এমপ্লয়ী আছে এবং কিছু ষ্টেট গভর্ণমেন্টের এমপ্লয়ী আছে। সেখানে সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের এমপ্লয়ীর ধরুন ক্লার্ক এর বেতনের যে মান এবং যে পরিমাণ বেতন পায় এবং ষ্টেট গভর্ণমেন্ট এমপ্লয়ী তার চেয়ে অনেক কম পাচ্ছে। সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের এমপ্লয়ীরা মাছ মাংস খাচ্ছে আর আমাদের ষ্টেট গভর্ণমেন্টের এমপ্লয়ীরা দিনে দুইবেলা স্বজন পরিজনের খাওয়ার জোগার করতেই দুর্বিসহ হয়ে পরছে। তাতে এমপ্লয়ীদের মনে একটা রি-একশান হয় তাতে তাদের কর্মস্পোর্গ ধমকে দাঁড়ায়। কাজেই এই ষ্টেট গভর্ণমেন্ট শুধু নাই নয় প্রত্যেকটি ষ্টেট গভর্ণমেন্টের এবং সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের এমপ্লয়ীদের একই ষ্টেটাসে বেতন ফিক্স-আপ করা দরকার। মাননীয় স্পীকার স্যার এখানে আমি আর একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি যে এই ত্রিপুরা রাজ্যে প্রতিটা সাবডিভিশানে ট্রেজারী আছে। এবং ট্রেজারীতে পোদ্দার নামে এক শ্রেণীর কর্মচারী আছে এই পোদ্দাররা আমাদের যে ব্যাংক আছে ষ্টেট ব্যাংক বলুন আর ইউনাইটেড ব্যাংক বলুন এইসব ব্যাংকে যে সব ক্যাশিয়ার আছে তাদের মতই কাজ করছেন। কিন্তু সেইসব ক্যাশিয়াররা যে পরিমাণ বেতন পায় আর আমাদের পোদ্দাররা পায় তার অর্দ্ধেকের চেয়েও কম। সেখানে তারা রিপ্রেজেন্টেশান দেওয়ার পরে বলা হয়েছে যে অন্যান্য ষ্টেটে পোদ্দাররা নাকি বাই কনট্রাক্ট সিষ্টেমে থাকে। কিন্তু এটাতো ঠিক কথা নয়—কথা হচ্ছে এখানে তাদের আমরা ষ্টেট গভর্ণমেন্ট এমপ্লয়ী হিসাবে নিয়েছি তাদের ষ্টেট গভর্ণমেন্ট এমপ্লয়ী হিসাবে ট্রিট করব তাদের প্রমোশান দেব এবং স্কেল ঠিক করব। কিন্তু দেখা গিয়েছে সেখানে তাদের এই দাবীর কোন প্রতিকার হচ্ছে না এবং ক্যাশিয়ারের বেতন দেওয়া হচ্ছে না। এবং তারা গভর্ণমেন্টের সংগে দেখা করলে বলা হয়েছিল যে পে কমিশনের রিপোর্ট বেরুলে তাদের সেই ডিটেইলসটা থাকবে কিন্তু তাদেরকে এই রিপোর্টে একেবারে অন্ধকারে ফেলে রাখা হয়েছে। কাজেই এই রিপোর্ট সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারায় করা হয় নি অবশ্য সরকার এইটা এখন বিবেচনা করছেন যে কনসিডার করা যায় কি না। আমরা আশা করি কর্মচারীদের প্রতি লক্ষ্য রেখে এবং এই ত্রিপুরার সার্বিক উন্নতির দিকে লক্ষ্য রেখে একটা কনসিডারেবল পে-স্কেল বেরুবে।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীনরেশ চন্দ্র রায়।

শ্রীনরেশ চন্দ্র রায় :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পে কমিশন বিভিন্নভাবে বিভিন্ন সরকারী কর্মচারী ত্রিপুরার তাদের ক্ষেত্রে যে আলোকপাত করেছেন সেই দৃষ্টীভংগীকে সমালোচনা করার প্রয়োজন মনে করে আমি কয়েকটা কথা বলছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রথম দেখা যায় উচ্চ পদস্থ কর্মচারী যারা আছেন তাদের পে স্কেল এবং নিম্ন স্তরের কর্মচারী যারা আছেন তাদের পে স্কেল এখানে আছে। এই গণতান্ত্রিক সমাজবাদ দেশ আমাদের উদ্দেশ্য এবং আমাদের লক্ষ্য সমস্ত স্তরের মানুষকে তার ষ্ট্যাণ্ডার্ড অব লিভিং প্রায় একই রকম করা। ধীরে ধীরে মানুষের মধ্যে অর্থের যে একটা আকাশ পাতাল তফাৎ সেইটা দূরীভূত করে যাতে প্রায় সমান অধিকার নিয়ে, প্রায় সমান সুখ সুবিধা নিয়ে সবাই তারা তাদের স্ত্রী-পুত্র নিয়ে সুন্দরভাবে এবং সুষ্ঠভাবে বসবাস করতে পারে। কিন্তু এখানে কি দেখতে পাই, একটা চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারীর বেলায় আমরা দেখি যে বর্ত্তমানে যে পে-স্কেল চালু আছে সেই পে-স্কেল অনুসারে যা টাকা পায় এবং পে-কমিশনের থেকে যে স্কেল দেওয়া হয়েছে এংটাতে সে ২১/২২ টাকা কম পায়। আরেক দিক দিয়ে পদস্থ কর্মচারী যারা আছেন তারা সেখানে প্রায় হাজার টাকা বেতন পায় তাদের বেলায় এই পে-কমিশন তেরো'শ টাকা বেতন ধার্য্য করেছ ষ্টার্টিং। এই যে একটা বৈষম্য যেখানে সাধারণ কর্মচারীর বেতন কমে গেল সেই ক্ষেত্রে উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের কয়েকশো টাকা বেতন বেড়ে গেল। এই ক্ষেত্রে পে-কমিশনের রিপোর্টে পে-কমিশন যা বলে গেছেন সেইটা একটা দুঃখের ব্যাপার যে এক জায়গায় এই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে সাধারণ কর্মচারীর ছেলেমেয়েরা তারা বিভিন্ন জায়গায় লেবারের কাজ করে অর্থ উপার্জন করতে পারে এবং সেইটার দ্বারা তার পরিবার চলতে পারে। কিন্তু এই কথাটা যদি উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের বেলায় থাকতো যে তাদের বাড়ীর ছেলেমেয়েরাও অন্যের বাড়ীতে কাজ করে পেট পুরণের ব্যবস্থা করতে পারবে তাহলে এইটা অনেকটা হতো। কিন্তু সেখানে এই রকম কোন ইঙ্গিত নাই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা সমাজতান্ত্রিক দেশ রচনা করতে চলেছি সেখানে মানুষের আর্থিক ব্যাপারে যদি এই বৈষম্য প্রথম থেকেই দেখা যায় তাহলে মানুষের মধ্যে একটা বিদ্রোহের ভাব জাগবে। কাজেই আমি আশা করবো যে সেই দিক থেকে মানুষের মনকে সংযত রাখবার জন্য তার ষ্ট্যাণ্ডার্ড অব লিভিং এর দিকে লক্ষ্য করে মানুষের জীবন যাত্রাকে আরও পরিস্কার এবং সুন্দর করিবার জন্য তার পে স্কেলের মধ্যে যাতে এতটুকু ডিফারেন্স না থাকে সেই দিকে যেন লক্ষ্য রাখা হয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আরেকটা জিনিষ হলো প্রাইজ ইনডেক্স। অবশ্য প্রত্যেক জায়গার প্রাইস ইনডেক্স সমান নয় এইটা স্বীকার করি যে ভারত বর্ষের প্রত্যেক ষ্ট্যাটের মূল্যমান বিভিন্ন রকমের আছে সেইটা সত্যি। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের সমস্ত ষ্ট্যাটের প্রাইজ ইনডেক্স হিসাব করে একটা গড় পরতা মূল্যমান স্থির করে প্রত্যেকটা ষ্ট্যাটের মধ্যে কোন জায়গাতে কত হতে পারে সেইটা নির্ধারণ করে পে স্কেল নির্ধারণ করা উচিত। সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে সেণ্ট্রাল গভর্ণমেন্ট কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের বেলায় বিশেষ করে ত্রিপুরার বেলায় তা আকাশ পাতাল তফাত প্রায় অর্দ্ধেকের চেয়ে কিছু বেশী। যেখানে একজন সরকারী ৪র্থ শ্রেণী কর্মচারী কেন্দ্রীয় সরকারী

অধীনে কাজ করে সেই কর্মচারী তিনশ টাকার মত বেতন পায়। সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ত্রিপুরা ষ্ট্যাটের একজন ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী সে ১৫০ টাকা বেতন পায়। এই যে একটা তারতম্য সেখানে প্রাইস ইনডেক্সের বেলায় সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের প্রাইস ইনডেক্সের বেলায় বেতনের এইখানে যথেষ্ট বৈষম্য রয়ে গেছে। এইটা তো কথা নয় যে এই ষ্ট্যাটের যারা কর্মচারী তারা কম দামে চাউল পাবে তারা কম দামে আটা পাবে, কম দামে তারা শর্ষের তেল পাবে কম দামে তারা তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পাবে এই জন্য তাদের বেতন কম; কিন্তু আমরা দেখি ঠিক তার উলটা দিক। আমরা অনেক সময় দেখি যে সেন্ট্রাল গভার্ণমেন্টের এমপ্লয়ী যারা আছে রেশনের বেলায় তাদের কন্ট্রোলড রেট আছে তাদের বিভিন্ন রকমের পোষাক পরিচ্ছদের বেলায় সুযোগ সুবিধা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। তাদের কোয়ার্টারগুলি অনেক সময় আমাদের ষ্ট্যাটের কোয়ার্টারগুলির চেয়ে ভাল তদুপরি তাদের স্কেল আরও বেশী। সেখানে সেই প্রাইস ইনডেক্সের কথা চিন্তা করে কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের যে স্কেল এবং আমাদের ষ্ট্যাটের কর্মচারীদের যে স্কেল তার সংগে যথেষ্ট বৈষম্য রয়ে গেছে এবং সেই বৈষম্য থাকা উচিত নয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আরেকটা জিনিষ আমাদের সরকারের একটা ঘোষণা ছিল যে ওয়েষ্ট বেঙ্গলের কর্মচারীরা যে স্কেল পাবে এই ষ্ট্যাটের কর্মচারীদেরকে সেই স্কেল দেওয়া হবে এবং সেই অনুসারে ১৯৬১তে স্কেল রিভিশান করা হোল সেই পে-স্কেল অনুসারে আমাদের ত্রিপুরাতেও সেটা ধার্য্য করা হবে ১৯৭১ এ ওয়েষ্টবেঙ্গলে পে-স্কেল রিভিশান করা হোল কিন্তু ত্রিপুরাতেও তার এফেক্ট দেওয়া হোল না। হয়তো আমরা তখন বলেছি যে এই পে-স্কেল রিভিশান না করে আমরা পরে নতুন কমিশন করে আমরা সেটা আউট করবো। কিন্তু পরে সেটা হোল অন্য কথা কারণ পে-স্কেল ওয়েষ্টবেঙ্গলে ১৯৬১তে যে রিভিশনটা করলো সেটাও আমাদের ষ্টেটহুড হওয়ার আগে এবং ১৯৭১এ যে পে-স্কল রিভিশন করলো সেটাও আমাদের ষ্টেটহুড হওয়ার আগে। অন্ততঃ যদি আমাদের কমিশন যে পে স্কেল ঠিক করেছেন সেটা ১৯৭১ এর রিভিশন পে-স্কেলকে যদি এখানকার সরকারী কর্মচারীদের উপরে ১৯৬১ এফেক্ট দেওয়া হোত তাহলে এখানকার কর্মচারীরা কতকটা উপকৃত হতেন—কতকটা নয় অনেকটা উপকৃত হতেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ওয়েষ্টবেঙ্গলের ১৯৬১'র রিভিশন অনুসারে এখানে নোশন্যাল ফিকসেশান করা হয়, সেই ফিকসেশন অনুসারে এখানকার কর্মচারীদেরকে এরিয়ার দেওয়ার কথা ছিল এবং সেই এরিয়ার যদি আমরা ঠিক ঠিক ভাবে যাচাই করি তাহলে ১৯৬১ থেকে তারা পেতো কিন্তু এখন সেটা সরকার ১৯৭০ থেকে এখানকার কর্মচারীদের দিয়েছেন। কিন্তু দুঃখের ব্যাপার সেটা যদি সর্বক্ষেত্রে সমান ভাবে করা হোত, সমস্ত কর্মচারীদের যদি ১৯৭০ থেকে এফেক্ট দেওয়া হোত তাহলে দুঃখের কোন কারণ ছিল না, কারণ সবাই সমান ভাবে বেনিফিট পেতো। কিন্তু এই রাজ্যেই এমন দু'একজন কর্মচারী আছেন যাদের বেলায় সেই এফেকট দেওয়া হোল ১৯৬১ থেকে। এটা অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার এবং কর্মচারীদের মধ্যে সেই বিক্ষোভ থাকা স্বাভাবিক। তারতম্য না করে একটি কর্মচারী দুটি কর্মচারী বা তিনটি কর্মচারীদের বেলায় যদি ১৯৬১ থেকে দেওয়া যেতে পারে তাহলে অন্যদের বেলায়ও সেই বিচার করা উচিত ছিল। কিন্তু তখনকার সেই তারতম্য কেন করা হোল আমি

জানি না। কিন্তু পে-স্কেল বলেই সমস্ত সরকারী কর্মচারী আমাদের সরকারের দিকে চেয়ে আছে। আমরা তাদের পরিচালনা করবো, আমরা তাদের সুন্দর ও সুষ্ঠভাবে বসবাসের ব্যবস্থা করবো। কিন্তু তাদের প্রতি যদি সমান ভাবে দৃষ্টি ভংগি দেওয়া না হয়, সমানভবে যদি সকলকে সুযোগ সুবিধা দেওয়া না হয় তাহলে বাস্তবিকই দুঃখের কথা। সেদিকে দৃষ্টি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ রাখছি।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :— কি বিষয়ে অনুরোধ রাখলেন সেটা বুঝতে পারলাম না।

মিঃ স্পীকার :— কি বিষয়ে অনুরোধ রাখলেন সেটা ভালো করে উনি বুঝতে পারেন নি।

শ্রীনরেশ চন্দ্র রায় :— যে না বুঝে কথার ভাঁও বইয়া বইয়া খালি ঠন ঠনাও। আমি কি বলি আর আমার সারিন্দা বলে কি? একটা কথা আছে আমি কি গাই, আমার সারিন্দা গায় কি? আমি বললাম যে পে-স্কেল রিভিশনের ব্যাপারে প্রত্যেকটি কর্মচারীর বেলায় যাতে এক রকমের দৃষ্টি ভংগি থাকে সেদিকে যেন পে-কমিশন লক্ষ্য রাখেন, সরকারও যেন সব লক্ষ্য রাখেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উনি ঠিক দরদ দিয়ে কর্মচারীদের কথা বুঝতে চেয়েছেন কি না আমি জানি না। কারণ যখন মানুষ ব্যাথায় ব্যথিত হয়, যখন কোন মানুষ দুঃখে কাতরা কাতরি করে বা যখন দুঃখীর সংগে যখন তার আত্মা শরীক হয় তখন তার কথাবর্ত্তার মধ্যে সুস্থিরতার কোন সামঞ্জস্য থাকে না, কিন্তু ব্যথিত যারা না অতটুকু ব্যথা যাদের নেই তখন সুন্দর ভাষার দ্বারা মসৃন আওয়াজের দ্বারা সেটা কি করে ঠিক করা যায় সেটা বলছি—কিন্তু আমি ব্যথাতুর আমার যে ব্যথা আমার যে দুঃখ সে জন্য কোথাও বাঁক প্রকাশের অসুবিধা হতে পারে। কিন্তু আমি বলবো ব্যথিতের সংগে বাইরের ব্যক্তিরাও ব্যথিত হোন। দুঃখের সংগে দুঃখীর খবর রাখুন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই যে পে-কমিশন করা হোল এই কমিশন আমাদের কর্মচারীদের সুখ সুবিধা, আমাদের কর্মচারীদের যে আশা ভরশা একটা ছিল, তবে এতদিন পর্য্যন্ত যে আশা যে আকাঙ্খা নিয়ে তারা ভেবে আসছিল আমাদের সরকার এই জন্য পারেনি কারণ যতদিন পর্য্যন্ত আমরা ষ্টেটহুড পাইনি ততদিন আমাদের সরকার অন্যের উপর নির্ভরশীল ছিলাম। কেন্দ্রিয় সরকারের উপর আমরা নির্ভরশীল ছিলাম। তারজন্য হয়তো আমরা সমস্ত সুযোগ সুবিধা পাই নি। কিন্তু ষ্টেটহুড হওয়ার সংগে সংগে এই রাজ্যের সমস্ত কর্মচারী সাধারণ ও অসাধারণের মধ্যে একটা আশা এবং ভরসা ছিল যে সমাজবাদের দিকে লক্ষ্য রেখে আমাদের নেয্য পাওনা মিটবে এবং আমাদের দুঃখ দারিদ্রকে দূর করে আমাদের জীবন যাত্রাকে চালিয়ে যেতে পারবো। কিন্তু এখানে এই যা ইংগিত পাওয়া যাচ্ছে যে সংবাদ আমাদের কমিশন পরিবেশিত করেছেন তাতে কর্মচারীরা যেন নিরাশ হয়েছেন—নিরাশ হওয়ার যে কি কারণ তার দু' একটা উল্লেখ আমি করেছি এবং সেই প্রসংগে এই কথা আমি বলছি যে সেখানে আমাদের দৃষ্টীপাত্ত সাধারণ মানুষের জীবন যাত্রার প্রতি অবশ্যই নজর দেওয়ার প্রয়োজন ছিল, কিন্তু সেখানে আমরা অবহেলা করেছি এবং সেই অবহেলিত মানুষ সুন্দর এবং সুষ্ঠভাবে তাদের কর্মক্ষেত্রে কাজ

করতে গিয়ে আজ বিভিন্ন চিন্তায় বার বার হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। আজকে সমস্ত অফিসে এই দুঃখের বার্তা, সমস্ত অফিসে কর্মচারীদের অভাব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, শুধু কয়েকজন উন্নত শ্রেণীর অফিসার দিয়ে একটা দেশ শাসন করা যায় না, মুষ্টীমেয় কয়েকজন শিক্ষিত লোক দিয়ে দেশ শাসন হয় না, অল্প শিক্ষিত এবং শ্রমিক, যারা অফিসার নয়, তাদের মধ্যেও যে কর্মশক্তি আছে, সেটা আমাদের ভালভাবে জানা উচিত এবং এই অধিকাংশ কর্মচারীদের বেতনের মধ্যেই তারতম্য দেখি, তাদের মধ্যেই হা-হুতাশের সংখ্যা বেশী এবং প্রতিটি অফিসের এই সব কর্মচারী, গ্রামের সংগে, শহরের সংগে, সাধারণ মানুষের সংগে এই সাধারণ কর্মচারীরাই সবচেয়ে বেশী যোগাযোগ করছে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনি বক্তব্য সংক্ষেপে রাখুন।

শ্রীনরেশ চন্দ্র রায় :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রয়োজনের বেলায় তাদের গুরুত্ব কম নয়, আমি একটা কথা এখানে বলতে চাই যে এই সাধারণ মানুষকে অন্ধকারে রেখে, তাদেরকে এ হতাশার মধ্যে রেখে আমরা অগ্রসর হতে পারি না, আমাদের চলার পথে বিভিন্ন রকমের বাধার সৃষ্টী ঘটবে। সুতরাং সাধারণ কর্মচারী—যারা চতুর্থ শ্রেণীর বা তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী আছে, তাদের জীবন যাত্রা, তাদের যে ফেমিলি বার্ডেন, তাদের শিক্ষার কথা, তাদের স্বাস্থের কথা চিন্তা করে আমরা যেন পরবর্তী দিনের দিকে অগ্রসর হই, এই বলে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

যতীন্দ্র কুমার মজুমদার :— স্যার আমি একটু বক্তব্য রাখতে চাই এর উপর।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আমাদের সময় খুব কম, আপনি সংক্ষেপে বলুন।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পে-কমিশনের রিপোর্ট সম্পর্কে আলোচনা চলছে। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য ইউনিয়ন টেরিটোরী ছিল, আপনার বোধ হয় স্মরণ আছে যে এই বিধানসভার আগে, মন্ত্রী সভার আমলের পূর্ব্বের এ্যাসেম্বলী তে আমি এই রুলিং পার্টি থেকে ত্রিপুরাকে পূর্ণ রাজ্যের মর্য্যাদা দেওয়ার জন্য আমি একটা বে-সরকারী প্রস্তাব এনেছিলাম, সেটা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে আপনার বোধ হয় এও স্মরণ আছে যে রিলেশান বিটুইন সেন্ট্রাল এণ্ড ষ্টেট এই ব্যাপারে একটা সেমীনার হয়েছিল দিল্লীতে সেখানে আপনি আমাদের পাঠিয়েছিলেন, সেখানে আমরা রিপ্রেজেন্ট করেছি, শ্রীমতী গান্ধীর সংগেও আমাদের কথাবর্তা হয়েছে এবং আমরা সেখানেও আবেদন করেছি ত্রিপুরা রাজ্যের লোকজনের পক্ষ থেকে, কিন্তু সেই সব কেন করলাম? আজকে পে-কমিশনের রিপোর্ট এর ভিতর ঢুকে সেটা পর্য্যালোচনা করতে গিয়ে এক জায়গায় আমরা দেখছি যে কমিশনার মন্তব্য করেছেন যে পূর্ণ রাজ্য ত্রিপুরা, সেইহেতু এখানে সোর্স অব ইনকাম নেই, টাকা পয়সা পাবে কোথা থেকে, কোথা থেকে খরচ করবে সেইজন্য পে-কমিশন মন্তব্য করেছেন যে যেহেতু টাকা পয়সার সংস্থান নেই, যেহেতু কর্মচারীর সংখ্যা অধিক হয়ে গেছে এখানে একজায়গায় অবশ্য তিনি উল্লেখ করেছেন যে ২০ পার্সেন্ট অব দ টোটাল এমপ্লয়ী হচ্ছে ক্লাশ ৪, কাজেই এত বেশী দরকার নেই। মাননীয় চ্যাটার্জী সাহেব এটা অনুধাবন করতে পারেন নি কেন বুঝলাম না যে যেহেতু ত্রিপুরা রাজ্য পূর্বাঞ্চলের মধ্যে একটা অত্যন্ত ষ্টেট,

কেন্দ্রীয় সরকার অন্যান্য ষ্টেটের সমান করে নেওয়ার ব্যাপারে তার দায়িত্ব রয়েছে, এই ষ্টেটকে স্পেশ্যাল গ্রান্ট ইত্যাদি দিয়ে এবং দিচ্ছিলও সেইভাবে কিন্তু পে-কমিশনার—ভদ্রলোক অনুন্নত একপার্ট উনি, সুপণ্ডিত, অভিজ্ঞ, কিন্তু এই বিষয়ে একটু চিন্তা করলেন না, অথচ তিনি উল্লেখ করলেন টাকাটা কে দেবে, টাকা কোথা থেকে আসবে ? কিন্তু উনি যে লক্ষ লক্ষ টাকা নিয়ে গেলেন এবং ষ্টেনোগ্রাফার, তাঁর টি, এ, ডি, এ, ইত্যাদি বাবদ যে খরচ হয়েছে, সেইদিকে তো তিনি একটু চিন্তা করতে পারতেন যে এই ছোট্ট ষ্টেট, তার সোর্স অব ইনকাম নেই, সমস্ত অর্থ সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টকে দিতে হল, অথচ আমার জন্য এতগুলো টাকা খরচ করছে, সেটাতো তিনি চিন্তা করলেন না, সেটাও উনার চিন্তার মধ্যে থাকা উচিত ছিল। তারপর কথা হচ্ছে তিনি রিপোর্টে যেসব মন্তব্য করেছেন, কোন কোন ক্ষেত্রে মূল্যবান মন্তব্য রেখেছেন ঠিকই, কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি ভালভাবে নজর দেননি, সেটা ভালভাবে অনুধাবন করেন নি বলেই তিনি এক জায়গায় বলেছেন যে ক্লাশ ফোর এমপ্লয়ীদের স্ত্রী, পুত্র কন্যা কাজ করে খেতে পারবে কাজেই তাদের বেতন এর চেয়ে বেশী হওয়া উচিত নয়, এইরকম একটা মন্তব্য আছে এই বইয়ে, কিন্তু এই চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের স্ত্রী, পুত্র কন্যা কোথায় যেয়ে কাজ করবে সেকথা তিনি বলেন নি। আমাদের এখানে কি আজকে কোন কাজে ইণ্ডাষ্ট্রি আছে যে সেখানে যেয়ে তার স্ত্রী ভাল মাহিনায় কাজ করে খেতে পারবে ? আমরা কেরালাতে দেখেছি, মাদ্রাজে দেখেছি, সেখানে কাজু বাদামের কটেজ ইণ্ডাষ্ট্রি রয়েছে, সেখানে চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারীদের স্ত্রী পুত্ররা সেইসব কারখানায় কাজ করে টাকা পয়সা পাচ্ছে। সেখানে রয়েছে তাঁত শিল্প, সেখানে সুতা কেটে টাকা পয়সা পাচ্ছে, রয়েছে অন্যান্য ষ্টেটে যেমন অন্ধ্রেতে সেরিকালচার রয়েছে, সেখানে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের স্ত্রী পুত্ররা সেরিকালচার ফার্মে কাজ করে অথবা বাড়ীতে গুটি পোকার চাষ করে, আসামে আমরা দেখেছি তারা গুটি পোকার চাষ করে টাকা পয়সা রোজগার করছে। কিন্তু এই জায়গায় পে-কমিশন যেহেতু গভীরে যেতে পারেন নি সেইজন্যই এই মন্তব্য এখানে করেছেন।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আরেকটা দুঃখের বিষয় হচ্ছে যে কমিশন—আমি সমস্ত বিষয়ের উপর বলতে পারবনা স্যার, কারণ সময় কম, কোন কোন ডিপার্টমেন্টের উপর আমি বলছি যেমন পঞ্চায়েত বিভাগ সেখানে পঞ্চায়েত সেক্রেটারীর বেলায় কমিশনার এখানে মন্তব্য করেছেন যে "Panchayat Secretary at present is mainly to maintain registers and also to record the proceedings of the meetings of the Gaon Panchayat and uptil now they have not played any developmental activities because so far no fund was provided for that purpose" তিনি আমার মনে হয় এটা ডিপার্টমেন্ট থেকে সংগ্রহ করেছেন যে শুধু এরা রেজিষ্ট্রার মেইনটেইন করছে এবং মিটিং করে প্রসিডিংস দিচ্ছে কিন্তু একথা কি করে বলতে পারলেন আমি জানিনা, আমরা জানি এরা ডেভলাপমেন্ট ওয়ার্কে অংশ গ্রহণ করেছেন এবং তারা ষ্টেট রিলিফের কাজ যখন চালু করা হয়, তখন তারা সেইসব কাজ পরীক্ষা করছে, মাষ্টার রোল ইত্যাদি তারা মেইনটেইন করছে, যখন কোন সার্ভে করা হয়, তখন তারা সেখানে কাজ করছে মাঠে, যখন ইলেকশান হয়, সেই ইলেকশান ওয়ার্কে তারা অংশ গ্রহণ করছে এইভাবে সমস্ত ডেভলাপমেন্ট ওয়ার্কে তারা অংশ গ্রহণ করছে, গ্রামে গঞ্জে যে ডেভেলাপমেন্ট

ওয়ার্ক হচ্ছে, সেটা তাদের দিয়ে করানো হয় অথচ তাদের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে শুধু তারা রেজিষ্ট্রি মেইনটেইন করছে এবং প্রসিডিংস লিখছে, এটা বলা এখানে ঠিক হয়েছে বলে আমার মনে হয় না, সেইজন্যই আমি একথাটা উল্লেখ করছি আরেক জায়গায় কমিশন বলেছেন ফরেষ্ট গার্ড সম্পর্কে, ফরেষ্ট গার্ডের বেলায় আমরা দেখছি যার, তাদের পে-স্কেল ৬৫ টাকা থেকে ষ্টার্ট করা হয়েছে অথচ এই ফরেষ্ট গার্ড কি কাজ করছে ? তাদের কাজ সম্পর্কে পে-কমিশন লক্ষ্য করতে পারেন নি, লক্ষ্য করতে পারলে তাদের যে পে-স্কেল এইভাবে রিকমেণ্ড করতেন না। কারণ ফরেষ্ট গার্ড, যেখানে মানুষ ঢুকতে পারে না, বান, অরণ্যে, জংগলে, যেখানে বাঘ, ভাল্লুক হাতী এই সমস্ত বন্যপ্রাণীদের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারেনা, কোন কোন সময় তাদের জীবন দিতে হয়, সেই সমস্ত দুরূহ বনে জংগলে সাহস করে ঢুকে তারা পাহারা দেয়, আমাদের বন রক্ষা করে, আমাদের বন সম্পদ রক্ষা করে, সেই ক্ষেত্রে তাদের বেলায় পে-কমিশনার এর রিকম্যাণ্ডেশনের সমালোচনা করতে হয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সার্ভালেন্স ওয়ার্কারদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে দেখতে হবে তারা কি কাজ করছে ? ওরা গ্রামে ম্যালেরিয়া ইরেডিকেট করার জন্য প্রত্যেক বাড়ী বাড়ী যায়, যেয়ে ওয়ালে লিখে রেখে আসতে হয় কজন সেখানে ম্যালেরিয়া রোগী আছে, ইত্যাদি হিসেব তাদের রাখতে হয়, সেই ক্ষেত্রে তাদের পে-স্কেলের বেলাতে কার্পণ্য করেছেন পে-কমিশনার, কাজেই মোটামুটি ভাবে বলতে গেলে বলতে হয় যে পে-কমিশনার সমস্ত ব্যাপারে ভাল করে নজর দিতে পারেন নি, যার ফলে ডিসক্রীপেন্সী একটা এ্যারাইজ করেছে, যার ফলে অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। আমি বলছি না সব ক্ষেত্রে এটা হয়েছে, কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে গভীরে তিনি প্রবেশ করতে পারেন নি। আমেরিকা, আফ্রিকা, ইউরোপের অন্যান্য দেশে কর্মচারীদের জন্য যেভাবে প্রভিশান রাখা হয়, আমাদের এখানে সেই ভাবে তা চলবে না, কিন্তু দুঃখের বিষয় যেহেতু আমার স্বয়ং সম্পূর্ণ হতে পারি নি, আমাদের রিসোর্স সেইরকম নেই, সেইজন্য আমার কর্মচারীরা বেতনের দিক দিয়ে অন্যান্য ষ্টেট থেকে—কেরলে একজন ড্রাইভার ৫৫০ টাকা বেতন পায়, সারাদিনে চার ঘন্টা তার ডিউটি করতে হয়, আরেকটা জায়গায় রাবার ফ্যাক্টরীতে দেখছি বেতনের কত তারতম্য আমাদের সঙ্গে। ত্রিপুরা ষ্টেট অনুন্নত বলে ত্রিপুরা ষ্টেটের কর্মচারীরাও অনুন্নত বলে আমরা ধরে নেব ? কেন ? কেন্দ্রীয় সরকার আমাদেরকে টাকা দিচ্ছেন, কেন্দ্রীয় সরকার গ্রাণ্ট হিসেবে টাকা দিচ্ছেন, লোন দিচ্ছেন, সমস্ত প্ল্যানের টাকা তারা বহন করছেন এবং করবেন কারণ সেন্ট্রালে ষ্ট্যাণ্ডিং ডিসিশান এই যে যেহেতু পশ্চাৎপদ ত্রিপুরা, ত্রিপুরার মানুষ এখনও আমরা স্বয়ং সম্পূর্ণ হতে পারিনি সমস্ত বিষয়ে—খাদ্যে এবং অন্যান্য দিক দিয়ে, সেইজন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থ বরাদ্দ করতে কার্পণ্য করবেন না, করা উচিতও নয়, সেইক্ষেত্রে আমরা কর্মচারী ঠকাব, কর্মচারীদের ক্ষেত্রে একটা বৈষম্য চিন্তা করব, তা ঠিক নয়। পে-কমিশন তিন হাজার ঊর্ধে বলেছেন আর ১৬০ টাকা নিয়ে এইভাবে যে একটা তারতম্য করা যেটা আমাদের সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে, এইভাবে বিবেচনা করলে চলবেনা, এই পে-কমিশনের রিপোর্ট সম্পর্কে ভালভাবে অনুধাবন করে—পে-কমিশনের রিপোর্ট আমাদের মানতে হবে এমন কোন কথা নেই,

যদি তাঁরা দেখে যে কর্মচারীরা তাদের ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, তাহলে তাদেরকে ন্যায্য প্রাপ্তির সুযোগ দিয়ে আমাদের সরকার পে-কমিশনের রিপোর্ট বিবেচনা করবে এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— অনারেবল চীফ মিনিষ্টার।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পে কমিশনের রিপোর্ট নিয়ে এখানে আলোচনা হয়েছে। এই আলোচনা উপলক্ষ করে এমন অনেক কথা হয়েছে যে কথাগুলি পে কমিশনের আওতার মধ্যে আসে না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি সেই বাদানুবাদের মধ্যে যাচ্ছি না যেহেতু আজকের আলোচনাটা পে-কমিশনের উপর। আলোচনা যেটুকু পে-কমিশনের উপর নিবদ্ধ তাতে একটা জিনিষ লক্ষ্য করেছি অন্ততঃ মাননীয় সদস্যদের বক্তব্য থেকে যে সকল স্তরের কর্মচারীদেরই একটা ক্ষোভ রয়েছে। তাহলে ক্ষোভটা উপর মহলেও আছে এই কথাই তারা বলেছেন, নীচের মহলেও আছে। তার চাইতে নীচের মহলে যারা আছে তাহলে সমাজে তাদেরও ক্ষোভ আছে। ভাষা ভিন্ন হতে পারে কিন্তু ক্ষোভ সমাজের সকল স্তরে রয়েছে। একটা সরকারের পক্ষে সমগ্র ক্ষোভটা যখন মিলিয়ে বিচার করা হয় এবং একটা পে কমিশন রয়েছে, এটা কর্মচারী সম্পর্কে এবং সমস্ত কথাটা পে কমিশনের মধ্যে আসে না। এটা কর্মচারীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে। ক্ষোভের কথা যখন বলা হয় তখন তারও নমুনা যখন আছে তাদেরও দেখা যায় ক্ষোভ রয়েছে এবং তাদেরও ক্ষোভ প্রকাশ তারা মাঝে মাঝে করে থাকে। সেটা হয়ত আমরা অনেক সময় বুঝতে চেষ্টা করি নাই। পে কমিশন একটা বডি, তার একটা রিকমেণ্ডেশান হয়েছে গভর্ণমেন্টের কাছে। সেই সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছিল। এখন পর্য্যন্ত গভর্ণমেন্টের সিদ্ধান্ত বেরোয় নি। আমাদের একটা সুবিধা হয়েছে এই আলোচনা যে অন্ততঃ আমরা মাননীয় সদস্যরা কিভাবে চিন্তা করেন তারও একটা আভাষ আমরা পেয়েছি, অন্ততঃ এইটুকু সুযোগ সরকারের পক্ষে এসেছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই পে কমিশনের ব্যাপারে নিয়ে, রিকমেণ্ডেশান নিয়ে এই অ্যাসেম্বলী হাউসে বহু আলোচনা হয়েছে এবং এই প্রসঙ্গে কর্মচারীদের ধর্মঘট ইত্যাদি নানা কথা এসেছে। সেই পুরনো কথার নজীর আমি টানতে চাইনা। আমার একথা কথা এর মধ্যে যে কর্মচারীদের ক্ষোভ নাই থাকুক না কেন সেটাকে কমিশনের রিকমেণ্ডেশানের বিরুদ্ধে অথবা গভর্ণমেন্টের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আমি তার ভাষা বুঝতে পারি না আমি অক্ষম। যদি সেটা হয়ে থাকে তার সুযোগ আমরা দিয়েছি। আমরা এই সরকারই তার সুযোগ করে দিয়েছি। পে কমিশন যখন রিপোর্ট তৈরী করেন তার আগে প্রতিটি স্তরে কর্মচারীদের সংগে ব্যক্তিগতভাবে না হোক এসোসিয়েশানগতভাবে তাদের যা প্রতিবেদন সেটা দেখে থাকে এবং প্রত্যেকেরই বলার অধিকার সেই কমিশনের সামনে রয়েছে। তথাপি যখন এই রিকমেণ্ডেশন সরকারের বিবেচনাধীন এল, বিবেচনা করা হল না, এমতাবস্থায় যা বোধ হয় কোথাও হয়না আমরা সেটা সমস্ত এসোসিয়েশনে এমন কি ইণ্ডিভিজুয়ালের কাছেও কোন কোন ক্ষেত্রে পাঠিয়েছি যাতে সর্বস্তরের কর্মচারীদের জন্য এই যে রিকমেণ্ডেশান, আমাদের গভর্ণমেন্টের রিকমেণ্ডেশান বেরুবার আগে কোন্ স্তরের কর্মচারীদের কিভাবে এফেক্ট করছে সেটা জানার জন্য গভর্ণমেন্ট এই পথ নিয়েছেন। আমি

বুঝতে পারি না যে পরেও কর্মচারীদের ক্ষোভ, তার প্রকাশটা গভর্ণমেন্ট অচল করে দিয়ে হবে, এটা বুঝতে আমি অক্ষম ছিলাম, বুঝতে আমি পারি নি। তার কারণ পে কমিশনের রিপোর্ট প্রতিটি অ্যাসোসিয়েশনের কাছে যেখানে পাঠানো হয়েছে তাদের মতামত জানার জন্য অন্তত: সরকারের দিক থেকে এইটুকু আইডিয়া ছিল যে রিপ্রেজেন্টেশান পে-কমিশনের কাছে করেছেন সেই রিপোর্টের ভিত্তিতে যেটা তৈরী হল সেই রিকমেণ্ডেশানটা কিভাবে এফেক্ট করছে, কোন্ স্তরের কর্মচারীদের কিভাবে এফেক্ট করছে সেটা জানার জন্য যখন আমরা ব্যবস্থা গ্রহণ করলাম তখনি তাদের ভাষা হল এই গভর্ণমেন্টকে অচল করে দাও। কেন? অপরাধটা কোথায় গভর্ণমেন্টের? রিকমেণ্ডেশানটা পাঠিয়ে? সব জায়গায় রিকমেণ্ডেশান পাঠানো হয় না, পে-কমিশনের উপর সিদ্ধান্ত হয়ে যায়। তারপর যদি কোন ক্ষোভ থাকে গভর্ণমেন্টের সিদ্ধান্তের উপর। কিন্তু গভর্ণমেন্টের কোন সিদ্ধান্ত হল না, যে গভর্ণমেন্ট থেকে কর্মচারীদের কাছে মতামত চাওয়া হল যে কিভাবে এটা করবে, না করবে, সেটা তোমরা বল। রিকমেণ্ডেশানের কোথায় অদল-বদল করার আছে কিনা, সেই সম্বন্ধে যখন গভর্ণমেন্ট জানতে চাইল, তখন লোকগুলি একটা ধর্মঘট করে বসলো, সেটা আবার কিরকম ধর্মঘট, না একেবারে লাগাতর ধর্মঘট। কাজেই ক্ষোভটা কোথায়, কি ভাবে? পে-কমিশনের রিকমেণ্ডেশানটা স্বেচ্ছায় গভর্ণমেন্ট থেকে এ্যাক্সেপ্ট না করে গভর্ণমেন্টের কিছু রিজার্ভেশানও আছে, অন্তত: এই গভর্ণমেন্ট কিছু একটা বিবেচনা করতে চেয়েছে এই রিকমেণ্ডেশানটার উপর, যেটার কোন প্রয়োজনই ছিল না। সেটা কি গভর্ণমেন্টের অপরাধ? কিন্তু দেখছি সেখানেও সরকারের অপরাধ হয়ে গেল আর যদি সেটাই হয়ে থাকে, তাহলে তার ভাষা ঠিক আছে। আর না হয়ে যদি গভর্ণমেন্টের কর্মচারী হয়ে থাকে, তাহলে তাদের আরও অপেক্ষা করা উচিত ছিল, অন্তত: তার পরিবর্তনের উপর সরকারী সিদ্ধান্ত কি বের হয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি কমিশনের মেরিট ডিমেরিট এর মধ্যে যাচ্ছি না। একটা কমিশন বসেছে, সেই কমিশন সব লোকের বক্তব্য এমন কি ইন্ডিভিজুয়েলের বক্তব্য শুনে তারা যে বক্তব্য সেটাও তার রিকমেণ্ডেশানে করেছেন। কাদের কাছে রিকমেণ্ডেশান করেছেন, না ত্রিপুরা সরকার এর কাছে করেছেন, কিসের জন্য করেছেন না ভাববার জন্য, দেখবার জন্য এবং চিন্তা করবার জন্য যে এই রিকমেণ্ডেশানটা এ্যাক্সেপ্ট করা যাবে কি, যাবে না। সরকার সেটা চিন্তা করে বিবেচনা করে দেখবে। এই অবস্থায় আমরা বলেছিলাম এবং মাননীয় সদস্যরাও যার ভিত্তিতে এখানে বক্তব্য রেখেছেন, তার উদ্দেশ্য কিসের উদ্দেশ্য গভর্ণমেন্টের সিদ্ধান্ত করবার আগে সরকার কোন সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে, অন্তত: মিনিমাম জাষ্টিস যাতে করা যায়, সেটুকু জানার জন্যই আমরা তাদের কাছে পাঠিয়েছিলাম। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি জানি না, কমিশন কি করেছে, তার মেরিট ডিমেরিট বিবেচনায় আমি যাচ্ছি না। সরকার কোথায় অপরাধটা করেছে, সেটাই আমি জানতে চাইছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে সরকারের সিদ্ধান্ত নিতে দেরী হয়েছে, এই কথা মাননীয় সদস্যরাও হয়তো বলবেন। হ্যাঁ, দেরী হয়েছে কেন? এটা বললে আবার বাদানুবাদের মধ্যে যেতে হবে, আমি তাতেও যেতে চাই না। আজকে যদি কর্মচারীদের ক্ষোভের আগে সেটাকে সলিউশান করা যেত, তাহলে হয়তো এসব কিছুই এখানে

আসত না। কিন্তু সমাজের আরও নীচের স্তরে যারা আছে, তাদের যদি ক্ষোভ থাকে, তাহলে সেটাও আমাদের ভাববার দরকার আছে। এখন সেই কথাটা কারা ভাববে। আজকে দেখা যাচ্ছে ৩০০০ টাকা, মাননীয় সদস্যদের বক্তব্য থেকে বুঝতে পারছি যে তাদেরও ক্ষোভ আছে। তাহলে এই যে আরও নীচের স্তরে ক্লাশ ফোরের চাইতেও যে নীচের স্তর এর মানুষ, সেই মানুষগুলির কথা ভাববার কেউ নাই, কেউ ভাববে না? সেখানে কি প্রতিক্রিয়া হবে না হলে, সেকথাও আমরা ভাবব না? তথাপি যেহেতু পে-কমিশনের উপর আলোচনাটা হয়েছে, সেজন্য সেই স্তর পর্য্যন্ত নেমে যেতে চাই না। এখানে সমাজবাদের কথা বলা হয়েছে, সমাজবাদ কি একটা স্তরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে, সমাজবাদ কি আরও নীচু স্তরে যাবে না? মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই স্তরের মধ্যে যদি কোন বৈষম্য থাকে, সেটা দূর করার প্রশ্নে তাদের নীচে যারা পড়ে আছে, সেই লোকগুলির সংগে আবার বৈষম্য সৃষ্টি হবে। সমাজবাদকে তো এভাবে দেখা হয় না এবং দেখা চলে না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা যারা আছি, আমাদের সবার বাড়ীতে কেউ না কেউ কর্মচারী হিসাবে আছেন এবং আমরা তাদের কথাও জানি। অন্ততঃ আগরতলা শহরের কথা আমি বলতে পারি যে বাড়ী নাই যেখানে কর্মচারী নাই। কিন্তু এমন বাড়ী নাই যেখানে বেকার নাই। তাহলে একটা স্তরের কথা যদি বিবেচনা করতে হয়, কারণ কোন একটা স্তরই সমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ নাই। যা হউক এখানে মাননীয় সদস্যরা পে-কমিশনের রিপোর্ট আলোচনা করতে গিয়ে যে কথা বলেছেন বা যে সব আলোচনা হয়েছে বা তারা যে মনোভাব ব্যক্ত করেছেন আমরা যারা সরকারে আছি, আমরা তাদের সেই কথা বিবেচনা করার একটা সুযোগ পেলাম, সেজন্য আমি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ মাননীয় সদস্যদের জানাচ্ছি। কিন্তু সংগে সংগে যদি আর একটা কথা এই প্রসঙ্গে উঠত তাহলে হয়তো সমাজ তন্ত্রের সব কথাই রক্ষা হত, যদি এই নীচের স্তরের কথাগুলি এসে যেত। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ক্ষোভ সবারই আছে এবং সেই ক্ষোভ যদি সবাই প্রকাশ করতে থাকে তাহলে তার ভাষা কখনও এক হবে না। যেমন ২ হাজার টাকা কর্মচারীর ক্ষোভের ভাষা আর ক্লাশ ফোর যাদের কথা এখানে বলা হয়েছে, তাদের ভাষা এক হবে না। আর তাদের নীচে আরও যারা পড়ে আছে, তাদের ভাষাও এক হবে না। ক্লাশ ফোর, ক্লাশ থি কারা কাকে এ্যাসিষ্ট করছে, কোন্ কর্মচারী কোন কর্মচারীকে এসিষ্ট করছে, আর কোন কর্মচারী সাধারণ মানুষকে এ্যাসিষ্ট করছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই বিচার পে-কমিশনের নয়। কিন্তু আমরা যারা পে কমিশনকে রূপ দিতে যাচ্ছি, আমাদের কাছে সেই বিবেচনা রাখা দরকার। তথাপিও এই পে কমিশন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে এবং আমি এতটুকু পর্য্যন্ত যেতে চাই নি, আমি পে কমিশনের মধ্যে আমার বক্তব্য রাখছি, আমি বলেছি এই কথা যে আজকে এটা গভর্ণমেন্টের বিবেচনাধীন রয়েছে এবং মাননীয় সদস্যরাও স্বীকার করেছেন যে এটাকে খুব ভাল করে স্ক্রুটিনি করে দেখা দরকার। আর এই স্ক্রুটিনি করার জন্য সকল স্তরের কর্মচারীদের ওপিনিয়ন নেওয়া হয়েছে। তাতে কিছু সময় বেশী লাগে, সময় একটু লাগতে পারে, তাই আমি পরবর্তী সময়ের আলোচনার মধ্যে যাচ্ছি না, কারণ হয়তো এটা আরও আগেও পেতে পারত। কি কারণে হয়নি, মাননীয় সদস্যরা সেটা হয়তো ড্রপ দিয়ে

গিয়েছেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আগের আলোচনাটা সেই দিক থেকে ফলপ্রসু হয়েছে বলে আমি বলব যেটা অন্ততঃ আমাদের মাননীয় সদস্য যারা বক্তব্য রেখেছেন তাদের বক্তব্যের মধ্য থেকে আমরা যতটুকু পেয়েছি এই পে কমিশন সম্পর্কিত প্রশ্নে, সেই প্রশ্ন বিবেচনা করে সরকারী সিদ্ধান্ত ঘোষণা করার আগে সেগুলি বিবেচনা করবার জন্য আমরা চেয়েছি সেজন্য আর একবার তাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

Mr. Speaker :— Now, discussion on the Tripura Pay Commission is closed. Hon'ble members, I assured the House that I would look into the tape issue as raised by some hon'ble members of the House. I looked into the matter and now I am giving my ruling on the tape issue.

A point was raised in the House by Hon'ble Member Shri Samir Ranjan Barman on 29-5-75 questioning the propriety of the alleged removal of tapes from the possession of the House. In difference to the wishes of some Hon'ble members, I made a statement in the House on the aforesaid date explaining the circumstances in which some tapes were caused to be sent to Raj Bhawan in compliance with the desire of the Governor. The Hon'ble members objected to the alleged removal of tapes on grounds of legislative principles and also on point of procedure alleging that the Secretary had acted beyond his competence by sending out the tapes without the knowledge of the Speaker. In difference to the opinion of some of the members in the House and also on the advice of the Leader of the House, I assured the Hon'ble members to look into the matter in details in the light of the established parliamentary practice and procedure and also the Rules of Procedure of the House I have examined the question carefully and my decisions are as follows :-

Hon'ble member Shri Kalipada Banerjee cited Art. 212 of the Constitution in support of the contention that records of the proceedings of the House cannot be removed from the possession of the House on ground of Legislative principles. The contention is, however, untenable on the ground that stipulations of Art. 212 have no bearing on and relevance to the instant issue. While Art. 212 of the Constitution inter-alia provides that the validity of any proceedings in the legislature of a State shall not be called in question in any Court of Law on the ground of any alleged irregularity of procedure, the Governor has unquestionable right to call for any record pertaining to the conduct of the business of the House at any point of time. The objection to the sending of tapes to Raj Bhawan in compliance with the desire of the Governor on the ground of legislative principle is, therefore, ruled out.

As regards the allegation that the Secretary had acted beyond his competence by sending out the tapes without the knowledge of the Speaker, the objections are also untenable in view of the provisions of Rule 330 (2) of the Rules of Procedure of the House wherein it has been made incumbent upon

the Secretary to send a copy of report of the proceedings of the House to the Governor on his own initiative. In as much as the Governor has the unquestionable right to call for records of the proceedings of the House and also for that matter anything forming part of the records pertaining to the conduct of the business of the House, it is obligatory on the part of the Secretary to comply with the desire of the Governor. In this connection attention of the Hon'ble members are invited to the following extracts from Kaul's Practice & Procedure of Parliament : "The Secretary is the adviser to the Speaker in the matter of exercise of all the powers and functions that belong the Speaker, and to the House through the Speaker. He acts under the authority and in the name of the Speaker but does not work under delegated authority The orders passed by the Secretary are the reders in the name of the Speaker and the Speaker accepts full responsibility for those order.

Hon'ble member Shri Kalipada Banerjee cited Rule 333 of the Rules of Procedure of the House in support of the allegation against the Secretary to the effect that by causing the tapes to be sent out of the precincts of the House without the permission of the Speaker, the Secretary had violated the provisions of the relevant rule. This particular contention is also untenable in view of the fact that the rule 333 has no relevance to the material issue for the simple reason that as the title of the Rules which is an integral part of the Rule itself deals with custody of papers and does not refer to any tapes. The tapes, as Hon'ble members will appreciate, are a mechanical device to help in the process of recording proceedings of the House and do not themselves constitute records within the meaning of the relevant Rule. I would, therefore. rule out the particular allegation brought against by some of Hon'ble members against the Secretary as being wholly untenable.

Hon'ble members, I like to remind you that there cannot be any discussion or there cannot be any comment on the ruling that I have just given to you.

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ :— * * * * * * *

* * * * * * * * * *

* * * * * * * * * *

Mr. speaker :— Hon'ble Member, this has already been disposed of in my ruling.

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ :— * * * * * *

* * * * * * * * * *

শ্রীতড়িতমোহন দাশগুপ্ত :— পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, মাই পয়েন্ট অব অর্ডার ইজ দিস—এই ইস্যুর উপরে কোনভাবে আদার্স পয়েন্টগুলি ডিসকাস হতে পারে না। বিকজ দি

* * * Expunged as ordered by the Chair.

ANNEXURE—'A'

হোল্ড থিং হেজ ডিসপোজড অফ। তার উপর কোন একটা পয়েন্টের উপর, আপনি যেখানে রুলিং দিয়েছেন, আপনার ফাইন্ডিংসের উপর স্যার, আর কোন ডিসকাশন হতে পারে না।

Mr. Speaker :— Hon'ble Members, I am just giving my ruling on the point of order raised by the Hon'ble Minister Shri Tarit Mohan Dasgupta that I have said already in my ruling that there cannot be any discussion, there cannot be any comment on my ruling which I have just given to you.

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ :— * * * * * * * * * * * * * * * *

Mr. Speaker :— Hon'ble member, I would request to please take your seat. I have already given my ruling on the—

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ : - * * * * * * * * * * * * * * * *

শ্রীবিনয় ভূষণ ব্যানার্জী :—পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, পয়েন্ট অব অর্ডার, অনারেবল স্পীকার কথা বলেন তখন কোন মেম্বার দাঁড়িয়ে কথা বলতে পারেন কি না ?

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ :— * * * * *

Mr. Speaker :— Please take your seat, I tell you that you cannot say anything on my ruling which I just read to you. I said you in this connection that all your statements stand expunged from the proceedings of the House. The House stands adjourned sine-die.

ANNEXURE—'A'

STARRED QUESTION NO. 281.

By Shri Purna Mohan Tripura

Will the Hon'ble Minister in-charge of the P. W. Deptt be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) আগরতলা মহারাজার প্যালেস ও জমি ক্রয় করার জন্য সরকারের মোট কত টাকা খরচ হয়েছে ? বাড়ী ও জমির আলাদা আলাদা হিসাব ;

২) মোট কত জমি কেনা হয়েছে এবং তার সম্যক দখল করা হয়েছে কি ?

* * * Expunged as ordered by the Chair.

উত্তর

১) মোট খরচ ২৫,২৫,৮৬২·৯৯ পয়সা। হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল।

(ক) জমির মূল্য ... ... ১৬,৯৭,৮৯০·০০

(খ) বিল্ডিং এর মূল্য ... ... ৪,৩৬,১০৬·০০

(গ) "সোলাটীয়াম" ১৫% এল. এ. এক্টের ২৩ (২) ধারা অনুযায়ী— ৩,২০,০৯৯·৪০

(ঘ) গাছ কাটা বাবদ— ১২,৫১৮·০০

(ঙ) গৃহ অপসারণ করার মূল্য— ২৮৩·০০

(চ) ১৭,৬৯,৭৯১·২০ টাকার উপর ৬% সুদ (২৭-১১-৭২ হইতে ১৫-৬-৭৩=৬ মাস ১৮ দিন) ৫৮৪০৩·০৮

(ছ) ২২,৫২০·৪৫ টাকার উপর সুদ (১৫-৩-৭৩ হইতে ১৫-৬-৭৩=৫ মাস) ৫৬১·০১

২৫,২৫,৮৬২·৯৯

২) মোট ৩৫·২৮৫ একর জমি কেনা হইয়াছে এবং উক্ত জমির মধ্যে ৩৪·২৬১ একর জমি দখল পাওয়া গিয়াছে।

STARRED QUESTION NO. 339

By Shri Madhusudan Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) বগেশ্বর খেয়াঘাটে (রামঠাকুর স্কুলের নিকট) যে কাঠের ব্রীজ হইয়াছে তাহার রাস্তার কাজ কবে পর্যান্ত আরম্ভ হইবে, এবং

২) এই ব্রীজের এবং রাস্তার কাজ শেষ করার কোন সময় সীমা নির্দ্ধারিত আছে কি না ?

উত্তর

১) সব জমি পাওয়ার পর রাস্তার কাজের জন্য ঠিকাদার নিযুক্ত হইয়াছে ও কাজ শুরু হইয়াছে ;

২) ব্রীজের কাজ করার নির্দ্ধারিত সময় ছিল ২৮-৩-৭৪ ইং পর্য্যন্ত কিন্তু প্রয়োজনীয় মাল মশলা পাইতে বিলম্ব হওয়ায় ১৯৭৪ইং সনের ডিসেম্বর মাসে কাজটি সমাপ্ত হইয়াছে। রাস্তার জন্য জমি ইদানীং পাওয়ার পর কাজ ধরা হইয়াছে, এই কাজ শেষ করার জন্য দুই মাস সময় নির্দিষ্ট করা হইয়াছে।

STARRED QUESTION NO. 363

By Shri Gunapada Jamatia

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industries Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) গত ১৯৭৪-৭৫ সালে উদয়পুর বিভাগে সাবান ফ্যাক্টরী লোনের জন্য কতজন আবেদন পত্র দাখিল করিয়াছে ; এবং

২) কতজনকে লোন দেওয়া হইয়াছে ?

উত্তর

১) দুইজন ।

২) একজনকেও না ।

STARRED QUESTION NO. 364

By Shri Ajit Ranjan Ghosh

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Co-operative Department be pleased to state.

(1) Has Government any plan to set up Co-operative organisations in District level ?

(2) If so, what are these organisations ?

ANSWER

(1 Not as yet.

(?) Does not aries.

STARRED QUESTION NO. (ADMITTED QUESTION NO. 404)

By Shri Naresh Chandra Roy

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১) সরকার অবগত আছেন কি যে গত ৬-৩-৭৫ ইং তারিখে তাটি অভয়নগরে কতিপয় দুষ্কৃতকারী প্রদীপ নামে একটি যুবককে ভীষণভাবে মারপিট করে ;

২) যদি অবগত থাকেন তবে ঐ সকল দুষ্কৃতকারীদের ধরিবার বা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকার প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন কি ; এবং

৩) ইহা কি সত্য যে ঐ সকল দুষ্কৃতিকারীদের দৌরাত্ম্যে স্থানীয় জনসাধারণ অতিষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন ?

উত্তর

১) ৬-৩-৭৫ ইং তারিখে ভাটি অভয়নগরে প্রদীপ ধর নামে একটি যুবক একদল যুবক কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে বলিয়া খবর পাওয়া যায়।

২) হ্যাঁ।

৩) না ইহা সত্য নহে।

STARRED QUESTION No. 425

By Shri Abhiram Deb Barma

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Home Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ধর্মনগর, কৈলাসহর বিভাগ হইতে গত এক বৎসরে উপজাতিদের ত্রিপুরা ত্যাগের কোন তথ্য ত্রিপুরা সরকার অবগত আছেন কি ;

২) যদি অবগত হইয়া থাকেন তাদের সংখ্যা ;

এবং

৩) তাদের ত্রিপুরা ত্যাগের কারণ ?

উত্তর

১) হ্যাঁ

২) কৈলাসহর বিভাগ হইতে ৫০ (৫) পরিবারের মোট ৩০০ জন ও ধর্মনগর বিভাগ হইতে ৮২ পরিবারের মোট ৫৫ জন উপজাতি ত্রিপুরা ত্যাগ করার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

৩) জুম চাষ উপলক্ষে তাহারা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যায় এবং নূতন জুমের জমি পাওয়ার জন্যই তাহারা অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 437

By Shri Jatindra Kr. Majumder

Will the Hon'ble Minister in-charge of the P. W. Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) তেলিয়ামুড়া ডিভিশনের অন্তর্গত মাণীয়গাঁও আঠারমুড়া রাস্তাটিতে ১৯৭২-৭৩ সন হইতে ২৮শে ফেব্রুয়ারী '৭৫ সন পর্য্যন্ত কোনরূপ কাজ হইয়াছে কি ;

২) রাস্তার ৪টি এস, পি, টি, ব্রিজ কার্যদিন পর্য্যন্ত ভগ্ন অবস্থায় আছে ; এবং

৩) উক্ত পুলগুলি পুনর্নির্মাণ করার জন্য ১৯৭৩-৭৪ সনে অর্থ বরাদ্দ ছিল কি ?

উত্তর

১) উক্ত সময়ের মধ্যে ঐ রাস্তার কোন উন্নয়নমূলক কাজ করা হয় নাই।

২) প্রায় দুই বৎসর যাবত।

৩) না, কোন অর্থ বরাদ্দ ছিল না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 445

By Shri Jitendra Lal Das

Will the Hon'ble Minister in-charge of the P. W. D. be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার সদর মহকুমার ঈশানপুর মৌজার আখালিয়া ছড়ার উপর একটি স্লুইস্ গেইটযুক্ত বাঁধ দেওয়ার সরকারী পরিকল্পনা আছে?

২) যদি সত্য হয় তবে ঐ স্লুইস্ গেইটযুক্ত বাঁধটির কাজ কবে থেকে আরম্ভ হবে?

উত্তর

১) না, এমন কোন পরিকল্পনা এখনও নাই।

২) ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন আসে না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 446

By Shri Jitendra Lal Das

Will the Hon'ble Minister in-charge of the P. W. D. be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার সাব্রুম মহকুমার মনু-সমরেন্দ্রগঞ্জ রাস্তাটি মেটেলিং করার কোন পরিকল্পনা বর্তমান সরকারের আছে কিনা ; এবং

২) থাকিলে তার কাজ কবে থেকে আরম্ভ হবে?

উত্তর

১) হ্যাঁ।

২) রাস্তাটির মনুবাজার হইতে ভরতবাড়ী অংশের (৫ মাইল) মেটেলিং এর কাজ ১৯৭০ ৭১ এর পূর্বেই শেষ হইয়াছিল। ইহার রি-মেটেলিং এর কাজ চলিতেছে। পরবর্তী ভরতবাড়ী হইতে পংবাড়ী (৪ মাইল) অংশের মেটেলিং কাজের জন্য এষ্টিমেট করা হইয়াছে; কিন্তু অর্থ বরাদ্দের স্বল্পতার জন্য এই অংশের মেটেলিং এর কাজ ধরা যাইতেছে না, শেষ অংশ পংবাড়ী হইতে সমরেন্দ্রনগর ২ মাইল মেটেলিং এর কাজ পূর্বেই শেষ হইয়াছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 447

By Shri Chandra Sekhar Dutta.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Home Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে বিলোনীয়া থেকে শ্রীনগর পর্য্যন্ত রাস্তাটির প্রশস্ততা কম বলে বড় বাস ইত্যাদি চলিতে পারে না, এবং

২। সত্য হইলে রাস্তাটির প্রশস্ত করার জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন।

উত্তর

১। আংশিক সত্য। কোন কোন অংশের রাস্তায় প্রশস্ততা কম হওয়ায় ২টি বিপরীত মুখী বাস অতিক্রম করিতে পারে না।

২। অর্থ বরাদ্দের স্বল্পতার জন্য রাস্তাটি প্রশস্ত করার কোন পরিকল্পনা নেওয়ার সম্ভব হইতেছে না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 460

By Shri Pakhi Eaipura.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the P. W. Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৭৩ইং সনের ২২শে ডিসেম্বর হইতে ১৯৭৫ইং সনের ৭ই মার্চ পর্য্যন্ত অমরপুরের রাইমা শর্মা এলাকায় (ডম্বুর নগর) মোট কয়টি ডাকাতি হইয়াছে,

২। ইহা কি সত্য যে, রাইমা শর্মা এলাকায় (ডম্বুর নগর) অন্যান্য বছরগুলির চাইতে উপরোক্ত সময়ের মধ্যে ডাকাতির সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে, এবং

৩। সত্য হইলে তার কারণ কি ?

উত্তর

১। উপরোক্ত সময়ে গণ্ডাছড়া থানায় মোট ১১টি (এগার) ডাকাতির ঘটনা লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

২। হ্যাঁ। ১টি।

৩। নিম্ন লিখিত কারণে ডাকাতি বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ক) খরা জনিত কারণে খাদ্যাভাব

খ) ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে দুষ্কৃতিকারীর উৎপাত।

গ) বাংলা দেশে অর্থ নৈতিক সঙ্কট।

Annexure – B

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 461

By Shri Abhiram Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Home Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। কৈলাশহর ফটিকরায় সুনাইমুড়ি এলাকায় মনু নদীর ভাঙ্গন রোধের জন্য ১৯৭৪ সালে জনসাধারণ কোন আবেদন করেছে কি ?

২। যদি করে থাকেন, ঐ আবেদন সম্পর্কে কি করা হয়েছে ?

১। এরূপ কোন আবেদনের প্রাপ্তি গোচরে আসিতেছে না।

২। প্রথম প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 36

By Shri Nripendra Chakraborty,

Shri Niranjan Deb.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the P.W. Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরায় ১৯৭৩ এবং ১৯৭৪ সালে কোন মহকুমায় কতটি নারী ধর্ষণের অভিযোগ থানায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে তার সংখ্যা ,

২। এই সম্পর্কে কতজন আসামী গ্রেপ্তার হয়েছে এবং তার মধ্যে কতজন জামীনে মুক্ত আছে, কতজন আসামী ফেরার আছে ?

উত্তর

১ নং ও ২ নং প্রশ্নের উত্তর মহকুমা ভিত্তিক নিম্নে দেওয়া গেল :—

সদর মহকুমা

সন	মোট কতটি ঘটনা থানায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে	মোট কতজন আসামী গ্রেপ্তার হয়েছে	৩নং কলমে বর্ণিত গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে কত জন আসামী আছে	মোট কতজন আসামী ফেরার আছে
১	২	৩	৪	৫
১৯৭৩	২	৬	৬	১
১৯৭৪	৩	২২	২২	—

১	২	৩	৪	৫
		অমরপুর মহকুমা		
১৯৭৩	—	—	—	—
১৯৭৪	২	১	১	—
		কমলপুর মহকুমা		
১৯৭৩	১	২	২	—
১৯৭৪	—	—	—	—
		ধর্মনগর মহকুমা		
১৯৭৩	—	—	—	—
১৯৭৪	২	৭	৭	—(২)
		কৈলাসহর মহকুমা		
১৯৭৩	—	—	—	—
১৯৭৪	১	২	২ (খালাস)	—

UNSTARRED QUESTION NO. 164

By Shri Nripendra Chakraborty

Will the Hon'ble Minister in-charge of the P. W. Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরায় এ পর্য্যন্ত মোট কতজন ফ্রিডম ফাইটার পেন্সন পেয়েছে—তার মহকুমা ভিত্তিক লিষ্ট ;

২) ত্রিপুরা সরকার কি ইহাদের আবেদনপত্র রিকমেণ্ড করেছিলেন :

৩) মোট কতখানা আবেদনপত্র রাজ্য সরকার এ পর্য্যন্ত পেয়েছেন এবং তারমধ্যে কতখানা তারা রিকমেণ্ড করেছেন এবং কতখানা আবেদনপত্র এখনো তাদের বিবেচনাধীন আছে ; এবং

৪) এই আবেদন পত্রের মধ্যে বস্তমণি রিয়াং বিদ্রোহে অংশগ্রহণকারীদের আবেদন পত্র অন্তর্ভুক্ত কিনা ?

উত্তর

১) এ পর্য্যন্ত ত্রিপুরায় মোট ৫৬৭ জন ফ্রিডম ফাইটার পেনসন পাইয়াছেন। তাদের মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল :—

১)	সদর—	৪১১ জন
২)	খোয়াই—	২৩ জন
৩)	সোনামুড়া—	৬ জন
৪)	উদয়পুর—	৩০ জন
৫)	বিলোনীয়া	২৭ জন
৬)	সাবরুম—	৭ জন
৭)	অমরপুর—	২ জন
৮)	কমলপুর—	১২ জন
৯)	কৈলাশহর—	২১ জন
১০)	ধর্মনগর—	২৮ জন

মোট :- ৫৬৭ জন

২) স্পেশাল কমিটির সুপারিশ অনুসারে ত্রিপুরা সরকার মোট ৩৭৬টি আবেদনপত্র রিকমেণ্ড করিয়াছেন।

৩) এ পর্য্যন্ত ত্রিপুরা সরকার মোট ১৬৫০টি আবেদনপত্র পাইয়াছেন, ইহার মধ্যে ৩৭৬টি আবেদনপত্র রিকমেণ্ড করা হইয়াছে ৮০৮টি আবেদনপত্র ভারত সরকারের বিবেচনার জন্য পাঠানো হইয়াছে। মোট ৪৬৬ খানা আবেদনপত্র স্পেশাল কমিটির বিবেচনাধীন আছে।

৪) হাঁ।

UNSTARRED QUESTION NO. 171

By Shri Radharaman Debnath

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Home Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ১৯৭২-৭৩, ১৯৭৩-৭৪, ১৯৭৪-৭৫ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত সিধাই থানায় কোন্ গাঁওসভায় কত গরু চুরি ও কতটি ডাকাতি হইয়াছে,

২) তাহার গাঁওসভা ভিত্তিক হিসাব ;

৩) ডাকাতের হাতে কত লোক নিহত হইয়াছে এবং কত লোক আহত হইয়াছে :

৪) তাহাদের পরিবারের লোকজনদের কোন আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়েছে কি ?

উত্তর

প্রশ্নের উত্তর গাঁওসভা ভিত্তিক নিয়ে দেওয়া গেল :—

১৩২

সন	গাঁও সভার নাম	মোট কতটি ডাকাতি	মোট কতটি গরু চুরি
১	২	৩	৪
১৯৭২-৭৩	তারানগর	১টি	×
	ছনখোলা	১টি	৫টি
১৯৭৩-৭৪	বামুটিয়া	১টি	৭টি
	চাঁদপুর	১টি	৪টি
	মনতলা	১টি	৩টি
	বৈকুণ্ঠপুর	×	৮টি
	ছনখোলা	×	৩টি
	বড়কাঁঠাল	×	৩টি
	বিজয়নগর	×	৩টি
	বোধজংনগর	×	২টি
	ফটিকছড়া	×	৭টি
	মনতলা	×	৩টি
	সুরেন্দ্রনগর	×	২টি
১৯৭৪-৭৫	ছনখোলা	১টি	×
(২৫শে ফেবরুয়ারী	সুরেন্দ্রনগর	১টি	×
পর্যান্ত)	বামুটিয়া	১টি	১৮টি
	মেগলীবন	×	৩টি
	তারাপুর	×	১টি
	ফটিকছড়া	×	৫টি
	মনতলা	×	৬টি
	বড়কাঁঠাল	×	৩টি
	উত্তর দেবেন্দ্রনগর	×	৩টি
	বিজয়নগর	×	১৪টি
	কলকালিয়া	×	৫টি
	তারানগর	×	৭টি

সন	গাঁও সভার নাম	মোট মৃতের সংখ্যা	মোট আহতের সংখ্যা
১	২	৩	৪
১৯৭২-৭৩	ছনখোলা	১টি	—
১৯৭৩-৭৪	চাঁদপুর	—	৩টি
	মনতলা	১টি	১টি
১৯৭৪-৭৫	ছনখোলা	—	৪টি
(২৫শে ফেব্রুয়ারী	সুরেন্দ্রনগর	—	২টি
পর্যন্ত)	খামুটিয়া	—	২টি

৪) নিহতদের পরিবারবর্গ ও আহতদের কোন প্রকার আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয় নাই।

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 171

By Shri Nripendra Chakraborty.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Co-operative Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১) সদর ঈশানপুর মাল্টিপারপাস কোপারেটিভ সোসাইটি কি লিকুইডিশনে গেছে, যদি গিয়ে থাকে কোন তারিখে গিয়েছে এবং লিকুইডিটর কে নিযুক্ত হয়েছেন ;

২) এই কো-অপারেটিভের দখলে কি পাট্রাবিলের একটি জলা ছিল, যদি থেকে থাকে তবে উহা এখন কার দখলে এবং কি কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে ; এবং

৩) এই কো-অপারেটিভের অন্যান্য সম্পত্তি সম্পর্কে কি করা হয়েছে ?

১) হাঁ, সদর বিভাগের অন্তর্গত 'ঈশানপুর মালটি পারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লি: রেজিষ্টার কো-অপারেটিভ সোসাইটিজ, ত্রিপুরার ৮-১১-১৯৭৩ইং তারিখের আদেশমূলে লিকুইডিশানে গিয়াছে এবং শ্রীশ্যামহরি শর্ম্মা, কো-অপারেটীভ এক্সটেনশান অফিসার, মোহনপুর সার্কেল, উহার লিকুইডেটর নিযুক্ত হয়েছেন।

২) হাঁ। পাট্রা বিলে অবস্থিত একটি জলাশয় "ঈশানপুর মালটিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটির দখলে ছিল। সমিতির কার্য্যকরী কমিটি এই জলাশয়টি ঈশানপুরের শ্রীরমেশ চন্দ্র দাসের নিকট ১২-১-৭৩ইং তারিখ হইতে পাঁচ বৎসরের ম্যাদে বার্ষিক ৫০০ (পাচশত) টাকা জমায় রেজিষ্টারী দলীলমূলে লীজ দেন। তদনুযায়ী শ্রীদাস বর্ত্তমানে উহা মৎস্য চাষের জন্য ব্যবহার করিতেছেন।

৩) উক্ত সমিতির অন্যান্য সম্পত্তি সমিতির লিকুইডেটরের হেপাজতে আছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 187

By Shri Tapas Dey

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ১৯৭৪ ইংরেজীর নভেম্বর হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত দক্ষিণ ত্রিপুরায় মোট কতটি ডাকাতির কেস হয়েছে এবং তাতে মোট ক্ষতির পরিমাণ কত ?

উত্তর

১) ১৯৭৪ইং নভেম্বর হইতে এপ্রিল ১৯৭৫ইং পর্য্যন্ত মোট ২০টি ডাকাতির কেস হইয়াছে এবং তাহাতে মোট ৩১,৪৯০ টাকা (আনুমানিক) ক্ষতি হইয়াছে।

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 189

By Shri Subal Chandra Biswas

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১) ১৯৭৩-৭৪ ও ১৯৭৪-৭৫ সালে কৈলাসহর মহকুমাতে কতটি রাস্তার কাজ আরম্ভ হয়েছে এবং উহার মধ্যে কতটির কাজ শেষ হয়েছে ?

২) উহাদের নামওয়ারী হিসাব।

উত্তর

১) প্রশ্নটিতে কি ধরনের কাজের কথা বলা হইয়াছে (যেমন মেরামত, উন্নয়ন, পুনর্নির্মান, নির্মাণ ইত্যাদি) তাহা স্পষ্ট নহে।

অরিজিন্যাল ওয়ার্ক ১৯৭৩-৭৪ সনে ৭টি এবং ১৯৭৪-৭৫ সনে ১টি ধরা হইয়াছিল। তাহার মধ্যে ৫টির কাজ শেষ হইয়াছে এবং বাকী কাজগুলি চলিতেছে।

২। ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে তথ্যাদি সংযোজনীতে দেওয়া হইয়াছে।

সংযোজনী

কৈলাসহর মহকুমায় ১৯৭৩-৭৪ এবং ১৯৭৪-৭৫ সনে যে সকল রাস্তায় ওরিজিন্যাল ওয়ার্ক ধরা হইয়াছিল তাহার বিবরণ।

ইং সন	কাজের নাম	কাজের অবস্থা
১৯৭৩-৭৪	১। চণ্ডাইল কেরীঘাট হইতে গোলকপুর হালাইরপার পর্য্যন্ত রাস্তা নির্মাণ/ এম. এইচ ফরমেশন।	সমাপ্ত
	২। কৈলাসহর সাবডিভিশান উনকুটির এপ্রোচ রোডের উন্নয়ন।	সোলিং সমাপ্ত মেটেলিং কাজ চলিতেছে।

	৩।	তমুপল্লী হইতে বঙ্গী এপ্রোচ রোডের উন্নয়ন।	সমাপ্ত।
	৪।	কাছাড়ঘাট পার্থীর বাদা রাস্তা হইতে ইছকপুর হইয়া বড়খাল পর্য্যন্ত রাস্তার ফরমেশন।	সমাপ্ত।
	৫।	কনকপুর হইয়া হীরাছড়া রাস্তার উন্নয়ন। ফরমেশন।	সমাপ্ত।
	৬।	কে, কে, রোড হইতে কীর্ত্তনতলী হইয়া কাউলিকুড়া পর্য্যন্ত রাস্তা নির্মাণ/ফরমেশন।	কাজটি চলিতেছে
	৭।	কৈলাসহর হীরাছড়া টিল্লার বাজার হইতে বাবুর বাজার পর্য্যন্ত উন্নয়ন। ইট বিছানোর কাজ।	সমাপ্ত।
১৯৭৪-৭৫ইং	১।	কৈলাসহর হইতে গোলকপুর পর্য্যন্ত রাস্তার উন্নয়ন।	পুল, কালভার্টের কাজ শেষ হইয়াছে মাটির কাজ চলিতেছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 192

By Shri Abhiram Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department by be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ১৯৭৫এ জিরানিয়া, মোহনপুর ও বিশালগড় থানা এলাকার মধ্যে এ পর্য্যন্ত মোট কতটি খুন মারপিট, চুরি, ডাকাতি ও ছিনতাই হয়েছে তার স্থান ভিত্তিক ও অপরাধ ভিত্তিক হিসেব ?

২) এই সকল ঘটনা সম্পর্কে মোট কতজন গ্রেপ্তার হয়েছে ?

উত্তর

প্রশ্নের উত্তর স্থান ও অপরাধভিত্তিক হিসাব নিয়ে দেওয়া গেল :—

(১।১।৭৫ইং হইতে ৩০।৪।৭৫ইং তাং পর্য্যন্ত)

জিরানীয়া

খুন—১টি, মারপিট—৭, চুরি—৩৪, ডাকাতি—৬, ছিনতাই—১,

খুন—রাধাপুর -১

মারপিট—জিরানীয়া বাজার—১, মাতাবাড়ী—১, বালুরামবাড়ী—১, বাসি কবরা পাড়া —১, রহিমখোলা—১, রুখিয়া কবরা পাড়া—১, মোহনপুর—১।

চুরি ঃ— গকুল বাস্তি—১, মজলিসপুর—৩, ভগবান কবরা পাড়া—১, নিম্ন বুনিয়াদী স্কুল—১, কৃষ্ণনগর—১, জিরানীয়া সদর—২, জয়জয়নগর—১, বড়জলা বিণাপাণী উচ্চ বুনিয়াদী স্কুল—১, রাণীরবাজার বিদ্যা মন্দির—১, রাণীর বাজার—১, রাজনগর—১, লেম্বুছড়া—১, পুর্ব নোয়াগাও—১, জীবন সরদার পাড়া—১, জিরনীয়া ইণ্ডাষ্ট্রী গুদাম—১; ছায়াঘাৱিয়া—২, রাধাপুর—১, নোয়াবাদী—২, পুর্ব্বনগর—১, জিরানীয়া জয়নগর—১, জিরানীয়া ব্লক টিলা—১, ব্রাধানগর—২, জিরানীয়া বাজার—১, নিমাইবাড়ী—১, কৈয়া-ছারবাড়ী—১, বুড়াখান—১, জিরানীয়া প্রাইমারী স্বাস্থ্য কেন্দ্র—১, বঙ্কিমনগর—১, দীনবন্ধু কবরা পাড়া—১, (মোট—৩৪)

ডাকাতি :—

সোনারাম পাড়া—১, বিনোন পাড়া—১, ১৮নং কার্ডস কলোনী—১, উদয়হোবড়া পাড়া ২, নব সরদার পাড়া—১, বাগরাম বাড়ী—১।

ছিনতাই :

পাটনি—১।

মোহনপুর

খুন—×, মারপিট—৫টি, চুরি—১৪টি, ডাকাতি—৫টি, ছিনতাই—×

খুন—

মারপিট :

ব্রজবিনোদিনীপুর—১, ভলটিং বাজার—১, ঈশানপুর—১, কলকলিয়া—১, নবগ্রাম—১।

চুরি :—মনতলা—১, নৃপেন্দ্রনগর—১, জলিলপুর—২, কলকালয়া চা বাগান—১, তারা নগর—২.ব্রজ বিনোদিনী—১.হেছরিয়া—১, বরেন্দ্র নগর—১, অ্যমির ঘাট—১, এরা পুর—১, সুবল সিং ফরেষ্ট অফিস—১, তুলা বাগান—১,

ডাকাতি :—রাধাম বাড়ী—১ লেফুঙ্গা—১, উতলাবাড়ী—১, সাত ডুবিয়া—১. ফটিকছড়া—১,

ছিনতাই :—

বিশালগড় :—

খুন :—, মারপিট—৫টি, চুরি—১৬টি, ডাকাতি—২, ছিনতাই—৪টি,

খুন :—

মারপিট ঃ—নূতন বাজার বিশালগড়—১ চিত্রাবাড়ী—১, সিপাইজলা—১, বিশালগড় উত্তর বাজার—১টি,

চুরি ঃ—চাম্পামুড়া—২, ২নং চন্দ্রনগর নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়—১, হরিহর দোলা—১, গঙ্গারিয়া নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়—১,চাহন খোলা নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়—১, বোন ডাইসেন্টার সেন্টার, বিশ্রামগঞ্জ—১, কাকরমালা নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়—১,

নেহাল চন্দ্র নগর নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়—১, আমতলী—২,
পশ্চিম লক্ষীবিল নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়—১, ব্রজপুর উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়—১,
প্রভুরামপুর—১, অফিস টিলা—১, ব্রজপুর—১, বিশ্রামগঞ্জ বাজার—১, পাণ্ডবপুর
নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়—১, মধুপুর—১, পাথালিয়া—১, নেহাল চন্দ্র নগর—১,
জগঠাকুর পাড়া—১, দক্ষিণ চড়িলাম—১, বড়জলা—২, দেওয়ান বাজার—১,
বিশালগড়—১, তপোবন আশ্রম—১, ১৯৭৪ বাবার প্লেন্‌টেশান চড়িলাম—১,
গুণ সরদার পুর—১, ১৯৭২ বাবার প্লেন্‌টেশন, পাথালিয়া—১, কৃষ্ণকিশোর
নগর—১, নদীলাক—১, গঙ্গালীয়া রেশন সপ—১ পূর্ব লক্ষীবিল—১, ধনিয়া—১,
বিক্রম নগর—১, গকুল নগর কেম্প—১, লতিয়াছড়া—১ পাথালিয়া—১, মধ্য
লক্ষীবিল—১, কোনাবন—১, শিলকয়ম বিচার্স এণ্ড ডেভেলপমেন্ট সেন্টার—১,
[মোট—৪৬টি]

ডাকাতি :—মুড়াবাড়ী—১, কোনাবন—১,

ছিনতাই :—অমরেন্দ্র নগর—১টি, পদ্মনগর—১টি, রামনগর—১টি, প্রমোদনগর—১টি,

২নং :—মোট ১৬ জন গ্রেপ্তার হয়েছে।

প্রশ্ন

UN-STARRED QUESTION NO. 193

By Shri Abhiram Deb Barma

Will the Hon'ble Minster-in-Charge of the Industries Department be pleased to state :—

১ ১৯৭৪ এবং ১৯৭৫ সালে কোন্ ব্লক মাধ্যমে উপজাতি ছেলে মেয়েদের মধ্যে কতটি উষা সেলাই এর কল বন্টন করা হয়েছে তার ব্লক ভিত্তিক হিসেব,

২। প্রতি ছেলে মেয়েদের নাম ও ঠিকানা ;

৩। এই সকল মেসিন কি শর্তে বিলি করা হয়েছে ; এবং

৪। প্রাপ্ত ব্যক্তিদের নাম কি ভাবে বাছাই হয়েছে ?

উত্তর

(১, ২, ৩ এবং ৪) তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

প্রশ্ন

UN-STARRED QUESTION NO. 196

By Shri Anil Sarkar

Will the Hon'ble Minster-in-Charge the Industry Department be pleased to state :—

১। Intensive Development of Rural Industries এর জন্য ত্রিপুরায় গত দু বছরে জেলায় কোন্ স্কীমে কত টাকা খরচ হয়েছে ; এবং

২। এই সকল প্রজেক্টে বর্তমানে কত লোক কর্মরত আছে ?

উত্তর

১ এবং ২ তথ্য গ্রথিতে তালিকায় দেওয়া হইল।

ANSWER TO THE UNSTARRED QUESTION NO. 196

Sl. No.	Name of the Scheme	Expenditure and employment			
		District	Year	Amount (Rs.)	Employment
1	2	3	4	5	6
1.	Project Establishment.	North Tripura	1973–74	88,169.03	16 (Regular)
		-do-	1974-75	1,23,577.65	24 „
2.	TRAINING.				
	Demonstration Centre on Sericulture—2 Nos.	-do-	1973-74	34,417.00	10 (Regular) + 40 (Part time)
		-do-	1974-75	54,320.73	10 „ + 45 „
3.	COMMON SERVICE.				
	i) Store cum Sales Depot 3 Nos. ii) Design Extension Centre— 2 Nos. iii) Dye House— 1 Nos.	-do-	1973–74	59,528.00	20 „
			1974-75	66,536.62	20 „
4.	Managerial grant to Industrial Co-operative Societies.	-do-	1973-74	2,400.00	2 „
		-do-	1974-75	2,400.00	2 „
5.	Loan.	-do-	1973-74	2,37,000.00	
		-do-	1974-75	1,12,000.00	
		West Tripura.	1974-75	1,34,000.00	
		South Tripura.	1974-75	42,000.00	
6.	RURAL ARTISAN PROGRAMME.				
	i) Training.	West Tripura.	1974-75	12,160.00	38 „
	ii) Managerial grant.	-do-	1974-75	7,587.10	6 „
	iii) 50% Subsidy.	-do-	1974-75	607.75	2 „

UN-STARRED QUESTION NO. 199

By Shri Nripendra Chakraborty

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Industries Deparment be pleased to state :—

১। ত্রিপুরা ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল ডেভেলাপমেন্ট কর্পোরেশন কবে, কাকে কাকে নিয়ে গঠিত হয়েছে ?

২। ঐ কর্পোরেশান এ পর্য্যন্ত কি কি কাজ করেছে তার বিবরণ ?

উত্তর

১। ২৮শে মার্চ, ১৯৭৪ ইং তারিখে ত্রিপুরা ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল ডেভেলাপমেন্ট কর্পোরেশান লি: নামে একটি সরকারী কোম্পানী গঠিত হইয়াছে। এই কোম্পানীর বোর্ড অব ডাইরেক্টারস্ নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের নিয়া গঠিত হইয়াছে :—

১। শ্রী এ, সিন্‌হা, প্রাক্তন উন্নয়ন কমিশনার ও সচিব।

২। শ্রী কে, ডি, মেনন, রেভেনিউ কমিশনার

৩। শ্রী এস, কে, ঘটক, অর্থ সচিব

৪। শ্রী টি, এস, ভেদাগিরি, প্রাক্তন মুখ্য বাস্তকার

৫। শ্রী সি, আর, ভট্টাচার্য্য, প্রাক্তন ম্যানেজিং ডাইরেক্টার, ত্রিপুরা স্মল ইণ্ডাষ্ট্রিজ কর্পোরেশান লি:,

৬। শ্রী আর, পি, সেনগুপ্ত, শিল্প অধিকর্তা।

২। প্রয়োজনীয় মূলধনের অভাবে এখন পর্য্যন্ত কোন শিল্প স্থাপন করা সম্ভব হয় নাই।

প্রশ্ন

UN-STARRED QUESTION NO. 458

By Shri Niranjan Deb, M. L, A

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Department be pleased to state :—

১। চড়িলাম এলাকার রামনগর গাঁও সভা রাঙাপাণীয়া গাঁও সভা, ব্রজপুর গাঁও সভা এবং পদ্মনগর গাঁও সভায় ১৯৬০ ইং থেকে ১৯৭৫ ইংরাজীর ডিসেম্বর পর্য্যন্ত গরু চুরির সংখ্যা কত ?

উত্তর

১। ১৯৬০ সাল হইতে ১৯৭৫ সাল জানুয়ারী পর্য্যন্ত গাঁও সভা ভিত্তিক গরু চুরির সংখ্যা নিয়ে দেওয়া গেল :— (থানায় রিপোর্ট হওয়া সংখ্যা)

গাঁও সভার নাম	মোট গরু চুরি
রামনগর—	৮টি
রাঙাপাণীয়া—	২৬টি
ব্রজপুর—	৫টি
পদ্মনগর—	৩টি